মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
২০তম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা
মার্চ ২০১৭

তাবলীগী ইজতেমা
২০১৭ সংখ্যা

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি কাউকে সৎ পথের দিকে আহ্বান করে, তার জন্য সেই পরিমাণ ছওয়াব রয়েছে, যা তার অনুসারীদের জন্য রয়েছে। অথচ এতে তাদের নিজস্ব ছওয়াবে কোনরূপ কমতি হবে না’ (মুসলিম হা/২৬৭৪)।

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২০তম বর্ষ	৬ষ্ঠ সংখ্যা
জুমাঃ আখেরাহ-রজব	১৪৩৮ হিঃ
ফাল্গুন-চৈত্র	১৪২৩ বাং
মার্চ	২০১৭ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫।
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৭৩৮-৯৭৭৭৯৭ (আছর থেকে মাগরিব)
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ১৬০/-)	৩০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০/-	১৪৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১১৫০/-	১৮০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৪৫০/-	২১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮০০/-	২৪৫০/-

সূচীপত্র

◈ **সম্পাদকীয়** ০২

◈ **দরসে হাদীছ :**

♦ বায়'এ মুআজ্জাল *-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব* ০৩

◈ **প্রবন্ধ :**

♦ আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর পাঁচ দফা মূলনীতি : একটি বিশ্লেষণ *-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন* ১৩

♦ আদর্শ পরিবার গঠনে করণীয় *-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* ১৯

♦ খতমে নবুঅত আন্দোলন ও আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম *-অনুবাদ : নূরুল ইসলাম* ২৪

♦ দাফনোত্তর দলবদ্ধ মুনাজাতের বিধান *-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম* ২৮

♦ খারেজীদের আক্বীদা ও ইতিহাস *-মীযানুর রহমান* ৩৪

♦ দাজ্জাল : ভ্রান্তি নিরসন *-আহমাদুল্লাহ* ৪২

♦ বর্তমান পরিস্থিতিতে ইমামদের দায়িত্ব ও কর্তব্য *-অনুবাদ : তানযীলুর রহমান* ৪৬

♦ এপ্রিল ফুল্‌স *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ৫০

◈ **ইতিহাসের পাতা থেকে :**

♦ তাতারদের আদ্যোপান্ত *(৪র্থ কিস্তি) -মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম* ৫২

◈ **মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সাক্ষাৎকার** ৫৯

◈ **ভ্রমণ স্মৃতি :**

♦ ঝিলাম-নীলামের দেশে *-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব* ৬১

◈ **অমর বাণী :** *-আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব* ৬৩

◈ **হাদীছের গল্প :** মৃত্যুর ভয় *-উম্মে হাবীবা* ৬৪

◈ **চিকিৎসা জগৎ :** স্ট্রোক : কারণ ও প্রতিকার ৬৫

◈ **কবিতা :** ৬৬

♦ ইসলামের কার্বন কপি ♦ আত-তাহরীক
♦ তাবলীগী ইজতেমা ♦ হে আত-তাহরীক

◈ **সোনামণিদের পাতা** ৬৭

◈ **স্বদেশ-বিদেশ** ৬৮

◈ **মুসলিম জাহান** ৭০

◈ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৭০

◈ **সংগঠন সংবাদ** ৭১

◈ **প্রশ্নোত্তর** ৭৩

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী | সম্পাদকীয় | ২০তম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা মার্চ ২০১৭

১. মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী! মূর্তিটা নামিয়ে দিন

ভেবেছিলাম প্রতিবাদের শুরুতেই মূর্তিটি নামিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু এখন দেখছি এ্যাটর্নী জেনারেল সহ বড় বড় নাস্তিক্যবাদী নেতারা একযোগে এই দাবীকে স্বাধীনতার চেতনা বিরোধী বলে চিৎকার করছেন। আমরা বিস্মিত হই, মূর্তি পূজারীদের দেশ হিন্দুস্থানের সুপ্রীম কোর্টে যে মূর্তির স্থান হ'ল না, সে মূর্তি কিভাবে মূর্তিভাঙ্গা মুসলমানের দেশ বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টে স্থান পেল? কে এটা উঠালো? জাতীয় সংসদে কবে এ প্রস্তাব পাশ হ'ল? তাহ'লে কি এদেশের সরকার নাস্তিকদের সরকার? মুখে গণতন্ত্রের ফেনা তুলে অধিকাংশ মুসলমান ভোটারের হৃদয়তন্ত্রীতে রক্ত ঝরিয়ে এই আত্মঘাতি সিদ্ধান্ত কে নিল? এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঐসব নাস্তিকদের কত পার্সেন্ট অবদান আছে, তা জানার অধিকার আছে সচেতন দেশবাসীর। আজ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সবুজ চত্বরগুলি নানা মূর্তি ও ভাস্কর্য দিয়ে ভরে দেওয়া হচ্ছে। মসজিদের নগরী বলে প্রসিদ্ধ রাজধানী ঢাকাকেও মূর্তির নগরীতে পরিণত করার পাঁয়তারা চলছে। আর এগুলিকে আইন সম্মত করার জন্যেই অতি সঙ্গোপনে সুপ্রীম কোর্টের সামনে নারীমূর্তি খাড়া করা হয়েছে। যিনিই করুন, যার ইঙ্গিতেই হৌক, দায়ী হবেন মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী। যিনি পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করেন ও আল্লাহ্র নিকট দৈনিক মাথা নত করেন। অতএব তাওহীদের এই দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয়ের সামনে থেকে শিরকের এই মূর্তিকে হটানোর দায়িত্ব তাঁরই।

রোমান যুগের কথিত ন্যায়বিচারের প্রতীক মহিলা বিচারপতি 'থেমিস' (Themis)-এর আদলে তৈরী এই ভাস্কর্য সুপ্রীম কোর্টের মূল ভবনের সামনে লিলি ফোয়ারায় গত ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে স্থাপন করা হয়। রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা এ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম আপামর ইসলামী জনগণের আক্বীদা-বিশ্বাসকে তোয়াক্কা না করে উক্ত দেবী মূর্তির পক্ষে সাফাই গেয়ে গত ৬ই ফেব্রুয়ারী'১৭ বলেছেন, 'এটা তো মূর্তি নয়, ভাস্কর্য (Sculpture)। আর এখানে দেখানো হয়েছে তিনটা জিনিস। একটা হলো দাঁড়িপাল্লা, ন্যায়বিচারের একটা সূচক। আর ডান হাতে একটা তলোয়ার। যা দণ্ড বা শাস্তির সূচক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। তৃতীয়তঃ চোখটা বাঁধা। অর্থাৎ একদম নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই বিচারের নিরপেক্ষতা তুলে ধরা হয় এই স্কাল্পচার দিয়েই'।

উদ্ভট যুক্তি আর কাকে বলে? তিনি জাজ্বল্যমান একটা নারী মূর্তিকে ভাস্কর্য বলে আইন সিদ্ধ করতে চাচ্ছেন। দিল্লী হাইকোর্ট সহ উপমহাদেশের কোন আদালতেই এরূপ কোন মূর্তি নেই। তাহ'লে কিসের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁরা একাজ করলেন? হিন্দু নেতা রাজা রামমোহন রায়, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সকলেই মূর্তিপূজার বিরোধী ছিলেন। তাহ'লে মুসলিম নামধারী হুতোম পেঁচাগুলো, যারা সুযোগ পেলেই ইসলামের বিরুদ্ধে 'হুম' করে ওঠেন, এরা কোন জাতের? এরা কবরে যাবে, না শ্মশানে যাবে? হাতে গোনা এই কথিত বিশিষ্ট নাগরিকদের এতটুকু অন্তত জানা উচিত ছিল যে, এটি ১৭ কোটি মুসলমানের দেশ। অতএব জনগণের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙার আগেই মূর্তি হটান।

১৯৪৮ সালে ঢাকা হাইকোর্ট স্থাপিত হয়। ন্যায়বিচারের প্রতীক হিসেবে ছিল দাঁড়িপাল্লা। বিগত ৬৮ বছরে কেউ এ বিষয়ে কিছু বলেনি। এতদিন পর হঠাৎ করে ন্যায়বিচারের প্রতীক হিসেবে দাঁড়িপাল্লার স্থানে গ্রীক দেবীর মূর্তি স্থাপন করে কারা কোন ন্যায়বিচার কায়েম করতে চাচ্ছেন, সেটা জনগণের বোধগম্য নয়।

বলা হয়ে থাকে যে, বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত আইন শাস্ত্রের গোড়াপত্তন হয় রোমান যুগে। বাংলাদেশেও আইন শাস্ত্রে রোমান আইন পড়ানো হয়ে থাকে। অথচ ইসলামী আইনের কল্যাণকারিতা সমূহ তাঁদের চোখে পড়ে না। দেশের আদালতগুলি চলছে মূলতঃ রোমান আইনের আলোকে। অথচ সেটি হওয়া উচিত ছিল কুরআনী আইনের আলোকে। দুর্ভাগ্য আমরা স্বাধীন হয়েছি কেবল ভৌগলিক মানচিত্রে। কিন্তু রয়ে গেছি আগের মত গোলামী মানসিকতার চক্রে। ভোটের মৌসুমে শুনতে পাই কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কোন আইন হবে না, মদীনার সনদ অনুযায়ী দেশ চলবে। অথচ ক্ষমতায় গিয়ে হয় তার উল্টা। এভাবে ইসলামী জনগণের ভোট নিয়ে যারাই সরকারে যাচ্ছেন, তারাই ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড করে যাচ্ছেন যুগ যুগ ধরে। অবশ্যই এর অবসান হওয়া উচিত। আমাদের কথা ও কর্ম সর্বদা এক হওয়া উচিত।

২. পৃথিবী নামক গ্রহটিকে প্রাকৃতিকভাবে চলতে দিন!

বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলোতে মাত্রাতিরিক্ত ফসিল জ্বালানি ব্যবহারের কারণে তথাকথিত উন্নয়ন ও শিল্পায়নের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবে আবহাওয়া পরিবর্তনের ছোবলে দেশে দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মানবিক বিপর্যয় যখন অনিবার্য হয়ে উঠেছে, ঠিক তখনই বিশ্বের উন্নয়ন পরিকল্পনাবিদরা টেকসই উন্নয়নের রূপরেখা মেলে ধরতে শুরু করেছেন। ইতিমধ্যেই আমাদের এই সবুজ গ্রহের অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশে গত ১০ হাযার বছরে বিশ্বের ইকোলজির যত ক্ষতি হয়েছে, শিল্পায়ন ও বাণিজ্যিক উন্নয়নে এগিয়ে থাকার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে গত দেড়শ বছরে ধরিত্রীর ক্ষতির পরিমাণ তার চেয়ে বহুগুণ বেশী হয়েছে। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্তির সংগ্রামকে কর্পোরেট মুনাফাবাজ ও দলবাজদের হাতে ছেড়ে দিয়ে বিশ্বের জন্য এই বিপর্যয়কে আরও ত্বরান্বিত ও অনিবার্য করে তোলা হয়েছে।

জাতিসংঘসহ বিশ্বসংস্থাগুলো টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে বড় বড় সম্মেলন করলেও আমাদের মতো দেশের অস্তিত্বের সাথে জড়িত দেশের নদী সমূহের প্রবাহ ঠিক রেখে কোটি কোটি মানুষের জীবন-জীবিকার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য আণবিক বোমার চেয়েও ভয়ংকর ফারাক্কা বাঁধ, গজলডোবা বাঁধ, ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প প্রভৃতি ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে এযাবৎ কাউকে কার্যকর কোন ভূমিকা রাখতে দেখা যায়নি। যেগুলি বাংলাদেশকে তিলে তিলে ঊষর মরুভূমিতে পরিণত করার ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছুই নয়। যদি দেশই না বাঁচে, তাহ'লে তথাকথিত মেগা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে কি লাভ? গত দুই দশকে সুন্দরবনের আশপাশে শত শত ভারী শিল্পের অনুমোদন দিয়ে, সুন্দরবনের স্পর্শকাতর এলাকায় বাণিজ্যিক নৌ চ্যানেল চালু রেখে এবং কোটি মানুষের প্রতিবাদ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের উদ্বেগ-আশঙ্কা অগ্রাহ্য করে সুন্দরবন সংলগ্ন রামপালে দেশের বৃহত্তম কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের ধনুর্ভঙ্গ পণ করে সরকার জনগণের কাছে কী বার্তা দিচ্ছে? এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, সরকার জনস্বার্থেই এটা করতে চাচ্ছে। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, বিদ্যুতের অনেক বিকল্প থাকলেও বাংলাদেশের জন্য সুন্দরবনের কোনো বিকল্প নেই। রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের কারণে সুন্দরবনের যেসব ক্ষতির আশঙ্কার কথা বলা হচ্ছে তা পরিস্ফুট হ'তে হয়ত কয়েক দশক সময় লাগবে। তার আগে কোটি কোটি টন কয়লা পুড়িয়ে উৎপাদিত বিদ্যুতে বাংলাদেশে শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি হয়ত আরো বেগবান হবে। কিন্তু বুড়িগঙ্গা-শীতলক্ষ্যার মতো সুন্দরবন নৌ চ্যানেল মারাত্মক দূষণের শিকার হওয়ার পর একদিন যখন সুন্দরবনের মৃত্যুঘণ্টা বাজবে, তখন আজকের রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের পক্ষ-বিপক্ষদের কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিগত দিনে ভারত ও বাংলাদেশের নেতারা ফারাক্কা বাঁধ সৃষ্টি ও চালু করে উভয় দেশের সর্বনাশ করে গেছেন। আজও রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প ও রূপপুর পারমাণবিক চুল্লী নির্মাণ প্রকল্প আগামী দিনে বাংলাদেশের অস্তিত্ব ধ্বংসের কারণ হবে। তখন আজকের নেতারা কেউই থাকবেন না। কিন্তু তারা ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে থাকবেন চিরদিন। অতএব ঝুঁকি নিয়ে হ'লেও দূরদর্শিতার সাথে দেশের কল্যাণে কাজ করুন। পরবর্তী বংশধরদের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য আল্লাহ্র সৃষ্টি এই সুন্দর পৃথিবীটিকে প্রাকৃতিক নিয়মে চলতে দিন। আল্লাহ তাঁর সৃষ্টজীবের প্রতি সবচাইতে বেশী দয়ালু। তিনি আমাদের সহায় হৌন- আমীন! *(স.স.)*।

বায়‘এ মুআজ্জাল

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِى بَيْعَةٍ، رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক বিক্রয়ের মধ্যে দুই বিক্রয় নিষেধ করেছেন’।[১] অর্থাৎ এক ব্যবসায়ে দুই ধরনের বিক্রয়।

ইমাম তিরমিযী বলেন, এ বিষয়ে আব্দুল্লাহ বিন আমর, আব্দুল্লাহ বিন ওমর ও আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ থেকে হাদীছ রয়েছে। আবু হুরায়রা বর্ণিত অত্র হাদীছ ‘হাসান ছহীহ’। এর উপরে আমল রয়েছে বিদ্বানগণের মধ্যে। কোন কোন বিদ্বান ব্যাখ্যা করেছেন, ‘এক বিক্রয়ে দুই বিক্রি নিষিদ্ধ’ অর্থ যেমন কেউ বলল, আমি তোমার নিকট কাপড়টি বিক্রি করলাম নগদে ১০ টাকায় এবং বাকীতে ২০ টাকায়। অতঃপর তারা যদি কোন একটির উপর সিদ্ধান্ত নিয়ে পৃথক হয়, তাহ’লে তাতে কোন দোষ নেই’।

এখানে ইমাম তিরমিযীর ব্যাখ্যায় প্রশ্ন রয়েছে। কেননা যেকোন একটির উপরে নয়, বরং কম মূল্যটির উপর সিদ্ধান্ত হ’তে হবে, বাকীতে বেশী মূল্যের উপর নয়। কেননা সেটি সূদ হবে। যা আবু হুরায়রা বর্ণিত অন্য হাদীছ *(আবুদাঊদ হা/৩৪৬১)* দ্বারা প্রমাণিত।

উপরোক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় আব্দুল ওয়াহহাব ইবনু আত্বা আল-বাগদাদী (মৃ. ২০৪ হি./৮২০ খৃ.) বলেন, ‘এটি তোমার জন্য নগদে দশ ও বাকীতে বিশ’। ইমাম ইবনু কুতায়বা দীনাওয়ারী বলেন, ‘নিষিদ্ধ ব্যবসা সমূহের অন্যতম হ’ল, এক বিক্রিতে দুই শর্ত। সেটি এই যে, কোন ব্যক্তি একটি মাল কিনবে দুই মাসের বাকীতে দুই দীনারে এবং তিন মাসের বাকীতে তিন দীনারে। আর এটা হ’ল এক বিক্রির মধ্যে দুই বিক্রি’।[২]

উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় অন্যান্যগণ বলেন, বিক্রেতা যদি ক্রেতাকে বলে, আমি তোমার নিকট এই কাপড়টি বিক্রয় করলাম নগদে ১০০ টাকায় এবং বাকীতে ১২০ টাকায়। এতে যদি ক্রেতা বলে ‘আমি কবুল করলাম’। অতঃপর ঐ অবস্থায় স্থান ত্যাগ করে ও পৃথক হয়ে যায়। অথচ নগদ না বাকী সেটা নির্দিষ্ট না করে, তাহ’লে এই অজ্ঞতার কারণে ব্যবসাটি বাতিল হবে। কিন্তু যদি দু’টি মূল্যের কোন একটিতে মূল্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। যেমন ক্রেতা বলল, আমি অধিক মূল্যে বাকীতে মাল খরীদ করতে রাযী হ’লাম, তাহ’লে উক্ত ব্যবসা সিদ্ধ হবে। কারণ এখানে অজ্ঞতা থাকবে না।

মিশকাতের বাংলা অনুবাদক নূর মুহাম্মাদ আ’জমী উক্ত হাদীছের *(হা/২৭৪৪ (৩৫)* ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ নগদ দামে পাঁচ টাকা মূল্য, আর বাকী নিলে ছয় টাকা, একদিক নির্ধারিত না করিয়া ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করা নিষিদ্ধ *(পৃ. ৬/৫৮)*।

জবাব : উক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ উক্ত হাদীছে অজ্ঞতা বা মূল্য নির্ধারিত না করে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করার কিছু নেই। বরং এর ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট। তাছাড়া আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِى بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا ‘যে ব্যক্তি একটি ব্যবসায়ে দু’টি বিক্রয় করে সে কম মূল্যেরটা নিবে অথবা সূদ নিবে’।[৩]

এখানে ক্রেতাকে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে দু’টির যেকোন একটি গ্রহণ করার। হয় সে নগদে কম মূল্যে খরীদ করবে, যা সিদ্ধ। নয় বাকীতে বেশী মূল্যে খরীদ করবে, যা সূদ এবং যা নিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। এর মধ্যে অজ্ঞতার কিছু নেই।

বস্তুতঃ মূল্য স্থির করায় অজ্ঞতা থাক বা না থাক এবং এক সাথে হৌক বা কিস্তিতে হৌক বাকীতে বেশী মূল্য নিলেই সেটা সূদ হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الرِّبَا فِى النَّسِيئَةِ ‘সূদ হয় বাকীতে’।[৪]

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ব্যবসায়ে নগদে এক বিক্রি ও বাকীতে আরেক বিক্রি নিষেধ করেছেন’ মর্মে হাদীছের *(আহমাদ হা/৩৭৮৩)* রাবী সিমাক বিন হারব, যিনি একজন বিখ্যাত তাবেঈ এবং যিনি ৮০ জন ছাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন, বিরোধের কারণে যার ব্যাখ্যাই এখানে গ্রহণযোগ্য হবে। তিনি বলেন, এর অর্থ হ’ল, الرَّجُلُ يَبِيعُ الْبَيْعَ فَيَقُولُ هُوَ بِنَسَاءٍ بِكَذَا وَكَذَا وَهُوَ بِنَقْدٍ بِكَذَا وَكَذَا– ‘বিক্রেতা বলবে, বস্তুটি বাকীতে অত টাকায় এবং নগদে এত টাকায়’।[৫] এরূপ স্পষ্ট ব্যাখ্যার পরেও যদি কেউ অস্পষ্টতার দোহাই দেন, তবে সেটা কিভাবে গ্রহণযোগ্য হবে?

আমর ইবনু শু‘আইব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হ’তে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, ‘ঋণ ও ক্রয়-বিক্রয় একসঙ্গে করা হালাল নয়। এক ব্যবসায়ে দুই

১. তিরমিযী হা/১২৩১; মুওয়াত্ত্বা হা/২৪৪৪; নাসাঈ হা/৪৬৩২; আহমাদ হা/৯৫৮২; মিশকাত হা/২৮৬৮, হাদীছ ছহীহ ‘ক্রয়-বিক্রয়’ অধ্যায়-১১ ‘নিষিদ্ধ ব্যবসা’ অনুচ্ছেদ-৫।

২. আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম ওরফে ইমাম ইবনু কুতায়বা বাগদাদী দীনাওয়ারী (২১৩-২৭৬ হি./৮২৮-৮৮৯ খৃ.), গারীবুল হাদীছ (বাগদাদ : আনী প্রেস, ১ম সংস্করণ ১৩৯৭ হি./১৯৭৭ খৃ.) ১/১৯৮; ছহীহাহ হা/২৩২৬-এর ব্যাখ্যা ৫/৪২০ পৃ.।

৩. আবুদাঊদ হা/৩৪৬১; হাকেম হা/২২৯২; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/১৪৬২৯; ছহীহাহ হা/২৩২৬; শিরোনাম : ‘অধিক মূল্যে বাকীতে বিক্রি’।

৪. বুখারী হা/২১৭৯; মুসলিম হা/১৫৯৬; মিশকাত হা/২৮২৪ ‘সূদ’ অনুচ্ছেদ।

৫. আহমাদ হা/৩৭৮৩, ১/৩৯৮ ‘ছহীহ লেগায়রিহী’ আরনাঊত্ব; ইরওয়া হা/১৩০৭-এর আলোচনা ৫/১৪৯; ছহীহাহ হা/২৩২৬-এর আলোচনা ৫/৪২০-২১ পৃ.।

শর্ত জায়েয নয়। যাতে লোকসানের ঝুঁকি নেওয়ার দায়িত্ব নেই, তাতে লাভ দাবী করার অধিকার নেই এবং যে বস্তু তোমার হাতে নেই, তা বিক্রি করা হালাল নয়'।[৬] অর্থাৎ ব্যবসায়ে লাভ-লোকসান দু'টিরই ঝুঁকি আছে। কিন্তু সূদে লোকসানের ঝুঁকি নেই। প্রচলিত বায়'এ মুআজ্জালে উক্ত নিষিদ্ধ বিষয়গুলির অধিকাংশ রয়েছে। বড় কথা এতে লোকসানের কোন ঝুঁকি নেই।

হীলা-বাহানা করা পাপ :

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَ تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَ الْيَهُود فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ 'তোমরা ঐরূপ পাপ করোনা যেরূপ পাপ করেছিল ইহূদীরা। তোমরা ন্যূনতম কৌশলের মাধ্যমে আল্লাহকৃত হারাম সমূহকে হালাল করো না'।[৭]

উক্ত হাদীছে মুসলিম উম্মাহকে ব্যবসা-বাণিজ্যে বিভিন্ন কৌশলে হারামকে হালাল করতে নিষেধ করা হয়েছে। সব জাতির মধ্যেই কমবেশী এটা আছে। কিন্তু এখানে ইহূদীদের কথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হ'ল এই যে, ধোঁকা ও প্রতারণায় বাড়াবাড়ি করার কারণে ইহূদী জাতি দৃষ্টান্তমূলকভাবে আল্লাহ্র গযবে পতিত হয়েছে এবং তারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত অভিশপ্ত জাতি হিসাবে নিন্দিত হয়েছে।[৮] আল্লাহ্র হুকুমে নবী দাঊদ (আঃ) তাদেরকে তাদের সাপ্তাহিক ইবাদতের দিন শনিবারে সাগরে মাছ ধরতে নিষেধ করেছিলেন এবং ঐ দিন তাদেরকে ইবাদতে রত থাকতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাঁদের ঈমানের পরীক্ষা নিলেন এবং ছুটির দিন অধিকহারে কিনারায় মাছের আগমন ঘটতে লাগল। এতে শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে তারা কৌশল করল যে, তারা শনিবার দিনের বেলায় নদীর নালাতে মাছ প্রবেশ করিয়ে সন্ধ্যায় নালার মুখ বন্ধ করে দিত এবং পরদিন রবিবার সকালে মাছ ধরত। তাদের এই হারামকে হালাল করার অপকৌশল দেখে ঈমানদারগণ তাদের নিষেধ করেন। কিন্তু তারা তা অমান্য করলে মাঝখানের দেওয়াল খাড়া করে তারা তাদের থেকে পৃথক হয়ে যান। এরপর একদিন তাদের কোন সাড়া-শব্দ না পেয়ে ঈমানদারগণ উপর থেকে তাকিয়ে দেখেন যে, তারা সব আল্লাহ্র গযবে বানরে পরিণত হয়ে গেছে। অতঃপর তিনদিনের মধ্যে তারা মরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ক্বাতাদাহ বলেন, যুবকগুলি বানরে ও বৃদ্ধগুলি শূকরে পরিণত হয়।[৯] সেই থেকে এই জাতি أصحاب القردة والخنازير 'বানর ও শূকরের জাতি' বলে ইতিহাসে পরিচিত হয়।

আল্লাহকৃত হারামকে হালাল করার অপকৌশল করার জন্যই তাদের এই চরম পরিণতি হয়েছিল। আজও কোন জাতি তাদের অনুকরণ করলে আল্লাহ একই শাস্তি বা তার চাইতে কঠিন কোন শাস্তি দুনিয়াতে প্রেরণ করতে পারেন। যাকে রুখবার ক্ষমতা মানুষের নেই। এইডস, ক্যান্সার, ইবোলা, জিকা ভাইরাস ইত্যাদি নিত্য নতুন মরণ ব্যাধির ভাইরাস বা আবহাওয়া পরিবর্তনের গযব কি এ যুগের মানুষের জন্য কঠিনতম দুনিয়াবী শাস্তি নয়? আখেরাতে জাহান্নামের কঠোর শাস্তি তো আছেই।

আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন। কিন্তু মক্কার নেতারা ব্যবসা ও সূদের পার্থক্য না বুঝে বলেছিল, إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا 'ব্যবসা তো সূদেরই মতো' *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*। কেননা মালের বিনিময়ে টাকা পেলে যদি ব্যবসা হয়, তবে টাকার বিনিময়ে টাকা পেলে সেটা সূদ হবে কেন? দু'টি তো সমানই। অথচ মাল বেচা-কেনায় সম্পদের প্রবৃদ্ধি হয়। নিত্য নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। অর্থনীতির চাকা গতিশীল হয়। সমাজের সর্বত্র সম্পদের প্রবাহ বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে টাকা কোন সম্পদ নয়। বরং সম্পদ ক্রয়-বিক্রয়ের একটা মাধ্যম মাত্র। যার নিজস্ব কোন মূল্য নেই। এই মৌলিক পার্থক্য না বুঝে শয়তানী কুমন্ত্রণায় পড়ে আমরা ব্যবসায়ের নামে অনেক ক্ষেত্রে সূদী কারবার করে চলেছি। যার অন্যতম হ'ল বায়'এ মুআজ্জাল (البيع المؤجل)। যার অর্থ বাকীতে অধিক মূল্য আদায়ের ব্যবসা। অর্থাৎ একটা বস্তু নগদে কিনলে কম দাম এবং বাকীতে কিনলে বেশী দাম। চাই সেটা কিস্তিতে হৌক বা এক সাথে হৌক। এটা তো পরিষ্কার সূদ। কেউ নগদে ১০০ টাকা ঋণ নিলে এবং পরবর্তীতে কিস্তিতে বা একসাথে ঋণ পরিশোধের সময় টাকা বেশী দিলে সেটা সূদ হয়। এতে কোন মতভেদ নেই। তাহ'লে মাল বিক্রির সময় নগদে একদাম ও বাকীতে বেশী দাম নিলে সেটা সূদ হবে না কেন? অথচ ব্যবসার নামে এটাই এখন চলছে সর্বত্র। ব্যাংক ও এনজিও ঋণের সূদের কিস্তি আদায়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছে মানুষ। তাছাড়া একে ভিত্তি করে চালু হয়েছে আরও বহু কিছু অন্যায় প্রথা। ফলাফল দাঁড়িয়েছে এই যে, সর্বশেষ হিসাব মতে পৃথিবীর ৯৯ ভাগ মানুষের সম্পদ এক ভাগ মানুষের হাতে জমা হয়েছে। এমনকি মর্মান্তিক খবর এই যে, মাত্র ৮ জন মানুষের হাতে এই সম্পদ রয়েছে। একেই আমরা বলছি, অংশগ্রহণমূলক অর্থনীতি বা গণতান্ত্রিক অর্থনীতি। যা স্রেফ প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। এই রাক্ষুসী অর্থনীতির হাত থেকে বাঁচতে চাইলে দলমত নির্বিশেষে সকলকে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ প্রেরিত ইসলামী অর্থনীতির কাছে মাথা নত করতেই হবে। এর কোন বিকল্প নেই।

---

৬. তিরমিযী হা/১২৩৪; আবুদাঊদ হা/৩৫০৪; নাসাঈ হা/৪৬১১; আহমাদ হা/৬৬৭১; ইবনু মাজাহ হা/২১৮৮; মিশকাত হা/২৮৭০ 'নিষিদ্ধ ব্যবসা সমূহ' অনুচ্ছেদ।

৭. ইবনু বাত্ত্বাহ (মৃ. ৩৮৭ হি.), ইবত্বালুল হিয়াল (তাহকীক : যুহায়ের শাবীশ, বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় সংস্করণ, তাবি) ৪৭ পৃ.; ইবনু তায়মিয়াহ ও ইবনুল ক্বাইয়িম, সনদ 'হাসান'; আলবানী প্রথমে 'হাসান' পরে যঈফ *(তারাজু'আত হা/১১৪)*।

৮. বাক্বারাহ ২/৬১; আলে ইমরান ৩/১১২; ফাতেহা ৭; তিরমিযী হা/২৯৫৪।

৯. কুরতুবী; ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ৬৫ আয়াত।

যুক্তি সমূহ :

বায়‘এ মুআজ্জালকে হালাল করার জন্য বিভিন্ন যুক্তি দেওয়া হয়। যেমন **(১)** ক্রেতাকে সময় দেওয়ার প্রতিদান হিসাবে বিক্রেতাকে কিছু বেশী অর্থ দেওয়াটা যুক্তির দাবী।

জবাব : সময়ের প্রতিদান একা বিক্রেতা পাবে কেন? ক্রেতাকেও পেতে হবে। বিলম্বিত সময়ে ক্রেতার কোন ক্ষতি হ’লে এবং কিস্তি সময়মত এবং যথাযথভাবে দিতে সক্ষম না হলে বিক্রেতা তখন বর্ধিত মূল্যে কোনরূপ ছাড় দিবেন কি? অতএব সময়ের সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ে সমান। কেবল বিক্রেতাই একচেটিয়া সুবিধা ভোগ করবেন এবং তার জন্য বাড়তি মূল্য দাবী করবেন, এটা অত্যাচার এবং এটাই সূদ। অতএব ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি নগদ হ’তে হবে। বাকীতে পরিশোধ করলে কোন পক্ষই বাড়তি সুবিধা চাইতে পারবেন না। বিশেষ করে বিক্রেতা বাড়তি মূল্য দাবী করতে পারবেন না। এ সময় বাড়তি মূল্যে উভয়ে সম্মত হয়ে চুক্তিবদ্ধ হ’লেও ঐ চুক্তি বাতিল হবে। কেননা ওটা অত্যাচারমূলক চুক্তি। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে কোন শর্ত যা আল্লাহ্র কিতাবে নেই তা বাতিল। যদিও সেখানে একশত শর্ত থাকে’।[১০]

তিনি বলেন, ‘মুসলমানদের মধ্যে সন্ধি জায়েয। তবে ঐ সন্ধিচুক্তি নয়, যা হালালকে হারাম করে অথবা হারামকে হালাল করে। আর মুসলমানেরা থাকবে তাদের শর্ত সমূহের উপরে। কেবল ঐ শর্ত ব্যতীত, যা হালালকে হারাম করে অথবা হারামকে হালাল করে’।[১১]

একই অবস্থা ঋণ দানের ক্ষেত্রে। কাউকে ঋণ দিলে তার বিনিময়ে বাড়তি টাকা দেওয়াটাই সূদ। চাই সেটা কিস্তিতে হৌক বা একত্রে হৌক। কেননা যেকোন ঋণ যা লাভ নিয়ে আসে সেটাই সূদ।[১২] কোন কোন বিদ্বান বলেন, সহনীয় মাত্রায় নিলে সেটা জায়েয হবে। কিন্তু উচ্চ মাত্রায় নিলে সেটা যুলুম হবে, যা নিষিদ্ধ’।[১৩] এ এক আজব ফৎওয়া। অল্প সূদ জায়েয এবং বেশী সূদ হারাম, এটা কোন নিয়মে পড়ে? অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَمَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ ‘যার বেশীতে মাদকতা আনে, তার কমটাও হারাম’।[১৪] মদ্যপান কম হৌক বেশী হৌক দু’টিই হারাম। একইভাবে সূদের হার কম হৌক বা বেশী হৌক দু’টিই হারাম।

(২) আর যাই হৌক এটি একটি ব্যবসা তো বটে। যা সমাজের মানুষ মেনে নিয়েছে। অতএব এটি হালাল।

জবাব : ইসলাম আসার পর আরব জাতির মধ্যে সে সময়ে প্রচলিত ৩০-এর অধিক ব্যবসাকে হারাম করা হয়। যেমন মুহাক্বালাহ, মুখাযারাহ, মুনাবাযাহ, মুলামাসাহ, মুযাবানাহ, মু‘আওয়ামাহ, ঈনাহ, হিছাত, ছুনিয়া, গারার, কালী, উরবান ইত্যাদি। অতএব ব্যবসার নামে সমাজে চালু হ’লেই সেটা হালাল হবে, এটা আবশ্যিক নয়। বরং এসব ব্যবসা স্বার্থবাদীদের ও পুঁজিপতিদের স্বার্থে তাদের দ্বারাই সৃষ্ট। যা গরীবের প্রতি এবং ঋণ গ্রহিতার প্রতি অত্যাচার করে মাত্র। যেমন বিগত চারদলীয় জোট সরকারের আমলে আমাদের দেশে চালু হয়েছে ‘মূল্য সংযোজন কর’ বা ভ্যাট প্রথা। অথচ ইসলামী অর্থনীতির মূল কথা হ’ল অত্যাচার করো না এবং অত্যাচারিত হয়ো না *(বাক্বারাহ ২/২৭৯)*। ফলে ব্যবসার নামে চালু হওয়া সকল প্রকার শোষণ ও অত্যাচার মূলক অর্থনৈতিক বিধি-বিধান ইসলাম বাতিল করেছে। যাতে সমাজের সকল মানুষ সমভাবে ও ন্যায়ানুগভাবে কল্যাণপ্রাপ্ত হয়।

(৩) ব্যবসায়ী ইচ্ছামত দ্রব্যমূল্য বাড়াতেও পারে কমাতেও পারে। বিশেষ করে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে রাযী হ’লে যেকোন চুক্তি তারা করতে পারে। অতএব সমস্যা কোথায়?

জবাব : এটা হ’ল ফটকাবাজ ব্যবসায়ীদের কথা। যা ব্যবসায়িক শিষ্টাচারের পরিপন্থী। কেননা দ্রব্যমূল্য উঠানামা করে মূলতঃ চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে এবং দ্রব্যের মান বিচারে। এরপরেও এটা সাময়িকভাবে মেনে নিলেও মূল বিষয়টি থাকছে অন্যখানে। আর তা হ’ল মূল্য দেরীতে পরিশোধ করলে তাকে অধিক মুনাফা দিতে হবে সময়ের মূল্য হিসাবে। এটাতো ঠিক ঐ সূদী কারবারীর মত যে ১০০ টাকা ঋণ দিয়ে পরে পরিশোধের সময় ১১০ টাকা আদায় করে তার ঋণের মুনাফা হিসাবে।

(৪) বায়‘এ মুআজ্জাল তো বায়‘এ সালামের মত। যা ইসলাম জায়েয করেছে।

জবাব : দু’টি সম্পূর্ণভাবে পরস্পরের বিপরীত। কারণ (ক) বায়‘এ সালামে আগে মূল্য পরিশোধ করা হয় এবং মাল পরে নেওয়া হয়। পক্ষান্তরে বায়‘এ মুআজ্জালে মাল আগে নেওয়া হয়। মূল্য পরে দেওয়া হয়। অতএব একটির উপর অপরটির ক্বিয়াস বাতিল। (খ) বায়‘এ সালাম সিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট দলীল রয়েছে। অথচ বায়‘এ মুআজ্জালে এরূপ কোন দলীল নেই। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করার পর দেখলেন যে, তারা এক বছর বা দু’বছর মেয়াদে নগদ টাকায় আগাম ফল বিক্রি করে। তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তি বাকীতে ফল বিক্রি করবে, সে যেন নির্দিষ্ট মাপ, নির্দিষ্ট ওযন ও নির্দিষ্ট মেয়াদে তা বিক্রি করে।[১৫] (গ) বায়‘এ সালামে মাল দেরীতে দেওয়ার কারণে মূল্য বৃদ্ধি করার সুযোগ নেই। অথচ বায়‘এ মুআজ্জালে মাল হাতে থাকা সত্ত্বেও কেবল মেয়াদ বৃদ্ধির কারণে মূল্য বৃদ্ধি করা হয়। দু’টি সম্পূর্ণ বিপরীত এবং শেষেরটি অত্যাচারমূলক।...

---

১০. আহমাদ হা/২৫৫৪৩; ইবনু মাজাহ হা/২৫২১।
১১. তিরমিযী হা/১৩৫২, হাদীছ ছহীহ; আবুদাঊদ হা/৩৫৯৪; ইবনু মাজাহ হা/২৩৫৩; মিশকাত হা/২৯২৩; ইরওয়া হা/১৩০৩-এর ব্যাখ্যা ৫/১৪৪।
১২. كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا যঈফুল জামে‘ হা/৪২৪৪, মারফূ‘, মওকূফ উভয় সূত্রে সনদ যঈফ। তবে মর্ম সঠিক; ইবনুল ক্বাইয়িম, ই‘লামুল মুওয়াক্কেঈন (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ১ম সংস্করণ ১৪১১ হি./১৯৯১ খৃ.) ১/২৫১ পৃ.।
১৩. ওমর বিন আব্দুল আযীয আল-মাতরাক, আর-রিবা ওয়াল মু‘আমালাতিল মাছরাফিইয়াহ ২৫৫ পৃ.।
১৪. তিরমিযী হা/১৮৬৫; ইবনু মাজাহ হা/৩৩৯২-৯৪; মিশকাত হা/৩৬৪৫।
১৫. বুখারী হা/২২৪০; মুসলিম হা/১৬০৪; মিশকাত হা/২৮৮৩।

(ঘ) বায়‘এ সালামে ক্রেতা ও কৃষক উভয়ে লাভবান হয়। কৃষক আগাম ও দ্রুত ফসলের মূল্য পাওয়ায় তা কৃষিতে ব্যয় করতে পারে। অন্যদিকে ক্রেতা মৌসুমের সময় ফসল পায়। এতে উভয়ে লাভবান হয়। এমন নয় যে, মেয়াদ বৃদ্ধির কারণে তাকে অধিক মূল্য দিতে হয়।

(৫) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি উটের বিনিময়ে দু’টি ছাদাক্বার উট খরীদ করেছেন *(আহমাদ হা/৬৫৯৩)*। অতএব বাকীতে মাল বিক্রয়ে দ্বিগুণ মূল্য নেওয়া যাবে।

জবাব : এটি নগদ ক্রয়-বিক্রয়ের বিষয়। বাকীতে বিক্রয়ের কারণে দু’টি উট নয়। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, অনেক সময় দু’টি উটের চাইতে একটি উট উত্তম হয়ে থাকে।[১৬] তাছাড়া এটি উট-ছাগল ইত্যাদির ব্যাপারে খাছ হ’তে পারে। কিন্তু এর উপর ক্বিয়াস করে স্বর্ণ-রৌপ্য সহ অন্যান্য সকল ব্যাপারে বেশী নেওয়া যাবে না। কেননা তাহ’লে সেটা রিবা-আল-ফযল বা ‘অতিরিক্ত নেবার সূদ’-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। যা স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ।

(৬) বায়‘এ মুআজ্জালের মধ্যে উভয় পক্ষের সুবিধা আছে। এখানে ক্রেতা তার মাল আগেই পেয়ে যান কোনরূপ অগ্রিম না দিয়েই। তাছাড়া কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ তার পক্ষে সহজ হয়। অন্যদিকে বিক্রেতা কিস্তিতে মাল বিক্রি করে অধিক লাভবান হন।

জবাব : এই যুক্তি অচল, কয়েকটি কারণে। যেমন এই যুক্তিই তো সূদের বেলায় দেওয়া হয়। সেখানে সূদ গ্রহিতা নগদ টাকা পেয়ে উপকৃত হয়। অন্যদিকে সূদদাতা দেরীতে টাকা পরিশোধের বিনিময়ে অধিক টাকা পায়। এতে উভয়ে লাভবান হয়। ফলে বায়‘এ মুআজ্জাল ও সূদী কারবারে কোনই পার্থক্য রইল না।

(৭) দেরীতে অধিক মূল্যে মাল বিক্রেতা শর্তাধীনে এটা করে থাকেন। কেননা তিনি পুরাপুরি ভরসা পান না যে, ক্রেতা যথাসময়ে মূল্য পরিশোধ করবে। সেকারণ তিনি বিক্রয় করেন এভাবে যে, মূল্য পরিশোধ যত দেরী হবে, তত অধিক মূল্য দিতে হবে নির্দিষ্ট হারে।

জবাব : এটাই তো সূদী ঋণের পক্ষে প্রধান যুক্তি। ঋণদাতা ঋণ দিয়ে টাকা বসিয়ে রাখবে। অথচ তার বিনিময়ে কোন লাভ পাবে না এটাতো হ’তে পারে না। বায়‘এ মুআজ্জালে তো সেটাই যুক্তি হ’ল।

(৮) জমহূর বিদ্বানগণ বায়‘এ মুআজ্জালের পক্ষে মত দিয়েছেন।

জবাব : এ দাবী সঠিক নয়। কেননা পরবর্তী বিদ্বানগণের অনেকে উক্ত বিষয়ের পক্ষে মত প্রকাশ করলেও প্রথম যুগের মুজতাহিদ বিদ্বানগণ এর বিপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া ছাহাবী ও তাবেঈগণ এর বিরোধিতা করেছেন। আর ছাহাবী ও তাবেঈগণের ব্যাখ্যা পাওয়ার পর পরবর্তী বিদ্বানগণের ব্যাখ্যা ধর্তব্য নয়। বরং এটাই সত্য যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবীগণের যামানায় যেটা দ্বীন ছিল না, পরবর্তী যামানায় সেটা দ্বীন হিসাবে গ্রাহ্য হবে না। আর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল আহলে সুন্নাত বিদ্বান এ বিষয়ে একমত যে, ‘কোন বিষয়ে যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যাবে, তখন তা অন্য কারু কথায় পরিত্যাগ করা হালাল নয়, তাই সেটা যার কথাই হৌক না কেন’।[১৭] ‘এক ব্যবসায়ে দুই বিক্রয় নিষিদ্ধ’ মর্মের হাদীছ *(তিরমিযী হা/১২৩১)* এবং সেটা কেউ করলে কম মূল্যেরটা সিদ্ধ হবে; বেশীটা ‘রিবা’ বা সূদ হবে’ *(আবুদাঊদ হা/৩৪৬১)* মর্মের হাদীছ দু’টি ছহীহ। এতে সকল বিদ্বান একমত। অতএব উক্ত ব্যবসা হারাম হওয়ার বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এক্ষণে আমরা উক্ত বিষয়ে প্রথমে ছাহাবীগণের ব্যাখ্যা পেশ করব।-

ছাহাবীগণের ব্যাখ্যা :

(১) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, إِذَا اسْتَقَمْتَ بِنَقْدٍ، وَبِعْتَ بِنَقْدٍ، فَلا بَأْسَ بِهِ، وَإِذَا اسْتَقَمْتَ بِنَقْدٍ، فَبِعْتَ بِنَسِيئَةٍ، فَلا، إِنَّمَا ذَلِكَ وَرِقٌ بِوَرِقٍ ‘যখন তুমি নগদে এক দাম নির্ধারণ করবে এবং নগদে এক দামে বিক্রি করবে, তাতে কোন দোষ নেই। আর যখন তুমি নগদে এক দাম ও বাকীতে আরেক দাম নির্ধারণ করবে, সেটা হবে না। কেননা ওটা রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রয় মাত্র’।[১৮] অর্থাৎ যদি বলা হয়, এই মালটি ১০০ টাকায় নগদ বিক্রি হবে। কিন্তু এক বছরের বাকীতে ১২০ টাকা দিতে হবে। তখন সেটা হারাম হবে অপেক্ষার বিনিময় দাবীর কারণে। আর এটাই হ’ল বায়‘এ মুআজ্জাল।

(২) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ رِبًا، إِلاَّ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : إِنْ كَانَ بِنَقْدٍ فَبِكَذَا، وَإِنْ كَانَ بِنَسِيئَةٍ فَبِكَذَا ‘এক ব্যবসায়ের মধ্যে দুই বিক্রি হ’ল সূদ। আর তা হ’ল, বিক্রেতা বলবে, নগদে এত টাকা এবং বাকীতে এত টাকা’।[১৯]

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, إِذَا قَالَ : هَذَا يُسَاوِي السَّاعَةَ كَذَا وَكَذَا وَأَنَا أَبِيعُكَهُ بِكَذَا أَكْثَرُ مِنْهُ إِلَى أَجَلٍ، فَهَذَا رِبًا. كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ– ‘যখন কেউ বলে,

১৬. বুখারী ‘ক্রয়-বিক্রয়’ অধ্যায়, ‘দাস-দাসী ও পশুর বিনিময়ে পশু বাকীতে বিক্রয়’ অনুচ্ছেদ (باب بَيْعِ الْعَبِيدِ وَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً) অনুচ্ছেদ-১০৮।

১৭. ইমাম শাফেঈ, আর-রিসালাহ ৫৯৯ পৃ.; আলবানী, আল-হাদীছু হুজ্জিয়াতুন, কুয়েত ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খৃ.।

১৮. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/১৫০২৮; আল-কাওলুল ফাছল ২৮-২৯ পৃ.।

১৯. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/২০৪৫৪; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/১০৫৩, ৫০২৫; সনদ ছহীহ, ইরওয়া হা/১৩০৭, ৫/১৪৮।

এই মালটি এখন এত দরে বিক্রি হবে। তবে আমি তোমার নিকট এ মাল বাকীতে বিক্রি করব অধিক দামে, তাহ'লে এটি হবে 'রিবা' বা সূদ। যেমন ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন। অতঃপর তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত উপরের উদ্ধৃতিটি পেশ করেন। এ ব্যাপারে কারু মধ্যে কোন মতভেদ আছে বলে তিনি উল্লেখ করেননি। থাকলে তিনি তাঁর নীতি অনুযায়ী বলতেন যে, এ বিষয়ে দু'টি মত রয়েছে(فيه قولان)।[২০]

(৩) আবুল মিনহাল (রাঃ) বলেন,

عَنْ أَبِى الْمِنْهَالِ : أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ كَانَا شَرِيكَيْنِ فَاشْتَرَيَا فِضَّةً بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَأَمَرَهُمَا أَنَّ مَا كَانَ بِنَقْدٍ فَأَجِيزُوهُ وَمَا كَانَ بِنَسِيئَةٍ فَرُدُّوهُ-

যায়েদ বিন আরক্বাম ও বারা বিন আযেব (রাঃ) দু'জন একটি ব্যবসায়ে শরীক ছিলেন। তাঁরা রূপা কিনলেন নগদে ও বাকীতে। এ খবর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে পৌঁছলে তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন যে, যেটা নগদে, ওটা বহাল রাখো এবং যেটা বাকীতে ওটা বাতিল করো'।[২১]

অত্র হাদীছে বুঝানো হয়েছে যে, একই মালে কেবল নগদে বেচা-কেনা জায়েয। কিছু অংশ নগদে ও কিছু অংশ বাকীতে নয়। অত্র হাদীছে এটাও বুঝা যায় যে, সমান টাকায় বা সমান সম্পদে শরীকানা ব্যবসা জায়েয।[২২]

তাবেঈগণের ব্যাখ্যা :

(১) মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (৩৩-১১০ হি./৬৫৩-৭২৯ খৃ.) :

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : أَبِيعُكَ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْدًا، أَوْ بِخَمْسَةَ عَشَرَ إِلَى أَجَلٍ 'তিনি একথা বলা অপসন্দ করতেন যে, আমি তোমার নিকট নগদে ১০ দীনারে বিক্রি করলাম অথবা বাকীতে ১৫ দীনারে বিক্রি করলাম'।[২৩] তিনি এটাকে অপসন্দ করতেন এজন্য যে, তিনি এটা করতে নিষেধ করতেন।

(২) তাঊস বিন কায়সান (মৃ. ১০৬ হি./৭২৪ খৃ.) :

إِذَا قَالَ هُوَ بِكَذَا وَكَذَا إِلَى كَذَا وَكَذَا، وَبِكَذَا وَكَذَا إِلَى كَذَا وَكَذَا، فَوَقَعَ الْبَيْعُ عَلَى هَذَا فَهُوَ بِأَقَلِّ الثَّمَنَيْنِ إِلَى أَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ 'যদি কেউ বলে যে, মালটি এত এত দরে এত এত মেয়াদে, অতঃপর তার উপর নির্ধারিত হয়, তাহ'লে সেটা কম মূল্যেরটাতে নির্ধারিত হবে দীর্ঘতর মেয়াদ পর্যন্ত'।[২৪]

উল্লেখ্য যে, তাঊস থেকে সাঈদ সূত্রে উদ্ধৃত উক্ত বর্ণনাটি যা মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক *(হা/১৪৬২৬)* ও মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ-তে এসেছে সংক্ষিপ্তভাবে এবং শেষে বলা হয়েছে فَبَاعَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهُ فَلاَ بَأْسَ بِهِ 'অতঃপর (নগদে কম অথবা বাকীতে বেশী) যে কোন একটির উপর যদি মাল বিক্রয় হয় ক্রেতা-বিক্রেতা পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাতে কোন দোষ নেই'। এ বর্ণনাটি ছহীহ নয়।[২৫]

(৩) সুফিয়ান ছওরী (৯৭-১৬১ হি./৭১৬-৭৭৭ খৃ.) : তিনি বলেন, 'যখন তুমি বলবে যে, আমি এই মালটি তোমার কাছে নগদে এত দামে এবং বাকীতে এত দামে বিক্রি করব, এ অবস্থায় ক্রেতা চলে যায়। তখন যেকোন একটির উপর যদি ব্যবসা নির্ধারিত হয়, তবে সেটা হবে মাকরূহ। এটি হবে এক ব্যবসায়ের মধ্যে দুই বিক্রয়। যা মারদূদ বা প্রত্যাখ্যাত। এটি নিষিদ্ধ। যদি তোমার মাল যথাযথভাবে পেয়ে যাও, তাহ'লে তা নিয়ে নিবে। আর যদি বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়, তাহ'লে দু'টি মূল্যের মধ্যে অধিকতর কম মূল্যে এবং অধিকতর বেশী মেয়াদে মাল বিক্রয় করা তোমার জন্য করণীয় হবে'।[২৬]

(৪) ইমাম আওযাঈ (৮৮-১৫৭ হি./৭০৭-৭৭৪ খৃ.) : ইনিও সংক্ষেপে অনুরূপ বলেছেন এবং তার মধ্যে আরও আছে, 'যদি তাকে বলা হয়, যদি উক্ত দু'টি শর্তের উপর ক্রেতা মাল নিয়ে চলে যায়? জওয়াবে তিনি বলেন, هِيَ بِأَقَلِّ الثَّمَنَيْنِ إِلَى أَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ- 'তাহ'লে দু'টি মূল্যের মধ্যে অধিকতর কম মূল্যে এবং অধিকতর বেশী মেয়াদে মাল বিক্রয় হবে'।[২৭]

মুহাদ্দিছ বিদ্বানগণের ব্যাখ্যা :

(১) ইমাম নাসাঈ (২১৫-৩০৩ হি./৮২৯-৯১৫ খৃ.) : 'এক ব্যবসায়ে দুই বিক্রয়' অনুচ্ছেদ-এর সাথে ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, أَبِيعُكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ نَقْدًا وَبِمِائَتَىْ دِرْهَمٍ نَسِيئَةً 'এটি হ'ল এই যে, বিক্রেতা বলবে, আমি এই মালটি তোমার নিকট বিক্রয় করব নগদে ১০০ দিরহামে এবং বাকীতে ২০০ দিরহামে'।[২৮] একই ব্যাখ্যা এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ)-এর হাদীছে, لاَ يَحِلُّ شَرْطَانِ فِى بَيْعٍ 'এক বিক্রয়ে দুই শর্ত হালাল নয়'।[২৯]

(২) ইবনু হিব্বান (২৭০-৩৫৪ হি./৮৮৪-৯৬৫ খৃ.) : তিনি স্বীয় ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৯৭৩-এ আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত 'এক ব্যবসায়ে দুই বিক্রয় নিষিদ্ধ' মর্মে বর্ণিত হাদীছের পূর্বের অনুচ্ছেদে বলেন, ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الشَّيْءِ بِمِئَةٍ

২০. ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হি./১২৬৩-১৩২৮ খৃ.), মজমূ' ফাতাওয়া ২৯/৩০৬-০৭; আল-ক্বাওলুল ফাছল ২৮-২৯ পৃ.।
২১. আহমাদ হা/১৯৩২৬, সনদ ছহীহ, আরনাঊত্ব; বুখারী হা/২৪৯৭, ৩৯৩৯।
২২. নায়লুল আওত্বার 'শারিকাহ ও মুযারাবাহ' অধ্যায় ৭/৪-৫ পৃ.।
২৩. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/১৪৬৩০; সনদ ছহীহ।
২৪. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/১৪৬৩১; সনদ ছহীহ।
২৫. ছহীহাহ হা/২৩২৬-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য ৫/৪২১ পৃ.।
২৬. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/১৪৬৩২।
২৭. খাত্ত্বাবী, মা'আলিমুস সুনান ৫/৯৯ পৃ.।
২৮. নাসাঈ হা/৪৬৩২-এর পূর্বে 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়-৪৫, অনুচ্ছেদ-৭৩।
২৯. তিরমিযী হা/১২৩৪; আবুদাঊদ হা/৩৫০৪; ছহীহাহ হা/২৩২৬, ৫/৪২২; ইরওয়া হা/১৩০৫-০৬, ৫/১৪৬-৪৮।

دِينَارٍ نَسِيئَةً وَبِتِسْعِينَ دِينَارًا نَقْدًا ‘কোন বস্তু বাকীতে ১০০ দীনার ও নগদে ৯০ দীনার বিক্রয়ের উপর ধমকির বর্ণনা’।

(৩) ইবনুল আছীর (৫৫৫-৬৩০ হি./১১৬০-১২৩৩ খৃ.) : তিনি স্বীয় غريب الحديث কিতাবে ‘এক ব্যবসায়ে দুই বিক্রয় নিষিদ্ধ’ মর্মে উপরে বর্ণিত দু’টি হাদীছের ব্যাখ্যায় একই কথা বলেছেন, যা উপরে বলা হয়েছে।[৩০]

(৪) ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪ হি./৭৬৭-৮২০ খৃ.) : ‘এক ব্যবসায়ে দুই বিক্রয় নিষিদ্ধ’ হাদীছের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, بِأَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ بِأَلْفٍ نَقْدًا أَوْ أَلْفَيْنِ إِلَى سَنَةٍ، فَخُذْ أَيَّهُمَا شِئْتَ وَشِئْتَ أَنَا– ‘এটি এই যে, বিক্রেতা বলবে, আমি তোমাকে মালটি বিক্রয় করব নগদে ১০০০ টাকায় অথবা এক বছরের বাকীতে ২০০০ টাকায়। এখন তুমি গ্রহণ কর যেটা তুমি চাও ও যেটি আমি চাই’।[৩১]

(৫) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১ হি./৭৮০-৮৫৫ খৃ.) : ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ ‘এক ব্যবসায়ে দুই বিক্রয় নিষিদ্ধ’ মর্মের হাদীছটি তিনিই স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন *(আহমাদ হা/৩৭৮৩)* এবং তিনি এর সঙ্গে একমত।[৩২] উক্ত বিষয়ে পুত্র আব্দুল্লাহ বিন আহমাদের প্রশ্নের উত্তরে ইমাম আহমাদ বলেন, هَذَا بَيْعٌ فَاسِدٌ ‘এটি বাতিল ব্যবসা’ *(আল-ক্বাওলুল ফাছল ৩০ পৃ.)*।

(৬) ক্বাযী শুরাইহ (মৃ. ৭৮ হি.) এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ হ’ল দুই মূল্যের কমটিতে নগদে এবং দুই মেয়াদের বেশীটিতে অথবা সূদে (أقل الثمنين وأبعد الأجلين او الربا) নিষিদ্ধ।[৩৩]

এভাবে ইবনু আব্বাস, ইবনু মাসঊদ, ইবনু সীরীন, ক্বাযী শুরাইহ, ইমাম শাফেঈ, আহমাদ, ইবনু হাযম, ইবনু তায়মিয়াহ প্রমুখ সকল বিদ্বান কম মূল্যে নগদে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয এবং দূরবর্তী মেয়াদে বেশীতে ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ বলেছেন (যেটি বর্তমানে কিস্তির ব্যবসায়ে চলছে)। যা হাদীছের ও প্রকাশ্য ক্বিয়াসের অনুকূলে। যারা এর বিপরীত বলেন এবং বিক্রয় মূল্যে অজ্ঞতার অজুহাত দেন, তাদের নিকটে স্পষ্ট কোন দলীল নেই *(আল-ক্বাওলুল ফাছল ৩১ পৃ.)*।

সবচেয়ে বড় কথা, চার ইমামের প্রত্যেকে বলেছেন, إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبُنَا ‘যখন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যাবে, সেটাই আমাদের মাযহাব’।[৩৪] ইমাম শাফেঈ বলেছেন, আমার কোন ফৎওয়া ছহীহ হাদীছের বিরোধী হ’লে আমি তা থেকে প্রত্যাবর্তন করছি আমার জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে’ *(ছালেহ ফুল্লানী, ‘ঈকায়ু হিমাম’ ১০৪ পৃ.)*।

বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, খাত্ত্বাবী (মৃ. ৩৮৮ হি.) বলেছেন, لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ وَصَحَّحَ الْبَيْعَ بِأَوْكَسِ الثَّمَنَيْنِ إِلاَّ مَا حُكِيَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ وَهُوَ مَذْهَبٌ فَاسِدٌ ‘এমন কাউকে আমি জানি না, যিনি হাদীছের প্রকাশ্য অর্থ অনুযায়ী বলেছেন এবং অধিকতর কম মূল্যে বিক্রয়কে সঠিক বলেছেন আওযাঈ ব্যতীত। আর যেটি হ’ল বাতিল মাযহাব’। এর জবাবে ইমাম শাওকানী বলেন, وَلاَ يَخْفَى أَنَّ مَا قَالَهُ هُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ لَهُ بِالْأَوْكَسِ يَسْتَلْزِمُ صِحَّةَ الْبَيْعِ بِهِ ‘এটা গোপন নয় যে, আওযাঈ যেটা বলেছেন সেটাই হাদীছের প্রকাশ্য অর্থ এবং অধিকতর কম মূল্যে নির্ধারণ করাই সঠিক’।[৩৫] অতএব জমহূর বিদ্বানগণ উক্ত হাদীছের বিরোধী, এ দাবী বাতিল।

এক্ষণে যদি দেরীতে মাল বিক্রেতা খরিদ্দারকে সুবিধা দিতেই চান, তাহ’লে সময়ের বিনিময়ে অধিক লাভ না নিয়ে তাকে কর্যে হাসানা দিন। বিনিময়ে আপনি আখেরাতে বহু গুণ বেশী পাবেন। আর এটাই হ’ল ইসলামী রূহ। সূদী অর্থনীতিতে ইসলামী রূহকে হত্যা করা হয় ও বস্তুবাদী চিন্তাধারাকে উদ্দীপিত করা হয়। অতএব মুসলিম ভাই-বোনদের উচিত সূদী ঋণদান পদ্ধতির বিরুদ্ধে ইসলামী ঋণদান পদ্ধতি চালু করা। ইনশাআল্লাহ সমাজে আমূল পরিবর্তন আসবে। মানুষের অভাব ও দারিদ্র্য ক্রমে অন্তর্হিত হবে। গাছ তলা ও পাঁচ তলার বৈষম্য শেষ হয়ে যাবে। এভাবে সমাজে অর্থনৈতিক সাম্য ও ন্যায়বিচার কায়েম হবে ইনশাআল্লাহ।

কর্যে হাসানাহ (القرض الحسن) :

কর্যে হাসানাহ অর্থ উত্তম ঋণ। এতে মানুষ দুনিয়াতে উপকৃত হয় এবং পরস্পরে ভালোবাসা বৃদ্ধি পায় ও সামাজিক ঐক্য দৃঢ় হয়। এর পরকালীন পুরস্কার সীমাহীন। কেননা আল্লাহ বলেন, مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ‘কোন সে ব্যক্তি যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিবে, অতঃপর তিনি তার বিনিময়ে তাকে বহুগুণ বেশী দান করবেন? বস্তুতঃ আল্লাহ্ই রূযী সংকুচিত করেন ও প্রশস্ত করেন। আর তাঁরই দিকে তোমরা ফিরে যাবে’ *(বাক্বারাহ ২/২৪৫)*।

এর বিরুদ্ধে আপত্তি হ’ল এই যে, ‘ঋণের টাকা ফেরৎ আসে না’। এটা তো সূদী ঋণের ব্যাপারেও প্রযোজ্য। ২০১৬ সালে

---

৩০. ছহীহাহ হা/২৩২৬-এর আলোচনা দ্রঃ ৫/৪২২।
৩১. শাওকানী, নায়লুল আওত্বার (কায়রো : ১৩৯৮ হি./১৯৭৮ খৃ.) ৬/২৮৭।
৩২. শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৬/২৮৭ بَابُ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ।
৩৩. ইবনু হাযম, মুহাল্লা ৯/১৬; মাসায়েলুল ইমাম আহমাদ পৃ. ২০২; আল-ক্বাওলুল ফাছল ৩০-৩১ পৃ.।
তিনি ওমর (রাঃ)-এর যুগ থেকে পরবর্তী ৬০ বছর একটানা কূফার বিচারপতি ছিলেন এবং মৃত্যুর এক বছর পূর্বে ১০৭ বছর বয়সে অবসর নেন। আলী (রাঃ) তাঁকে أقضى العرب বা ‘আরবের শ্রেষ্ঠ বিচারপতি’ বলে অভিহিত করেন।
৩৪. শা‘রানী, আল-মীযানুল কুবরা ১/৭৩।
৩৫. নায়লুল আওত্বার ৬/২৮৭ ‘এক ব্যবসায়ে দুই বিক্রয়’ অনুচ্ছেদ।

কৃষি ব্যাংকের ঋণগ্রহীতাদের বিরুদ্ধে বর্তমানে ৯ লাখ মামলা রয়েছে। অন্যান্য ব্যাংক সমূহ ঋণখেলাপীদের ভারে জর্জরিত। অবশেষে শত শত কোটি টাকার সূদী ঋণ মওকূফ করে দিতে তারা বাধ্য হচ্ছে। অতএব ঋণের টাকা ফেরৎ পাওয়ার জন্য প্রশাসনিক, সামাজিক, নৈতিক ও সর্বোপরি আখেরাতভীতির চাপ প্রয়োগ করতে হবে। তাতে কর্যে হাসানাহ ফেরৎ দিতে মানুষ উৎসাহিত হবে। কিন্তু সূদের টাকা মেরে দিতেই গ্রাহক বেশী প্রলুব্ধ হবে। কেননা তিনি জানেন যে, এটি যুলুম। অতএব সূদের ঋণ ফেরৎ না দিলেও আখেরাতে কিছু যায় আসে না। তাছাড়া আজকাল সবাই জেনে গেছে যে, বড় বড় ঋণখেলাপীরা শাস্তির ঊর্ধ্বে থাকেন। অতএব চুনোপুঁটিরা সূদের টাকা মেরে দিলে কি যায় আসে? পক্ষান্তরে কর্যে হাসানার ঋণ ফেরৎ না দিলে সে মর্মপীড়ায় ভুগবে এবং আখেরাতে শাস্তির ভয়ে সদা কম্পবান থাকবে। এক পর্যায়ে সে তওবা করে ঋণ ফেরৎ দিবে অথবা তার ওয়ারিছরা দিবে ইনশাআল্লাহ।

সুতরাং মুসলমান পরিচালকগণ যদি কর্যে হাসানাহ্র মাধ্যমে ব্যাংকের ঋণদান নীতি পরিচালনা করতেন এবং সরকার তাতে পৃষ্ঠপোষকতা দিত, তাহ'লে দেশে দারিদ্র্য হ্রাস পেত। ধনী-গরীব সবার হাতে পয়সা থাকত। কর্যে হাসানাহ প্রদানের মাধ্যমে উপায়হীন মানুষের কিছু অবলম্বনের ব্যবস্থা করা যেত। গ্রাম্য সূদখোর ও এনজিও শোষণ থেকে মানুষ মুক্তি পেত। সেই সাথে আইএমএফ, এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক সহ আন্তর্জাতিক ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের অমানবিক শোষণ থেকে দেশ বেঁচে যেত।

কিস্তিতে বিক্রয়ের বিধান (حكم بيع التقسيط) :

এ বিষয়ে বিদ্বানগণ তিন দলে বিভক্ত হয়েছেন। ১. এটি বাতিল। ইবনু হযম এটি বলেন। ২. এটি জায়েয নয়। তবে কিস্তির উপর উভয়ে পৃথক হ'লে জায়েয। ৩. এটি জায়েয নয়। তবে কম মূল্যটির উপর সিদ্ধান্ত হ'লে এবং বাকীতে অধিক মূল্যের বিষয়টি ছেড়ে দিলে সেটি জায়েয।

প্রথম দলের দলীল হ'ল, এক ব্যবসায়ে দুই বিক্রি নিষিদ্ধের হাদীছ সমূহ। দ্বিতীয় দলের যুক্তি হ'ল, দু'টি মূল্যের মধ্যে কোন একটির ব্যাপারে অজ্ঞতা। যেমনটি খাত্ত্বাবী বলেন, যখন মূল্যে অজ্ঞতা থাকবে, তখন ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হবে। কিন্তু যদি চুক্তির সময় কোন একটির উপর সিদ্ধান্ত হয়, তাহ'লে জায়েয'।

জবাব এই যে, অজ্ঞতার এই যুক্তি বাতিল। কেননা এটি স্রেফ ধারণা মাত্র। যা আবু হুরায়রা *(তিরমিযী হা/১২৩১)* ও ইবনু মাসঊদ *(ইরওয়া হা/১৩০৭)* বর্ণিত স্পষ্ট ছহীহ হাদীছের বিরোধী।

তৃতীয় দলের দলীল হ'ল দরসে বর্ণিত হাদীছ এবং ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর হাদীছ। দু'টি হাদীছই এ ব্যাপারে এক যে, এক বিক্রয়ের মধ্যে দুই বিক্রি নিষিদ্ধ এবং দূরবর্তী মেয়াদে অধিক মূল্য গ্রহণ করা স্পষ্টভাবে সূদ। তবে যদি কম মূল্যে নগদটা নেয়, তাহ'লে সেটি জায়েয। যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, 'এক বিক্রয়ে দুই বিক্রি নিষিদ্ধ' এর কারণ হিসাবে খাত্ত্বাবী মূল্যের অজ্ঞতাকে (الجهل بالثمن) দায়ী করেছেন। অথচ এটি কেবল ধারণা মাত্র। ইমাম আওযাঈ এর বিরোধিতা করে হাদীছের প্রকাশ্য অর্থের উপর আমল করেছেন এবং কম মূল্যটির উপর ব্যবসা সিদ্ধ বলে ফৎওয়া দিয়েছেন। ইমাম শাওকানী খাত্ত্বাবীর 'অজ্ঞতা'র কারণটি অস্বীকার করেছেন এবং হাদীছের প্রকাশ্য অর্থের উপর আমল করায় আওযাঈকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি খাত্ত্বাবীর অজ্ঞতার কারণটিকে স্বীকার করে নিয়েছেন এবং নগদ ও বাকী মূল্যের যেকোন একটির উপরে ক্রয়-বিক্রয় সিদ্ধ বলেছেন *(নায়ল ৬/২৮৮)*। আলবানী এতে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন *(ছহীহাহ ৫/৪২৫)*।

জানা আবশ্যক যে, হাদীছের প্রকাশ্য অর্থের উপরে কেবল তাঊস, ছওরী ও আওযাঈ আমল করেননি। বরং হাফেয ইবনু হিব্বানও একই কথা বলেছেন। যেমন তিনি শিরোনাম রচনা করেছেন, ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا اشْتَرَى بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ عَلَى مَا وَصَفْنَا وَأَرَادَ مُجَانَبَةَ الرِّبَا كَانَ لَهُ أَوْكَسُهُمَا 'এ কথার বর্ণনা যে, যখন ক্রেতা এক ব্যবসায়ে দুই বিক্রির মাল খরীদ করবে এবং সূদ থেকে বিরত থাকার ইচ্ছা করবে, তখন তার জন্য দু'টির মধ্যে কম মূল্যটি গ্রহণীয় হবে'। অতঃপর তিনি হাদীছ এনেছেন, مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا 'যে ব্যক্তি একটি ব্যবসায়ে দু'টি বিক্রয় করে সে কম মূল্যেরটা নিবে অথবা সূদ নিবে' *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৯৭৪, সনদ হাসান)*।

মোটকথা 'এক ব্যবসায়ে দুই বিক্রি নিষিদ্ধ' হাদীছের মধ্যে অজ্ঞতার যুক্তি, যেটি দ্বিতীয় দলের বক্তব্য, সেটি সবচাইতে দুর্বল কথা। যেখানে কোন দলীল নেই, কেবল ধারণা ব্যতীত। বরং এতে হাদীছের প্রকাশ্য বিরোধিতা রয়েছে। এরই কাছাকাছি হ'ল প্রথম দলের বক্তব্য। যেখানে ইবনু হযম আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত 'এক ব্যবসায়ে দুই বিক্রি নিষিদ্ধ' *(তিরমিযী হা/১২৩১)* হাদীছটির মাধ্যমে আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত 'যে ব্যক্তি একটি ব্যবসায়ে দু'টি বিক্রয় করে সে কম মূল্যেরটা নিবে অথবা সূদ নিবে' *(আবুদাঊদ হা/৩৪৬১)* হাদীছটি 'মানসূখ' বলেছেন। কিন্তু এ দাবী প্রত্যাখ্যাত। কেননা মানসূখ কেবল তখনই হয়ে থাকে, যখন দু'টি হাদীছের মধ্যে সমন্বয় করা সম্ভব না হয়। অথচ এখানে সেটি খুবই সহজ। কেননা শেষোক্ত হাদীছে কম মূল্যটির উপর ব্যবসা বৈধ এবং বেশী মূল্যটিকে 'রিবা' বা সূদ বলা হয়েছে। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটিও উপরোক্ত হাদীছের সহায়ক। কেননা সেখানে বর্ধিত মূল্যটি নিষিদ্ধের কারণ হিসাবে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে 'রিবা' *(ইরওয়া হা/১৩০৭)*। বাকী রইল, তৃতীয় দলের বক্তব্য। যেখানে 'এক বিক্রির মধ্যে দুই বিক্রয় নিষিদ্ধে'র কারণ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে সূদ।

যেখানে বিদ্বানগণ নগদ কম মূল্যে খরীদ করা জায়েয বলেছেন এবং দূরবর্তী মেয়াদে অধিক মূল্যে খরীদ করা নিষিদ্ধ বলেছেন। তাঊস, ছওরী, আওযাঈ, ইবনু হিব্বান প্রমুখ বিদ্বানগণ যা সমর্থন করেছেন।

উপরোক্ত আলোচনা শেষে আলবানী (রহঃ) বলেন, ... যদি কোন ব্যক্তি ঋণে বা কিস্তিতে নগদ মূল্যের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় করে, এটিই তার জন্য অধিক লাভজনক হবে। এমনকি বস্তুগত দিক দিয়েও। কেননা মানুষ এটিই গ্রহণ করবে এবং ঐ ব্যক্তির সাথেই ক্রয়-বিক্রয় করবে। এতে তার রূযীতে বরকত হবে। আর এটিই হ'ল আল্লাহ্র বাণীর বাস্তবতা। যেখানে তিনি বলেছেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا– وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ 'আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য উপায় বের করে দেন' 'এবং তাকে এমনসব উৎস থেকে রূযী দেন, যা সে ধারণা করেনি' *(তালাক ৬৫/২-৩)*।

মুরাবাহা (المرابحة) :

رَبِحَ رِبْحًا وَرَبَاحًا অর্থ লাভ করা। যেমন আল্লাহ মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেন, فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ 'কিন্তু তাদের এ ব্যবসা লাভজনক হয়নি এবং তারা সুপথ প্রাপ্ত হয়নি' *(বাক্বারাহ ২/১৬)*। সেখান থেকে رَابَحَ مُرَابَحَةً অর্থ লাভ দেওয়া। أَعْطَاهُ رِبْحًا عَلَى سِلْعَتِه অর্থ 'সে তাকে লাভ দিয়েছে' *(আল-মুনজিদ)*। অর্থাৎ মাল বিক্রয়ের বিনিময়ে মালিককে লাভ দেওয়া। মূলতঃ এটা হ'ল ব্যবসা। অথচ যখন ঋণের বিনিময়ে লাভ নেওয়া হবে, তখন সেটা হবে সূদ। যাতে ব্যবসায়ের লাভ-ক্ষতির কোন ঝুঁকি ঋণদাতা নেয় না। সবটাই ঋণগ্রহীতা বহন করে, যা স্পষ্ট যুলুম। এটাই সূদ। অতঃপর এটাকে যখন আল্লাহ হারাম করেন, তখন আরবের সূদী কারবারীরা বলে উঠল إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا 'ব্যবসা তো সূদেরই মত'। জবাবে নাযিল হ'ল, أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন' *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*। এ যুগে আমরাও সূদী কারবারীদের সাথে সূর মিলিয়ে সূদকেই 'মুরাবাহা' নাম দিয়ে ব্যবসা বলে হালাল করছি। যা পরিষ্কার ধোঁকা ব্যতীত কিছুই নয়।

যেমন একজন ক্রেতা টাকা ছাড়াই ব্যাংকে হাযির হয়ে কোন একটি বস্তু ক্রয়ের জন্য টাকা চাইল। ব্যাংক তার সাথে চুক্তি করল যে, তারা তাকে মালটি কিনে দিবে। বিনিময়ে তাদেরকে উদাহরণ স্বরূপ বছরে শতকরা ১০ টাকা লাভ দিবে। যদি মেয়াদ বৃদ্ধি হয়, তাহ'লে ঐ হার অনুযায়ী প্রতি বছর লাভের অংক বৃদ্ধি পাবে। এভাবে ব্যাংক সমস্ত অর্থ যোগান দেয় এবং বস্তুটি কিনে দেয়। সেখানে নগদে ও কিস্তিতে মূল্য পরিশোধে লাভের অংকের পার্থক্য নির্দিষ্ট করা থাকে। যেটা স্পষ্ট সূদ। এভাবে ব্যাংক উক্ত সূদী লেনদেনের মাধ্যমে পরিণত হয়।

এখানে সবচেয়ে ভয়ংকর বিষয় হ'ল, নগদে কম দাম ও বাকীতে বেশীদামের সূদী লেনদেনকে 'মুরাবাহা' নামে ইসলামী লেনদেন বলে চালিয়ে দেওয়া। নাম ও আচরণের বাহ্যিক পার্থক্য ছাড়া বিষয়বস্তু ও ফলাফল একই। সূদী লেনদেনের সাথে এর কোন পার্থক্য নেই। এভাবে হারাম সূদকে হালাল ব্যবসার সাথে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। যা উম্মতের অধঃপতনের অন্যতম কারণ। এর ফলে হালাল ব্যবসার ক্ষেত্র সমূহ সংকুচিত হচ্ছে এবং সূদী ব্যবসার ক্ষেত্র সমূহ প্রসারিত হচ্ছে। আর ইহূদী-খ্রিষ্টানদের অনুকরণে মুসলমানগণ এইসব ব্যাংক পরিচালনা করছেন। এইসব ব্যাংকের কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতার উচ্চ হার দেশের সকল বেতন হারের চেয়ে বহুগুণ বেশী। এছাড়াও রয়েছে গাড়ী-বাড়ী করার সহজলভ্য ঋণ সুবিধা। সবই হচ্ছে পুঁজিপতি ও শিল্পপতিদের স্বার্থে। যারা ব্যাংকে রক্ষিত জনগণের টাকায় ব্যবসা করেন। অতঃপর ঋণখেলাপী হয়ে অবশেষে মাফ পেয়ে যান। সরকারী প্রায় সকল ব্যাংকেরই এই দুর্দশা। বেসরকারী ব্যাংকগুলিও এথেকে খুব ভাল অবস্থায় নেই।

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী'১৭ জাতীয় সংসদে এক প্রশ্নোত্তরে অর্থমন্ত্রী এম.এ. মুহীত বলেন, বর্তমানে দেশে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহে ঋণখেলাপী ব্যক্তি বা কোম্পানীর সংখ্যা ২ লাখ ১৩ হাযার ৫৩২। এদের কাছে মোট খেলাপী ঋণের পরিমাণ ৬৩ হাযার ৪৩৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে ব্যাংকের খেলাপী ঋণের পরিমাণ ৫৮ হাযার ৮৭৭ কোটি এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহে ৪ হাযার ৫৫ কোটি টাকা।[৩৬] সেই সাথে রয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ১০ কোটি ১০ লাখ ডলার (৯ শত কোটি টাকা) রিজার্ভ চুরির অবিশ্বাস্য ঘটনা। সবই জনগণের টাকা। যার হিসাব রাখা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই উচ্চ বেতনের কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়ে থাকে। অথচ সর্ষের মধ্যেই ভূত। যাদের পৃষ্ঠপোষকতায় রয়েছে পুঁজিপতি ও শিল্পপতিদের স্বার্থ রক্ষাকারী সরকারী প্রশাসন।

এভাবে নানারূপ হীলা-বাহানার মাধ্যমে হারামকে হালাল করা হচ্ছে। অথচ আল্লাহ্র দৃষ্টি থেকে কিছুই লুকানো যাবে না। বনু ইস্রাইলরা যে কৌশলে আল্লাহ্র নিষেধকে বৈধ করার চেষ্টা করেছিল *(বাক্বারাহ ২/৬৫)*, তার চাইতে বহু বহু গুণ কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে সূদী লেনদেনকে হালাল করার মাধ্যমে। কেননা মাছ ধরা ছিল মূলতঃ 'মুবাহ' কাজ। কিন্তু সূদী ব্যবসা হ'ল হারাম কাজ। বনু ইস্রাঈলরা কেবল অপকৌশল করায় অপরাধী ছিল। কিন্তু আমরা সূদের হারামকে হালাল করার অন্যায় কৌশলের অপরাধী। অতএব ইহূদীদের চাইতে আমাদের কৌশল অধিকতর নিন্দনীয়।

ব্যবসায়ে সূদকে হালাল করার কৌশলের বিরুদ্ধে ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ্র যুগান্তকারী ফৎওয়া :

তিনি বলেন, আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে, কিছু ব্যবসায়ী কাপড় প্রস্তুত করে রেখেছে সূদকে হালাল করার জন্য। যখন

৩৬. দৈনিক প্রথম আলো ৭.২.১৭ পৃ. ১৩।

কারু কাছে কেউ ১০০০ টাকা ঋণ নিতে আসে ১২০০ টাকার বিনিময়ে, তখন সে চলে যায় ঐ হালালকারী কাপড় ব্যবসায়ীর কাছে। অতঃপর ঋণদাতা তার নিকট থেকে কাপড় কিনে এবং সেটি ঋণগ্রহীতাকে দিয়ে দেয়। অতঃপর গ্রহীতা সেটি কাপড় ব্যবসায়ীকে ফেরৎ দিয়ে আসে। ঐ ব্যবসায়ী ঐ কাপড় সম্পর্কে আগে থেকেই অবহিত। কেননা সে জানে যে, এর মাধ্যমে সে সূদকে হালাল করছে। অবশ্যই এটি কোন ব্যবসা নয়'। হিল্লা বিবাহের নিন্দা করার পর ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ সূদের হিল্লার উক্ত ফৎওয়া প্রদান করেন।[৩৭]

(১) মুরাবাহা সম্পর্কে শায়খ আলবানী (রহঃ)-এর ফৎওয়া :

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এটি হিল্লা বিবাহের মত (نكاح التحليل)। কেননা এর মধ্যে ব্যবসায়ের সব শর্ত মওজূদ আছে। কিন্তু এর পিছনে উদ্দেশ্য হ'ল, সূদকে হালাল করা (هو استحلال الربا)। যেমন, যদি আমরা ব্যাংকের কোন ব্যক্তিকে কোন ধনী ব্যক্তির কাছে ছেড়ে দিই, তখন ধনী ব্যক্তিটি এসে তাকে বলবে, আমি এক টন লোহা কিনতে চাই। মূল্য ধরে নিন এক হাযার টাকা। আমি চাই আপনি আমাকে এক হাযার টাকা কর্য দিন এক মাসের জন্য। আপনাকে আমি এক হাযারের বিনিময়ে ১১০০ টাকা দিব। সঙ্গে সঙ্গে উনি বলবেন, না। এটি সূদ। অতিরিক্ত ১০০ টাকা সূদ যা হারাম এবং যা কখনোই সিদ্ধ নয়। প্রশ্নকারী বলল, তাহ'লে এখন উপায় কি? ব্যাংকের ব্যক্তিটি বললেন, উপায় আছে। আপনি যান দোকান থেকে এক টন লোহা নিন। আর আমাকে ১০০০-এর বিপরীতে ১১০০ টাকা দিন। এই দু'টিতে পার্থক্য কি? যেমন পার্থক্য হিল্লা বিবাহ ও হালাল বিবাহের মধ্যে (مثل الفرق بين نكاح الحلال ونكاح التحليل)। এতে আবার লাভের পরিমাণ দু'মাসে বাড়বে। বছরে আরও বাড়বে। এভাবে যত মেয়াদ বাড়বে, তত লাভ বৃদ্ধি পাবে। এটা কি স্পষ্ট সূদী কারবার নয়? যদি কেউ ঐ ব্যাংকে গিয়ে বলেন, আমাকে ১০০০ টাকা করযে হাসানাহ দিন, তারা আপনাকে তা দিবে না। তারা বলবেন, যাও একটন লোহা কেন। অতঃপর আমাকে হাযারে এগারোশত টাকা দাও। এটাকে বলা হচ্ছে 'মুরাবাহা'। এ সময় যদি তাকে বলা হয়, আপনি লাভ করতে চাইলে ব্যবসায়ে নামুন? তখন তারা রাযী হবে না (কারণ তাতে লোকসানের ঝুঁকি আছে)।[৩৮]

(২) মুরাবাহা সম্পর্কে শায়খ উছায়মীন (রহঃ)-এর ফৎওয়া :

জনৈক ব্যক্তি ব্যাংকের কাছে ঋণের আবেদন করল একটা বাড়ী কেনার জন্য। ব্যাংক বলল, এই এক লাখ দীনার নিন ও বাড়ী ক্রয় করুন। এর বিনিময়ে আপনি এক বছর পরে আমাদের এক লাখ বিশ হাযার দীনার দিবেন। এখানে ব্যাংকের কোন উদ্দেশ্য নেই, কেবল অধিক মুনাফা করা ব্যতীত। সে ব্যবসায়ী নয়, বরং ব্যবসায়ী হওয়ার বাহানাকারী মাত্র। এরূপ উদাহরণ দিয়ে তিনি প্রশ্ন করেন, সূদ খাওয়ার এই বাহানা এবং ইহূদীদের হারামকে হালাল করার বাহানার মধ্যে পার্থক্য কোথায়? যাদের উপর আল্লাহ গরু ও ছাগলের চর্বিকে হারাম করেছিলেন *(আন'আম ৬/১৪৬)*। তখন তারা চর্বি গলিয়ে বিক্রি করে তার মূল্য ভক্ষণ করে।[৩৯] অতঃপর তিনি বলেন, এতে আমি কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করি না যে, এটি হারাম। বরং এটি ইহূদীদের হারামকে হালাল করার বাহানার চাইতে আরও বড় বাহানা।... এক্ষণে ব্যাংকের নিকট যদি বাড়ী বা গাড়ী থাকে এবং সেটি ঋণ গ্রহিতার নিকট নির্দিষ্ট লাভে বিক্রি করে, যেখানে উদ্দেশ্য থাকে কেবল অধিক মুনাফা। সেটাও হবে কেবল টাকার ব্যবসা (مسئلة التورق)। এখানেও মতভেদ রয়েছে, যে ব্যক্তি উক্ত বাড়ী বা গাড়ী খরীদ করবে, সে ব্যক্তি পূর্ব থেকে তার প্রকৃত মূল্য জানে কি-না। দ্বিতীয়তঃ যদি ঐ ব্যক্তি দর কষাকষি করে, তাহ'লে ব্যাংক তার আবেদনের কাগজে কালো দাগ দিবে কি-না (কারণ ব্যাংক কখনোই লোকসানের ঝুঁকি নিবে না)।

আল্লাহ্র কসম! হে আমার ভাই আমি তোমাকে বলছি, আমরা ইসলামী উম্মাহ। আমাদের নবী বলেছেন, 'তোমরা ঐরূপ পাপ করোনা যেরূপ পাপ করেছিল ইহূদীরা। তারা ন্যূনতম কৌশলের মাধ্যমে আল্লাহকৃত হারামকে হালাল করত'। আল্লাহ্র কসম! অতঃপর আল্লাহ্র কসম! যদি এর মধ্যে হালালের কিছু থাকত, তাহ'লে আমি অবশ্যই এটি হালালের ফৎওয়া দিতাম। কিন্তু কিভাবে আমি সম্মুখীন হব জগতসমূহের প্রতিপালকের, যিনি চোখের চোরা চাহনির এবং হৃদয়ের লুকানো বস্তু সমূহের খবর রাখেন। ছেড়ে দাও ব্যাংকগুলিকে তারা মাটি, বাড়ী বা গাড়ী যা খুশী খরীদ করুক এবং বিক্রয়ের জন্য পেশ করুক। অতঃপর আমি তা নগদ খরীদ করতে আসি। সে বলুক নগদ মূল্য ১০০ টাকা। দ্বিতীয়জন আসুক এবং বলুক আমি এটা কিস্তিতে ১২০ টাকায় খরীদ করতে চাই। এতে কেউ নিষেধ করবে না। যা জায়েয ইনশাআল্লাহ। কিন্তু বর্তমানে যেটা হচ্ছে, স্রেফ খেলা ছাড়া কিছু নয়। অতএব ভেবে দেখ হে আমার ভাইয়েরা! রূহ তোমারকণ্ঠনালী অতিক্রম করা পর্যন্ত। কি হবে এর ফলাফল?[৪০]

এখানে শায়খ উছায়মীনের কিস্তিতে বেশী দামে বিক্রয়ের ফৎওয়াটি প্রশ্নবিদ্ধ। কেননা হাদীছে কিস্তিতে বেশী দামে বিক্রয়ের পক্ষে কিছুই নেই।

(৩) মুরাবাহা সম্পর্কে আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক (কুয়েত)-এর ফৎওয়া :

بيع الأجل তথা অধিক মেয়াদে অধিক মূল্য গ্রহণের বিষয়ে প্রাচীন যুগ থেকে বিদ্বানদের মধ্যে মতভেদের কথা শুনে

৩৭. ইবনু তায়মিয়াহ, ইক্বামাতুদ দলীল 'আলা ইবত্বালিত তাহলীল (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, তাবি) ২২১ পৃ.।
৩৮. আলবানী, সিলসিলাতুল হুদা ওয়ান নূর, অডিও ক্লিপ নং ৩৩৫।
৩৯. বুখারী হা/২২৩৬; মুসলিম হা/১৫৮১; মিশকাত হা/২৭৬৬।
৪০. উছায়মীন, সিলসিলাতু লিকাইল বাবিল মাফতূহ, অডিও ক্লিপ নং ১৮৫।

আসছি। এ বিষয়ে নিষেধের হাদীছ থাকার কারণে আমার মনে সব সময় দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু যখন আমার বিভিন্ন ওস্তাদকে এটি হালাল ফৎওয়া দিতে শুনেছি, তখন তাঁদের বিরোধিতা করাটাকে আমি অত্যন্ত বড় বিষয় বলে মনে করেছি। এভাবেই আমি গত বিশ বছর যাবৎ কাটিয়েছি। যতবার আমার নিকট এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে, ততবারই আমি এড়িয়ে গেছি। আলহামদুলিল্লাহ এখন আমি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, এটি জায়েয নয়। অতএব এ বিষয়ে মুসলিম ভাইদের সতর্ক করা আমার উপর অপরিহার্য দায়িত্ব মনে করছি। যাতে তারা ব্যবসার নামে সূদে পতিত না হয়'।

তাঁর সুলিখিত القول الفصل فى بيع الأجل বই-এর ভূমিকায় তিনি উপরোক্ত বক্তব্য পেশ করেন। অতঃপর বইটির উপসংহারে বলেন, এ বইটির মাধ্যমে আমরা আমাদের ভাইদের সতর্ক করছি, তারা যেন এক বিক্রয়ে নগদ ও বাকীতে দুই মূল্য নির্ধারণ না করেন। পুণ্যবান মুসলিম ব্যবসায়ী তিনি, যিনি একদরে ব্যবসা করেন। যদি বিক্রেতা মেয়াদের বিনিময়ে অধিক লাভের সূদ গ্রহণ না করেন, তাহ'লে সেটাই হবে তার জন্য সর্বোত্তম ভ্রাতৃত্ববোধ এবং তাতে তার ব্যবসায় বরকত বৃদ্ধি পাবে। যেটা আমরা চাক্ষুষ দেখেছি। আল্লাহ এসব ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়ে বরকত দান করেছেন এবং তাদের সম্পদ বৃদ্ধি করে দিয়েছেন'।[৪১]

পরিশেষে নিম্নোক্ত সাবধানবাণীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে শেষ করব।-

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মানুষের উপর এমন একটা যামানা আসছে, যখন তারা পরোয়া করবে না, কি তারা গ্রহণ করছে? সেটা কি হালাল, না হারাম?[৪২] নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'হালাল স্পষ্ট ও হারাম স্পষ্ট। উভয়ের মধ্যে রয়েছে অস্পষ্ট বিষয় সমূহ। যা বহু মানুষ জানে না। অতঃপর যে ব্যক্তি তা থেকে বেঁচে থাকে, সে তার দ্বীন ও সম্মানকে বাঁচালো। আর যে ব্যক্তি অস্পষ্টতার মধ্যে পতিত হ'ল সে হারামে পতিত হ'ল'।[৪৩] অতএব 'তুমি সন্দেহযুক্ত বিষয়কে ছেড়ে দাও ও নিঃসন্দেহ বিষয়ের দিকে ধাবিত হও'।[৪৪] বস্তুতঃ প্রকাশ্য সূদী কারবারের চাইতে প্রতারণামূলক সূদী কারবার সবচাইতে ক্ষতিকর।

আমাদের প্রস্তাব :

ব্যাংকগুলিকে সত্যিকার অর্থে মুশারাকাহ ও মুযারাবাহ-এর ইসলামী পদ্ধতিতে পরিচালনা করুন এবং এর পক্ষে সরকারী ও সামাজিক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করুন। কারণ বহু অলস টাকা পড়ে আছে, যার কোন সদ্ব্যবহার নেই। আবার অনেকে ব্যবসা জানলেও তাদের মূলধন নেই। এক্ষেত্রে ব্যাংক যদি আমানতদারগণের টাকায় লাভ-লোকসান চুক্তিতে সঠিক অর্থে ব্যবসা করে, যাকে ইসলামী পরিভাষায় 'মুযারাবাহ' বলা হয়, তাহ'লে দেশের অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, অবসরভাতা ও পেনশনের সমস্ত টাকা ব্যাংকেই জমা হবে। এছাড়াও যেকোন হালাল উপার্জন পিয়াসী ব্যক্তি তাদের টাকা ব্যাংকে রাখবে। দেশের ধনিক শ্রেণী ও সরকার পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে এবং দেশের সত্যিকার অর্থনৈতিক কল্যাণের স্বার্থে এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিবেন বলে আমরা আশা করি।

৪১. আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক, আল-ক্বাওলুল ফাছল ফী বায়'ইল আজাল (কুয়েত : মাকতাবা ইবনু তায়মিয়াহ, ১ম সংস্করণ ১৪০৬ হি./১৯৮৫ খৃ.) মোট পৃ. সংখ্যা ৬২।
৪২. বুখারী হা/২০৫৯; মিশকাত হা/২৭৬১।
৪৩. বুখারী হা/২০৫১; মুসলিম হা/১৫৯৯; মিশকাত হা/২৭৬২।
৪৪. তিরমিযী হা/২৫১৮; নাসাঈ হা/৫৭১১; মিশকাত হা/২৭৭৩।

গোলাপ ডেকোরেটর

এখানে বিভিন্ন সম্মেলন, ইফতার মাহফিল, ওয়ায মাহফিল, বিবাহ, ওয়ালীমা সহ যে কোন অনুষ্ঠানের জন্য গেইট, প্যাণ্ডেল, মাইক, লাইটিং ও ডেকোরেটর দ্রব্যাদি ভাড়া পাওয়া যায়।

তাবলীগী ইজতেমা'১৭ সফল হোক

প্রোঃ মুহাম্মাদ গোলাপ হোসেন
নাড়ুয়ামালা, উপযেলা-গাবতলী, বগুড়া।
মোবাইল : ০১৭১৮-৬৫৮০৭৪

মেসার্স মোমতাজ হোসেন

প্রোঃ মইনুদ্দীন আহমাদ (রানা)
পরিবেশক
সেতু কর্পোরেশন লিঃ ও অরণী ইন্টারন্যাশনাল লিঃ
ডিলার
বসুন্ধরা, ক্লীনহীট, যমুনা এলপিজি এবং স্পেয়ার মেশিন

এখানে বিভিন্ন প্রকার বালাই নাশক, এলপি গ্যাস ও স্পেয়ার মেশিন পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়।

তাবলীগী ইজতেমা'১৭ সফল হোক

নওহাটা বাজার, পবা, রাজশাহী-৬২১৩।
মোবাইল : ০১৭১৫-২৪৯৮৩৪।
E-mail : muahmed79@yahoo.com

আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর পাঁচ দফা মূলনীতি : একটি বিশ্লেষণ

ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

ভূমিকা :

‘আহল’ অর্থ অনুসারী। ‘হাদীছ’ অর্থ বাণী। এ বাণী আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী। সুতরাং ‘আহলেহাদীছ’ অর্থ কুরআন ও হাদীছের অনুসারী। কেননা আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআন মাজীদের একাধিক আয়াতে কুরআনকেও হাদীছ বলেছেন। যেমন তিনি বলেন, اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ ‘আল্লাহ নাযিল করেছেন উত্তম হাদীছ’ *(যুমার ৩৯/২৩)*। فَلْيَأْتُوا بِحَدِيث مِثْلِه إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ‘তারা যদি সত্যবাদী হয় তাহ’লে এর অনুরূপ একটি হাদীছ (কুরআন) আনয়ন করুক’ *(তূর ৫২/৩৪)*। فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ‘সুতরাং তারা এর (কুরআনের) পরিবর্তে আর কোন কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে?’ *(মুরসালাত ৭৭/৫০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও কখনো কুরআনকে হাদীছ বলেছেন। যেমন তিনি বলেন, فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ– ‘অতঃপর সর্বোত্তম হাদীছ বা বাণী হ’ল আল্লাহ্র কিতাব। আর সর্বোত্তম হেদায়াত হ’ল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর হেদায়াত। শরী‘আতে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হ’ল নতুন সৃষ্টি বা বিদ‘আত। আর প্রত্যেক বিদ‘আতই হচ্ছে ভ্রষ্টতা’।[১]

সুতরাং ‘আহলেহাদীছ’ বলতে শুধুমাত্র হাদীছের অনুসারী বুঝায় না। বরং কুরআন ও হাদীছের অনুসারী বুঝায়। যিনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত ও নিরপেক্ষ অনুসারী, তিনিই কেবল এই নামে অভিহিত হবেন। এটি একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম। এটি কোন ফিরক্বা নয়। মূলতঃ আমাদের প্রথম পরিচয় হচ্ছে আমরা মানুষ। দ্বিতীয় পরিচয় হচ্ছে মুসলিম। আর আমাদের তৃতীয় ও শেষ পরিচয় হচ্ছে আমরা আহলেহাদীছ। ৩৭ হিজরীর পরে ফিৎনার যামানা শুরু হ’লে এবং মুসলমানরা বিভিন্ন বিদ‘আতী ফিরক্বায় বিভক্ত হয়ে পড়লে তাদের বিপরীতে তখন থেকেই হকপন্থীদের এই পরিচিতি চালু হয়েছে। আজও আছে, ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবে ইনশাআল্লাহ। যদিও বিভিন্ন দেশে এর ভিন্ন ভিন্ন নাম রয়েছে। যেমন- সালাফী, মুহাম্মাদী, আনছারুস সুন্নাহ প্রভৃতি। নাম ভিন্ন হ’লেও আক্বীদা ও আমলে তেমন কোন বৈপরীত্য নেই।

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জীবন গড়ার আন্দোলনকেই বলা হয় ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন’। নিজেদের রচিত অসংখ্য মাযহাব-মতবাদ, ইযম ও তরীকার বেড়াজালে আবেষ্টিত মানব সমাজকে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত অভ্রান্ত সত্যের পথে পরিচালনার জন্য আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রয়োজন। এই আন্দোলন তাই ছাহাবা যুগ হ’তে চলে আসা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম। এটি সরকার পরিবর্তন নয়, বরং সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলন। কেননা সরকার পরিবর্তন সাময়িক, কিন্তু সমাজ পরিবর্তন স্থায়ী।

এই ‘আন্দোলন’ এলাহী বিধানের আলোকে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং এর সিঁড়ি বেয়ে রাষ্ট্র সংশোধনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এই সংগঠনের রয়েছে পাঁচ দফা মূলনীতি। যার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর মাধ্যমে সংগঠনের সর্বস্তরের নেতা ও কর্মীগণ কাজ করে থাকেন। মূলনীতিগুলো হচ্ছে- ১. কিতাব ও সুন্নাতের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা ২. তাক্বলীদে শাখছী বা অন্ধ ব্যক্তিপূজার অপনোদন ৩. ইজতিহাদ বা শরী‘আত গবেষণার দুয়ার উন্মুক্ত করণ ৪. সকল সমস্যায় ইসলামকেই একমাত্র সমাধান হিসাবে পরিগ্রহণ এবং ৫. মুসলিম সংহতি দৃঢ়করণ। মূলনীতিগুলো বাহ্যত সংক্ষিপ্ত মনে হ’লেও এর অর্থ ও কার্যকারিতা অত্যন্ত ব্যাপক। আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রত্যেক কর্মীর মূলনীতিগুলোর উপরে স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। আলোচ্য নিবন্ধে আমরা অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল ভাষায় উক্ত মূলনীতিগুলোর উপরে একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।-

১ম মূলনীতি : কিতাব ও সুন্নাতের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা :

এর অর্থ- ‘পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত আদেশ-নিষেধকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া এবং তাকে নিঃশর্তভাবে ও বিনা দ্বিধায় কবুল করে নেওয়া ও সেই অনুযায়ী আমল করা’।[২] এখানে কিতাব বলতে পবিত্র কুরআন, আর সুন্নাত বলতে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছকে বুঝানো হয়েছে। বস্ত্ততঃ এ দু’টিই হচ্ছে মুমিন জীবনে অনুসরণীয় বস্তু। এ দু’টিই হচ্ছে অহী। কুরআন অহিয়ে মাতলূ, যা তিলাওয়াত করা হয়। আর হাদীছ হচ্ছে অহিয়ে গায়রে মাতলূ, যা তেলাওয়াত করা হয় না। কুরআন নাযিল হয়েছে বিশ্ব মানবতার মুক্তির সনদ হিসাবে। হাদীছও তাই। পার্থক্য হচ্ছে- কুরআনের ভাব ও ভাষা দু’টিই আল্লাহ্র। আর হাদীছের ভাব আল্লাহ্র, কিন্তু ভাষা রাসূল (ছাঃ)-এর নিজস্ব। আর এ কারণেই কুরআন ছালাতে তেলাওয়াত করা হয়। কিন্তু হাদীছ তেলাওয়াত করা হয় না। তবে আমলের ক্ষেত্রে দু’টির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

মানুষের জীবন বিধান হিসাবে মহান আল্লাহ্র নিকট হ’তে জিব্রীল আমীনের মাধ্যমে শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নিকটে বিভিন্ন ঘটনা ও অবস্থার প্রেক্ষিতে এই অহি অবতীর্ণ হয়েছে। জান্নাতপিয়াসী প্রত্যেক মুমিনের জন্য বিনা দ্বিধায় এ দু’টির যাবতীয় আদেশ-নিষেধ যথাযথভাবে মেনে নেওয়া

১. *মুসলিম হা/২০৪২; মিশকাত হা/১৪১ ঐ অনুচ্ছেদ, ছহীহ নাসাঈ হা/১৪৮৭, ‘দুই ঈদের ছালাত’ অধ্যায় ‘খুৎবা কেমন হবে’ অনুচ্ছেদ।*

২. *আহলেহাদীছ আন্দোলন পরিচিতি লিফলেট, পৃঃ ৩।*

অপরিহার্য। আর এটিই হচ্ছে কিতাব ও সুন্নাতের অধিকার বা দাবী। কেননা কুরআন এমন এক গ্রন্থ, যার শুরুতেই আল্লাহ চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ 'এটি এমন এক কিতাব, যার মধ্যে কোনই সন্দেহ নেই। আল্লাহভীরুদের জন্য এটি হেদায়াত বা পথ প্রদর্শনকারী' *(বাক্বারাহ ২/২)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ 'নিশ্চয়ই কুরআন এক মর্যাদাশীল গ্রন্থ। সম্মুখ বা পশ্চাত কোন দিক দিয়েই এতে বাতিল কিছুরই প্রবেশাধিকার নেই। এটি মহাজ্ঞানী ও চির প্রশংসিত সত্তার পক্ষ হ'তে অবতীর্ণ' *(হামীম সাজদা, ৪১/৪১-৪২)*।

অনুরূপভাবে হাদীছের সত্যায়ন করে মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى 'তিনি নিজের খেয়াল খুশীমত কিছুই বলেন না, বরং যা বলেন তা প্রত্যাদিষ্ট হয়েই বলেন' *(নাজম ৫৩/৩-৪)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا 'তোমাদের নিকট রাসূল যা নিয়ে আসেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক' *(হাশর ৪৯/৭)*।

আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا– 'যখন আল্লাহ বা তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়ছালা দেন, তখন কোন মুমিন পুরুষ বা নারীর জন্য সেখানে তাদের নিজস্ব কোন ফায়ছালা পেশ করার অধিকার নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের নাফরমানী করল, সে স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হ'ল' *(আহযাব ৩৩/৩৬)*।

শেষ যামানায় বিলাসী একশ্রেণীর মানুষ কর্তৃক হাদীছ অস্বীকারের প্রতিবাদ জানিয়ে ও স্বীয় উম্মতকে সাবধান করে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

أَلاَ إِنِّى أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلاَ يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِه يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلاَلٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ كَمَا حَرَّمَ اللهُ.

'নিশ্চয়ই আমি কুরআন ও তারই মত আরেকটি বস্তু (সুন্নাহ) প্রাপ্ত হয়েছি। জেনে রাখো! এমন এক সময় আসবে যখন কোন উদর পূর্তি বিলাসী লোক তার আসনে বসে বলবে, তোমরা শুধু এই কুরআন মেনে চলবে। তাতে যা হালাল পাবে তাকে হালাল মনে করবে এবং তাতে যা হারাম পাবে তাকে হারাম মনে করবে। অথচ রাসূল (ছাঃ) যা হারাম করেছেন তাও অনুরূপ যা আল্লাহ হারাম করেছেন'।[৩]

অনুরূপভাবে বিদায় হজ্জের ভাষণে তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন, تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ– 'আমি তোমাদের নিকটে দু'টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা ঐ দু'টি বস্তুকে মযবুতভাবে ধরে থাকবে, ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না; সে দু'টি বস্তু হ'ল আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত'।[৪] সুতরাং একথা সুস্পষ্ট যে, কুরআন ও সুন্নাহ তথা হাদীছকে পৃথক করার কোন সুযোগ নেই। মুসলমানদের জন্য দু'টিই আমলযোগ্য বিধান। যদিও কেউ কেউ হাদীছের প্রামাণিকতাকে অস্বীকার করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। কেউ আবার নিজেদেরকে 'আহলে কুরআন' দাবী করে গর্ববোধ করে থাকে। মূলতঃ এরা আল্লাহ প্রেরিত শাশ্বত অহিকেই অস্বীকার করছে।

সুন্নাত অর্থ :

সুন্নাত শব্দের আভিধানিক অর্থ দাগ, রীতি, প্রকৃতি, জীবন পদ্ধতি, কর্মধারা ইত্যাদি। ছুরি ধার করার উদ্দেশ্যে পাথরের উপর বারবার ঘর্ষণের ফলে সেখানে যে দাগ পড়ে যায়, সেটাই সুন্নাত। নিয়মিতভাবে কোন কাজ করলে তাকে সুন্নাত বলা হয়।[৫] পরিভাষায় রাসূল (ছাঃ)-এর শরী'আত বিষয়ক কথা, কর্ম ও মৌন সম্মতিই হচ্ছে সুন্নাত।[৬]

পবিত্র কুরআনে সুন্নাত শব্দটি রীতি প্রকৃতি বা বিধান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَحْوِيلًا 'তবে কি তারা পূর্ববর্তী যুগের মানুষের সুন্নাতের অপেক্ষা করছে? অতঃপর তুমি কখনই আল্লাহ্র বিধানের কোন পরিবর্তন পাবে না এবং আল্লাহ্র বিধানের কোন ব্যতিক্রমও পাবে না' *(ফাতির ৩৫/৪৩)*।

হাদীছে সুন্নাত শব্দটি ভাল ও মন্দ উভয় রীতির ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَىْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَىْءٌ. 'যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন ভাল সুন্নাত বা রীতি চালু করল, অতঃপর লোকেরা সেটা

৩. *আবূদাউদ হা/৪৬০৬; মিশকাত হা/১৬৩ 'কিতাব ও সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ।*
৪. *মুওয়াত্ত্বা হা/১৬২৮; মিশকাত হা/১৮৬ 'সনদ হাসান'।*
৫. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬ খ্রী./১৪১৬হি.), পৃঃ ২৯।*
৬. *ঐ, পৃঃ ২৯।*

আমল করল, তাহ'লে ঐ ব্যক্তির জন্য আমলকারীদের সমপরিমাণ নেকী প্রদান করা হবে। কিন্তু তাদের নেকী থেকে সামান্য পরিমাণও হ্রাস করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে মন্দ রীতি চালু করল এবং লোকেরা তার এই রীতি আমল করল, ঐ ব্যক্তির আমলনামায় উক্ত রীতির অনুসারীদের সমপরিমাণ গোনাহ প্রদান করা হবে। কিন্তু তাদের গোনাহ হ'তে সামান্য পরিমাণও হ্রাস করা হবে না'।[৭]

সুন্নাতের গুরুত্ব :

রাসূল (ছাঃ)-এর সকল কথা, কর্ম ও মৌন সম্মতিই হচ্ছে সুন্নাত। যা পালন করা উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য অপরিহার্য। সুন্নাতের অধিকার হচ্ছে, বাস্তব জীবনে যথাযথভাবে তা অনুশীলন করা। এ প্রসঙ্গে রাসূল (ছাঃ)-এর দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা-

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ كُلُّ أُمَّتِى يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، إِلاَّ مَنْ أَبَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِى دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ أَبَى-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমার উম্মতের প্রত্যেকেই জান্নাতে প্রবেশ করবে, কেবলমাত্র 'আবা' বা অবাধ্য ব্যতীত। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, আবা কে হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করবে সে জান্নাতে যাবে। আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করবে সে-ই হচ্ছে আবা'।[৮]

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه يَقُولُ جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّى أُصَلِّى اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللهِ إِنِّى لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّى أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّى وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى-

আনাস বিন মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'একদা তিন সদস্যের একটি দল রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীদের বাড়ীতে এসে নবী করীম (ছাঃ)-এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। যখন তাদেরকে সে সম্পর্কে খবর দেয়া হ'ল, তখন তারা এটাকে খুব কম মনে করল এবং বলল, রাসূল (ছাঃ)-এর তুলনায় আমরা কোথায়। তাঁর পূর্বের ও পরের সকল পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর তিনজনের একজন বলল, এখন হ'তে আমি সারা রাত ছালাত আদায় করব। আরেকজন বলল, আমি সারা বছর ছিয়াম পালন করব, ছিয়াম ত্যাগ করব না। অপর ব্যক্তি বলল, আমি নারীদের সংশ্রব থেকে দূরে থাকব, কখনো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হব না। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাদের নিকটে আসলেন এবং বললেন, তোমরাই কি তারা যারা এরূপ এরূপ মন্তব্য করেছ? সাবধান! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী ভয় করি এবং আমি সবচেয়ে বেশী পরহেযগার। কিন্তু আমি ছিয়াম পালন করি এবং ছিয়াম ত্যাগ করি। আমি ছালাত আদায় করি এবং ঘুমাই। আর আমি বিবাহ করেছি। অতএব যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত হ'তে দূরে সরে যাবে, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়'।[৯]

ইখতেলাফের সময় করণীয় শীর্ষক হাদীছটি এক্ষেত্রে আরও সুস্পষ্ট।- ইরবায বিন সারিয়া (রাঃ) বলেন,

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصُّبْحَ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا فَقَالَ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْداً حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِى فَسَيَرَى اخْتِلاَفاً كَثِيراً فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ-

'একদা রাসূল (ছাঃ) আমাদের সাথে ফজরের ছালাত আদায় করলেন। অতঃপর আমাদের দিকে মুখ করে আমাদের উদ্দেশ্যে এমন এক মর্মস্পর্শী নছীহত করলেন, যাতে আমাদের চক্ষু সমূহ অশ্রু প্রবাহিত করল এবং অন্তর সমূহ ভীত-বিহ্বল হয়ে গেল। অতঃপর এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! মনে হচ্ছে এটি বিদায়ী ভাষণ। অতএব আমাদেরকে আরো কিছু উপদেশ দিন। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'আমি তোমাদেরকে নছীহত করছি যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, নেতার কথা শুনবে ও মেনে চলবে নেতা বা ইমাম যদিও হাবশী গোলাম হন। আমার পরে তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে, তারা অচিরেই অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার সুন্নাতকে এবং হেদায়াত প্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে, অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে এবং তাকে মাড়ির দাঁত দিয়ে শক্তভাবে ধরে থাকবে। সাবধান তোমরা (দ্বীনের ব্যাপারে কিতাব ও সুন্নাহর বাইরে) নতুন সৃষ্ট কাজ হ'তে বেঁচে থাকবে। কেননা প্রত্যেক নতুন কাজই

৭. *মুসলিম হা/৪৮৩০ (২৩৯৮)।*
৮. *ছহীহ বুখারী হা/৭২৮০; মিশকাত হা/১৪৩ 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ ।*
৯. *বুখারী হা/৫০৬৩; মিশকাত হা/১৪৫, 'কিতাব ও সুন্নাতকে আকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।*

বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা'।[১০]

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদিন একদল ফেরেশতা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে আসলেন। তিনি তখন ঘুমিয়ে ছিলেন। ফেরেশতাদের কেউ বললেন, তিনি তো ঘুমিয়ে আছেন। কেউ বললেন, তাঁর চক্ষু ঘুমিয়ে আছে বটে, কিন্তু অন্তর জেগে আছে। তখন তারা বললেন, তোমাদের এ সাথীর একটি উদাহরণ আছে। তাঁর উদাহরণটি তোমরা বর্ণনা কর। তখন তাদের কেউ বললেন, তিনি তো ঘুমিয়ে আছেন, আবার কেউ বললেন, তাঁর চক্ষু ঘুমন্ত কিন্তু অন্তর জাগ্রত। তখন তারা বললেন, তাঁর উদাহরণ হ'ল ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে একটি গৃহ তৈরি করল। অতঃপর সেখানে খানাপিনার ব্যবস্থা করল এবং একজন আহ্বানকারীকে (লোকদের ডাকতে) পাঠাল। যারা আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিল, তারা ঘরে প্রবেশ করে খানা খাওয়ার সুযোগ পেল। আর যারা আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিল না, তারা ঘরেও প্রবেশ করতে পারল না এবং খানাও খেতে পারল না। তখন তারা বললেন, উদাহরণটির ব্যাখ্যা বলে দিন, যাতে তিনি বুঝতে পারেন। তখন কেউ বললেন, তিনি তো ঘুমিয়ে আছেন, আর কেউ বললেন, তার চক্ষু ঘুমন্ত , তবে অন্তর জাগ্রত। তখন তারা বললেন, ঘরটি হ'ল জান্নাত, আহ্বানকারী হ'লেন মুহাম্মাদ (ছাঃ)। অতএব যারা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আনুগত্য করল, তারা আল্লাহ্র আনুগত্য করল। আর যারা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অবাধ্যতা করল, তারা আল্লাহ্রই অবাধ্যতা করল। মুহাম্মাদ (ছাঃ) হ'লেন মানুষের মাঝে সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী।[১১]

আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ– 'তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হ'তে পারবে না যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি আমার আনীত দীন ও শরী'আতের অধীন হবে'।[১২] হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন,

صَنَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا فَرَخَّصَ فِيهِ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ، فَوَاللهِ إِنِّى لأَعْلَمُهُمْ بِاللهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً–

'একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি কাজ করলেন এবং তা করার জন্য অন্যদেরও অনুমতি দিলেন। এতদসত্ত্বেও কতক লোক তা হ'তে বিরত থাকল। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কানে পৌঁছলে তিনি খুৎবা দিলেন এবং আল্লাহ্র প্রশংসা করলেন অতঃপর বললেন, ঐ সকল লোকদের কি হ'ল, যারা আমি যে কাজ করি তা হ'তে বিরত থাকে। আল্লাহ্র কসম! তাদের অপেক্ষা আমি আল্লাহকে অধিক জানি এবং তাদের অপেক্ষা অধিক ভয় করি'।[১৩]

খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে সুন্নাতের গুরুত্ব কত বেশী ছিল তা নিম্নের হাদীছ থেকে প্রতীয়মান হয়।-

عَنْ عُمَرَ رضى الله عنه أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ، فَقَالَ إِنِّى أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ، وَلَوْلاَ أَنِّى رَأَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ–

ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, তিনি হাজরে আসওয়াদের নিকট গমন করলেন এবং একে চুমু দিলেন। অতঃপর (পাথরকে সম্বোধন করে) বললেন, আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, তুমি একটি পাথর। তুমি কারও ক্ষতি বা উপকার করতে পার না। যদি আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে তোমায় চুমু দিতে না দেখতাম, তবে আমি তোমাকে কখনই চুমু দিতাম না'।[১৪]

অনুরূপভাবে মোজার উপরে মাসাহ সম্পর্কিত হযরত আলী (রাঃ)-এর বিখ্যাত উক্তিটিও এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْىِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلاَهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ.

'যদি দ্বীন ব্যক্তি বিশেষের রায় অনুযায়ী হ'ত, তাহ'লে মোজার নীচের অংশ মাসাহ করা অবশ্যই উত্তম ছিল উপরের অংশের চেয়ে। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মোজার উপরাংশ মাসাহ করতে দেখেছি'।[১৫]

উপরোক্ত হাদীছগুলো পর্যালোচনা করলে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, মানুষের সামগ্রিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিকটে সমর্পণ করতে হবে। যা উক্ত মানদণ্ডের সাথে মিলে যাবে তা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যা মিলবে না তা প্রত্যাখ্যাত হবে।

আখেরী যামানায় সুন্নাত পালন খুবই কঠিন :

সুন্নাতের গুরুত্ব যেমন অপরিসীম, তেমনি সুন্নাত পালনে প্রতিবন্ধকতাও ব্যাপক। সে যুগে যেমন ইসলাম কবুল করার কারণে মর্মান্তিকভাবে নির্যাতিত হ'তে হয়েছিল, এ যুগেও তেমনি সুন্নাত পালনের কারণে নানাবিধ নির্যাতন ভোগ করতে হচ্ছে। শুধুমাত্র রাসূল (ছাঃ)-এর পদ্ধতিতে ছালাত আদায়ের কারণে কতজনকে যে গৃহহারা, বাড়ী ছাড়া ও সমাজচ্যুত করা হচ্ছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। ধর্ম নেতারাই আজকাল ধর্ম

১০. *আহমাদ, হা/১৭৯০৯; আবুদাউদ হা/৪৬০৯; মিশকাত হা/১৫৮, 'কিতাব ও সন্নাতকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।*
১১. *বুখারী হা/৭২৮১; মিশকাত হা/১৪৪; ছহীহাহ হা/৩৫৯৫।*
১২. *শারহুস্ সুন্নাহ; মিশকাত হা/১৬৭।*
১৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৬।*
১৪. *বুখারী হা/১৫৯৭, ১৬১০; মিশকাত হা/২৫৮৯ 'মক্কায় প্রবেশ ও তাওয়াফ' অনুচ্ছেদ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৪৭৩।*
১৫. *আবূদাঊদ হা/১৬২; মিশকাত হা/৫২৫ সনদ ছহীহ।*

পালনের বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। নইলে ছালাতে রাফঊল ইয়াদায়েন ও সরবে আমীন বলার কারণে কোন মুসলিম ভাইকে মসজিদ থেকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া কিভাবে সম্ভব হ'তে পারে। কিভাবে সম্ভব শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করা। অথচ এ রকম অসংখ্য ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটছে। মাযহাব ও তরীকার পর্দা ছিন্ন করে এরা নিরপেক্ষভাবে সুন্নাত পালন করতে চরমভাবে ব্যর্থ হচ্ছে। সেই সাথে রাষ্ট্রীয় বাধা তো আছেই। সব মিলিয়ে শেষ যামানায় সুন্নাত পালন করা হবে খুবই কঠিন। তবে আশার কথা হ'ল এরূপ নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে সুন্নাত পালনকারীদের জন্যই রয়েছে মহা পুরস্কার। একটি সুন্নাত দৃঢ়ভাবে ধারণের মর্যাদা হবে ৫০ জন শহীদের সমান। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ زَمَانَ صَبْرٍ لِلْمُتَمَسِّكِ فِيْهِ أَجْرُ خَمْسِيْنَ شَهِيْدًا مِّنْكُمْ 'তোমাদের পরে এমন একটা কঠিন সময় আসছে, যখন সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে ধারণকারী ব্যক্তি তোমাদের মধ্যকার পঞ্চাশ জন শহীদের সমান নেকী পাবে'।[১৬] অন্য বর্ণনায় আছে যে, এ সময় ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, এরা কি তাদের মধ্যেকার শহীদ? তিনি বললেন, না বরং তোমাদের মধ্যেকার শহীদ'।[১৭]

কিতাব ও সুন্নাহ্র কাছে আত্মসমর্পণের কতিপয় দৃষ্টান্ত :

১. আবুবকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রী ও সন্তানদেরকে তাঁর পরিত্যক্ত সম্পতির অংশ দেননি। কন্যা ফাতিমা ও চাচা আব্বাস (রাঃ) খলীফা আবুবকর (রাঃ)-এর নিকটে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ফাদাক-এর খেজুর বাগান ও খায়বারের সম্পতির অংশ দাবী করলেন। তখন খলীফা তাঁদেরকে নিম্নোক্ত হাদীছ শুনিয়ে নিবৃত্ত করেন سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لاَ نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনছি যে, আমাদের (সম্পতির) কেউ উত্তরাধিকারী হয় না। আমরা যা রেখে যাই সবই 'ছাদাক্বাহ'। অর্থাৎ তা সর্বসাধারণের। তাই আবুবকর (রাঃ) বলেন 'নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ পরিবার এই মাল খেতে পারে না।[১৮]

২. মারামারি করার সময় আংগুল কেটে ফেলার এক আসামীকে ওমরের দরবারে হাযির করা হ'লে তিনি আংগুলের গুরুত্ব হিসাবে রক্তমূল্য নির্ধারণের পক্ষপাতি ছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি ইয়ামনবাসী আমর বিন হযম পরিবারের নিকট হ'তে রাসূলের লিখিত ফরমান অবগত হ'লেন এই মর্মে যে, রক্তমূল্যের ক্ষেত্রে সকল আংগুলের গুরুত্ব সমান। হাত বা পায়ের প্রত্যেকটি আংগুলের বিনিময়ে রক্তমূল্য হ'ল দশ দশটি উট।' সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (মৃঃ ৯৪ হিঃ) বলেন, এই হাদীছ শোনার পর ওমর (রাঃ) স্বীয় সিদ্ধান্ত হ'তে প্রত্যাবর্তন করেন। কাযী শুরাইহ-এর নিকটে একদা একজন এসে বলল 'বুড়ো আংগুল ও কড়ে আংগুলের মূল্য কি সমান হ'তে পারে? কাযী শুরাইহ তখন কঠোর ভাষায় বললেন, 'তোমার ধ্বংস হৌক! হাদীছ যাবতীয় কিয়াসকে প্রতিরোধ করে। তুমি কেবল অনুসরণ করে যাও, বিদ'আতী হয়ো না'। ওমর ফারূক (রাঃ)-এর দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা এখানে স্মরণযোগ্য। তিনি বলেন, 'যার হাতে ওমরের জীবন তাঁর কসম খেয়ে বলছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর নবীর রূহ কবয করেননি বা অহী উঠিয়ে নেননি, যতক্ষণ না তার উম্মত সকল প্রকার 'রায়' হ'তে মুক্ত হ'তে পেরেছে।[১৯]

৩. ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় এক ছা' করে খাদ্যবস্তু, খেজুর, যব, কিসমিস বা পনির 'যাকাতুল ফিৎর' হিসাবে আদায় করতাম। এই অবস্থা চালু ছিল। এমন সময় খলীফা হিসাবে মু'আবিয়া (৪১-৬০) হজ্জ বা ওমরাহ উপলক্ষ্যে মদীনায় আসলেন। তাঁর সঙ্গে সিরিয়ার গমও আনা হ'ল। তিনি মসজিদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে জনগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন 'আমি মনে করি সিরিয়ার দুই মুদ (অর্ধ ছা') গম (মূল্যের দিকে দিয়ে) মদীনার এক ছা' খেজুরের সমতুল্য'। ছহীহ মুসলিম-এর বর্ণনায় এসেছে যে, ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) মু'আবিয়ার উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন, 'আমি যতদিন দুনিয়ায় বেঁচে থাকব ততদিন অর্ধ ছা' গমের ফিৎরা কখনোই আদায় করব না। বরং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় আমি যা দিতাম তাই-ই দিয়ে যাব'। বুখারীর ভাষ্যকার ইবনু হাজার আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২ হিঃ) বলেন, উক্ত আমল ঠিক নয়। কারণ এটি একজন ছাহাবীর আমল, যার বিরোধিতা করেছেনে ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরী ও আবদুল্লাহ বিন ওমর সহ বহু নেতৃস্থানীয় ছাহাবা, যাঁরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দীর্ঘ সাহচর্যে কাটিয়েছেন এবং যাঁরা তাঁর হাল অবস্থা সম্পর্কে অধিক ওয়াকিফহাল ছিলেন। তাছাড়া মু'আবিয়া (রাঃ) স্পষ্টভাবেই বলে দিয়েছেন যে, এটি তাঁর নিজস্ব রায় মাত্র, রাসূলের উক্তি নয়। রাসূল (ছাঃ)-এর উক্তি ও আমল হ'ল এক ছা' খাদ্যবস্তুর পক্ষে। অতএব দলীল মওজুদ থাকতে 'ইজতিহাদ' বাতিল হবে।[২০]

৪. ওমর (রাঃ)-এর পুত্র আব্দুল্লাহ একজন জলীলুর কদর ছাহাবী ছিলেন। তিনি ওমরাহ ও হজ্জের মধ্যবর্তী সময়ে ইহরাম ভঙ্গ করে হালাল হওয়া অর্থাৎ তামাত্তু হজ্জ জায়েয বলতেন। কিন্তু ওমর (রাঃ) এটা পসন্দ করতেন না। একদা কিছু লোক ইবনু ওমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কিভাবে আপনার পিতার বিরোধিতা করেন?' তখন আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) জওয়াবে বললেন 'তোমাদের ধ্বংস হৌক তোমরা কি আল্লাহ্কে ভয় পাওনা? যদি ওমর (রাঃ) এটাকে

---

১৬. ত্বাবারাণী কাবীর হা/১০২৪০; ছহীহুল জামে' হা/২২৩৪।
১৭. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৯৪।
১৮. বুখারী, 'ফারায়েয' অধ্যায় হা/৪০৩৬, ৬৭২৬; মিশকাত হা/৫৯৬৭।
১৯. আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, পৃঃ ১৩৮; গৃহীত : আব্দুল ওয়াহ্হাব শা'রানী, কিতাবুল মীযান (দিল্লী : আকমালুল মাতাবে, ১২৮৬ হিঃ) ১ম খণ্ড পৃঃ ৬২।
২০. আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, পৃঃ ১৪০।

নিষেধ করে থাকেন, তবে সেটা ভাল উদ্দেশ্যেই করেছেন। তিনি এর দ্বারা ওমরাহ পূর্ণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু তার জন্য তোমরা তামাত্তু-কে হারাম করছ কেন? অথচ আল্লাহ সেটা হালাল করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেটার উপরে আমল করেছেন, তাহ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত অধিক অনুসরণযোগ্য না ওমরের সুন্নাত?

পরিশেষে বলব, আহলেহাদীছগণ সর্বাবস্থায় কিতাব ও সুন্নাহ্র নিঃশর্ত ও সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারে বিশ্বাস পোষণ করেন এবং মুসলিম উম্মাহ্কে সকল দিক হ'তে মুখ ফিরিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র দিকে ফিরে যাওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানান। আহলেহাদীছ বা সালাফীদের এই বৈশিষ্ট্য ও মূলনীতি ব্যাখ্যা করতে গিয়েই মিসরীর পণ্ডিত আবু যুহ্রা বলেন, 'সালাফীগণ যুক্তির উপরে নির্ভর করেন না। কেননা যুক্তি অনেক সময় ভ্রান্ত হয়। বরং তাঁরা সর্বদা নির্ভর করেন নছ তথা দলীলের উপরে অথবা ঐসবের উপরে যে দিকে দলীল ইংগিত প্রদানর করে। কারণ দ্বীন হ'ল অহি, যা আল্লাহ্র নবী প্রাপ্ত হয়েছিলেন'।[২১] অতএব কিতাব ও সুন্নাহ দ্বারা যা প্রমাণিত হবে তা প্রত্যেক মুসলমানকে নির্দ্বিধায় মেনে নিতে হবে। এর কোন একটি বিধানও প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। আর এটিই হচ্ছে কিতাব ও সুন্নাতের সার্বভৌম অধিকার।

[ক্রমশঃ]

২১. *আহলেহাদীছ আন্দোলন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, পৃঃ ১৪৪।*

রাজা রেফ্রিজারেশন

প্রোঃ মুহাম্মাদ রাজা

এখানে সর্বপ্রকার ফ্রীজ, এসি, ফ্যান ও বৈদ্যুতিক মটর অতি যত্ন সহকারে মেরামত করা হয়

যোগাযোগ

শিরোইল মোল্লা মিল, সাগরপাড়া রোড, রাজশাহী।

মোবাইল ঃ ০১৭১৯-৮৬৬৮৬৮

কালার গ্রাফিক্স

মুহাম্মাদ সুলতানুল ইসলাম

প্রোপ্রাইটর

হোটেল এশিয়া (নীচ তলা)
স্টেশন রোড, গোরহাঙ্গা
রাজশাহী।

০১৭১৫-৮৪৫৫৮৪, ১০৮১৯-৬৬০৬১১

মোঃ শফিকুল ইসলাম
প্রোপ্রাইটর

বিউটি বুক বাইন্ডার্স

এখানে অত্যাধুনিক মেশিন দ্বারা ক্যালেণ্ডার ফিটিং, স্পাইরাল ক্যালেণ্ডার, স্পাইরাল প্যাড, ওয়রো ক্যালেণ্ডার ও ডায়রী, ফাইবার ক্যালেণ্ডার, ফোম বাঁধাই ডায়রী, বই, খাতা, ম্যাগাজিন, মেশিন দ্বারা ভাজ করে বাঁধাই করা হয়।

তুলাপট্টি, গণকপাড়া, ঘোড়ামারা, বোয়ালিয়া, রাজশাহী।

মোবাইল ঃ ০১৭১৮-৯৯৩৪১৭, ০১৯২৬-৪৩৯১১২, ০১৮৪৩-৮২৯২৩৩

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৭ সফল হোক!

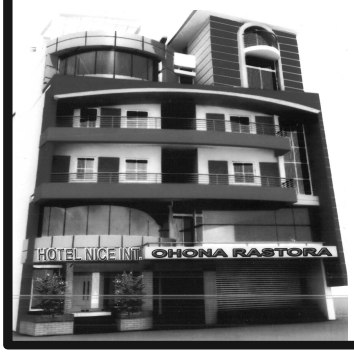

হোটেল নাইস ইন্টারন্যাশনাল

তিন তারকা মানসম্পন্ন অত্যাধুনিক বিলাসবহুল আবাসিক হোটেল। রাজশাহী শহরের প্রাণকেন্দ্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত পদ্মানদীর বাম তীর সংলগ্ন গণকপাড়া সাহেব বাজার জিরো পয়েন্ট এ অবস্থিত।

(১) শীততাপ নিয়ন্ত্রিত প্রতিটি কক্ষ (২) ২৪ ঘন্টা রুম সার্ভিস ও সিকিউরিটি (৩) কম্প্লীমেন্টারী সকালের নাস্তা ও দৈনিক নিউজ পেপার (৪) সিকিউরিটি ক্যামেরা (৫) ইন্টারনেট সার্ভিস (৬) জেনারেটর দ্বারা শীততাপ নিয়ন্ত্রণ (৭) জরুরী চিকিৎসা (৮) মানি চেঞ্জিং ও সেফটি লকার (৯) রেস্টুরেন্ট (১০) কনফারেন্স হল (১১) হোটেলের নিজস্ব পরিবহণ (১২) রুফটপ গার্ডেন ও সানবার্থ (১৩) কার পার্কিং (১৪) অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা (১৫) লন্ড্রি সার্ভিস (১৬) সেলুনের বিশেষ ব্যবস্থা (১৭) ভিসা/ক্রেডিট কার্ডে পেমেন্টের ব্যবস্থা (১৮) হোটেল থেকে ভ্রমণের সুব্যবস্থা (১৯) ড্রাইভার এ্যাকোমেডেশন।

ফোন : ৭৭৬১৮৮, ৭৭১৮০৮; ফ্যাক্স : ০৭২১-৭৭৫৬২৫, মোবাইল : ০১৭১১-৩৪০৩৯৬।

Contents

আদর্শ পরিবার গঠনে করণীয়

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

ভূমিকা :

মানব সমাজের ভিত্তি পরিবার। স্বামী-স্ত্রীকে কেন্দ্র করে যা শুরু হয়। আদম-হাওয়া (আঃ)-এর মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রথম মানব পরিবার গড়ে ওঠে। সৃষ্টির সূচনাকাল থেকে আজও এ পরিবার প্রথা চালু আছে। সারা দিনের কর্মক্লান্তি, বিভিন্ন কারণে মানব মনে পাওয়া দুঃখ-বেদনায় যেখানে সবাই শান্তি খোঁজে সেটা হ'ল পরিবার। যদি পরিবারে শান্তি-শৃংখলা থাকে তাহ'লে মানব জীবন সুখময় হয়। পক্ষান্তরে পরিবারে কাঙ্ক্ষিত শান্তি না থাকলে জীবন হয়ে ওঠে বিতৃষ্ণ, বিষাদময়। এজন্য দরকার একটি আদর্শ পরিবার। যা হবে মানুষের আরাম-আয়েশ ও সুখ-শান্তির আকর। তাই শান্তি-সুখের ঠিকানা আদর্শ পরিবার গঠনে করণীয় সম্পর্কে এ নিবন্ধের অবতারণা।

পরিবার পরিচিতি :

স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা ও দাদা-দাদী নিয়ে গঠিত হয় পরিবার। পরিবারের সংজ্ঞায় Oxford ইংরেজী অভিধানে বলা হয়েছে, A group consisting of one or two parents their children. 'পরিবার হ'ল পিতা বা মাতা অথবা পিতা-মাতা উভয় ও তাদের সন্তান-সন্ততির সমষ্টি'।[১]

পরিবারের সূচনাকাল :

পৃথিবীর প্রথম মানব হযরত আদম (আঃ) ও প্রথম মানবী হযরত হাওয়া (আঃ)-কে কেন্দ্র করে মানব জাতির প্রথম পরিবার গড়ে উঠেছিল জান্নাতে। এই প্রথম পরিবারের সদস্য স্বামী ও স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে মহান আল্লাহ বলেছিলেন, يَاآدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ– 'হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে অবস্থান কর এবং সেখান থেকে যা চাও খুশীমনে খাও। কিন্তু তোমরা দু'জন এই গাছটির নিকটে যেয়ো না। তাহ'লে তোমরা সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে' *(বাক্বারাহ ২/৩৫)*।

এই প্রথম পরিবার থেকে মানব জাতি বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। এসম্পর্কে আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوْا اللهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا– 'হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। যিনি তোমাদেরকে একজন মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর ঐ দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞা করে থাক এবং আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে সতর্ক হও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর সদা সতর্ক তত্ত্বাবধায়ক' *(নিসা ৪/১)*। অন্যত্র আল্লাহ আরো বলেন, يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا– 'হে মানুষ! আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে। তারপর তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন বংশ ও গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হ'তে পার' *(হুজুরাত ৪৯/১৩)*।

অনুরূপভাবে সকল নবী-রাসূলের ব্যক্তিগত জীবনে ও সময়কালে পরিবার বিদ্যমান ছিল। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً 'তোমার পূর্বেও আমরা অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তানাদি দিয়েছি' *(রা'দ ১৩/৩৮)*। হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় পরিবারের জন্য দো'আ করেছিলেন, رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ– 'হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদেরকে আপনার আজ্ঞাবহ করুন এবং আমাদের বংশধরগণের মধ্য হ'তেও আপনার অনুগত একটা দল সৃষ্টি করুন। আর আপনি আমাদেরকে আমাদের হজ্জের নিয়ম-পদ্ধতি বাৎলে দিন এবং আমাদের ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনি অধিক তওবা কবুলকারী ও দয়াময়' *(বাক্বারাহ ২/১২৮)*।

পরিবারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা :

পরিবার মানব সমাজের মূল ভিত্তি। পারিবারিক জীবন ব্যতিরেকে মানব সভ্যতা কল্পনা করা যায় না। মানুষের অস্তিত্বের জন্য পারিবারিক জীবন অপরিহার্য। সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা, স্থিতিশীলতা, উন্নতি-অগ্রগতি ইত্যাদি সুষ্ঠু পারিবারিক ব্যবস্থার উপরে অনেকাংশে নির্ভরশীল। পারিবারিক জীবন অশান্ত ও নড়বড়ে হ'লে, তাতে ভাঙ্গন ও বিপর্যয় দেখা দিলে সমাজ জীবনে নানা অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হ'তে বাধ্য। তাই বলা যায়, পরিবারই হচ্ছে কল্যাণকর সমাজের ভিত্তি। সুতরাং আদর্শ সমাজ গঠনের অপরিহার্য শর্ত আদর্শ পরিবার গঠন। পরিবারের গুরুত্বের বিভিন্ন দিক নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

১. মানব বংশ বৃদ্ধি : পরিবারের মাধ্যমে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ বলেন, وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ– 'আর আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই জোড়া সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমাদের জোড়া থেকে তোমাদের পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র বস্তুসমূহ হ'তে রূযী দান করেছেন' *(নাহল ১৬/৭২)*।

১. *Oxford Advence Laerners English Dictionary, (New Yeork : Oxford University press, 8th edn, 2010), p-551.*

এভাবে রাসূলের উম্মতের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আর উম্মতে মুহাম্মাদীর সংখ্যাধিক্য পরকালে রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য গর্বের বিষয় হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, تَزَوَّجُوْا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَإِنِّىْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ 'তোমরা অধিক সোহাগিনী ও অধিক সন্তানদায়িনী মহিলাকে বিবাহ কর। কারণ আমি ক্বিয়ামতের দিন তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গর্ব করব'।[২]

২. মানববংশ সংরক্ষণ : পরিবারের মাধ্যমে মানববংশ রক্ষা হয়। আল্লাহ বলেন, وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا 'তিনিই মানুষকে পানি হ'তে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তার বংশগত ও বিবাহগত সম্পর্ক নির্ধারণ করেছেন। আর তোমার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান' *(ফুরক্বান ২৫/৫৪)*। এ পরিবারের সদস্যদের মাঝে স্নেহ-মায়া-মমতা, সম্প্রীতি-সদ্ভাব তৈরী হয়। তাদের পরস্পরের মধ্যে থাকে সুসম্পর্কের সুদৃঢ় সেতুবন্ধন। কারণ সেখানে থাকে পিতামাতা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি, অনেক ক্ষেত্রে দাদা-দাদী, পৌত্র-পৌত্রী ইত্যাদি সম্পর্কের মানুষ। পরিবারে পিতামাতা সন্তানকে শৈশবে লালন-পালন করেন। তেমনি সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর পিতামাতাকে দেখাশোনা করে। পৌত্ররাও দাদা-দাদীর সেবাযত্ন করে থাকে। এভাবে একে অপরের মাধ্যমে মানব বংশ রক্ষা হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হ'ল এখন মানুষ বিভিন্ন অযুহাতে জন্মনিয়ন্ত্রণ ও জন্ম নিরোধ করছে। লাইগেশনের মাধ্যমে বা অন্য কোন উপায়ে স্থায়ীভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ বা জন্ম নিরোধ করা হারাম। কেউবা ভ্রূণ হত্যা করে। শারঈ কোন কারণ ব্যতীত ভ্রূণ হত্যা মানবহত্যার শামিল। এসব থেকে বিরত থাকা অতীব যরূরী।

৩. শিক্ষা প্রদান : পরিবার এক অনন্য শিক্ষাগার। এখানে পিতামাতা সন্তানকে সুশিক্ষিত করে তোলে। পিতামাতার নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করেই সন্তান সুনাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ– 'প্রত্যেক সন্তানই ফিতরাতের (ইসলাম) উপর জন্মগ্রহণ করে থাকে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী বা খৃষ্টান কিংবা অগ্নিপূজক বানায়'।[৩] সুতরাং সৎ ও চরিত্রবান নাগরিক গড়ার প্রথম ভিত্তি হচ্ছে পরিবার। শিশুরা আদর্শবান হয়ে গড়ে ওঠে পরিবার থেকে। তাই পারিবারে যে শিশু সঠিকভাবে গড়ে ওঠে, সে বড় হয়েও সঠিক পথে অবিচল থাকে। পক্ষান্তরে যে শিশু পরিবারে খারাপ শিক্ষা পায়, সে বড় হয়েও খারাপ পথেই চলতে থাকে। এজন্য পিতা-মাতা সন্তানকে আল্লাহভীতি, পরকালীন জবাবদিহিতা, মুসলমানদের দায়িত্ব-কর্তব্য, আল্লাহ্র হক, বান্দার হক, পারস্পরিক সহমর্মিতা শিখানোর চেষ্টা করবেন। এর পাশাপাশি সন্তানদের পর্যাপ্ত সময় দিবেন। যাতে তারা নিজেদের অভিভাবকহীন ভাবতে না পারে এবং সঠিক তত্ত্বাবধায়নের অভাবে বখে না যায়। পাশাপাশি তাদের সার্বিক বিষয়ে খোঁজ-খবর রাখবেন এবং তাদের সঙ্গী-সাথী ও বন্ধু-বান্ধবদের সম্পর্কেও নযর রাখবেন। যাতে অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ না হয়।

৪. শান্তি লাভ ও পারিবারিক মহব্বত সৃষ্টি : পরিবারেই মানুষ শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করে এবং তাদের মধ্যে মহব্বত-ভালবাসা তৈরী হয়। আল্লাহ বলেন, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوْا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ، 'তাঁর নিদর্শনের মধ্যে হ'ল এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হ'তেই তোমাদের সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তার কাছে শান্তি লাভ করতে পার আর তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। এর মাঝে অবশ্যই বহু নিদর্শন আছে সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা চিন্তা করে' *(রূম ৩০/২১)*।

পরিবারে মা-বাবা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি একত্রে বসবাস করেন। একসাথে থাকার ফলে একে অপরের সুখে সুখী হয়, এক অপরের দুঃখে দুঃখী ও সমব্যথী হয়। এভাবে পরিবারের সদস্যরা পরস্পরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে থাকে। পরিবারের এ বন্ধন আমাদের দেশে খুবই পরিচিত চিত্র। কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, বর্তমানে চিরচেনা এ পরিবার প্রথা বিলুপ্তির পথে। একে সামাজিক বিপর্যয় বললেও হয়তো অত্যুক্তি হবে না। পারিবারিক বিপর্যয়রোধে অনেকেই সচেষ্ট। নানাবিধ কলাকৌশল প্রয়োগ করে পারিবারিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যাপৃত। অথচ মানব চিন্তা যতই শাণিত হোক, উন্নত ও আধুনিক বলে দাবী করা হোক না কেন, আল্লাহ প্রদত্ত নির্ভুল জ্ঞানের সহায়তা ব্যতীত প্রকৃত সফলতা অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই পারিবারিক বিপর্যয়রোধে ইসলামের বিধান অনুসরণের বিকল্প নেই। এ পথেই রয়েছে সুষ্ঠু সমাধান। ইসলাম আগে ব্যক্তি সংশোধনে গুরুত্বারোপ করেছে। কারণ ব্যক্তি ঠিক হ'লে পরিবার ও সমাজ উভয়ই ঠিক হয়ে যায়। একটি বহুতল ভবন নির্মাণের পূর্বে যেমন ভিত্তি ঠিক করতে হয়, তেমনি পূর্ণাঙ্গ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করতে হ'লে একটি আদর্শ পরিবার গঠন করতে হয়। কেননা সমাজবিজ্ঞানী ও মুসলিম মনীষীগণের দৃষ্টিতে মানবসমাজ ও রাষ্ট্রের প্রাথমিক ভিত্তি হচ্ছে পরিবার।

সম্প্রতি আমাদের দেশের অনেক মানুষ পারিবারিক বন্ধনের কথা ভুলতে বসেছে। আমাদের মানবিক মূল্যবোধ ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। পরিবারের প্রতি মানুষ বৈষম্যমূলক বিভিন্ন অন্যায়-আচরণ করছে। পরিবারের বড়দের সম্মান এবং ছোটদের প্রতি স্নেহসুলভ আচরণ করা হচ্ছে না। অথচ রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيْرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا، 'যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদেরকে স্নেহ করে না এবং আমাদের বড়দের সম্মান বোঝে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত

২. *আবুদাঊদ হা/২০৫০; মিশকাত হা/৩০৯১, সনদ ছহীহ।*
৩. *বুখারী হা/১৩৬৫; মুসলিম হা/২৬৫৮; মিশকাত হা/৯০।*

নয়'।[৪] ইসলামে পারস্পরিক সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। পারিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করার জন্য যা কিছু প্রয়োজন, ইসলামে তার সবকিছু বিদ্যমান। সুতরাং সে বিধান মেনে চলার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত।

পারিবারিক জীবন যে শুধু দুনিয়াতেই কল্যাণ বয়ে আনে এবং এ বন্ধন যে কেবল পৃথিবীতেই সীমাবদ্ধ থাকবে তা নয়, বরং সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের জন্য এ বন্ধন জান্নাতেও বিদ্যমান থাকবে। মহান আল্লাহ বলেন, جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، 'তা হ'ল স্থায়ী বসবাসের জান্নাত। তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের সৎকর্মশীল বাপ-দাদা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি। ফেরেশতারা তাদের কাছে আসবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে' *(রা'দ ১৩/২৩)*।

৫. জৈবিক চাহিদা পূরণ ও লজ্জাস্থান হেফাযত : পারিবারিক ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের স্বভাবসিদ্ধ জৈবিক চাহিদা বৈধ পথে পূরণ করার সুযোগ হয়। ফলে লজ্জাস্থান হেফাযত করা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ 'হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে। কেননা উহা লজ্জাস্থানকে হেফাযত করে এবং চক্ষুকে অবনমিত রাখে'।[৫] আর এই বৈধপন্থায় নারী-পুরুষের জৈবিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে উভয়ে নৈতিক স্খলন থেকে বেঁচে যায়, পাপাচার থেকে পরিত্রাণ পায় এবং ছওয়াব লাভ করে।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَفِيْ بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيَأْتِيْ أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُوْنُ لَهُ فِيْهَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِيْ حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيْهَا وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِيْ الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ، 'তোমাদের কারো স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও ছাদাক্বাহ। ছাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের কেউ যদি নিজের কামভাব চরিতার্থ করে তাতেও কি সে ছওয়াব পাবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমাদের অভিমত কি যে, কোন ব্যক্তি যদি হারাম উপায়ে কামভাব চরিতার্থ করে তাহ'লে সে কি গুনাহগার হবে? ঠিক এভাবেই হালাল উপায়ে (স্ত্রীর সাথে) কামভাব চরিতার্থকারী ছওয়াব পাবে'।[৬]

৬. পারিবারিক জীবন যাপন করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য : মুমিন বান্দাদের অন্যতম গুণ সুন্দর পারিবারিক জীবন যাপন। এজন্য তারা মহান আল্লাহ্র কাছে দো'আ করে এই বলে, رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا– 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদের মাধ্যমে চক্ষুশীতলকারী বংশধারা দান কর এবং আমাদেরকে আল্লাহভীরুদের জন্য আদর্শ বানাও' *(ফুরক্বান ২৫/৭৪)*।

পারিবারিক জীবনের সুফল :

পরিবারের সুফল অনেক মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাদান ইত্যাদি। পরিবারের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব শিশুকে সামাজিক করে গড়ে তোলা এবং ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন শিক্ষা দেওয়া। পরিবারের ধারা ও রীতিনীতির উপর ভিত্তি করে শিশুর মনোজগত তৈরী হয় এবং পরিবারে তার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। সুতরাং শিশুর সুষ্ঠু শিক্ষা দিতে পরিবার বিশেষ ভূমিকা রাখে।

পরিবার একটি সার্বজনীন পদ্ধতি এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের আয়না। সারা বিশ্বে পরিবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ভিত্তি হিসাবে গণ্য হয়। পরিবার একজন মানুষের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপিঠ। পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সকলের দায়িত্ব। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও স্নেহ-মায়া-মমতার বন্ধনে আবদ্ধ একেকটি পরিবার বহু হৃদয়ের সমষ্টি, যেখানে আছে জীবনের প্রবাহ, আছে মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালবাসা, মিলেমিশে থাকার প্রবল বাসনা, আছে নিরাপত্তা, সহনশীলতা এবং পরস্পরকে গ্রহণ করার মানসিকতা। বিশ্বের অধিকাংশ দেশে পারিবারিক বন্ধনের প্রভাব বিস্তৃত।

বিশ্বের প্রতিটি দেশে ও জাতির নিকটে পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম। মৌলিক মানবাধিকার সংরক্ষণ, সমমর্যাদার নিশ্চয়তা এবং বৈষম্যহীন পরিবেশের মাধ্যমে সামাজিক অগ্রগতি সাধন ও জীবন মান উন্নয়নে পরিবার সমাজের স্তম্ভ ও মৌলিক ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। পরিবার এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যেখান থাকে ভবিষ্যত জীবনের পথ নির্দেশনা।

পারিবারিক বন্ধন থেকেই মানব বংশ সম্প্রসারিত হয়েছে। যদি সকল মানুষ পরিবারে নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে তবে সে পরিবার সমাজে উত্তম ও আদর্শ পরিবার হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যেখানে বইতে থাকে শান্তির ফল্গুধারা। পরিবারের প্রতিটি সদস্যের জীবন হবে সুখকর ও আনন্দময়।

স্মর্তব্য যে, ব্যক্তি থেকে পরিবার, পরিবার থেকে সমাজ এবং সমাজ থেকে একটি দেশ বা রাষ্ট্র গঠিত হয়। তাই ব্যক্তি ভালো হ'লে পরিবার ভালো হবে, পরিবার ভালো হ'লে সমাজ ভাল হবে। আর সমাজ ভালো হ'লে দেশ বা রাষ্ট্র ভালো চলবে। সমাজে এখনো বহু ভালো মানুষ আছেন, যারা প্রকৃতপক্ষেই চান যে, সমাজে ভালো মানুষই থাকুক, মানবরূপী কোন দানব না থাকুক। ব্যক্তি সংশোধনের মাধ্যমে পরিবার ঠিক করে ঐসব মানবরূপী দানবদের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করতে হবে। ফিরিয়ে আনতে হবে পারিবারিক শান্তি-শৃঙ্খলা এবং মযবূত করতে হবে পারস্পরিক সম্পর্কের সেতু বন্ধন। এক্ষেত্রে একে অন্যের প্রতি স্নেহ-ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখা এবং

৪. *আবু দাউদ হা/৪৯৪৩; তিরমিযী হা/১৯১৯; ছহীহাহ হা/২১৯৬।*
৫. *বুখারী হা/৫০৬৬; মুসলিম হা/১৪০০; মিশকাত হা/৩০৮০।*
৬. *মুসলিম হা/১০০৬; মিশকাত হা/১৮৯৮।*

সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে সুন্দর পরিবার গঠন ও পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করা আমাদের জন্য একান্ত কর্তব্য।

পরিবার নামক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একটি শিশু সুনাগরিক হয়ে গড়ে ওঠে। শিশুরা পরিবারে যে শিক্ষা পায় বড় হয়ে সে ঐ শিক্ষানুযায়ী চলে। আর পরিবারে একই সঙ্গে মা-বাবা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি মিলেমিশে থাকে। একজনের সুখে অন্যজন আনন্দিত হয় এবং একজনের দুঃখে অন্যজন অশ্রু ঝরায়। এ নিবিড় বন্ধন থাকে কেবল পরিবারের মধ্যে। ফলে সদস্যরা একে অন্যকে নানাভাবে সাহায্য করে।

পরিবারের মূল চাবিকাঠি থাকে পিতা-মাতার হাতেই। আর সকল পিতা-মাতাই চান তাদের সন্তান ভালো হোক, ভালোভাবে চলুক এবং নিজের সুন্দর ভবিষ্যত গড়ে তুলুক। তাই সুন্দর একটি পরিবার গড়ে তুলতে পিতামাতার গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ পিতা-মাতার সাথে সন্তানদের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় ও চিরন্তন। সন্তানকে সুপথে চালিত করতে তাদেরকেই ভূমিকা পালন করতে হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পরিবারের সদস্যরা যখন আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন থাকবে; স্ত্রী তার অধিকার পূর্ণভাবে লাভ করবে; স্বামী যখন স্ত্রীর নিকট তার অধিকার পাবে, সন্তান পিতা-মাতার ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভ করবে ও তাদের অধিকার পাবে; আত্মীয়-স্বজন যখন পরস্পরের যথাযথ সম্মান-মর্যাদা পাবে, তখন কোন স্ত্রী অধিকারের দাবীতে প্রকাশ্য রাজপথে বের হবে না, কোন স্বামী ভালোবাসা ও সুন্দর জীবন-যাপনের প্রত্যাশায় অন্য নারীর প্রতি আসক্ত হবে না, কোন সন্তানই পিতা-মাতার অবাধ্য হয়ে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করবে না। বরং পরিবারে সবার মাঝে সুসম্পর্কের কারণে আল্লাহ্‌র রহমত, অনুগ্রহ-অনুকম্পা বর্ষিত হ'তে থাকবে।

অপরদিকে ইসলাম নির্দেশিত পারিবারিক জীবন হ'ল আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ। মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত পারিবারিক জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হ'লে সমাজ থেকে পরকীয়া, লিভটুগেদার, মাদকাসক্তি, ইভটিজিং, এসিড নিক্ষেপ, ধর্ষণ-অপহরণ, ধর্ষণ পরবর্তী হত্যা ও প্রেমে ব্যর্থদের আত্মহত্যাসহ সকল প্রকার অপরাধ নির্মূল হবে। জীবনের পড়ন্ত বেলায় বৃদ্ধাশ্রমে ঠাঁই নিয়ে নীরবে অশ্রু ঝরাণোর মতো দুঃসহ জীবন-যাপন বন্ধ হবে। তাই একটি সুন্দর ও আদর্শ পরিবার গঠনের লক্ষ্যে আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ মেনে চলা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য।

পরিবার না থাকার ক্ষতিকর দিকসমূহ :

পরিবার মানুষের জন্য যেমন নিরাপদ আশ্রয়স্থল, তেমনি মানসিক প্রশান্তি লাভের স্থান। মানবজীবনে পরিবার তাই এক গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ। কিন্তু পরিবার না থাকলে মানুষকে নানা ধরনের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হ'তে হয়। তন্মধ্যে কয়েকটি দিক নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

ক. নিরাপত্তাহীন হওয়া : পরিবার মানুষের জন্য এক সুন্দর আশ্রয়। পার্থিব জীবনে সংঘটিত বিভিন্ন বিপদাপদ, অসুখ-বিসুখ, ব্যথা-বেদনা, দুঃখ-যাতনা ইত্যাদির শিকার হয়ে মানুষ অনেক সময় দিশাহারা হয়ে যায়। এ সময় পরিবারের অন্যান্য সদস্য তার সাহায্যে এগিয়ে আসে। অসুখে সেবা করে, বিপদে সাহায্য করে, দুঃখ-কষ্টে সান্ত্বনা দেয় এবং শোকে সমব্যথী হয়। কিন্তু পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন কোন মানুষের জন্য এসব পাওয়ার উপায় থাকে না। ফলে সে হয়ে পড়ে উদ্ভ্রান্ত। তার জীবনের নিরাপত্তা থাকে না। কখনও কখনও সে কোথাও মরে পড়ে থাকলে তার খোঁজ-খবর নেওয়ার বা তাকে কাফন-দাফন করার মত লোকও থাকে না।

খ. সহযোগিতা না পাওয়া : অর্থ মানব জীবনের এক আবশ্যিক বিষয়। রক্ত ছাড়া যেমন মানুষ বাঁচে না অর্থ ছাড়া তেমনি জীবন চলে না। তাই বিভিন্ন সময়ে মানুষের অর্থের প্রয়োজন হয়। পরিবারের লোকেরাই সেই প্রয়োজন পূরণে এগিয়ে আসে। তাছাড়া জীবনের সর্বক্ষেত্রে মানুষ কর্মক্ষম থাকে না। জীবনের সূচনাকালে যেমন সে অক্ষম ও পরনির্ভরশীল থাকে, তেমনি জীবনের শেষ বেলায় সে আবার অক্ষম ও পরনির্ভরশীল হয়ে যায়। এ সময়ে পরিবারভুক্ত মানুষ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাহায্য পায়। তার সার্বিক প্রয়োজন পূরণে তারা এগিয়ে আসে। অথচ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন কোন মানুষের সাহায্যে তেমন কেউ এগিয়ে আসে না।

গ. বন্ধনহীন হওয়া : একেকটি পরিবার মূলতঃ কতগুলো হৃদয়ের সমষ্টি, যেখানে আছে জীবনের প্রবাহ, মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালোবাসা, যত্ন-আত্তি, সেবা-পরিচর্যা, নিরাপত্তা, মিলেমিশে থাকার প্রবল আকাঙ্ক্ষা, সহনশীলতা এবং একে অন্যকে গ্রহণ করার মানসিকতা। কিন্তু পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন কোন মানুষ এসব সুযোগ-সুবিধা পায় না।

উল্লেখ্য যে, দেশ-কাল, সমাজ-পারিপার্শ্বিকতা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি, দায়িত্ব-কর্তব্য ও রীতিনীতির কারণে পরিবারের রূপ ভিন্ন হয়। কালের বিবর্তনে পরিবর্তিত হচ্ছে পরিবারের কাঠামো ও এর আকার-আয়তন। বিশ্বায়নের সঙ্গে সঙ্গে যৌথ পরিবার ভেঙ্গে গঠিত হচ্ছে একক পরিবার। দেখা দিচ্ছে এক ধরনের বন্ধনহীনতা। যা কোন জ্ঞানী মানুষের কাম্য নয়।

ঘ. নৈতিক অবক্ষয় : বর্তমান সমাজের অবক্ষয় ও সামাজিক ব্যাধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে পরিবারকে কেন্দ্র করে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। ঘরে ঘরে দাউ দাউ করে জ্বলছে অশান্তির আগুন। পরিবারগুলোর অশান্তির প্রভাব পড়ছে সমাজে। ডিস, সিডি, ইন্টারনেট, মোবাইল, সাইবারক্যাফে ইত্যাদির মাধ্যমে পর্ণোছবি দেখা, ব্লাক মেইলিং, ইভটিজিং বাড়ছে মহামারীর ন্যায়। অশালীন পোশাক, রূপচর্চা, ফ্যাশন, অবাধ মেলামেশা, যত্রতত্র আড্ডা, প্রেমালাপ, মাদক, পরকীয়া, অবৈধ যৌনাচার ও সন্ত্রাসের সয়লাব চলছে সমাজের সর্বত্র। এ সকল কাজে যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়, তা জোগাড় করতে গিয়ে পরিবারের সাথে বাক-বিতণ্ডা, মনোমালিন্য, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই-রাহাজানী, কিডন্যাপ ও খুন-খারাবী কিছুই বাদ যাচ্ছে না। এর নেতিবাচক পরিণতি হিসাবে পারিবারিক সহিংসতার বিস্তৃতি ঘটছে। বস্তুতঃ এ ধরনের সামাজিক অস্থিরতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় পুরো সমাজকে এক চরম

ধ্বংসাত্মক পরিণতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

নানা অত্যাচারে অতিষ্ঠ অভিজাত পিতা-মাতা যেন যিম্মী হয়ে আছেন তরুণ-যুবক সন্তান-সন্ততির কাছে। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনও যেন পিতামাতার মতই অসহায়। আর্থিক, নৈতিক, সামাজিক ক্ষতির পাশাপাশি শারীরিক ও মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ছেন সংশ্লিষ্টরা। সমাজের অবক্ষয়ের কারণে যুব সমাজের কল্যাণময় অবদান থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সকলে। এজন্য পারিবারিক ব্যবস্থাকে সংস্কারে নযর দেয়া সকলের জন্য যরূরী।

বর্তমানে যে সকল পরিবার সন্তানের প্রতি উদাসীন, সন্তানের প্রতি সঠিক দায়িত্ব পালন করেন না, তাদের অধিকাংশের যুবক-তরুণ সন্তান-সন্ততি উচ্ছৃঙ্খল ও অনৈতিক জীবন যাপন করে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সমাজে নানা সমস্যা সৃষ্টি করে চলেছে। এদের মধ্যে অধিকাংশই ধনী ও দরিদ্র শ্রেণী।

এদের মাঝে ধর্মীয় অনুশীলন, ইসলামী মূল্যবোধ, ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা, পারিবারিক বোঝাপড়া, পারস্পরিক দায়িত্ব-কর্তব্যবোধ নেই বললেই চলে। ধনী শ্রেণী বৈধ-অবৈধ পন্থায় টাকা উপার্জন করে এবং ভোগ-বিলাসেই মত্ত থাকে অধিকাংশ সময়। সন্তান চাইলেই তারা টাকা-পয়সা দিয়ে এবং পোশাক-পরিচ্ছদ, দামি মোবাইল, গাড়ি ইত্যাদি কিনে দিয়েই দায়মুক্ত হয়। অন্ধস্নেহে সন্তানের কোন ভুল-ত্রুটি অভিভাবকের চোখে ধরা পড়ে না। বর্তমান সময়ের অভিভাবকগণ এসব ব্যাপারে আগের মত সিরিয়াস নন, তারা কেবল অর্থের পিছনে ছুটছেন। সন্তানকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করাই তাদের একমাত্র বা প্রধান লক্ষ্য। ধর্মকর্ম, নীতি-নৈতিকতা তাদের কাছে গৌন হয়ে গেছে। সন্তান-সন্ততিকে সময় দেয়ার মত ফুরসত নেই, সন্তান-সন্ততিও তাই কথা শুনছে না। ছোট-বড় সকলে তথাকথিত প্রগতি বা উন্নয়নের জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেয়ায় সমাজ ব্যবস্থা দ্রুত নষ্ট ও দূষিত হয়ে যাচ্ছে। অপর দিকে দরিদ্র শ্রেণীর সন্তানরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অশিক্ষা-কুশিক্ষা পেয়ে বেড়ে ওঠে। সন্তান একটু বড় হ'লেই তারা অর্থ উপার্জনে লাগিয়ে দেয়। এই দুই শ্রেণী সাধারণত নিজেরাও ধর্মকর্ম করে না, সন্তানকে খুব একটা শিক্ষা দেবারও প্রয়োজন অনুভব করে না। ফলে স্বাভাবিকভাবে এই শ্রেণীর সন্তানদের মাঝে অপরাধ প্রবণতা বেশী থাকে।

বলা যায় যে, মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারগুলোই মোটামুটি সমাজের সজাগ ও সচেতন শ্রেণী। এসব পরিবারই সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলার ভারসাম্য ধরে রাখে। এ সকল পরিবারের অভিভাবকগণ সন্তানদেরকে লেখাপড়ার পাশাপাশি অত্যন্ত আন্তরিকতা ও যত্নের সাথে ধর্ম-কর্ম, আদব-কায়দা, ভদ্রতা-শালীনতা, দায়িত্ব-কর্তব্যবোধ, নৈতিকতা ইত্যাদি শিক্ষা দিয়ে থাকেন। সেজন্য এ অংশে সহজে ফাটল ধরে না। কিন্তু ফাটল সৃষ্টি হ'লে তা হবে অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। তাই এ শ্রেণীসহ সমাজের সকল শ্রেণীর পরিবারে নৈতিকতার মানোন্নয়নের মাধ্যমে অবক্ষয় রোধ করার চেষ্টা করতে হবে।

ঙ. সংসার বিরাগী হওয়া : সংসার বিরাগী হওয়া বা বৈরাগ্য জীবন যাপন করার অনুমতি ইসলামে নেই। আল্লাহ বলেন, وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ 'আর বৈরাগ্যবাদ- তা তারা নিজেরাই নতুনভাবে চালু করেছে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আশায়। আমরা তাদের উপর এ বিধান অপরিহার্য করিনি' *(হাদীদ ৫৭/২৭)*। আয়াতে খ্রীষ্টানদের বৈরাগ্যবাদের কথা বলা হয়েছে। এসব থেকে ইসলাম মানুষকে সাবধান করেছে। হাদীছে এসেছে, সা'আদ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) বলেন, رَدَّ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا 'রাসূল (ছাঃ) ওছমান ইবনু মাযঊনকে নিঃসঙ্গ জীবন যাপনের অনুমতি দেননি। তাকে অনুমতি দিলে আমরা নির্বীর্য হয়ে যেতাম'।[৭] আয়েশা (রাঃ) বলেন, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ 'নিশ্চয়ই রাসূল (ছাঃ) নিঃসঙ্গ জীবন যাপনকে নিষেধ করেছেন'।[৮]

সুতরাং পারিবারিক জীবন পরিহার করে সংসারত্যাগী হওয়ার কোন সুযোগ ইসলামে নেই। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, বর্তমানে এক শ্রেণীর লোক তাবলীগের নামে পরিবার-পরিজনকে ফেলে রেখে এক মাস, তিন মাস, এক বছর বা জীবন চিল্লায় বের হয়। পরিবারের সাথে তাদের যোগাযোগ এবং ক্ষেত্র বিশেষে খোঁজ-খবরও থাকে না। এভাবে দ্বীন প্রচার করা নবী-রাসূলগণের পদ্ধতি নয়। এটা খ্রীষ্টানদের বৈরাগী ও হিন্দুদের সন্ন্যাসী হওয়ার সাথে তুলনীয়। অতএব এসব পরিত্যাজ্য।

চ. উদ্দেশ্যহীন জীবন : পরিবার মানুষকে একটি স্থানে ও একটি লক্ষ্যে চলতে সাহায্য করে। কখনও সে লক্ষ্যচ্যুত হ'লে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা তাকে সঠিক পথে চলতে ও নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ফিরে আনতে তৎপর হয়। কিন্তু পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষের কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থাকে না। সে যা ইচ্ছা তাই করে, যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে চলে যায়। পারিবারিক বন্ধনহীন এই জীবন যেন হাল বিহিন নৌকার মত। সুতরাং পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবনকে অশ্চিয়তার দিকে ঠেলে দেওয়া কোন বিবেকবান মানুষের জন্য সমীচীন নয়।

[চলবে]

---

৭. বুখারী হা/৫০৭৩; মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮১, 'বিবাহ' অধ্যায়।
৮. নাসাঈ হা/৩২১৩; তিরমিযী হা/১০৮২; ইবনু মাজাহ হা/১৮৪৯; ছহীহুল জামে' হা/৬৮৬৭।

এম হোমিও কিওর

এখানে স্ত্রীরোগ, শিশুরোগ, যৌন রোগ সহ সকল রোগের সু-চিকিৎসা করা হয়

সাক্ষাতের সময় : সকাল ৯-টা হতে দুপুর ১২-টা
বিকাল ৫-টা হতে রাত্রি ৮-টা

শুক্রবার বন্ধ

যোগাযোগ :
ডাঃ মোঃ মুনজুরুল হক
ডি.এইচ.এম.এস
জনতা ব্যাংকের নিচে, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী
মোবাঃ ০১৯১৬-৭৭৭৬৬৩, ০১৮৫৪-৮১৯৬৮৬।

Contents

খতমে নবুঅত আন্দোলন ও আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম

*মূল (উর্দূ) : মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ আনওয়ার**

*অনুবাদ : নূরুল ইসলাম***

[মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ আনওয়ার ১৯৩৯ সালে অবিভক্ত ভারতের লাহোর যেলার পাট্টী নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফায়ছালাবাদের সরকারী স্কুলে ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। অতঃপর জামে'আ সালাফিইয়ায় ভর্তি হন। এরপর তিনি মাওলানা আব্দুল্লাহ বীরুওয়ালাবী প্রতিষ্ঠিত 'দারুল কুরআন ওয়াল হাদীছ' মাদরাসা থেকে দরসে নিযামীর পাঠ শেষ করেন। শায়খুল হাদীছ হাফেয মুহাম্মাদ গোন্দলবী, মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসান, প্রফেসর গোলাম আহমাদ হারীরী, মাওলানা হাফেয আহমাদুল্লাহ বড়হীমালাবী প্রমুখ তাঁর শিক্ষক। প্রথম থেকেই তিনি আহলেহাদীছ জামা'আতের খিদমতে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি খুব ভালো আলোচক ও বক্তা। ৩০ বছর যাবৎ তিনি রহমানিয়া মসজিদে খতীবের দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর আমীনপুর বাজারের আহলেহাদীছ জামে মসজিদে খতীব নিযুক্ত হন এবং অদ্যাবধি উক্ত দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ৪০ বছর যাবৎ রহমানিয়া মসজিদে আছরের পর দরসে হাদীছ পেশ করেন। কয়েক বছর তিনি সাপ্তাহিক 'আহলেহাদীছ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর গ্রন্থ সংখ্যা ৭-এর অধিক। তন্মধ্যে ওলামায়ে আহলেহাদীছ কী খিদমাতে হাদীছ, তাহরীকে তাহাফ্ফুযে খতমে নবুঅত মেঁ আহলেহাদীছ কী খিদমাত, মিয়াঁ ফযলে হক কী জামা'আতী ওয়া দ্বীনী খিদমাত অন্যতম। বর্তমানে তিনি মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ, পাকিস্তান-এর নায়েবে আমীর হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন[১]-অনুবাদক]

১৯৭৪ সালের ৭ই ডিসেম্বর কাদিয়ানীদেরকে সংখ্যালঘু অমুসলিম আখ্যা দেওয়া হয়। এভাবে ৯০ বছর পর কাদিয়ানী ফিৎনা তাদের চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। এজন্য বড় বড় আন্দোলন চালানো হয়। আল-হামদুলিল্লাহ, প্রত্যেক আন্দোলনে আহলেহাদীছ আলেমগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

মরহূম আগা সুরেশ কাশ্মীরী তাঁর জীবনের শেষ রচনা 'তাহরীকে খতমে নবুঅত' গ্রন্থে লিখেছেন যে, আহলেহাদীছ আলেমে দ্বীন মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভী ছিলেন সর্বপ্রথম মির্যা কাদিয়ানীকে নাস্তানুবাদকারী, যিনি সর্বত্র মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর পিছু নিয়ে তার ভ্রান্ত আক্বীদা ও দাবীগুলিকে বাতিল সাব্যস্ত করেন। তিনি তাঁর সম্মানিত শিক্ষক মিয়াঁ নাযীর হুসাইন মুহাদ্দিছ দেহলভীর খিদমতে হাযির হয়ে এমন ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণকারী ব্যক্তির ব্যাপারে কুফুরীর ফৎওয়া লাভ করেন। অথচ তখনও অন্যান্য মাযহাবের মুসলমানরা চিন্তা-ভাবনা করছিল এবং এমন গোমরাহ আক্বীদাসমূহের ছোট-বড় নির্ণয়ে ব্যস্ত ছিল।

সে সময়েই নেতৃস্থানীয় আহলেহাদীছ আলেম মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ) তো কাদিয়ানে গিয়ে মির্যাকে ধমক দেন। কিন্তু মাওলানা অমৃতসরীর মুখোমুখি হওয়ার মতো দুঃসাহস তার হয়নি। এ ব্যাপারে কাযী মুহাম্মাদ সুলায়মান মানছূরপুরী এবং মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটীর লিখিত ও মৌখিক অবদানকে কে পরিমাপ করতে পারে? দেশ বিভাগের পর ৫৩'র খতমে নবুঅত আন্দোলনে মাওলানা মুহাম্মাদ দাঊদ গযনভী রহিমাহুল্লাহ (যিনি ঐ আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন), মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল সালাফী, মাওলানা আব্দুল মজীদ সোহদারাভী, আল্লামা মুহাম্মাদ ইউসুফ কলকাত্তাবী (করাচী), মাওলানা হাকীম আব্দুর রহমান আযাদ (গুজরানওয়ালা), মাওলানা আব্দুর রশীদ ছিদ্দীকী (মুলতান), মাওলানা ওবায়দুল্লাহ আহরার, হাফেয মুহাম্মাদ ইসমাঈল রোপড়ী, হাফেয মুহাম্মাদ ইবরাহীম কমীরপুরী, আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর, হাফেয আব্দুল কাদের রোপড়ী, মাওলানা মুঈনুদ্দীন লাক্ষাবী, মাওলানা আব্দুল্লাহ গুরুদাসপুরী প্রমুখ বহু প্রখ্যাত আহলেহাদীছ আলেমের কীর্তি সর্বশীর্ষে ছিল। এঁদের মধ্যে অনেকে কয়েক মাস যাবৎ বন্দীত্ববরণের কষ্ট সহ্য করেছিলেন।

সে সময় মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল সালাফী (রহঃ) দীর্ঘ দিন পর্যন্ত কারাগারে থাকার কারণে মুলতানে অনুষ্ঠিত ৫৪'র কেন্দ্রীয় কনফারেন্সেও অংশগ্রহণ করতে পারেননি। এই আন্দোলনের সময় ফায়ছালাবাদ শহরের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ কাছারী বাজারে একটি বড় সম্মেলনের পরে মাওলানা মুহাম্মাদ ছিদ্দীক, মাওলানা আহমাদুদ্দীন গোখড়াবী, মাওলানা আলী মুহাম্মাদ ছিমছাম, মাওলানা ইবরাহীম খাদেম তান্দলিয়ান ওয়ালা, আমার মরহূম পিতা হাজী আব্দুর রহমান পাট্টাবী (রহঃ) এবং অল্পবয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

এই প্রবন্ধ লেখার কারণ ১৯৭৪ সালের 'খতমে নবুঅত আন্দোলন' (তাহরীকে খতমে নবুঅত)। যে উপলক্ষে প্রত্যেক বছর আমাদের বন্ধুরা ৭ই সেপ্টেম্বরকে বিজয়ের দিন হিসাবে পালন করে থাকে এবং বক্তব্য ও লেখনীতে অত্যন্ত জোরালোভাবে তা তুলে ধরে। কিন্তু সংকীর্ণতা বলুন বা না জানার ভান বলুন, তারা আন্দোলনের সূচনা ও প্রেক্ষাপট এবং আন্দোলনকারীদের নাম পর্যন্ত নেয় না। কেননা তাতে আহলেহাদীছ আলেমদের অবদান সবচেয়ে বেশী এবং শীর্ষস্থানীয়। এ প্রেক্ষিতে আমি যরূরী মনে করেছি যে, 'আহলেহাদীছ' পত্রিকার পাঠকবৃন্দ এবং নতুন প্রজন্মের জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করার জন্য প্রকৃত অবস্থা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা দরকার।

নিঃসন্দেহে ৭৪-এর খতমে নবুঅত আন্দোলন অতীতের সকল আন্দোলনের বিচারে সবচেয়ে বড় ও ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়েছিল। অর্থাৎ কাদিয়ানীদেরকে সংখ্যালঘু অমুসলিম আখ্যা

---

* নায়েবে আমীর, মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ, পাকিস্তান।

** ভাইস প্রিন্সিপাল, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. মুহাম্মাদ ইসহাক ভাট্টী, চামানিস্তানে হাদীছ (লাহোর : মাকতাবা কুদ্দূসিয়াহ, ২০১৫), পৃঃ ৫৭৩-৭৭।

দেয়া হয়েছিল। এই আন্দোলন ২৯শে মে ১৯৪৭ সাল থেকে শুরু হয়েছিল। ঐদিন রাবওয়ার কাদিয়ানী জামা'আতের গুপ্ত বাহিনী 'আল-আহমাদিয়াহ'-এর গুণ্ডারা চেন্নাবনগর রেলওয়ে স্টেশন (সাবেক রাবওয়াহ)-এর নিকট অবস্থিত নিশতার মেডিকেল কলেজ মুলতানের মুসলিম ছাত্রদের উপর হামলা করে, যারা শিক্ষা সফর থেকে চেন্নাব এক্সপ্রেস যোগে ফিরছিল। তাদের অপরাধ শুধু এটা ছিল যে, তারা 'খতমে নবুঅত যিন্দাবাদ' শ্লোগান দিয়েছিল। ছাত্রদেরকে মেরে আধমরা এবং কঠিনভাবে আহত করা হয়। গাড়ী যখন ফায়ছালাবাদ রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছে, তখন আহত অজ্ঞান ছাত্রদেরকে গাড়ি থেকে বের করে সোল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ইতিমধ্যে কাদিয়ানীদের এই গুণ্ডাগিরির খবর শহরে পৌঁছে যায়। শহরের আলেম মুফতী যয়নুল আবেদীন, মাওলানা তাজ মাহমূদ, মাওলানা আব্দুর রহীম আশরাফ, মাওলানা মুহাম্মাদ ছিদ্দীক, মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক চীমা (রহঃ) এবং লেখক দ্রুত স্টেশনে পৌঁছেন। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নগরবাসীও রেলওয়ে প্লাটফর্মে উপস্থিত ছিল। উপরোক্ত আলেমগণ তাদের আবেগময় অগ্নিঝরা বক্তব্যের মাধ্যমে বিক্ষুব্ধ জনতা ও ছাত্রদেরকে আশ্বস্ত করেন যে, আহত ছাত্রদের রক্ত বৃথা যেতে দেয়া হবে না। এই ঘটনার প্রতিবাদে দ্রুত সংবাদ সম্মেলন করে শাসকগোষ্ঠী ও সাংবাদিকদেরকে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করা হয়। উপরন্তু পরের দিন হরতালের ঘোষণা দেয়া হয়। এই হরতাল এতটাই সার্থক ছিল যে, শহরের বাজারগুলো ছাড়াও মহল্লা ও শহরতলীর কলোনীগুলোর অলি-গলির দোকানপাট এবং ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ ছিল। দেশের অন্যত্র খবর পৌঁছলে সারা দেশের ওলামায়ে কেরাম ফায়ছালাবাদের ধর্মীয় নেতৃত্বের সাথে যোগাযোগ করেন এবং তাদেরকে আশ্বস্ত করেন যে, তারা তাদের এক ডাকেই সাড়া দিতে প্রস্তুত রয়েছেন এবং যেকোন ধরনের আত্মত্যাগ করতে তারা পিছপা হবেন না।

মাওলানা হাকীম আব্দুর রহীম আশরাফ (রহঃ)-এর জিন্নাহ কলোনীর বাড়ীতে পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাওয়ালপিণ্ডিতে মাওলানা গোলামুল্লাহ খান (রহঃ)-এর জামে মসজিদ রাজা বাজারে প্রতিনিধি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশগ্রহণের জন্য ফায়ছালাবাদ থেকে আলেমদের একটি প্রতিনিধি দল গঠন করা হয়। উক্ত প্রতিনিধি দলে মুফতী যয়নুল আবেদীন, মাওলানা আব্দুর রহীম আশরাফ, মাওলানা তাজ মাহমূদ, মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক চীমা, মাওলানা মুহাম্মাদ ছিদ্দীক, মাওলানা মুহাম্মাদ শরীফ আশরাফ এবং লেখক শামিল ছিলেন। চেন্নাব এক্সপ্রেস যোগে রাওয়ালপিণ্ডি যাওয়ার জন্য ১ম শ্রেণীর সাতটি টিকেট ক্রয় করা হয়। স্টেশনে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে মাওলানা ইসহাক চীমা বলেন যে, আমাদের সাতজনের ট্রেনে যাওয়া ঠিক হবে না। কারণ হয়ত রাস্তাতেও গ্রেফতার করা হ'তে পারে। এজন্য কতিপয় আলেমের সড়ক পথে যাওয়া ভাল হবে। এই প্রস্তাবের আলোকে মুফতী যয়নুল আবেদীন, মাওলানা আব্দুর রহীম আশরাফ, মাওলানা তাজ মাহমূদ ও মাওলানা ইসহাক চীমা ট্রেনযোগে এবং মাওলানা মুহাম্মাদ ছিদ্দীক, মাওলানা শরীফ আশরাফ এবং লেখক কারযোগে রাওয়ালপিণ্ডি যাত্রা করেন।

মাওলানা চীমার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং অনুমান দু'টিই সঠিক প্রমাণিত হয়। চারজন বুযর্গকে লালা মূসা স্টেশনে ট্রেন থেকে নামিয়ে পুলিশ গ্রেফতার করে। কিন্তু সড়ক পথে যাওয়া আমরা তিনজন রাওয়ালপিণ্ডিতে পৌঁছে যাই। অন্যান্য শহর থেকে আগমনকারী কয়েকজন আলেমের সাথে অনুরূপই আচরণ করা হয়। যাহোক, সকল দলের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আলেম এই অন্তর্বর্তীকালীন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে উদ্ভূত পরিস্থিতি আলোচনা-পর্যালোচনা ও প্রস্তাবনা পেশের পর 'খতমে নবুঅত আন্দোলন'-এর কর্মপরিষদ গঠিত হয়। মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ বিন্নূরীকে (করাচী) যার সভাপতি বানানো হয় এবং অর্থকড়ি যোগানের জন্য মিয়াঁ ফযলে হক (সেক্রেটারী জেনারেল, মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ, পাকিস্তান) অর্থ সম্পাদক নিযুক্ত হন।

ফায়ছালাবাদ থেকে শুরু হওয়া এই আন্দোলন দ্রুত সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। ছোট-বড় প্রত্যেক শহরে প্রত্যেক দিন সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সব জায়গায় যৌথ প্রতিবাদ কর্মসূচী পালন ও আন্দোলনকে গতিশীল করার ক্ষেত্রে আহলেহাদীছ আলেমগণ সামনের সারিতে ছিলেন। তন্মধ্যে আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর, হাফেয আব্দুল কাদের রোপড়ী, হাফেয আব্দুল হক ছিদ্দীকী, মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন শেখুপুরী, মাওলানা রফীক মদনপুরী উল্লেখযোগ্য ছিলেন। আমাদের ফায়ছালাবাদ শহরে মিয়াঁ তুফাইল আহমাদ কর্মপরিষদ সভাপতি ও লেখক সেক্রেটারী জেনারেল ছিলেন। মোটকথা সকল দল-মতের আলেম-ওলামা, ছাত্র এবং যুবকরা দিন-রাত আন্দোলনকে চাঙ্গা রাখে। ওলামায়ে কেরাম এমন প্ল্যান এবং বিচক্ষণতার সাথে এই আন্দোলন পরিচালনা করেন যে, গোটা দেশের আপামর জনগণ প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। আন্দোলন চলাকালীন সময়ে সরকার হামদানী কমিশন গঠন করেন। যারা রাবওয়াহ স্টেশন ও অন্যান্য জায়গার ঘটনাসমূহ তদন্ত করেন। কিন্তু অবস্থা এমন দিকে মোড় নেয় যে, জাতীয় সংসদ তদন্ত কমিটিতে পরিবর্তন আনে এবং মির্যা লাহোরী পার্টির প্রধানের সমালোচনা করা হয়। এরপর ৭দিন পর্যন্ত কাদিয়ানী গ্রুপের প্রধান মির্যা নাছির বেগ-এর সমালোচনা চলতে থাকে।

জাতীয় সংসদ সদস্যবৃন্দের মধ্য থেকে মাওলানা মুফতী মাহমূদ এবং মাওলানা শাহ আহমাদ নূরানী বিশেষভাবে আলোচনায় অগ্রগামী ছিলেন। যেসব বক্তৃতা রাওয়ালপিণ্ডিতে আহলেহাদীছ আলেম হাফেয মুহাম্মাদ ইবরাহীম কমীরপুরী এবং মাওলানা হাফেয মুহাম্মাদ ইসমাঈল যবীহ প্রস্তুত করে দিতেন এবং মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর মূল রচনাগুলি তাদেরকে সরবরাহ করতেন। (উল্লেখ্য যে, কাদিয়ানীরা মির্যার অধিকাংশ লেখনীতে কম-বেশী করে দিয়েছে)। এই বইগুলি পরবর্তী দিন দু'জন সম্মানিত সংসদ সদস্য সূত্রসহ সংসদে দেখাতেন।

একদিন মুফতী মাহমূদ মির্যা নাছির আহমাদকে সম্বোধন করে বলেন যে, কাদিয়ানে মির্যা গোলাম আহমাদের সামনে একজন কবি তার প্রশংসা করতে গিয়ে এতদূর পর্যন্ত বলেছে-

محمد پھر اتر آئے ہیں قادیاں میں + اور پہلے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں

'মুহাম্মাদ পুনরায় কাদিয়ানে আবির্ভূত হয়েছেন এবং প্রথমজনের চেয়ে স্বীয় মর্যাদায় অগ্রগামী'।

মির্যা নাছির এ বর্ণনাকে মিথ্যা আখ্যা দেন এবং বরাত তলব করেন। মুফতী ছাহেবের নিকট কোন প্রমাণ ছিল না। এক দু'দিনের মধ্যে হাওয়ালা দেখানোর ওয়াদা করেন। এই বরাতের জন্য হাফেয মুহাম্মাদ ইবরাহীম কমীরপুরী (রহঃ) ছাড়া অন্য কোন দলের আলেমে দ্বীন বা নেতার কাছে মূল কপি ছিল না। পাক-ভারত ভাগের পূর্বে কাদিয়ান থেকে সাপ্তাহিক 'আল-বদর' প্রকাশিত হ'ত। যার প্রথম পৃষ্ঠায় এই কবিতাটি ছাপা হ'ত। এটি মুফতী ছাহেবকে দেয়া হয় এবং তিনি সংসদে তা পাঠ করে শুনান। যার ফলে মির্যা নাছির এবং তার বশংবদদের অত্যন্ত লাঞ্ছনার শিকার হ'তে হয়।

এখানে আরো একটি ঐতিহাসিক সত্য স্মৃতিতে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। ৫৩'র খতমে নবুঅত আন্দোলনের সময় মাওলানা মওদূদী (রহঃ) 'কাদিয়ানী মাসআলাহ' নামে একটি প্রচারপত্র লিখে গোটা দেশে বিতরণ করেন। এতেও মির্যার ইলহাম ও দাবীগুলিকে অন্য কিতাবের বরাতে উল্লেখ করা হয়েছিল। এজন্য মার্শাল ল' আদালতের পক্ষ থেকে মাওলানা মওদূদীকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ শুনানো হয়েছিল। ব্যাপারটা যখন তদন্ত কমিশনের নিকটে উত্থাপিত হয়, তখন আদালত মূল গ্রন্থ সমূহের সূত্র তলব করে। হাফেয মুহাম্মাদ কমীরপুরী মূল গ্রন্থগুলি মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ দাউদ গযনভী (রহঃ)-কে সরবরাহ করেন। তিনি মামলায় একজন অভিজ্ঞ উকিলের চেয়েও অগ্রগামী ছিলেন।[২] তিনি যখন আদালতে মির্যার রচনাবলী পেশ করেন, তখন মাওলানা মওদূদীর সাজা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে পরিবর্তন করে কয়েক মাস পর তাঁকে মুক্তি দেয়া হয়।

কথা হচ্ছিল জাতীয় সংসদে মির্যা নাছির আহমাদ-এর সমালোচনা প্রসঙ্গে। এ ব্যাপারে নিবেদন হল যে, অবশেষে একটি প্রশ্নের প্রেক্ষিতে মির্যা নাছির আহমাদ বলেন, 'যে ব্যক্তি মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীকে নবী মানে না সে কাফের'। আল্লামা ইকবাল তো সেজন্যই বলেছেন-

پنجاب کے اربابِ نبوت کی شریعت + کہتی ہے کہ یہ مومن ہے پارینہ کافر

'পাঞ্জাবের নবীর শরী'আত বলে যে, এই মুমিন পুরনো কাফের'।

এরপর জাতীয় সংসদ সর্বসম্মতিক্রমে বিল পাশ করে। যার ভিত্তিতে ১৯৭৪ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী মিঃ ভুট্টো আইন সংশোধন করে কাদিয়ানীদেরকে সংখ্যালঘু অমুসলিম আখ্যা দেন এবং রাবওয়াহকে উন্মুক্ত শহরে পরিণত করা হয়। এভাবে ৯০ বছর পর কাদিয়ানী ফিৎনা তাদের চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। কিন্তু এই আইনী সংশোধনকে অর্ডিন্যান্সে পরিণত করা হয়নি। কারণ খতমে নবুঅত আন্দোলন এতটা সুসংগঠিত ও শান্তিপূর্ণ ছিল যে, মাত্র ৩ মাস ১০ দিনের মধ্যেই আল্লাহ তা'আলা তাকে সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

অতঃপর ১৯৪৮ সালে 'মজলিসে তাহাফ্ফুযে খতমে নবুঅত (খতমে নবুঅত সংরক্ষণ পরিষদ)-এর পক্ষ থেকে আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণের পর প্রেসিডেন্ট জেনারেল যিয়াউল হক ১৯৮৪ সালের ২৬শে এপ্রিল কাদিয়ানী মতবাদ নিষিদ্ধকরণ অর্ডিন্যান্স[৩] জারী করে কাদিয়ানী মতবাদের প্রচার, প্রকাশনা, নিজেদেরকে মুসলিম পরিচয় দেয়া এবং ইসলামী পরিভাষা সমূহ ব্যবহার করাকে অপরাধ আখ্যা দেন। যার শাস্তি তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং জরিমানা নির্ধারণ করা হয়। এই অর্ডিন্যান্স জারির পর কাদিয়ানী নেতা মির্যা তাহের রাতের পর রাত বেশ বদল করে পালিয়ে লন্ডন পৌঁছে যায়। কবির ভাষায়-

پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا

'যেখানকার মাটি মূল ছিল সেখানে পৌঁছেছে'।[৪]

মির্যা তাহের স্বীয় প্রভু ইংরেজ সরকারের নিকট আশ্রয় লাভ করে। সাথে সাথে স্বীয় প্রধান দপ্তর চেন্নাবনগর (রাবওয়াহ) থেকে লন্ডনে স্থানান্তর করে নেয়। কয়েক বছর পর ফায়ছালাবাদের আলেমদের প্রচেষ্টাতেই ১৯৯৮ সালে পাঞ্জাব এ্যাসেম্বলী সর্বসম্মতিক্রমে রাবওয়ার নাম পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং এভাবে নতুন নাম 'চেন্নাবনগর' রাখা হয়।

এটাও একটা মজার বিষয় যে, দীর্ঘদিন থেকে 'মজলিসে তাহাফ্ফুযে খতমে নবুঅত' একটি নির্দিষ্ট দলের কব্জায় রয়েছে। অথচ প্রথম দিন থেকে এ সংগঠনে সব দলেরই অংশগ্রহণ ও অবদান রয়েছে। এ সম্পর্কেও একটি ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা এই যে, অবিভক্ত ভারতে 'মজলিসে আহরার' কাদিয়ানী মতবাদের বিরুদ্ধে এক ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ছিল। কিন্তু রাজনীতিতে জড়িত থাকার কারণে কয়েক জায়গায় মজলিসে আহরার-এর উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হ'ত। সেকারণ তাদের সকল প্রোগ্রাম এবং কাদিয়ানী প্রতিরোধ আন্দোলন ভেস্তে যায়।

একবার শিয়ালকোটে মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটী (রহঃ)-এর বাসগৃহে আহরার নেতৃবৃন্দের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। যেখানে মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ দাউদ গযনভী (যিনি সে সময় মজলিসে আহরার-এর সেক্রেটারী জেনারেল ছিলেন), মাওলানা আতাউল্লাহ শাহ

---

২. *মাওলানা গযনভীর আলোচনায় প্রভাবিত হয়ে একদা বিচারপতি মুহাম্মাদ রুস্তম কিয়ানী তাঁকে বলেছিলেন, 'যদি আমার ক্ষমতা থাকত তাহলে আপনাকে ওকালতি করার লাইসেন্স দিয়ে দিতাম' (মুহাম্মাদ ইসহাক ভাট্টী, ভারতীয় উপমহাদেশের আহলেহাদীছগণের অগ্রণী ভূমিকা, অনুবাদ : নূরুল ইসলাম, পৃঃ ৯৮।-অনুবাদক।*

৩. *উক্ত অর্ডিন্যান্সের শিরোনাম ছিল- Anti-Islamic Activities of Quadiani Group, Lohori Grour and Ahamadis (Prohibition and Punishment) Ordinance.-অনুবাদক।*

৪. *এজন্যই আরবী প্রবাদে বলা হয়, كل شيء يرجع إلى أصله 'প্রত্যেক জিনিস তার মূলের দিকে ফিরে যায়'।-অনুবাদক।*

বুখারী, মাস্টার তাজুদ্দীন আনছারী, মাওলানা কাযী ইহসান আহমাদ সুজাবাদী, ছাহেবযাদা ফায়যুল হাসান (রহঃ) এবং অন্যান্য নেতারা অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে একজন মজলিসে আহরার-এর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রসঙ্গে প্রস্তাব পেশ করেন যে, কাদিয়ানী মতবাদ খণ্ডনের জন্য নিখাদ দ্বীনী ভিত্তির উপর একটি সংগঠন হওয়া উচিত। যখন এই সংগঠনের নামের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা হয় তখন মাওলানা ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটী 'মজলিসে তাহাফ্ফুযে খতমে নবুঅত' প্রস্তাব করেন। যেটা বৈঠকে উপস্থিত সবাই পসন্দ করে এবং দেখতে দেখতেই তা ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে। মোটকথা খতমে নবুঅত আন্দোলনে আহলেহাদীছরা সর্বদা অগ্রগামী ছিল। ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ 'এটি আল্লাহ্র অনুগ্রহ, যা তিনি যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন' *(মায়েদাহ ৫/৫৪)*।

অতীত স্মৃতি রোমন্থন এবং লেখা শেষ করার পূর্বে নে'মতের কথা প্রকাশ করার স্বার্থে এটাও উল্লেখ করছি যে, ফায়ছালাবাদ থেকে শুরু হওয়া উক্ত আন্দোলন সফল হওয়া উপলক্ষে দেশের অন্যান্য জায়গার তুলনায় স্বভাবতই ফায়ছালাবাদ শহর এবং যেলায় বেশী আনন্দ প্রকাশ করা হয়। জামে'আ রিযভিয়াহ ঝাঙ্গ বাজারে ছাহেবযাদা ফযলে রাসূল-এর সভাপতিত্বে এক বিশাল জালসা অনুষ্ঠিত হয়। লেখক স্টেজ সেক্রেটারী ছিলেন। বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ যেমন মাওলানা আব্দুর রহীম আশরাফ, ছাহেবযাদা ইখতিখারুল হাসান, মাওলানা মুহাম্মাদ শরীফ আশরাফ, মাওলানা মুহাম্মাদ রফীক মদনপুরী, মাওলানা আশরাফ হামাদানী এবং মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাইল কৃতজ্ঞতা প্রকাশ স্বরূপ জ্বালাময়ী বক্তব্য পেশ করেন এবং জালসা শেষ হওয়ার পর শ্রোতাদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। শহর ও যেলাময় উৎসবের আমেজ ছিল। এ ব্যাপারে আরো উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল, ফায়ছালাবাদের মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ-এর খ্যাতিমান ব্যবসায়ী ছূফী আহমাদুদ্দীন ও হাজী বশীর আহমাদ এবং হাজী নাযীর আহমাদ যারা সে সময় ময়দা, সুজি ও চিনির বিশাল ব্যবসা করতেন, তারা আন্দোলনের ব্যাপক সফলতা উপলক্ষে সুজি ও চিনির দুই এবং পাঁচ কিলোর বহু প্যাকেট তৈরি করে সবার মাঝে ফ্রি বিতরণ করেন। এভাবে কয়েক দিন পর্যন্ত প্রত্যেক ঘরে মিষ্টি খাওয়ার সাথে সাথে ব্যাপক আনন্দ প্রকাশ করা হয়।

কাছারী বাজারের প্রসিদ্ধ জাহাঙ্গীর পোলাও-এর মালিক মরহূম ভায়ী ফাতাহ মুহাম্মাদ (যিনি লেখকের জুম'আর মুছল্লী ছিলেন) বহু ডেকচি পোলাও রান্না করে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী আলেম-ওলামা ও কর্মীদের বাড়ীতে বণ্টন করেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে হবে যে, আহলেহাদীছ আলেমদের পাশাপাশি আমাদের আহলেহাদীছ ব্যবসায়ীরাও খতমে নবুঅত আন্দোলনে অগ্রগামী ছিলেন।

[সৌজন্যে : সাপ্তাহিক 'আহলেহাদীছ', লাহোর, পাকিস্তান, বর্ষ ৪৭, সংখ্যা ৪৪, ১১-১৭ই নভেম্বর ২০১৬, পৃঃ ১৬-১৭ ও ১২]

এনায়েত স্যানিটারী ওয়্যার

❖ স্যানিটেশন সামগ্রীর খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতা।

অফিস
গ্যালাক্সি টাওয়ার
৩৮৫/৩৫১, সিটি কলেজ পয়েন্ট
লোকনাথ হাইস্কুলের উত্তর পার্শ্বে
রাজশাহী-৬১০০।

ফোন : (০৭২১)-৭৭৪৩৮০, ফ্যাক্স : ৭৭০৩৮০
মোবাঃ ০১৭১১-৪১৫২১২, ০১৯৭৩-৪৮৪৮৪৮
ই-মেইল : enayetsanitary ware@yahoo.com

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৭ সফল হৌক

SE শ্রাবণ ইলেক্ট্রনিক্স
আস্থার প্রতীক

মোঃ চারু
স্বত্বাধিকারী
মোবা: ০১৭১২-৪৯৮২১৪

সার্ভিস সেন্টার
কালার টিভি, কম্পিউটার, মনিটর, প্রিন্টার,
টোনার রিফিল, স্পিকার, ফ্যাক্স ইত্যাদি

৮১, ৮২ নিউ মার্কেট, রাজশাহী

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

এখানে ক্বওমী মাদরাসার পাঠ্যপুস্তক সহ আহলেহাদীছদের লিখিত ও প্রকাশিত সকল প্রকার ধর্মীয় বই, কওমী ও আলিয়া মাদরাসার পাঠ্যবই সমূহ পাইকারী ও খুচরা মূল্যে পাওয়া যায়।

উল্লেখ্য, শুক্রবার সহ ছুটির দিনগুলিতেও লাইব্রেরী খোলা থাকে।

যোগাযোগ : আব্দুল ওয়াহীদ বিন ইউনুস
মাদরাসা মার্কেট (মসজিদের উত্তর পার্শ্বে)
রাণী বাজার, রাজশাহী।
মোবাঃ ০১৭৩০-৯৩৪৩২৫, ০১৯২২-৫৮৯৬৪৫।

দাফনোত্তর দলবদ্ধ মুনাজাতের বিধান

*আব্দুর রহীম**

মানুষ মৃত্যুবরণ করার পর তিনটি আমল ব্যতীত কোন আমল কাজে আসে না। ছাদাক্বায়ে জারিয়া, উপকারী ইলম ও নেক সন্তানের দো'আ।[১] ওছমান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর নবী করীম (ছাঃ) যখন অবসর গ্রহণ করতেন তখন তিনি সেখানে দাঁড়াতেন এবং উপস্থিত লোকদেরকে বলতেন, তোমাদের ভাইয়ের জন্য আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং ঈমানের উপর দৃঢ় রাখার জন্য আল্লাহ্র কাছে দো'আ কর। কারণ এখনই তাকে প্রশ্ন করা হবে'।[২] মৃতের জন্য দো'আ করতে হবে। কিন্তু এই দো'আর পদ্ধতি কেমন হবে তা নিয়ে কিছু মানুষ বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে। এখন মুসলিম হিসাবে আমাদের করণীয় হ'ল রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের অনুসরণ। আর তা হ'ল মাইয়েতের জন্য একাকী ক্ষমা প্রার্থনা করা ও তার দৃঢ় থাকার জন্য দো'আ করা। রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ লাশ দাফনের পর কখনো দলবদ্ধভাবে মুনাজাত করেননি। কারণ জানাযার ছালাতই মাইয়েতের জন্য শ্রেষ্ঠ মুনাজাত। রাসূল (ছাঃ) জনৈক ছাহাবীর জানাযার ছালাত সমাপ্ত করলে আরেক ছাহাবী আকাঙ্ক্ষা করে বলেছিলেন, আমি যদি এই মাইয়েত হ'তাম। কারণ জানাযায় তিনি মাইয়েতের জন্য হৃদয় স্পর্শী ও সুন্দর দো'আ পাঠ করেছিলেন।[৩] এই হাদীছ থেকে বুঝা যায়, দো'আর মূল স্থান জানাযার ছালাত। মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করার যে প্রথা সমাজে চালু আছে শরী'আতে তার কোন ছহীহ ভিত্তি নেই। প্রচলিত পদ্ধতিকে বৈধ করার জন্য যে সকল বর্ণনা পেশ করা হয় তার কিছু জাল কিছু যঈফ, আবার কিছু অপব্যাখ্যা। যেমন-

1– عَنْ حُصَيْنِ بْنِ وَحْوَحٍ، أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ لَمَّا لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مُرْنِي بِمَا أَحْبَبْتَ وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا فَعَجِبَ لِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ غُلَامٌ، فَقَالَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ: اذْهَبْ فَاقْتُلْ أَبَاكَ، قَالَ: فَخَرَجَ مُوَلِّيًا لِيَفْعَلَ، فَدَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ: أَقْبِلْ فَإِنِّي لَمْ أُبْعَثْ بِقَطِيعَةِ رَحِمٍ، فَمَرِضَ طَلْحَةُ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فِي الشِّتَاءِ فِي بَرْدٍ وَغَيْمٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِأَهْلِهِ: لَا أَرَى طَلْحَةَ إِلَّا قَدْ حَدَثَ فِيهِ الْمَوْتُ فَآذِنُونِي بِهِ حَتَّى أَشْهَدَهُ وَأُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَجِّلُوهُ، فَلَمْ يَبْلُغِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي سَالِمِ بْنِ عَوْفٍ حَتَّى تُوُفِّيَ، وَجَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، فَكَانَ فِيمَا قَالَ طَلْحَةُ: ادْفِنُونِي وَأَلْحِقُونِي بِرَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَا تَدَعُوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّيْ أَخَافُ الْيَهُوْدَ أَنْ يُصَابَ فِيْ سَبَبِيْ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَصْبَحَ، فَجَاءَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى قَبْرِهِ، فَصَفَّ النَّاسُ مَعَهُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ الْقَ طَلْحَةَ يَضْحَكُ إِلَيْكَ وَتَضْحَكُ إِلَيْهِ–

১- হুসাইন বিন ওয়াহওয়াহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, ত্বালহা ইবনু বারা একদা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে ইচ্ছামত নির্দেশ দিন। আমি আপনার অবাধ্যতা করব না। নবী করীম (ছাঃ) এতে খুশি হ'লেন। কারণ সে ছোট বালক ছিল। তখন নবী করীম (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি গিয়ে তোমার বাবাকে হত্যা কর। বর্ণনাকারী বলেন, সে তা করার জন্য বেরিয়ে পড়ল। পরে তাকে ডেকে তিনি বললেন, তুমি ফিরে এসো। কারণ আমি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য প্রেরিত হয়নি। এরপর তালহা অসুস্থ হয়ে পড়ে। ফলে রাসূল (ছাঃ) শীতকালে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন অবস্থায় তাকে দেখতে এসে বললেন, ত্বালহা মৃত্যুর রোগে আক্রান্ত হয়েছে। সুতরাং তোমরা আমাকে তার মৃত্যুর খবর জানাবে। যাতে আমি তার জানাযায় উপস্থিত থাকতে পারি। কিন্তু তারা তাড়াহুড়া করল। রাসূল (ছাঃ) বাণী সালেম বিন আওফ গোত্রের এলাকায় না পৌঁছতেই সে মারা গেল। এর মধ্যে রাত গভীর হয়ে গিয়েছিল। সে তার পরিবারকে আগেই বলেছিল আমি রাত্রে মৃত্যুবরণ করলে তোমরা আমাকে দাফন করবে আর রাসূল (ছাঃ)-কে ডেকো না। কারণ আমি আশংকা করছি আমার কারণে তিনি ইহূদী কর্তৃক আক্রান্ত হ'তে পারেন। অতঃপর সকাল হ'লে রাসূল (ছাঃ)-কে সংবাদ দেওয়া হয়। ফলে তিনি এসে তার কবরের পাশে দাঁড়ান এবং লোকেরাও তাঁর সাথে কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়ায়। তারপর তিনি তাঁর দু'হাত তুললেন এবং দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! ত্বালহার জন্য বংশধর অবশিষ্ট রাখুন যার দিকে আপনি সন্তুষ্ট হবেন আর সে আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে'।[৪]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি কয়েকটি কারণে অগ্রহণযোগ্য। উক্ত হাদীছের শেষাংশ অর্থাৎ 'অতঃপর তিনি দু'হাত তুললেন এবং দো'আ করলেন...এই কথাটুকু তাবারানী ও আবু নাঈম ইস্ফাহানী ব্যতীত অন্য কোন হাদীছের গ্রন্থে নেই। এমনকি তাবারানীর মু'জামুল আওসাত্ব গ্রন্থে হাদীছটি থাকলেও সেখানে হাত তোলার কথা নেই।[৫] এটি ছহীহ হাদীছের সরাসরি বিরোধী। কারণ উক্ত হাদীছ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থেও বর্ণিত

* *নিয়ামতপুর, নওগাঁ।*

১. *মুসলিম হা/১৬৩১ ; মিশকাত হা/২০৩।*
২. *আবুদাঊদ হা/৩২২১; মিশকাত হা/১৩৩; ছহীহুল জামে' হা/৪৭৬০।*
৩. *মুসলিম হা/৯৬৩; মিশকাত হা/১৬৫৫।*
৪. *তাবরাণী, মু'জামুল কবীর হা/৩৫৫৪; ফাযযুল বি'আ হা/২৮; আবু নাঈম, মা'রিফাতুছ ছাহাবা হা/২০১৮, ৩৪৭৯।*
৫. *মু'জামুল আওসাত্ব হা/৮১৬৮।*

হয়েছে। কিন্তু কোথাও সেই অংশটুকু নেই। বিশেষ করে এই হাদীছটি ছহীহ বুখারীতে প্রায় ৮ জায়গায় এসেছে কিন্তু কোন স্থানে ঐ অতিরিক্ত অংশটুকু নেই।[৬] তার মধ্যে একটি হ'ল-

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قَالَ مَاتَ إِنْسَانٌ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُهُ فَمَاتَ بِاللَّيْلِ فَدَفَنُوْهُ لَيْلًا فَلَمَّا أَصْبَحَ أَخْبَرُوْهُ فَقَالَ مَامَنَعَكُمْ أَنْ تَعْلَمُوْنِيْ؟ قَالُوْا كَانَ اللَّيْلُ فَكَرِهْنَا وَكَانَتْ ظُلْمَةً أَنْ نَّشُقَّ عَلَيْكَ فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ.

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি মারা যায়, রাসূল (ছাঃ) যাকে দেখতে গিয়েছিলেন। সে রাত্রে মারা গেলে লোকেরা তাকে রাতেই দাফন করে ফেলে। সকাল হ'লে তারা রাসূল (ছাঃ)-কে সংবাদ দেয়। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমাকে জানাতে তোমাদেরকে কিসে বাধা দিল? তারা বলল, রাত্রির কারণে আমরা আপনাকে সংবাদ দেওয়া অপসন্দ করেছি। আর রাত্রিও ছিল প্রচণ্ড অন্ধকার। তাই আমরা আপনাকে কী করে কষ্ট দেই। অতঃপর তিনি কবরের কাছে গেলেন এবং তার কবর সামনে করে ছালাত পড়লেন।[৭] অন্য হাদীছে এসেছে, 'তিনি তাদের ইমামতি করলেন আর তারা তাঁর পিছনে ছালাত আদায় করল'।[৮] অন্যত্র এসেছে, 'তিনি দাঁড়ালেন আর আমরা তাঁর পিছনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালাম'।[৯] এভাবে অন্যান্য বর্ণনাগুলোতেও একই শব্দ এসেছে। কিন্তু হাত তোলার ঐ বাড়তি অংশ নেই।

দ্বিতীয়তঃ উক্ত বর্ণনার সনদে অনেক ত্রুটি রয়েছে। ইবনুল কালবী (রহঃ) বলেন, বর্ণনাটি মুরসাল হিসাবে যঈফ। কারণ হাদীছটি সাঈদ বিন উরওয়াহ থেকে হুছাইন বিন ওয়াহওয়াহ বর্ণনা করেছে। অথচ উভয়ের সাথে কোনদিন সাক্ষাৎ হয়নি।[১০] শায়খ আলবানী বলেন, এর সনদ অন্ধকারাচ্ছন্ন যঈফ (ضعيف مظلم)। ছাহাবী হুছাইন বিন ওয়াহওয়াহ (রাঃ) ব্যতীত সকল বর্ণনাকারী অপরিচিত।[১১] নাবীল বিন মানছূর বলেন, বর্ণনাটি যঈফ, এর সনদে বহু মাজহূল বর্ণনকারী রয়েছে। সাঈদ বিন ওছমান বালাবী মাজহূল। কারণ ঈসা বিন ইউনূস ছাড়া কেউ তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করেননি।[১২] উরওয়া বিন সাঈদ সম্পর্কে যাহাবী বলেন, তার পরিচয় জানা যায় না।[১৩] হাফেয ইবনু হাজার উরওয়া বিন সাঈদ ও তার পিতা সাঈদ আনছারীকে মাজহূল রাবী বলে উল্লেখ করেছেন।[১৪]

তৃতীয়ত : তাদের মতামতের ভিত্তিতে বর্ণনাটিকে হাসান লিগায়রিহী ধরে নিলেও অত্র বর্ণনায় দলবদ্ধ মুনাজাতের পক্ষে দলীল পাওয়া যায় না। কারণ তখন রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে বহু ছাহাবী ছিলেন অথচ তাদের কারো হাত উঠানোর কথা হাদীছটিতে উল্লেখ নেই। অথচ রাসূল (ছাঃ)-এর মাদানী জীবনে ছাহাবীদের সাথে নিয়ে বহু ছাহাবীর দাফনকার্য সম্পাদন করেছেন। কিন্তু কারো দাফনের পরে একবারো দলবদ্ধ মুনাজাত করেননি। একবার করলেও ছাহাবীগণ তা বর্ণনা করতেন। তাঁদের বর্ণনা না করাটাই কাজটি বিদ'আত হওয়ার বড় প্রমাণ।

2– عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَتَى قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَفَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ انْصَرَفَ–

২. আবূ উমামা হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আনাস বিন মালেককে দেখলাম যে, তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর কবরের নিকটে এসে দাঁড়ালেন, অতঃপর হাত উত্তোলন করলেন। দীর্ঘক্ষণ হাত তুলে থাকার কারণে মনে করলাম যে, তিনি ছালাতের সূচনা করেছেন। এরপর তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর প্রতি সালাম দিয়ে ফিরে আসলেন'।[১৫] অনেকে এই আছার দ্বারা দাফনোত্তর মুনাজাতের পক্ষে দলীল গ্রহণ করে থাকেন। অথচ এই আছারে বিদ'আতীদের পক্ষে কোন দলীল নেই। অত্র আছারে আনাস বিন মালেকের একাকী মুনাজাতের কথা বর্ণিত হয়েছে যা শরী'আত সম্মত। এখানে তারা বিদ'আত প্রসারের অপচেষ্টা করেছেন। এজন্য উবাই বিন কা'ব, আবুদ্দারদা ও ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, اَقْتِصَادٌ فِيْ سُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ اجْتِهَادٍ فِيْ بِدْعَةٍ 'বিদ'আতের পক্ষে চেষ্টা করা অপেক্ষা সুন্নাত পালনের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা উত্তম'।[১৬]

3– عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: وَاللهِ لَكَأَنِّي أَرَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَهُوَ فِي قَبْرِ عَبْدِ اللهِ ذِي الْبِجَادَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ، يَقُولُ: أَدْلِيَا مِنِّي أَخَاكُمَا ، وَأَخَذَهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ حَتَّى أَسْنَدَهُ فِي لَحْدِهِ، ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَلَّاهُمَا الْعَمَلَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ دَفْنِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ رَافِعًا يَدَيْهِ يَقُولُ: اللهُمَّ إِنِّي أَمْسَيْتُ عَنْهُ رَاضِيًا فَارْضَ عَنْهُ، وَكَانَ ذَلِكَ لَيْلًا، فَوَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَلَوَدِدْتُ أَنِّي مَكَانُهُ، وَلَقَدْ أَسْلَمْتُ قَبْلَهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ سَنَةً–

৬. *বুখারী হা/৮৫৭, ১২৪৭, ১৩১৯, ১৩২১, ১৩২২, ১৩২৬, ১৩৩৬ ও ১৩৪০।*
৭. *বুখারী হা/১২৪৭; মিশকাত হা/১৬৫৮-৫৯; আহকামুল জানায়েয ১/৮৭।*
৮. *বুখারী হা/১৩৩৬; ইরওয়া হা/৩১৮৭।*
৯. *বুখারী হা/১৩২১; মিশকাত হা/১৬৫৮।*
১০. *ইবনু হাজার আসক্বালানী, আল-ইছাবাহ ফী তামঈীযিছ ছাহাবাহ, ২/১৬১-২৬২ পৃঃ ও ৯/১০৩ পৃঃ, রাবী নং ৭৭৪৫; আবূদাঊদ হা/৩১৫৯; যঈফাহ হা/৩২৩২; মিশকাত হা/১৬২৫।*
১১. *সিলসিলা যঈফাহ হা/৩২৩২।*
১২. *লিসানুল মীযান ৭/২৩০; মীযানুল ই'তিদাল ২/১৫১।*
১৩. *মীযানুল ই'তিদাল ৩/৬৪।*
১৪. *তাক্বরীবুত তাহযীব ১/৩৯২; আনীসুস সারী ফী তাখরীযে আহাদীছে ফাতহিল বারী হা/১৫৫৩-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।*
১৫. *শু'আবুল ঈমান হা/৪১৬৪; ইহ্ইয়া ৭/২১৫, সনদ হাসান, তাহক্বীক, মুখতার আহমাদ নাদভী, শু'আবুল ঈমান হা/৩৮৬৭।*
১৬. *মু'জামুল কাবীর হা/১০৪৮৮; ইবনু তায়মিয়া, মাজমূ' ফাতাওয়া ৪/১০৯; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৮০৪।*

৩. আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর কসম আমি যেন এখনো তাবুক যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-কে দেখছি। যখন তিনি আব্দুল্লাহ যুল-বিজাদাইনের কবরে ছিলেন এবং আবুবকর ও ওমর (রাঃ) তাঁর সাথে ছিলেন। রাসূল (ছাঃ) তাঁদেরকে বলছিলেন, তোমাদের ভাইকে আমার নিকটে নিয়ে এসো। এরপর তিনি তাকে ক্বিবলার দিক থেকে লাহাদ কবরে নামালেন। অতঃপর তিনি কবর থেকে বের হয়ে তাদের দু'জনকে বাকী কাজগুলো সম্পাদন করার দায়িত্ব দিলেন। দাফনকার্য সম্পাদন করে তিনি ক্বিবলার দিকে দুই হাত উত্তোলন করে বললেন, হে আল্লাহ! আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে সকাল করেছি। অতএব আপনিও তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন। বর্ণনাকারী বলেন, এটি ছিল রাতের ঘটনা। আল্লাহর কসম! আমি আকাঙ্ক্ষা করছিলাম যে, যদি তার স্থানে আমি হ'তাম! অথচ আমি এর পনের বছর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম'।[১৭]

অত্র বর্ণনাটি কয়েকটি কারণে জাল ও বাতিল। হাদীছটি কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যার সবগুলো যঈফ। আল্লামা হায়ছামী বলেন, আব্বাদ বিন আহমাদ আরযামী মাতরূকুল হাদীছ।[১৮] ইমাম বাযযার হাদীছটি বর্ণনা করে বলেন, আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ ও সা'দ বিন ছালত ছাড়া কেউ আ'মাশ থেকে তিনি আবু ওয়ায়েল থেকে তিনি ইবনু মাসঊদ থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেননি।[১৯] শায়খ নাবীল বিন মানছূর কুয়েতী বলেন, মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আরযামী ও আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ দু'জনই মাতরূকুল হাদীছ।[২০] আরেক রাবী সা'দ বিন ছালত যাকে ইবনু হিব্বান ছিক্বাহ রাবীর মধ্যে গণ্য করলেও তিনি বলেন, সে মাঝে মধ্যে অভিনব কিছু বলত।[২১] শায়খ আলবানী সা'দ বিন ছালতকে সমালোচিত রাবী বলে গণ্য করেছেন।[২২] হাফেয ইবনু হাজার বলেন, সে হারূন বিন আবিল জাহম থেকে মুনকার হাদীছ বর্ণনা করত।[২৩] অত্র হাদীছটি অন্য একটি সনদে বর্ণিত হয়েছে, যা মুনকাতি'।[২৪]

দ্বিতীয়তঃ হাদীছটি তাবারানী তার মু'জামুল আওসাত্ব *(হা/৯১১১)*, মুসনাদে বাযযার *(হা/১৭০৬)*, ইবনুল কাইয়্যিমের যাদুল মা'আদে *(৩/৪৭১)*, ইবনু ইসহাকের কিতাবুল মাগাযীতে ও সীরাতে ইবনু হিশামে *(২/২২৭)* বর্ণিত হ'লেও কোথাও হাত উত্তোলনের কথা নেই। এথেকে বুঝা যায় যে, বর্ণনাটি বহু দোষে দূষিত।[২৫] হাত উত্তোলনের বিষয়টি কেবল আবু নাঈম ইস্ফাহানী তার 'মা'রিফাতুছ ছাহাবা' ও 'হিলইয়াতুল আওলিয়া' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। অতএব অত্র বর্ণনায় হাত তুলে দলবদ্ধ মুনাজাতের কোন দলীল নেই।

তৃতীয়তঃ আব্দুল্লাহ যুল-বিজাদাইন (রাঃ)-এর দাফনকার্য সম্পাদনের সময় আবুবকর ও ওমরের মত ছাহাবীরা রাসূলের সাথে উপস্থিত ছিলেন। অথচ তারা হাত উত্তোলন করে মুনাজাত করেননি। করলে ইবনু মাসঊদ (রাঃ) অবশ্যই তা বর্ণনা করতেন।

4– عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ حَضَرْتُ ابْنَ عُمَرَ فِى جِنَازَةٍ فَلَمَّا وَضَعَهَا فِى اللَّحْدِ قَالَ بِسْمِ اللهِ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ. فَلَمَّا أُخِذَ فِى تَسْوِيَةِ اللَّبِنِ عَلَى اللَّحْدِ قَالَ اللَّهُمَّ أَجِرْهَا مِنَ الشَّيْطَانِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ جَافِ الأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهَا وَصَعِّدْ رُوحَهَا وَلَقِّهَا مِنْكَ رِضْوَانًا. قُلْتُ يَا ابْنَ عُمَرَ أَشَىْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمْ قُلْتَهُ بِرَأْيِكَ قَالَ إِنِّى إِذًا لَقَادِرٌ عَلَى الْقَوْلِ بَلْ شَىْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم–

৪. সাঈদ ইবনু মুসাইয়াব (রাঃ) বলেন, আমি একদা ইবনু ওমর (রাঃ)-এর সাথে এক জানাযায় উপস্থিত হয়েছিলাম। যখন জানাযাকে লাহাদে রাখা হ'ল তখন তিনি বললেন, বিসমিল্লা-হি ওয়া ফী সাবীলিল্লা-হি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লা-হি। অতঃপর যখন লাহাদে ইট দেয়া শুরু হ'ল তখন তিনি বললেন, আল্লাহুম্মা আজিরহা মিনাশ শায়ত্ব-নির রাজীম ওয়া মিন আযাবিল কাবরি। আল্লা-হুম্মা জাফিল আরযা আন জানবাইহা ওয়া ছাইয়িদ রূহাহা ওয়া লাক্কিহা মিনকা রিযওয়ানা। আমি বললাম, হে ইবনু ওমর (রাঃ)! আপনি কি এটা রাসূল (ছাঃ) থেকে শুনেছেন না নিজে থেকেই বললেন? তিনি বললেন, আমি কি কোন কথা বলার সাধ্য রাখি? বরং আমি এটি রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে শুনেছি'।[২৬] অত্র হাদীছ দ্বারা কেউ কেউ দাফনোত্তর দলবদ্ধ মুনাজাতের দলীল গ্রহণ করে থাকে। অথচ এখানে এ বিষয়ে কোন দলীল নেই।

প্রথমতঃ বর্ণনাটি যঈফ। কারণ এর সনদে হাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান নামক একজন রাবী রয়েছে, যে সবার নিকটে যঈফ। এছাড়া ইদরীস আল-আওদী নামক আরেকজন মাজহূল রাবী রয়েছে।[২৭]

দ্বিতীয়তঃ অত্র হাদীছে হাত তুলে মুনাজাত করার কথা উল্লেখ নেই। বরং শরী'আতে একাকী দো'আ পাঠের যে বিধান রয়েছে ইবনু ওমর (রাঃ) তাই করছেন।

5– رُوِيَ أَنَّ النبي صلى اللهُ عليه وسلم صلى عَلَى جِنَازَةٍ فلما فَرَغَ جَاءَ عُمَرُ وَمَعَهُ قَوْمٌ فَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ ثَانِيًا فقال له النبي صلى اللهُ عليه وسلم الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ لَا تُعَادُ وَلَكِنْ اُدْعُ لِلْمَيِّتِ وَاسْتَغْفِرْ له–

১৭. *মা'রিফাতুছ ছাহাবা হা/৩৬৪৫,৩৬৪৪; হিলইয়াতুল আওলিয়া ১/১২২; আনীসুস সারী হা/ ২১৩১; ফাতহুল বারী ১১/১৪৪।*
১৮. *মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৫৯৮৩।*
১৯. *মুসনাদে বাযযার হা/১৭০৬,১৫১৫।*
২০. *দারাকুৎনী, কিতাবুয-যুআ'ফা ১/১৫, রাবী নং ৩৪০।*
২১. *ছিক্বাত ৬/৩৭৮, রাবী নং ৮১৮৫।*
২২. *যঈফাহ হা/৬৪২১-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।*
২৩. *লিসানুল মীযান ৬/১৭৭, রাবী নং ৬২৪; মীযানুল ই'তিদাল ৪/২৮২, রাবী নং৯১৫১।*
২৪. *সীরাতে ইবনু হিশাম ২/২২৭; আল-ইছাবাহ ৬/১৪৯।*
২৫. *আনীসুস-সারী ২১৩০ হাদীছের আলোচনা দ্রষ্টব্য।*
২৬. *ইবনু মাজাহ হা/১৫৫৩; মু'জামুল কাবীর হা/১৩০৯৪।*
২৭. *মিছবাহুজ জুযাযাহ হা/৫৫৯; ইবনুল মুলাক্কিন, আল-বাদরুল মুনীর ৫/৩৩৭।*

৫. বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (ছাঃ) কোন এক ব্যক্তির জানাযার ছালাত পড়ালেন। অতঃপর ওমর (রাঃ) ও তাঁর সাথে একদল লোক দ্বিতীয়বার ছালাত আদায় করার জন্য আসলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাঁকে বললেন, মাইয়েতের উপর ছালাত পুনরাবৃত্তি হয় না। বরং মাইয়েতের জন্য দো'আ কর ও তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর'।[২৮] এই বর্ণনাটি পেশ করে অনেকে দাফনোত্তর মুনাজাতের দলীল গ্রহণ করে থাকে। অথচ এটি কোন হাদীছই নয়।

ইবনুল জাওযী বলেন, وهَذَا شَيْءٌ لَا يعرف 'এর ভিত্তিই জানা যায় না।[২৯] উপরন্তু অত্র বর্ণনায় মুনাজাতের কোন কথা নেই। অনুরূপ একাকী দো'আর বহু বর্ণনা দিয়ে বিদ'আতীরা দলবদ্ধভাবে মুনাজাতের দলীল পেশ করে থাকে। অথচ একটি বর্ণনাতেও হাত তুলে দলবদ্ধ মুনাজাতের কথা নেই। এজন্য ছাহাবীগণ বিদ'আতের পক্ষে চেষ্টা করা অপেক্ষা ইবাদত পালনে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে উৎসাহিত করেছেন।

বিশ্ব বিখ্যাত ওলামায়ে কেরামের অভিমত :

বিশ্বের বিখ্যাত আলেমগণ দাফনোত্তর জামা'আতবদ্ধ মুনাজাতকে বিদ'আত বলে ফৎওয়া দিয়েছেন। নিম্নে কয়েকজন আলেমের ফৎওয়া উপস্থাপন করা হ'ল-

১. শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম বলেন, জানাযার ছালাতের সালাম ফিরানোর পরে মাইয়েতের জন্য দো'আ করায় কোন বাধা নেই যদি তা বিদ'আতের সাথে সংশ্লিষ্ট ও দলবদ্ধভাবে না হয়।[৩০] অর্থাৎ দলবদ্ধভাবে মুনাজাত করা যাবে না।

২. শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, ليس هذا من سُنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وإنما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرشدهم إلى أن يستغفروا للميت، ويسألوا له التثبيت، كل بنفسه وليس جماعة– 'দলবদ্ধ মুনাজাত রাসূল (ছাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের কোন সুন্নাত নয়। রাসূল (ছাঃ) কেবল মাইয়েতের জন্য ইস্তিগফার ও তার সুদৃঢ় থাকার জন্য প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। প্রত্যেকে নিজে নিজে পাঠ করবে, দলবদ্ধভাবে নয়'।[৩১]

অন্যত্র তিনি বলেন, لا يجتمع الجميع على دعاءٍ واحد لأن ذلك من البدع حيث إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرشد إلى ذلك ولم يفعله بنفسه 'একজনের দো'আয় সকলে অংশগ্রহণ করবে না। কেননা তা বিদ'আত। কারণ নবী করীম (ছাঃ) এই পদ্ধতিতে নির্দেশনা দেননি এবং তিনি নিজেও এভাবে করেননি'।[৩২]

৩. সঊদী আরবের সাবেক গ্রাণ্ড মুফতী শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন, 'কবরের নিকটে দলবদ্ধভাবে দো'আর কোন ভিত্তি নেই (الدعاء الجماعي عند القبر ليس له أصل)। দাফনকারীরা যদি একজনের উপর নির্ভর করে। আর সে বলে, তোমরা একত্রিত হও। আমি দো'আ করব আর আপনারা আমীন বলবেন, এর কোন ভিত্তি আমি জানি না। সালাফে ছালেহীন থেকে এর কোন ভিত্তি আমার জানা নেই। তবে কেউ যদি কারো অংশগ্রহণের উদ্দেশ্য ছাড়া কবরের পাশে দো'আ করে আর তার দো'আয় আমীন বলে তবে এতে কোন বাধা নেই। যেমন কেউ দাফনের সময় তার ভাইয়ের জন্য 'আল্লাহুম্মাগফির লাহু ওয়া ছাব্বিতহু বিল কাওলিছ ছাবিত' দো'আ বলার সময় উপস্থিত কিছু ব্যক্তি বলল আমীন, আমীন। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে একত্রিত হয়ে কেউ দো'আ করল আর অন্যরা আমীন আমীন বলল। সালাফে ছালেহীনদের থেকে এর কোন ভিত্তি আমার জানা নেই। অতএব এরূপ কর্ম ত্যাগ করা উত্তম ও নিরাপদ।[৩৩]

৪. সঊদী আরবের সর্বোচ্চ ফৎওয়া বোর্ড ফাতাওয়া লাজনাহ আদ-দায়েমাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হ'লে উত্তরে বলা হয়-

الدعاء عبادة من العبادات، والعبادات مبنية على التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يتعبد بما لم يشرعه الله. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أنه دعا بصحابته على جنازة ما بعد الفراغ من الصلاة عليها، والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف على القبر بعد أن يسوى على صاحبه ويقول: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل– وبما تقدم يتبين أن الصواب: القول بعدم جواز الدعاء بصفة جماعية بعد الفراغ من الصلاة على الميت، وأن ذلك بدعة–

'দো'আ অন্যতম ইবাদত। আর ইবাদত দলীলের উপর নির্ভরশীল। অতএব কারো জন্য শরী'আত বহির্ভূত পন্থায় ইবাদত করা জায়েয হবে না। আর নবী করীম (ছাঃ) থেকে সাব্যস্ত হয়নি যে, তিনি জানাযার ছালাতের পরে ছাহাবীদের নিয়ে দো'আ করেছেন। তাঁর থেকে যা সাব্যস্ত হয়েছে তা হ'ল- তাঁর সাথীদের কবর সমান করা হ'লে তিনি কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বলতেন, 'তোমাদের ভাইয়ের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং ঈমানের উপর দৃঢ় রাখার জন্য আল্লাহ্র কাছে দো'আ কর। কারণ এখনই তাকে প্রশ্ন করা হবে'।[৩৪] পূর্বের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মাইয়েতের জন্য ছালাত আদায় করার পর দলবদ্ধভাবে মুনাজাত করা জায়েয না হওয়াই সঠিক। কারণ তা বিদ'আত'।[৩৫]

---

২৮. *আল-মুহীতুল বুরহানী ২/৩৬২; বাদায়েউছ ছানায়েঈ ৩/২৮৫।*
২৯. *আত-তাহক্বীক ফী আহাদিছিল খিলাফ হা/৮৯৯।*
৩০. *ফাতাওয়া ওয়া রাসায়েল ৩/১৯৪, প্রশ্ন নং ৮৯৮।*
৩১. *ফাতাওয়াল জানায়েয ১/২২৮; মাজমূ' ফাতাওয়া ১৭/১৪০, প্রশ্ন নং ১৩২।*
৩২. *ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব ১৩/১৯৬।*
৩৩. *http://majles.alukah.net/t21559; http://www.binbaz.org.sa/noor/1160.*
৩৪. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৩৩।*
৩৫. *ফাতাওয়া লাজনাহ দায়েমাহ ৯/১৬, ফৎওয়া নং ২২৫১।*

৫. শায়খ ইবরাহীম আলে শায়খকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হ'লে তিনি বলেন, من السنة أن يقف المشيعون عند القبر بعد الدفن ويدعوا للميت فرادى بالرحمة والمغفرة والتثبيت أما الدعاء الجماعى والتأمين على دعاء واحد من الحضور فهذا ليس من السنة 'সুন্নাত হ'ল-দাফনের পর শোকার্তরা কবরের পাশে দাঁড়িয়ে ব্যক্তিগতভাবে মাইয়েতের জন্য রহমত, মাগফিরাত ও তার দৃঢ় থাকার জন্য দো'আ করবে। কিন্তু দলবদ্ধ দো'আ এবং একজনের দো'আয় উপস্থিত লোকদের আমীন আমীন বলা- এটি কোন সুন্নাতী আমল নয়'।[৩৬]

৬. মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. মুছতফা মুরাদ বলেন, أنه من بدع الدفن الدعاء الجماعي بعد دفن الميت 'দাফন সংশ্লিষ্ট বিদ'আত হ'ল-দাফনের পর দলবদ্ধভাবে মুনাজাত করা'।[৩৭]

৭. শায়খ মুহাম্মাদ বাইউমী বলেন, ما يفعله بعض الناس من الدعاء الجماعي حيث يدعوا أحد الحاضرين ويؤمن الباقون على دعائه فهذا من البدع ومن محدثات الأمور والصواب أن يدعوا كل إنسان بمفرده 'কিছু লোক দলবদ্ধভাবে যে দো'আ করে যাতে উপস্থিত লোকদের মধ্যে একজন দো'আ করে এবং অন্যরা তার দো'আয় আমীন বলে-এটি বিদ'আত এবং নতুন উদ্ভাবন। সঠিক হ'ল প্রত্যেকে বক্তিগতভাবে দো'আ করা'।[৩৮]

والدعاء والتأمين بشكل جماعي بعد دفن الميت بدعة محدثة، لأنه لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه رضي الله عنهم، ولو كان خيراً لسبقونا إليه-

'মাইয়েতকে দাফনের পর দলবদ্ধভাবে দো'আ ও আমীন বলা নব সৃষ্ট বিদ'আত। এটি রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণের কোন পদ্ধতি নয়। এটি কোন কল্যাণকর আমল হ'লে তারাই আমাদের চেয়ে অগ্রগামী হ'তেন'।[৩৯]

৮. তাহের বিন আহমাদ বুখারী হানাফী বলেন, মাইয়েতের জানাযার পূর্বে বা পরে কুরআন পাঠের জন্য দাঁড়াবে না এবং জানাযার পরে দো'আর জন্যও অবস্থান করবে না।[৪০]

৯. ইবনু হুমাম হানাফীর ছাত্র ইবরাহীম বিন আব্দুর রহমান কারকী বলেন, 'জানাযার ছালাতের পরে দো'আ করা মাকরূহ'।[৪১]

৩৬. *আদ-দাওয়াত ১৫৭৬।*
৩৭. *আখতা'উনা ফিল ইবাদাতে ওয়াল মু'আমিলাত ৩৮২ পৃষ্টা।*
৩৮. *ফিক্বহুল জানায়েয ১১৫ পৃষ্ঠা।*
৩৯. *ড. আব্দুল্লাহ ফক্বীহ পরিচালিত ফাতাওয়া শাবকাতুল ইসলামিয়া ৩/৩৭৩৫, ফৎওয়া নং ১৬৬৫১।*
৪০. *খোলাছাতুল ফৎওয়া ১/২২৫।*
৪১. *ফাতাওয়া ফায়য কারকী ৮৮ পৃষ্ঠা।*

মাইয়েতের জন্য জীবিতদের করণীয় :

মাইয়েতের আত্মীয়দের জন্য করণীয় হ'ল তারা দ্রুত কাফন-দাফন ও মৃতের ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করবে, যদিও তার সমস্ত মাল দিয়ে হয়। কিছু না থাকলে বা কেউ না থাকলে বা ঋণ মাফ না করলে সমাজ বা রাষ্ট্র তার পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করবে।[৪২] দ্রুত গোসল ও কাফন-দাফনের ব্যবস্থা নেওয়া সুন্নাত।[৪৩] সাদা, সুতী ও সাধারণ মানের পরিষ্কার কাপড় দিয়ে কাফন দিবে। মাইয়েতের নিজস্ব সম্পদ থেকে কাফন দেওয়া কর্তব্য। তার ব্যবহৃত কাপড় দিয়েও কাফন দেওয়া যাবে। মাইয়েতের নিজস্ব সম্পদ না থাকলে কিংবা তাতে কাফনের ব্যবস্থা না হ'লে কেউ দান করবে অথবা বায়তুল মাল থেকে বা সরকারী তহবিল থেকে তার ব্যবস্থা করতে হবে।[৪৪] পুরুষ ও মহিলা সকল মাইয়েতের জন্য তিনটি কাপড় দিয়ে কাফন দিবে। মহিলাদের জন্য প্রচলিত পাঁচটি কাপড়ের হাদীছ 'যঈফ'।[৪৫]

জানাযার ছালাতের জন্য সাধারণভাবে লোকদেরকে অবহিত করবে। তারা মাইয়তের জন্য খালেছ অন্তরে দো'আ করবে। রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوْا لَهُ الدُّعَاءَ- 'যখন তোমরা জানাযার ছালাত আদায় করবে, তখন মাইয়তের জন্য খালেছ অন্তরে দো'আ করবে'।[৪৬] অতএব মাইয়েত ভাল-মন্দ যাই-ই হৌক না কেন, তার জন্য খোলা মনে দো'আ করতে হবে। কবুল করা বা না করার মালিক আল্লাহ। মাইয়েতের জন্য যেকোন দো'আ করা যায়। তবে হাদীছে বর্ণিত দো'আ সমূহ পাঠ করাই উত্তম। এই সময় সর্বনাম সমূহ পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। কেননা 'মাইয়েত' এখানে উদ্দেশ্য। 'মাইয়েত' (مَيِّتٌ) আরবী শব্দ, যা স্ত্রী ও পুরুষ উভয় লিঙ্গে ব্যবহৃত হয়।[৪৭]

এই সময় মৃতের মাগফিরাতের জন্য দো'আ করা ও তার সদগুণাবলী বর্ণনা করা উচিত। কেননা তাতে ফেরেশতাগণ 'আমীন' বলেন ও তার জন্য সেগুলি ওয়াজিব হয়ে যায়'।[৪৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়'।[৪৯] একটি বর্ণনায় এসেছে যে, ৪, ৩ এমনকি ২ জন নেককার মুমিন ব্যক্তিও যদি মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে উত্তম সাক্ষ্য দেয়, তাতেই তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।[৫০] অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'কোন মুসলমান মারা গেলে তার নিকটতম প্রতিবেশীদের চারজন যদি তার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, তারা তার সম্পর্কে ভাল ব্যতীত কিছুই জানে না, তাহ'লে আল্লাহ বলেন, আমি তোমাদের সাক্ষ্য কবুল করলাম এবং আমি তার

৪২. *বুখারী হা/২২৯৮; মুসলিম হা/১৬১৯; মিশকাত হা/ ২৯১৩; তালখীছ ১৩-১৪ পৃঃ।*
৪৩. *বুখারী হা/১৩১৫; মুসলিম হা/৯৪৪; মিশকাত হা/১৬৪৬।*
৪৪. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৭০।*
৪৫. *আবুদাঊদ, হা/৩১৫৭; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৮৪৪।*
৪৬. *আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৬৭৪; ছহীহুল জামে' হা/৬৬৯।*
৪৭. *আওনুল মা'বূদ হা/৩১৮৪-এর ভাষ্য ৮/৪৯৬; নায়ল ৫/৭২, ৭৪।*
৪৮. *মুসলিম হা/৯১৯; মিশকাত হা/১৬১৭।*
৪৯. *বুখারী হা/১৩৬৭; মিশকাত হা/১৬৬২, ১৯; তালখীছ ১৩, ২৫ পৃঃ।*
৫০. *বুখারী হা/১৩৬৮; মিশকাত হা/১৬৬৩।*

ঐসব গোনাহ মাফ করে দিলাম, যেগুলি তোমরা জানো না'।[৫১] তবে এর অর্থ এই নয় যে, খারাপ মানুষের ভাল প্রশংসা করলেই আল্লাহ কবুল করে নিবেন। সাধারণতঃ মানুষ খারাপকে খারাপ ও ভালকে ভালই বলে। উল্লেখ্য যে, জানাযার সময় মাইয়েত সম্পর্কে উপস্থিত সকলের সমস্বরে 'ভাল' বলে সাক্ষ্য দেওয়ার রেওয়াজটি নিন্দনীয় বিদ'আত।[৫২]

মসজিদের বাইরে জানাযা পড়াই উত্তম।[৫৩] তবে প্রয়োজনে মসজিদে পড়াও জায়েয আছে। সুহায়েল বিন বায়যা (রাঃ) ও তার ভাইয়ের জানাযা রাসূল (ছাঃ) মসজিদের মধ্যে পড়েছিলেন।[৫৪] মহিলারাও পর্দার মধ্যে জানাযায় শরীক হ'তে পারেন। আয়েশা (রাঃ) ও অন্যান্য উম্মাহাতুল মুমিনীন (রাঃ) মসজিদে নববীর মধ্যে সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ)-এর লাশ আনিয়ে নিজেরা জানাযা পড়েছিলেন।[৫৫] একই ব্যক্তি বিশেষ কারণে একাধিক বার জানাযার ছালাত আদায় করতে পারেন বা ইমামতি করতে পারেন।[৫৬]

মুসলিম মাইয়েতকে মুসলিম কবরস্থানে দাফন করতে হবে, ইহূদী-নাছারা ও কাফের-মুশরিকদের সাথে নয়। যাতে তারা মুসলিম যিয়ারতকারীদের দো'আ লাভে উপকৃত হন। শিরক ও বিদ'আতপন্থী ব্যক্তির পাশে ছহীহ হাদীছপন্থী মুসলমানের কবর দেওয়া উচিত নয়। পায়ের দিক দিয়ে মাইয়েতকে কবরে নামাবে। অসুবিধা হ'লে যেভাবে সুবিধা সেভাবে নামাবে। মাইয়েতকে ডান কাতে ক্বিবলামুখী করে শোয়াবে। এই সময় কাফনের কাপড়ের গিরাগুলি খুলে দেবে।[৫৭]

কবরে শোয়ানোর সময় بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ *'বিসমিল্লা-হি ওয়া 'আলা মিল্লাতে রাসূলিল্লা-হ'* (অর্থ: 'আল্লাহ্র নামে ও আল্লাহ্র রাসূলের দ্বীনের উপরে') বলবে। 'মিল্লাতে'-এর স্থলে 'সুন্নাতে' বলা যাবে। এই সময় কোন সুগন্ধি বা গোলাপ পানি ছিটানো বিদ'আত।[৫৮] কবর বন্ধ করার পরে উপস্থিত সকলে (বিসমিল্লাহ বলে) তিন মুঠি করে মাটি কবরের মাথার দিক থেকে পায়ের দিকে ছড়িয়ে দেবে।[৫৯] এ সময় *'মিনহা খালাক্বনা-কুম ওয়া ফীহা নু'ঈদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তা-রাতান উখরা' (ত্বোয়াহা ২০/৫৫)* পড়ার কোন ছহীহ দলীল নেই।[৬০]

বর্তমান যুগে অনেকে দাফনের পরপরই পুনরায় হাত তুলে দলবদ্ধভাবে দো'আ করেন। কেউ একই দিনে বা দু'একদিন পরে আত্মীয়-স্বজন ডেকে এনে মৃতের বাড়ীতে দো'আর অনুষ্ঠান করেন। এগুলি নিঃসন্দেহে বিদ'আত। জানাযার পরে বা দাফনের পূর্বে বর্তমানে রাষ্ট্রীয় সম্মানের নামে করুণ সুরে বিউগল বাজানো সহ যা কিছু করা হয়, সবই বিদ'আত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে মৃতের উপর বিলাপধ্বনি করা হয়, কবরে ও ক্বিয়ামতের দিন এজন্য তাকে আযাব দেওয়া হবে'।[৬১] আর এটা নিঃসন্দেহে ঐ মাইয়েতের জন্য, যে এসব কাজ সমর্থন করে এবং এসব না করার জন্য মৃত্যুর আগে অছিয়ত না করে যায়।[৬২]

দাফনের পরে মাইয়েতের 'তাছবীত' (التثبيت) অর্থাৎ মুনকার ও নাকীর (দু'জন অপরিচিত ফেরেশতা)-এর সওয়ালের জওয়াব দানের সময় যেন তিনি দৃঢ় থাকতে পারেন, সেজন্য ব্যক্তিগতভাবে সকলের দো'আ করা উচিত। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ وَسَلُوا اللهَ لَهُ التَّثْبِيْتَ فَإِنَّهُ اَلْآنَ يُسْأَلُ 'তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তার দৃঢ় থাকার জন্য আল্লাহ্র নিকট দো'আ কর। কেননা সত্বর সে জিজ্ঞাসিত হবে'।[৬৩] অতএব এ সময় প্রত্যেকের নিম্নোক্তভাবে দো'আ করা উচিত। যেমন, اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَثَبِّتْهُ *'আল্লা-হুম্মাগফির লাহূ ওয়া ছাব্বিতহু'* (অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন ও তাকে দৃঢ় রাখুন')।[৬৪] অথবা اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ *'আল্লা-হুম্মা ছাব্বিতহু বিল ক্বাউলিছ ছা-বিত'* (হে আল্লাহ! আপনি তাকে কালেমা শাহাদাত দ্বারা সুদৃঢ় রাখুন)।[৬৫] এই সময় ঐ ব্যক্তি দো'আর ভিখারী। আর জীবিত মুমিনের দো'আ মৃত মুমিনের জন্য খুবই উপকারী। এই সময় মাইয়েতের তালক্বীনের উদ্দেশ্যে সকলের *লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হ* পাঠের কোন দলীল নেই। যেটা কোন কোন মাযহাবে ও এলাকায় ব্যাপকভাবে চালু আছে।[৬৬] ব্যক্তিগতভাবে নিম্নের দো'আটিও পড়া যায় اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرالرَّحِيْمُ *(আল্লা-হুম্মাগফিরলাহূ ওয়ারহামহু, ইন্নাকা আনতাল গাফূরুর রহীম)* পড়া যায়। তবে দাফনের পরে একজনের নেতৃত্বে সকলে সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে দো'আ করা ও সকলের সমস্বরে 'আমীন' 'আমীন' বলার প্রচলিত প্রথার কোন ভিত্তি নেই।[৬৭]

পরিশেষে বলা যায়, শরী'আতের অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি। তাই শরী'আতে বর্ণিত পন্থায় সকল ইবাদত করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রকৃত অনুসারী হওয়ার মাধ্যমে জান্নাতুল ফিরদাউস লাভের তাওফীক দান করুন-আমীন!

---

৫১. *ইবনু হিব্বান হা/৩০২৬; ছহীহুত তারগীব হা/৩৫১৫; তালখীছ ২৬ পৃঃ।*
৫২. *তালখীছ পৃঃ ২৬।*
৫৩. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৮২।*
৫৪. *মুসলিম হা/৯৭৩; মিশকাত হা/১৬৫৬।*
৫৫. *মুসলিম হা/৯৭৩; মিশকাত হা/১৬৫৬।*
৫৬. *মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৬৫৮।*
৫৭. *বুখারী হা/১৩৯০; মিশকাত হা/১৬৯৫; মির'আত ৫/৪২৮-২৯; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৯০।*
৫৮. *তালখীছ, পৃঃ ১০২।*
৫৯. *তালখীছ, পৃঃ ৫৮-৬৫, ৬৯; মির'আত 'মাইয়েতের দাফন' অনুচ্ছেদ, ৫/৪২৬-৫৭।*
৬০. *আহমাদ হা/২২২৪১; হাকেম হা/৪৩৩৩; মাজমাউয-যাওয়ায়েদ হা/৪২৩৯, সকল মুহাদ্দিছ এর সনদকে যঈফ বলেছেন; তালখীছ পৃঃ ১০২; আলবানী, আহকামুল জানায়েয, টীকা দ্রঃ, মাসআলা নং ১০৬ দ্রঃ।*
৬১. *মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৭৪০-৪২।*
৬২. *মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৭৫৪।*
৬৩. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৩৩; ছহীহুল জামে' হা/৯৪৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩৫১১।*
৬৪. *হিছনুল মুসলিম, দো'আ নং ১৬৪।*
৬৫. *উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৫/২০১।*
৬৬. *মিরক্বাত ১/২০৯; মির'আত ১/২৩০।*
৬৭. *বিস্তারিত, ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২১৩-২৩৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।*

খারেজীদের আক্বীদা ও ইতিহাস

*মীযানুর রহমান**

আভিধানিক অর্থে ‘খারেজী’ শব্দটি আরবী ‘খুরূজ’ (الخروج) শব্দ হ’তে নির্গত, যার অর্থ ‘বের হওয়া বা বেরিয়ে যাওয়া’। বহুবচনে ‘খাওয়ারিজ’ ব্যবহৃত হয়। **পারিভাষিক অর্থে** শাহরাস্তানী (মৃঃ ৫৪৮ হিঃ) এর মতে খারেজী হ’ল- ‘প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে এমন হক ইমামের (শাসক) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, যাকে লোকেরা ইমাম হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছে। চাই এই বিদ্রোহ ছাহাবীগণের যুগে হেদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদার বিরুদ্ধে হোক বা তাদের পরবর্তী তাবেঈনে এযামের যুগে কিংবা তৎপরবর্তী যে কোন শাসকের যুগে হোক’।

ইবনু হাযম আন্দালুসী (রহঃ)-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী ‘খারেজী বলতে প্রত্যেক এমন সম্প্রদায়কে বুঝায় যারা চতুর্থ খলীফা আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের মতামত কিংবা তাদের রায় অবলম্বনকারী, তা যেকোন যুগেই হোক না কেন’। ড. নাছির আল-আক্বল বলেন, ‘খারেজী হচ্ছে, যারা গোনাহের কারণে অন্য মুসলমানকে কাফের বলে এবং মুসলিম শাসক ও সাধারণ লোকজনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে’। তিনি আরো বলেন, ‘খারেজী’ নামটি যেমন পূর্বের খারেজীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তেমনি প্রত্যেক এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যে তাদের নীতি গ্রহণ করে এবং তাদের পন্থা অবলম্বন করে। উপরোক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী তাদের প্রধান দু’টি আলামত বা লক্ষণ হ’ল, তারা কবীরা গোনাহগারকে কাফের বলে এবং মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তাদেরকে ‘খারেজী’ বলা হয় এজন্য যে, তারা দ্বীন অথবা জামা‘আত অথবা আলী (রাঃ)-এর আনুগত্য থেকে বের হয়ে গিয়েছিল।

রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ও খারেজীদের উত্থান :

ইসলামের প্রথম বাতিল দল হ’ল ‘খারেজী’। অনেকে মনে করেন খারেজীদের উত্থান রাসূল (ছাঃ)-এর যুগেই হয়েছিল। কিন্তু তা ছিল ব্যক্তি পর্যায়ের ঘটনা। এর প্রমাণ স্বরূপ তারা ‘যুল খুওয়াইছারা’র ঘটনা উল্লেখ করেন। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন,

بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقْسِمُ قَسْمًا أَتَاهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيْمٍ، فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ اعْدِلْ. فَقَالَ وَيْلَكَ، وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ قَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ائْذَنْ لِي فِيهِ، فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ. فَقَالَ دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا، يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَىْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصَافِهِ فَمَا يُوجَدُ فِيهِ شَىْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيِّهِ، وَهُوَ قِدْحُهُ، فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَىْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَىْءٌ، قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ، آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ، أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ وَيَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ-

‘আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে উপস্থিত ছিলাম। তিনি কিছু গণীমতের মাল বণ্টন করছিলেন। তখন বনু তামীম গোত্রের ‘যুল খুওয়াইছারা’ নামক এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি ইনছাফ করুন’। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমার দুর্ভাগ্য! আমি যদি ইনছাফ না করি, তাহ’লে কে ইনছাফ করবে? আমি যদি ইনছাফ না করি, তাহ’লে তো তুমি ক্ষতিগ্রস্ত ও নিষ্ফল হব। ওমর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ! আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি ওর গর্দান উড়িয়ে দেই। তিনি বললেন, ‘ওকে যেতে দাও। তার কিছু সঙ্গী-সাথী রয়েছে। তোমাদের কেউ তাদের ছালাতের তুলনায় নিজের ছালাত এবং তাদের ছিয়ামের তুলনায় নিজের ছিয়ামকে তুচ্ছ মনে করবে। এরা কুরআন পাঠ করে, কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালীর নিম্নদেশে প্রবেশ করে না। এরা দ্বীন থেকে এত দ্রুত বেরিয়ে যাবে, যেমন তীর শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়। তীরের অগ্রভাগের লোহা দেখা যাবে, কিন্তু (শিকারের) চিহ্ন দেখা যাবে না। কাঠের অংশটুকু দেখলে তাতেও কোন কিছুর দেখা মিলবে না। মধ্যবর্তী অংশটুকু দেখলে তাতেও কিছু পাওয়া যাবে না। তার পালক দেখলে তাতেও কোন চিহ্ন পাওয়া যাবে না। অথচ তীরটি শিকারের নাড়িভুঁড়ি ভেদ করে রক্ত-মাংস অতিক্রম করে বেরিয়ে গেছে। এদের নিদর্শন হ’ল এমন একজন কালো মানুষ, যার একটি বাহু নারীর স্তনের ন্যায় অথবা গোশতের টুকরার ন্যায় নড়াচড়া করবে। তারা মানুষের মধ্যে বিরোধ কালে আত্মপ্রকাশ করবে।[১]

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلاَمِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ، لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ-

‘লোকটি চলে যাওয়ার পর রাসূল (ছাঃ) বললেন, ঐ ব্যক্তির বংশ থেকে এমন কিছু লোক আসবে যারা কুরআন পড়বে, কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমন শিকারের দেহ ভেদ করে তীর বের হয়ে যায়। তারা মূর্তিপূজারীদেরকে

* *লিসান্স; এম.এ (অধ্যয়নরত), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।*

১. *বুখারী হা/৩৬১০; মুসলিম হা/১০৬৪; মিশকাত হা/৫৮৯৪।*

ছেড়ে দিবে এবং মুসলমানদেরক হত্যা করবে। যদি আমি তাদেরকে পাই তাহ'লে 'আদ' জাতির মত তাদেরকে হত্যা করব'।[২]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে 'জি'রানা' নামক স্থানে দেখা করে। এটি সেই স্থান যেখানে রাসূল (ছাঃ) হুনায়নের যুদ্ধে প্রাপ্ত গণীমতের মাল বণ্টন করছিলেন। ছাহাবী বিলাল (রাঃ)-এর কাপড়ের ওপর রূপার টুকরাগুলো রাখা ছিল। রাসূল (ছাঃ) মুষ্ঠিবদ্ধভাবে মানুষকে দান করছিলেন। তখন উপস্থিত ঐ লোকটি বলল, 'হে মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহ্কে ভয় করুন ও ইনছাফ করুন! রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'ধ্বংস তোমার জন্য। আমি যদি ইনছাফ না করি তবে কে ইনছাফ করবে? আল্লাহ্র কসম! আমার পরে তোমরা এমন কোন লোক পাবে না, যে আমার চেয়ে অধিক ন্যায়পরায়ণ হবে'। সঙ্গে সঙ্গে ওমর (রাঃ) বলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই'। তিনি বললেন, 'না, আমি আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাই, যদি এমন কর, তবে লোকেরা বলবে, আমি আমার সাথীদের হত্যা করি...'।[৩] এই ব্যক্তিই ছিল প্রথম 'খারেজী' যে নবী করীম (ছাঃ)-এর বণ্টনের ব্যাপারে প্রশ্ন তোলে এবং নিজ প্রবৃত্তির রায়কে প্রাধান্য দেয়।

অন্যদিকে ওছমান (রাঃ)-এর হত্যার ষড়যন্ত্রকারী এবং পরে অন্যায়ভাবে তাঁকে হত্যাকারী উচ্ছৃঙ্খল জনতাকেও ত্বাবারী ও ইবনু কাছীর (রহঃ) 'খারেজী' বলে অভিহিত করেছেন। তবে তখনও 'খারেজী' একটি পৃথক দল ও মতবাদ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেনি। এই ব্যক্তির বংশধর ও অনুসারীরাই 'খারেজী'। এরা কেমন হবে? কি করবে? রাসূল (ছাঃ) এ সম্পর্কে বিস্তারিত ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। তিনি বলেন,

سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِى آخِرِ الزَّمَانِ، حُدَّاثُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، لاَ يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ-

'শেষ যামানায় এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে যারা হবে অল্পবয়স্ক যুবক ও নির্বোধ। তারা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম কথা থেকে আবৃত্তি করবে। অথচ তাদের ঈমান তাদের গলদেশ অতিক্রম করবে না...'।[৪]

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) অন্যত্র বলেন,

يَخْرُجُ نَاسٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ لاَ يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهْمُ إِلَى فُوقِهِ. قِيلَ مَا سِيمَاهُمْ. قَالَ سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ. أَوْ قَالَ التَّسْبِيد-

'পূর্বাঞ্চল থেকে একদল লোকের আবির্ভাব ঘটবে। তারা কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেভাবে ধনুক শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়। তারা আর দ্বীনের মধ্যে ফিরে আসবে না, যেমনভাবে ধনুক ছিলায় ফিরে আসে না। বলা হ'ল, তাদের আলামত কি? তিনি বললেন, 'তাদের আলামত হচ্ছে মাথা মুণ্ডন করা'।[৫]

মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করে রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, 'অদূর ভবিষ্যতে আমার উম্মতের মধ্যে মতানৈক্য ও ফিরক্বা সৃষ্টি হবে। এমতাবস্থায় এমন এক সম্প্রদায় বের হবে, যারা সুন্দর ও ভাল কথা বলবে আর কাজ করবে মন্দ। তারা কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমনভাবে তীর শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়। তারা সৃষ্টির সবচেয়ে নিকৃষ্ট। ঐ ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং যুদ্ধে তাদের দ্বারা শাহাদত বরণ করবে। তারা মানুষকে আল্লাহ্র কিতাবের দিকে ডাকবে অথচ তারা আমার কোন আদর্শের উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়। যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, সে অপরাপর উম্মতের তুলনায় আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয় হবে'। ছাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! তাদের আলামত কী? তিনি বললেন, 'অধিক মাথা মুণ্ডন করা'।[৬]

খারেজী মতবাদ সৃষ্টির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট :

রাসূল (ছাঃ)-এর ইন্তিকালের পর তাঁর সকল ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত খারেজীরা আত্মপ্রকাশ করে। হিজরী ৩৭ সালে একটি ঘটনার মাধ্যমে তাদের সম্পর্কে সকল ধারণা স্পষ্ট হয়ে যায়। আলী (রাঃ)-এর শাসনামলে খলীফা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মুনাফিক ও খারেজীদের চক্রান্তে মুসলমানরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এক দল আলী (রাঃ)-এর এবং অন্য দল মু'আবিয়া (রাঃ)-এর পক্ষাবলম্বন করে। ক্রমে অবস্থা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের দিকে এগিয়ে যায়। অবশেষে ৬৫৭ সালের জুলাই মাসে 'ছিফ্ফীন' নামক স্থানে আলী (রাঃ)-এর সাথে মু'আবিয়া (রাঃ)-এর যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধকালে সমস্যার সমাধানের লক্ষে দু'জন বিচারক নির্ধারণ করা হয় এই মর্মে যে, তারা দু'জনে মুসলিম উম্মাহ্র কল্যাণের জন্য যে সিদ্ধান্ত দিবেন তা উভয় পক্ষ মেনে নিবে। আলী (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) এবং মু'আবিয়া (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে আমর ইবনুল আছ (রাঃ)-কে নির্ধারণ করা হয়। ঘটনাটি ইসলামের ইতিহাসে 'তাহকীম' বা সালিস নির্ধারণ নামে পরিচিত। যুদ্ধ শেষ

২. *বুখারী হা/৭৪৩২; মুসলিম হা/১০৬৪; মিশকাত হা/৫৮৯৪।*
৩. *মুসলিম হা/১০৬৩; ছহীহুল জামে' হা/৫৮৭৮।*
৪. *বুখারী হা/৬৯৩০; মিশকাত হা/৩৫৩৫।*
৫. *বুখারী হা/৭৫৬২।*
৬. *আবু দাউদ হা/৪৭৬৫; মিশকাত হা/৩৫৪৩, সনদ ছহীহ।*

হওয়ার পর শাম ও ইরাকের সকল ছাহাবীর ঐক্যমতে বিচার ব্যবস্থা পৃথকীকরণ এবং আলী (রাঃ)-এর কুফায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্তকে অমান্য করে তখনই আলী (রাঃ)-এর দল থেকে কিছু লোক বের হয়ে যায় এবং 'হারুরা' নামক প্রান্তরে এসে অবস্থান করে। তাদের সংখ্যা মতান্তরে ৬, ৮, ১২ অথবা ১৬ হাযার হবে। বিচ্ছিন্নতার সংবাদ পেয়ে আলী (রাঃ) দূরদর্শী ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে তাদের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি তাদের সংশয়গুলিকে বিচক্ষণতার সাথে খণ্ডন করায় বেরিয়ে যাওয়াদের মধ্য থেকে প্রায় ৪ অথবা ৬ হাযার লোক আলী (রাঃ)-এর আনুগত্যে ফিরে আসেন। অতঃপর আলী (রাঃ) কুফার মসজিদে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলে মসজিদের এক কোনায় 'লা হুকমা ইল্লা লিল্লাহ' 'আল্লাহ্র হুকুম ছাড়া কারো হুকুম মানি না' স্লোগানে তারা মসজিদ প্রকম্পিত করে তুলে। তারা আলী (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলে যে, আপনি বিচার ব্যবস্থা মানুষের হাতে তুলে দিয়েছেন! অথচ বিচারের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ্। আপনি সূরা আন'আমের ৫৭নং আয়াত (ان الحكم الا لله) 'আল্লাহ ব্যতীত কারো ফায়ছালা গ্রহণযোগ্য নয়'-এর হুকুম ভঙ্গ করেছেন। আল্লাহ্র বিধানের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের দরুন আপনি মুশরিক হয়ে গেছেন ইত্যাদি।

তাদের মতে আলী, মু'আবিয়া, আমর ইবনুল আছ সহ তাহকীমকে সমর্থনকারী সকল ছাহাবী কুফরী করেছেন এবং কাফের হয়ে গেছেন। অথচ সত্য হ'ল, মানুষের ফায়ছালার জন্য মানুষকেই বিচারক হ'তে হবে। আর ফায়ছালা হবে আল্লাহ্র আইন অনুসারে।

খারেজীরা নিজেদের এই নির্বুদ্ধিতাকে ধর্মীয় গোঁড়ামিতে রূপ দান করে এবং মুসলমানদের মাঝে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সূচনা করে। আলী (রাঃ) তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'তোমাদের ব্যাপারে আমরা তিনটি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ১. তোমাদেরকে মসজিদে আসতে আমরা নিষেধ করব না ২. রাষ্ট্রীয় সম্পদ হ'তে আমরা তোমাদের বঞ্চিত করব না ৩. তোমরা আগে ভাগে কিছু না করলে আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না।

কিছুদিন পর তারা সাধারণ মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে শুরু করে। তখন আব্দুল্লাহ বিন খাব্বাব (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর ফিৎনা সংক্রান্ত হাদীছ শুনালে তারা তাঁকে হত্যা করে। তাঁর গর্ভবতী স্ত্রীর পেট ফেড়ে বাচ্চা বের করে ফেলে দেয় এবং দু'টুকরো করে তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে। আলী (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন, 'আব্দুল্লাহ্কে কে হত্যা করেছে? জবাবে তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে বলে, আমরা সবাই মিলে হত্যা করেছি। এরপর আলী (রাঃ) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। যুদ্ধের আগে তিনি নিজে ইবনু আব্বাস ও আবু আইয়ূব (রাঃ) সহ তাদের সাথে কয়েক দফা আলোচনা করেন এবং তাদের সংশয়গুলিকে দূর করতঃ সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন।

আলী (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে খারেজীদের সংশয় সমূহের যথার্থ জবাব :

খারেজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পূর্বে আলী (রাঃ) তাদের বেরিয়ে যওয়ার কারণগুলি জানতে চাইলে তারা কিছু সংশয় উপস্থাপন করে এবং তিনি প্রত্যেকটির যথার্থ জবাব দেন। তাদের সংশয়গুলির সংক্ষিপ্ত জবাব নিম্নরূপ-

প্রথম সংশয় : উষ্ট্রের যুদ্ধে তাদের জন্য নারী ও শিশুদেরকে যুদ্ধবন্দী ও ক্রীতদাস হিসাবে গ্রহণ করার বৈধতা কেন দেওয়া হয়নি, যেমন দেওয়া হয়েছিল অর্থ-সম্পদের ক্ষেত্রে? আলী (রাঃ) জবাব দেন কয়েকটি দিক থেকে, (১) ত্বালহা ও যুবায়র (রাঃ) বায়তুল মাল থেকে যে সামান্য অর্থ নিয়েছিলেন তার বিনিময়ে তাদের জন্য মাল নেয়ার বৈধতা দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়াও তা ছিল খুবই সামান্য সম্পদ। (২) নারী ও শিশুরা তো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। তাছাড়াও তারা ইসলামী ভূমিতে বসবাসকারী মুসলিম। তারা মুরতাদ হয়েও যায়নি যে, তাদেরকে ক্রীতদাস হিসাবে গ্রহণ করা জায়েয হবে। (৩) তিনি তাদেরকে বলেন, 'আমি যদি নারী ও শিশুদেরকে ক্রীতদাস হিসাবে গ্রহণ করা বৈধ করতাম তাহ'লে তোমাদের মধ্যে কে আছে যে (উম্মুল মুমিনীন) আয়েশা (রাঃ)-কে নিজের অংশে ক্রীতদাস হিসাবে গ্রহণ করার যোগ্যতা রাখ?! তখন নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে তাদের মধ্যে অনেকেই সঠিক পথে ফিরে এসে আলী (রাঃ)-এর আনুগত্য মেনে নেয়।

দ্বিতীয় সংশয় : আলী (রাঃ) কেন মু'আবিয়া (রাঃ)-এর সাথে ছিফ্ফীনের সন্ধি চুক্তি লেখার সময় নিজের নামের প্রথমে 'আমীরুল মুমিনীন' কথাটি মুছে ফেলেন এবং তাঁর কথা মেনে নিলেন? তিনি জবাব দেন এই বলে যে, 'আমি তো তাই করেছি যা স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) হুদায়বিয়ার সন্ধিতে করেছিলেন। তিনি নিজের নামের প্রথম থেকে 'রাসূলুল্লাহ' শব্দটি কাফেরদের দাবী অনুযায়ী মুছে ফেলেন'।

তৃতীয় সংশয় : তিনি হকের পথে থাকার পরেও কেন তাহকীম বা শালিস নিয়োগ করলেন? এর জবাবে তিনি বলেন, 'হক্বের পথে থাকার পরেও রাসূল (ছাঃ) বানু কুরায়যা-এর ক্ষেত্রে সা'দ বিন মু'আয (রাঃ)-কে শালিস নিয়োগ করেছিলেন'।

চতুর্থ সংশয় : আলী (রাঃ) বলেছিলেন, 'আমি যদি খেলাফতের হকদার হয়ে থাকি, তাহ'লে তারা আমাকে খলীফা নির্বাচন করবে'। খারেজীদের দাবী তিনি নিজের খলীফা হওয়ার যোগ্যতার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছেন। এর জবাবে তিনি বলেন, 'এটা ছিল মু'আবিয়া (রাঃ)-এর প্রতি ইনছাফ করা। যেমন রাসূল (ছাঃ) নাজরানের নাছারাদেরকে মুবাহালার জন্য আহ্বান করেছিলেন তাদের প্রতি ইনছাফ প্রদর্শনের জন্য। এরপর তাদের অনেকেই নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে ফিরে আসে এবং তাঁর আনুগত্য মেনে নেয়। আর বাকীদের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করেন, যা

'নাহরাওয়ান' যুদ্ধ নামে পরিচিত। এতে তারা নয় জন ব্যতীত সকলেই নিহত হয়। পক্ষান্তরে আলী (রাঃ)-এর পক্ষের নয় জন শাহাদত বরণ করেন। এই যুদ্ধেই খারেজী নেতা আব্দুল্লাহ বিন ওহাব রাসবী নিহত হয়। যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে খারেজীরা পরাজিত হয় এবং তাদের ফিৎনাও সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। বলা হয়, সেদিন বেঁচে যাওয়া নয়জন খারেজীই বিভিন্ন দেশে তাদের বীজ বপন করে। পরাজিত খারেজীদের বংশধর ও অনুসারীরা এর পরেও বিভিন্ন সময় আত্মপ্রকাশ করে এবং ফিৎনা-ফাসাদ বাধানোর চেষ্টা করে। যদিও রাসূল (ছাঃ)-এর সময়ে ও পরবর্তীতে আবুবকর, ওমর ও ওছমান (রাঃ)-এর যুগে কিছু খারেজী আক্বীদার লোক ছিল, কিন্তু তাদের ফিৎনা সবচাইতে মারাত্মক আকার ধারণ করে আলী (রাঃ)-এর খিলাফতকালে। সেই থেকে যুগে যুগে বিভিন্ন নামে-বেনামে খারেজী দল বা ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে।

খারেজীদের কিছু বৈশিষ্ট্য ও আলামত :

১. তারা হবে নবীন, তরুণ ও নির্বোধ, অথচ নিজেদেরকে অনেক জ্ঞানী ভাববে।[৭] ২. তারা সর্বোত্তম কথা বলবে, কিন্তু সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ করবে।[৮] ৩. বাহ্যিকভাবে সুন্দর কথা বলবে।[৯] ৪. মুখে ঈমানের কথা বললেও তাদের অন্তরে ঈমানের লেশমাত্র থাকবে না।[১০] ৫. তাদের ঈমান ও ছালাত তাদের গ্রীবাদেশ অতিক্রম করবে না।[১১] ৬. পথভ্রষ্ট হওয়ার পর এরা আর ঈমানের দিকে ফিরে আসবে না। যেমন তীর আর ধনুকের ছিলাতে ফিরে আসে না।[১২] ৭. তারা হবে ইবাদতে অন্যদের চেয়ে অগ্রগামী কিন্তু নিজেদের ইবাদতের জন্য হবে অহংকারী। লোকেরা তাদের ইবাদত দেখে অবাক হবে।[১৩] ৮. তাদের নিদর্শন হ'ল, তাদের মাথা থাকবে ন্যাড়া।[১৪] ৯. তারা মুসলমানদের হত্যা করবে আর কাফের, মুশরিক ও মূর্তিপূজারীদের ছেড়ে দিবে।[১৫] ১০. তারা দ্বীনদারিতার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করবে, এমনকি দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাবে।[১৬] ১১. তারা মুসলিম শাসকদের নিন্দা করে, অপবাদ দেয় এবং তাদেরকে পথভ্রষ্ট ও কাফির বলে দাবী করে। যেমনটি খুওয়াইছারা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে করেছিল। ১২. তারা মানুষকে কিতাবুল্লাহ্র দিকে আহ্বান করবে। কিন্তু সে বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞানই থাকবে না। অর্থাৎ কিতাবুল্লাহ দিয়ে দলীল গ্রহণ করবে। কিন্তু না বুঝার কারণে দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে ভুল করবে।[১৭] ১৩. তারা ইবাদতের ক্ষেত্রে কঠোরতা আরোপ করবে।[১৮] ১৪. তারা সর্বোত্তম দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। যেমন আলী ও মু'আবিয়া (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে করেছিল।[১৯] ১৫. তারা তাদের নিহতদেরকে জান্নাতী মনে করে। যেমন তারা নাহ্রাওয়ানের যুদ্ধের ময়দানে পরস্পরকে 'জান্নাতমুখী' 'জান্নাতমুখী' বলে ডাকছিল'।[২০] ১৬. ওরা এমন জাতি যাদের অন্তরে রয়েছে বক্রতা।[২১] ১৭. মতভেদ ও মতানৈক্যের সময় এদের আবির্ভাব হবে।[২২] ১৮. তাদের উৎপত্তি পূর্ব দিক (ইরাক ও তৎসংলগ্ন) থেকে হবে।[২৩] ১৯. যেসব আয়াত কাফেরের জন্য প্রযোজ্য তারা সেগুলিকে মুমিনদের উপর প্রয়োগ করবে।[২৪] ২০. তাদের আগমন ঘটবে শেষ যামানায়।[২৫] ২১. তারাও কুরআন ও সুন্নাহ দিয়েই কথা বলবে কিন্তু অপব্যাখ্যা করবে।[২৬] ফলে তারা আলেমদের সাথে সবচেয়ে বেশী শত্রুতা পোষণকারী হবে। প্রতিপক্ষের বিরোধিতা করতে গিয়ে জাল হাদীছ পর্যন্ত রচনা করে।[২৭] ২২. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের নামে এ সম্পর্কিত শরী'আতের দলীলগুলিকে শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে থাকে। ২৩. তারা কেবল ভীতি প্রদর্শন সংক্রান্ত আয়াতগুলি দিয়ে দলীল গ্রহণ করে। কিন্তু ভাল কাজের পুরস্কার বা উৎসাহমূলক আয়াতগুলিকে পরিত্যাগ করে। ২৪. তারা আলেমগণকে মূল্যায়ন করবে না। নিজেদেরকেই বড় জ্ঞানী মনে করবে। যেমন খারেজীরা নিজেদেরকে আলী, ইবনু আব্বাস সহ সকল ছাহাবী (রাঃ)-এর চেয়ে জ্ঞানী দাবী করেছিল। ২৫. ওরা হুকুম লাগানোর ক্ষেত্রে তড়িঘড়ি করে।[২৮] ২৬. তারাই সর্বপ্রথম মুসলিমদের জামা'আত হ'তে বেরিয়ে গেছে এবং তাদেরকে পাপের কারণে কাফের সাব্যস্ত করেছে।[২৯] ২৭. তারা ক্বিয়াস (ধারণা বা অনুমান) ভিত্তিক কাজে বেশী বিশ্বাসী।[৩০] ২৮. তারা মনে করে যালেম শাসকের শাসন জায়েয নয়।[৩১] ৩০. ওরা মুখে আহলে ইল্মদের কথার বকওয়ায করে কিন্তু তার মর্মার্থ বুঝে

৭. *বুখারী হা/৩৬১১, ৫০৫৭, ৬৯৩৪; মুসলিম হা/২৪৬২, ২৪৬৯।*
৮. *মুসলিম হা/২৪৬২; আবুদাঊদ হা/৪৭৬৭; আহমাদ হা/২০৪৪৬।*
৯. *বুখারী হা/৫০৫৭।*
১০. *বুখারী হা/৩৪১৫।*
১১. *মুসলিম হা/২৪৬২।*
১২. *বুখারী হা/২৪৬২।*
১৩. *আহমাদ হা/১২৯৭২; ইবনু আবী আছিম, আস-সুন্নাহ হা/৯৪৫; আলবানী একে ছহীহ বলেছেন, যিলালুল জান্নাহ হা/৯৪৫।*
১৪. *বুখারী হা/৩৬১০; মুসলিম হা/২৪৫১; ইবনু মাজাহ হা/১৫৭।*
১৫. *বুখারী হা/৩৬১০; মুসলিম হা/২৪৫১।*
১৬. *বুখারী হা/৩৬১০; মুসলিম হা/২৪৫১; আহমাদ হা/৭০৩৮; ইবনু আবী আছিম, আস-সুন্নাহ, হা/৯২৯-৯৩০।*
১৭. *আবুদাঊদ হা/৪৭৬৫; আহমাদ হা/১৩৩৩৮; মিশকাত হা/৩৫৪৩; আলবানী ছহীহ বলেছেন, ছহীহুল জামে' হা/৩৬৬৮।*
১৮. *আহমাদ হা/১২৯৭২; বায়হাক্বী, মাজমা যাওয়ায়েদ ২২৯/৬; আলবানী ছহীহ বলেছেন, যিলালুল জান্নাহ হা/৯৪৫।*
১৯. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ৭/৩০৫।*
২০. *আল-বিদায়া ১০/৫৮৭।*
২১. *আলে-ইমরান ১০৬ নং আয়াতের তাফসীর, মুসনাদে আহমাদ হা/২২৩১৩।*
২২. *বুখারী হা/৬৯৩৩।*
২৩. *বুখারী হা/৭১২৩।*
২৪. *বুখারী, হুজ্জাত কায়েম হওয়ার পর খাওয়ারেজ ও মুলহিদদের হত্যা করা অধ্যায়, ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত।*
২৫. *আবুদাঊদ হা/৪৭৬৯।*
২৬. *বুখারী হা/৩৪১৫।*
২৭. *আল-খাওয়ারিজ আক্বীদাতান ওয়া ফিকরান ৫৪-৬৮ পৃঃ।*
২৮. *আল-খাওয়ারিজ আউয়ালুল ফিরাক্ব ফী তারীখিল ইসলাম পৃঃ ৩৭-৩৮ ও ১৪৬।*
২৯. *ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৭৯/৩৪৯, ৭/৩।*
৩০. *আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল ১১৬/১।*
৩১. *মাকালাতুল ইসলামিয়্যিন ২০৪/১।*

না।[৩২] ৩০. ওরা লোকদেরকে মুসলিম সমাজ হ'তে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আহ্বান জানায়। ফলে তারা নিজেরা মাদরাসা, শিক্ষা ইন্সটিটিউট, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী চাকুরী এবং মুসলমানদের সাথে বসবাস করা পরিহার করে।[৩৩] ৩১. তারা আত্মহত্যার মাধ্যমে এবং অন্যকে হত্যার মাধ্যমে সীমালংঘন করতঃ রক্তপাত ঘটাবে। ৩২. যতবারই তাদের আবির্ভাব হবে, ততবারই তারা ধ্বংস হবে। এভাবে রাসূল (ছাঃ) বিশ বার বলেন।[৩৪] ৩৪. ভূপৃষ্ঠে সর্বদাই খারেজী আক্বীদার লোক থাকবে এবং সর্বশেষ এদের মাঝেই দাজ্জালের আবির্ভাব হবে।[৩৫] ৩৫. তারা হবে সর্বনিকৃষ্ট সৃষ্টি।[৩৬]

খারেজীদের বিষাক্ত ছোবলে কলংকিত ইসলামের ইতিহাস :

খলীফা আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর সময় খারেজীরা মাথাচাড়া দিতে পারেনি। কিন্তু আবু লু'লু নামক জনৈক অগ্নিপূজক বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে গোপনে মদীনায় প্রবেশ করে। ২৩ হিজরীর ২৬শে যিলহজ্জ তারিখে ওমর (রাঃ) ফজরের ছালাতে ইমামতি করছিলেন, এমন সময় সে ছদ্মবেশে প্রথম কাতারে অবস্থান নেয়। অতঃপর সুযোগ বুঝে তীক্ষ্ণ তরবারী দ্বারা তিন অথবা ছয়বার তাঁর কোমরে আঘাত করে। তিনদিন পর তিনি শাহাদত বরণ করেন। ফলে চরমপন্থী তৎপরতার পুনরুত্থান ঘটে। উল্লেখ্য, ঐ দিন সে আরো ১৩ জন ছাহাবীকে আঘাত করে। তন্মধ্যে ৯ জন শাহাদত বরণ করেন। ঐ ঘাতক পালিয়ে যেতে না পেরে নিজের অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করে।

ইহুদী আব্দুল্লাহ বিন সাবার ষড়যন্ত্রে খারেজী চরমপন্থীদের হাতেই ৩৫ হিজরীর ১৮ই যিলহজ্জ তারিখ জুম'আর দিন রাসূল (ছাঃ)-এর জামাতা ৮২ বছর বয়সী ওছমান (রাঃ) নির্মমভাবে শাহাদত বরণ করেন। নাহরাওয়ানের যুদ্ধে বেঁচে যাওয়া খারেজীরা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ প্রস্তুতি গ্রহণ করে। অতঃপর তারা আলী (রাঃ)-কে হত্যা করার জন্য গোপনে আব্দুর রহমান বিন মুলজামকে ঠিক করে। অনুরূপভাবে মু'আবিয়া (রাঃ)-এর কে হত্যা করার জন্য বারাক বিন আব্দুল্লাহকে এবং আমর ইবনুল আছ (রাঃ)-কে হত্যা করার জন্য আমর বিন বাকরকে নির্বাচন করে। এভাবে তারা একই দিনে হত্যা করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে বেরিয়ে পড়ে। আব্দুর রহমান বিন মুলজাম তার দু'জন সহযোগী ওরদান ও শাবীবকে সঙ্গে নিয়ে ৪০ হিজরীর ১৭ই রামাযান জুম'আর রাতে কূফায় গমন করে। ফজরের সময় আলী (রাঃ)-এর বাড়ীর দরজার আড়ালে অস্ত্র নিয়ে ওঁৎ পেতে থাকে। তিনি বাড়ী থেকে বের হয়ে যখন 'ছালাত' 'ছালাত' বলে মানুষকে ডাকতে ডাকতে মসজিদের দিকে যাচ্ছিলেন, তখনই তারা আলী (রাঃ)-এর মাথায় অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। এতে তাঁর দাড়ি রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়। তৎক্ষণাৎ তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এ সময় আলী (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে ঐ রক্তপিপাসু বলেছিল, لا حكم إلا لله ليس لك يا علي ولا لأصحابك، 'হে আলী! আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান নেই। তোমার জন্যও নেই এবং তোমার সাথীদের জন্যও নেই হে আলী'। তাকে হত্যা করার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলে شحذته أربعين صباحا وسألت الله أن أقتل به شر خلقه، 'আমি চল্লিশ দিন যাবৎ তরবারিকে ধার দিয়েছি এবং আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করেছি, আমি যেন এই অস্ত্র দ্বারা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তিকে হত্যা করতে পারি' *(না'উযুবিল্লাহ)*।

আলী (রাঃ) বলেছিলেন, আমি মারা গেলে তোমরা তাকে হত্যা করবে। আর বেঁচে থাকলে আমিই যা করার করব। কিন্তু তিনদিন পর ৪০ হিজরীর ২১শে রামাযান ৬৩ বা ৬৪ বছর বয়সে তিনি শাহাদত বরণ করেন। ঐ দিন একই সময় মু'আবিয়া (রাঃ)-কে আঘাত করলে তিনি প্রাণে বেঁচে যান। আমর ইবনুল আছ (রাঃ) ভীষণ অসুস্থ থাকায় তিনি সেদিন মসজিদে আসতে পারেননি। ফলে তিনি বেঁচে যান। তবে তাঁর স্থলাভিষিক্ত ইমাম খারেজাহ ইবনু আবী হাবীবাকে ঐ ঘাতক হত্যা করে। এভাবেই খারেজীরা খুলাফায়ে রাশেদার মত জান্নাতী ও বিশিষ্ট ছাহাবীগণের প্রাণনাশ ঘটিয়ে ইসলামের সোনালী ইতিহাসকে কলংকিত করে।

খারেজীদের অপব্যাখ্যা ও তার জবাব :

খারেজীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য কুরআন ও হাদীছ বুঝার ক্ষেত্রে সালাফে ছালেহীন-এর বুঝকে উপেক্ষা করে নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা করা। নিম্নে তাদের অপব্যাখ্যার কিছু নমুনা জবাব সহ আলোচিত হ'ল।-

এক : আল্লাহ বলেন, هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ 'তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমাদের কেউ কাফির এবং কেউ মুমিন' *(তাগাবুন ৬৪/২)*। অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে কাফির ও মুমিন দু'ভাগে সীমাবদ্ধ করেছেন। আর ফাসিকরা মুমিন নয়। সুতরাং তারা কাফির।

জবাব : এ আয়াত দ্বারা মানুষকে কেবল দু'ভাগের মাঝে সীমাবদ্ধ করা হয়নি। কেননা আরও এক প্রকার মানুষ রয়েছে, তারা হ'ল পাপী। আর দু'প্রকার উল্লেখ করার কারণে বাকিগুলিকে অস্বীকার করা বুঝায় না। তাছাড়া এখানে বলা হয়েছে, কিছু মানুষ কাফির আর কিছু মুমিন। এর বাস্তবতা নিয়েও কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এটা বুঝায় না যে, পাপী মুমিনেরা কাফির যেমন দাবী করেছে খারেজীরা।

দুই : রাসূল (ছাঃ) বলেন,

لاَ يَزْنِى الزَّانِىْ حِيْنَ يَزْنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ

---

৩২. *আশ-শারী'আহ ২৮ পৃঃ।*
৩৩. *দিরাসাতুন আনিল ফিরাক্ব ওয়া তারীখিল মুসলিমীন পৃঃ ১৩৪।*
৩৪. *ইবনু মাজাহ হা/১৭৪; আলবানী হাসান বলেছেন, ছহীহুল জামে' হা/৮১৭২; আরনাঊত্ব ছহীহ বলেছেন, মুসনাদ ৩৯৮/৯।*
৩৫. *ইবনু মাজাহ হা/১৭৪; আলবানী একে হাসান বলেছেন, ছহীহা হা/২৪৫৫।*
৩৬. *মুসলিম হা/২৪৬৯, ২৪৫৭।*

حِيْنَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيْهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ‘কোন ব্যভিচারী যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তখন সে মুমিন থাকে না। সে মুমিন থাকা অবস্থায় মদ পান করতে পারে না। সে মুমিন থাকা অবস্থায় চুরি করতে পারে না। ছিনতাইকারী যখন প্রকাশ্যে ছিনতাই করে, আর লোক অসহায় ও নিরূপায় হয়ে তার দিকে শুধু তাকিয়ে থাকে, তখন সে মুমিন থাকে না’।[৩৭]

তারা এ হাদীছটি দ্বারা কবীরা গোনাহকারীকে ঈমান থেকে পুরোপুরি খারিজ দাবী করে।

জবাব : বিদ্বানগণ এ হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে যে ব্যক্তি উল্লিখিত পাপগুলিকে হালাল মনে করে করবে তার ক্ষেত্রে এটি বলা হয়েছে। অথবা হাদীছে ঈমান দ্বারা পরিপূর্ণ ঈমানদার নয় বুঝানো হয়েছে। এ হাদীছে উল্লিখিত পাপের কারণে যদি দ্বীন থেকে খারিজ উদ্দেশ্য হ’ত, তাহ’লে তার জন্য শুধু ‘হদ’ জারি করাই যথেষ্ট মনে করা হ’ত না। এজন্যই যুহরী (রহঃ) এ ধরনের হাদীছ সম্পর্কে বলেন, ‘তোমরা এগুলিকে প্রয়োগ কর যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীগণ প্রয়োগ করতেন। অন্য হাদীছে এসেছে, আবু যার (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘যদি কোন বান্দা বলে, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং এর উপরেই মৃত্যুবরণ করে, তাহ’লে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম, যদি সে যেনা করে এবং চুরি করে তবুও? তিনি বললেন, যদিও সে যেনা করে এবং চুরি করে। এভাবে আমি তিন বার বললাম, প্রত্যেকবার তিনি একই উত্তর দিলেন। চতুর্থবার বললেন, ‘যদিও আবু যারের নাক ভূলুণ্ঠিত হয়...’।[৩৮]

তিন : মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ ‘যে সব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী ফায়ছালা করে না তারা কাফির’ *(মায়েদা ৫/৪৪)*। তাদের দাবী এ আয়াত সকল প্রকার পাপীকে অন্তর্ভুক্ত করে। কেননা তারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী ফায়ছালা করে না। সুতরাং তাদের কাফের হওয়া ওয়াজিব হয়ে যায়।

জবাব ঃ অত্র আয়াতটি তাদের জন্য প্রযোজ্য, যারা আল্লাহ্র বিধানকে অস্বীকার করে এবং গায়রুল্লাহ্র বিধান দিয়ে ফায়ছালা করাকে বৈধ মনে করে। কিন্তু যে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান রাখে এবং স্বীকার করে যে, তাঁর বিধান সত্য, তাহ’লে সে কাফির নয়, সে পাপী হিসাবে গণ্য হবে কুফরীর সুস্পষ্ট প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত। সারা পৃথিবীতে যখন মুসলিম উম্মাহ বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। নেতৃত্বসহ নানাবিধ বিষয় নিয়ে শতধাবিভক্ত। এমনি করুণ মুহূর্তে এ বিদ‘আতী খারেজী দলের তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। মুসলিম শাসকদের দোষ-ত্রুটির কারণে তাদেরকে কাফের, মুরতাদ ফৎওয়া দেওয়া এবং তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা খারেজীদের ধর্ম। এই বিষয়টি এত ধ্বংসাত্মক যে, আপনি প্রত্যেকটা আক্বীদার কিতাব খুলে দেখুন মুসলিম শাসকদের অন্যায় বা যুলুম-অত্যাচার সত্ত্বেও সৎকাজে তাদের প্রতি অনুগত থাকা এবং কোন মতেই বিদ্রোহ না করার কথা বলা হয়েছে।

চার ঃ মহান আল্লাহ বলেন, ان الحكم إلا لله ‘আল্লাহ ছাড়া কারো হুকুম নেই’ *(ইউসুফ ৪০/৬৭)*। খারেজীরা অজ্ঞতাহেতু এ আয়াতের অপব্যাখ্যা করে বলে, মানুষকে শালিস নিয়োগ করা কুরআন পরিপন্থী এবং কুফরী। এর জবাবে আলী (রাঃ) বলেছিলেন, كلمة حق أريد بها باطل ‘কথা সত্য, কিন্তু উদ্দেশ্য খারাপ’। কেননা মানুষের ফায়ছালা মানুষই করবে, আর তা হবে আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী *(নিসা ৪/৩৫; মায়েদা ৫/৯৫)*।

খারেজী আক্বীদা বনাম আহলেহাদীছদের আক্বীদা :

কবীরা গোনাহগার সম্পর্কে : খারেজীদের মতে, মানুষ হয় মুমিন, নয় কাফির। একই বান্দার মাঝে ছওয়াব ও শাস্তি জমা হ’তে পারে না। তাই প্রত্যেক কবীরা গোনাহ কুফরী। আর কবীরা গোনাহগার কাফির। যে কোন মুসলিম কবীরা গোনাহ করলে তার সমস্ত নেক আমল বরবাদ হয়ে যায় এবং সে মুরতাদ হয়ে যায় ও কুফরীতে প্রবেশ করে। এ অবস্থায় অথবা একবার মিথ্যা বলে ছগীরা গোনাহ করে তওবা না করে মারা গেলে সে মুশরিক ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী। যারা কবীরা গোনাহ করে তওবা করে না, তাদেরকে হত্যা করা তারা বৈধ মনে করে।

আহলেহাদীছদের আক্বীদা : কবীরা গোনাহগার কাফের নয়। সে চিরস্থায়ী জাহান্নামীও নয়। তাকে হত্যা করাও জায়েয নয়। যদি সে তওবা না করে মারা যায়, তাহ’লে আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন। তিনি তাকে ক্ষমাও করতে পারেন, আবার শাস্তিও দিতে পারেন। সে চিরস্থায়ী জাহান্নামীও নয়। বরং অপরাধের শাস্তি ভোগ করার পর আল্লাহ্র দয়ায় আবার সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সে কবীরা গোনাহের কারণে অসম্পূর্ণ মুমিন অথবা ফাসেক। কিন্তু ঈমানের কারণে সে মুমিন। এটিই খারেজীদের চরমপন্থা এবং মু‘তাযিলা ও মুরজিয়াদের চরম শিথিলতার বিপরীতে মধ্যমপন্থী আক্বীদা। মহান আল্লাহ্ কবীরা গোনাহকারীদেরকে মুমিন হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ‘যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তাহ’লে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে’ *(হুজুরাত ৪৯/৯)*। এ আয়াতের তাফসীরে হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন,

فسماهم مؤمنين مع الاقتتال، وبهذا استدل البخاري وغيره

৩৭. *বুখারী হা/৬৭৭২; মুসলিম হা/৫৭; মিশকাত হা/৫৩।*
৩৮. *বুখারী হা/৫৮২৭; মুসলিম হা/৯৪; মিশকাত হা/২৬।*

على أنه لايخرج عن الإيمان بالمعصية وإن عظمت، لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم.

'পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাদেরকে মুমিন নামকরণ করেছেন। এ আয়াত দ্বারা ইমাম বুখারী ও অন্যান্য বিদ্বানগণ দলীল গ্রহণ করেছেন যে, পাপের কারণে সে ঈমান থেকে বের হয়ে যায় না, যদিও পাপ বড় হয়। বিষয়টি এমন নয় যেমন খারেজী ও তাদের দোসররা বলে'।

ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন,

فسمى الله هؤلاء مؤمنين مع ما وقع بينهم من القتال الذي يعد من أكبر الكبائر، ومن بين أنهم لم يخرجوا من الإيمان بالكلية.

'তারা পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে যা সবচেয়ে বড় গোনাহের অন্তর্ভুক্ত, তবুও আল্লাহ তাদেরকে মুমিন নামকরণ করেছেন। এতদসত্ত্বেও তারা ঈমান থেকে পুরোপুরি বের হয়ে যায়নি। এজন্যই ইমাম মালেক (রহঃ) বলতেন, أهل الذنوب أي الكبائر مؤمنون مذنبون 'কবীরা গোনাহকারীরা পাপী মুমিন'।

শাসক ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে : খারেজীদের মতে, কোন মুসলিম শাসক যদি তাদের মানহাজ না মানে অথবা ফাসেকী ও যুলুম করে, তাহ'লে তার জন্য ক্ষমতায় থাকা বৈধ নয়। এমন শাসকের আনুগত্য করাও জায়েয নয়। তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করা ওয়াজিব। তার অধীনে সরকারী চাকুরী, সরকারী বাসভবনে বসবাস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করা জায়েয নয়। তার অধীনস্থ রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা কর্মী ও আইন-শৃংখলা বাহিনীকে হত্যা করা জায়েয। তাদের মতে কোন মুসলিম বিচারক যদি আল্লাহ্র বিধান মতে বিচার না করেন, তাহ'লে তিনি অবশ্যই কাফের। তাকে হত্যা করা জায়েয, যদি তিনি তওবা না করেন।

আহলেহাদীছদের আক্বীদা : ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন, 'আমীর ও শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকে আমরা জায়েয মনে করি না, যদিও তারা যুলুম করে। আমরা তাদের অভিশাপও করি না, আনুগত্য হ'তে হাত গুটিয়ে নেই না। তাদের আনুগত্য আল্লাহ্র আনুগত্য সাপেক্ষে ফরয, যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্র অবাধ্যতার আদেশ দেয়। আমরা তাদের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য দো'আ করব'।

কুরআন-সুন্নাহ সম্পর্কে : যে সকল সুন্নাত তাদের দাবী অনুযায়ী কুরআনের বাহ্যিক অর্থ বিরোধী মনে হয়, তারা তা অস্বীকার করে। ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, 'তারা কুরআনের অপব্যাখ্যা করে'। তারা সুন্নাতকে প্রত্যাখ্যান করতঃ ব্যভিচারীকে রজম করার বিধান অস্বীকার করে।

আহলেহাদীছদের আক্বীদা : কুরআন-সুন্নাহ দু'টিই অহী। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه... 'জেনে রাখো! আমি কুরআন প্রাপ্ত হয়েছি ও তার ন্যায় আরেকটি বস্তু'...।[৩৯] হাদীছ কুরআনের ব্যাখ্যা স্বরূপ। মহান আল্লাহ্ বলেন, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ 'আমরা আপনার নিকটে 'যিকর' নাযিল করেছি, যাতে আপনি লোকদের উদ্দেশ্যে নাযিলকৃত বিষয়গুলি তাদের নিকট ব্যাখ্যা করে দেন এবং যাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করে' *(নাহ্ল ১৬/৪৪)*। সুতরাং এ দু'য়ের মাঝে কোন বৈপরীত্য নেই।

নবী-রাসূলগণ সম্পর্কে : খারেজীদের কোন কোন দল নবী-রাসূলগণের দ্বারাও ছগীরা ও কবীরা গোনাহ সংঘটিত হওয়াকে জায়েয মনে করে। তাই তাদের মতে কোন নবীকেও কবীরা গোনাহের কারণে কাফের বলা যায়। যতক্ষণ না তিনি তওবা করে ফিরে আসেন *(নাঊযুবিল্লাহ)*। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'খারেজীরা রাসূল (ছাঃ)-এর ক্ষেত্রে যুলুম এবং তিনি তাঁর সুন্নাতের ক্ষেত্রে ভ্রষ্ট এমন অপবাদ আরোপ করা জায়েয করেছে। আর তাঁর আনুগত্য ও ইত্তেবা করা ওয়াজিব মনে করত না'। নবী-রাসূলগণ সম্পর্কে খারেজীদের এমন আক্বীদা কুফরীর শামিল।

ছাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে : তাদের মতে ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) কবীরা গোনাহ ও কুফরী করেছেন। তারা ওছমান (রাঃ)-কে কাফের ও মুরতাদ মনে করত এবং তাকে হত্যাকারীদের প্রশংসা করত। যেমন তারা আলী, মু'আবিয়া, আমর ইবনুল আছ, আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) সহ যে সকল ছাহাবী শালিস নিয়োগ করাকে সমর্থন করেছেন তাদেরকে কাফের ও মুরতাদ ঘোষণা করতঃ তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করেছিল।

আহলেহাদীছদের আক্বীদা : ছাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে খারেজীদের যে আক্বীদা তা স্পষ্টত ফাসেকী। কেননা, 'আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট তারাও তাঁর উপর সন্তুষ্ট' *(মায়েদা ৫/১১৯)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা আমার ছাহাবীগণকে গালি দিও না। সেই সত্ত্বার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের কেউ যদি ওহোদ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণ দান করে তবুও তা তাদের এক অঞ্জলি বা অর্ধাঞ্জলি দানের সমতুল্য হবে না।

পরকালে শাফা'আত সম্পর্কে : তারা কবীরা গোনাহকারীর জন্য শাফা'আতকে অস্বীকার করে। তাদের দাবী শাফা'আত কেবল মুত্তাক্বীদের জন্য। তাদের মতে যাকে একবার জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী থাকবে।

আহলেহাদীছদের আক্বীদা : খারেজীদের এমন আক্বীদা স্পষ্ট সুন্নাহ বিরোধী। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমার শাফা'আত আমার উম্মতের মধ্যে যারা কবীরা গোনাহগার তাদের জন্য'।[৪০]

---

৩৯. আহমাদ হা/১৭২১৩।

৪০. আবু দাউদ হা/৪৭৩৯; ইবনু মাজাহ হা/৪৩১০; মিশকাত হা/৫৫৯৯, সনদ ছহীহ।

খারেজীদের বিধান :

দুনিয়াবী বিধান : খারেজীদের হুকুম সম্পর্কে বিদ্বানগণের ভিন্ন ভিন্ন মত পাওয়া যায়। অনেকেই মনে করেন তারা কাফের। তাদের দলীল- যুল খুওয়াইছারার ঘটনা, তাদের দ্বীন থেকে বের হয়ে যাওয়া মর্মে বর্ণিত হাদীছ সমূহ এবং আলী, মু'আবিয়া সহ প্রমুখ বিশিষ্ট ছাহাবীগণের সাথে তাদের ন্যক্কারজনক আচরণ। আবার অনেকেই বলেন, তারা ফাসিক ও বিদ'আতী। কারণ কাউকে ইসলাম বহির্ভূত বলা সহজ বিষয় নয়। তবে স্পষ্ট কুফরী প্রমাণিত হ'লে তা ভিন্ন কথা। মোদ্দাকথা হ'ল, তাদের কথা, কর্ম ও আক্বীদার ভিত্তিতে তাদের ওপর হুকুম প্রযোজ্য হবে। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত হ'তে বহির্ভূত'। ইমাম শাতেবী (রহঃ) বলেন, 'ফিরক্বা নাজিয়া ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বিরোধিতা করায় তাদেরকে ভ্রষ্ট দল হিসাবে ধরা হয়'। সালাফে ছালেহীন যদিও তাদেরকে কাফের বলেন না। তবে তাদেরকে হাদীছে বর্ণিত ৭২টি ভ্রান্ত দলের একটি গণ্য করেন।

পরকালীন বিধান : রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'খারেজীরা জাহান্নামের কুকুর'।[৪১]

উপসংহার : খারেজীদের সম্পর্কে ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন,

إذ لو قووا هؤلاء لأفسدوا الأرض كلها عراقا وشاما، ولم يتركوا طفلا ولا طفلة ولا رجلا ولا امرأة : لأن الناس عندهم قد فسدوا فسادا لا يصلحهم إلا القتل جملة.

'যদি খারেজীরা শক্তিশালী হয় তথা ক্ষমতা পায়, তখন তারা ইরাক ও শামের সর্বত্র ফাসাদ সৃষ্টি (মুসলমানদেরকে তাকফীর ও হত্যা...ইত্যাদি) করে বেড়াবে। তারা কোন ছেলে শিশু, মেয়ে শিশু এবং নারী-পুরুষ কাউকে রেহাই দিবে না। কেননা তাদের আক্বীদা হ'ল, মানুষ এমনভাবে ফাসাদে লিপ্ত হয়েছে যে, তাদেরকে সামগ্রিকভাবে হত্যা করা ব্যতীত তারা সংশোধিত হবে না। খারেজীদের ভয়ানক রূপ সম্পর্কে ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন,

لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم، لا اليهود ولا النصارى، فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم، مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم، وقتل أولادهم، مكفرين لهم، وكانوا متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة.

'মুসলমানদের জন্য তাদের চাইতে ক্ষতিকর আর কেউ ছিল না। ইহুদীও নয়, নাছারাও নয়। কেননা যেসকল মুসলিম তাদেরকে সমর্থন করেনি, তারা তাদেরকে হত্যা করতে সদা তৎপর ছিল। মুসলমানদের রক্ত ও সম্পদ এবং তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করা হালাল মনে করে তাদেরকে কাফের গণ্য করে। এরপরেও তাদের ব্যাপক অজ্ঞতা ও ভ্রষ্ট বিদ'আত সত্ত্বেও তারা নিজেদেরকে দ্বীনদার মনে করত।

অতএব পথভ্রষ্ট খারেজী দল ও তাদের ভ্রান্ত আক্বীদা সমূহ থেকে বিরত থাকা প্রত্যেক মুমিনের জন্য আবশ্যক আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুণ-আমীন!

ইসমাইল এন্ড ব্রাদার্স
ISMAIL & BROTHERS
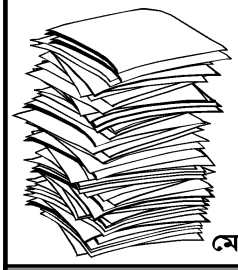
দেশী-বিদেশী যাবতীয় কাগজ, বোর্ড, খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতা
ফোন :০২৫-৭৩৯০৬০৫
মোবাইল : ০১১৯০-৮৬৯৮৮৬
৬/৭, জুমরাইল লেন, (আরমানীটোলা), নয়াবাজার, ঢাকা-১১০০

রফিক লেমিনেশন
প্রোঃ মুহাম্মাদ রবিউল ইসলাম
ডিলার : বসুন্ধরা ও পার্টেক্স পেপার
পরিবেশক : টোকা ইনক বাংলাদেশ
এখানে সব ধরনের কাগজ, অফসেট প্রেসের কালি, প্লেট, মোজা, ব্ল্যাংকেট এবং যাবতীয় কেমিক্যাল সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হয়। এছাড়াও বইয়ের কভার, ম্যাগাজিন কভার, লেবেল, কার্টুন লেমিনেটিং করা হয়।
যোগাযোগ
৩৮/৩৯, হকার্স মার্কেট, (নিউ মার্কেট), রাজশাহী।
মোবাইল- ০১৭১৬-০৭৭৭৮৪
তাবলীগী ইজতেমা'১৭ সফল হোক

ORIENT
Medical & Dental Books
Medical IHT
Dental Genetics
Pharmacy Biochemistry
MATS
মেডিকেল কলেজের নতুন-পুরাতন বই ক্রয়-বিক্রয় করা হয়
কুরিয়ারের মাধ্যমে বই পাঠানো হয়
Orient Binding & Photostat
Thesis, Report, Spiral, Offset print, Screen Print , Photocopy, Laminating
আত-তাহরীকের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনায়
সমবায় সুপার মার্কেট, মালোপাড়া, রাজশাহী।
মোবা : ০১৭১১-০১৪৩০৭, ০১৭২৩-৩৪১৫০৭, ০১১৯০-৯৪৬৫৭৩।

৪১. *ইবনু মাজাহ হা/১৭৩, সনদ ছহীহ।*

Contents

দাজ্জাল : ভ্রান্তি নিরসন

*আহমাদুল্লাহ**

ভূমিকা : ক্বিয়ামতের আলামত সমূহের অন্যতম হ'ল দাজ্জালের আবির্ভাব। সে ক্বিয়ামতের পূর্বে বের হয়ে আসবে। হাদীছে তার সম্পর্কে সবিস্তার বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে কেউ কেউ দাজ্জালের আবির্ভাবের কথা ফলাও করে প্রচার করছে। আবার তাদের দাবীর পক্ষে কুরআন-হাদীছের দলীলও পেশ করছে। যা সর্বৈব মিথ্যা। এসব মিথ্যা প্রচারের ফলে জনমনে সৃষ্ট ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে এবং দাজ্জাল সম্পর্কে সঠিক বিষয় তুলে ধরার জন্যই এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

দাজ্জালের পরিচয় : দাজ্জালের পুরো নাম 'মাসীহুদ দাজ্জাল'। মাসীহ : এর অর্থ সম্পর্কে হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, يُقَالُ إِنَّهُ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِكَوْنِهِ يَمْسَحُ الْأَرْضَ وَقِيلَ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ 'বলা হয় যে, তাকে এই নামে নামকরণ করা হয়েছে, কারণ সে পৃথিবী ধ্বংস করবে। কারো মতে, যেহেতু তার এক চোখ কানা থাকবে তাই এ নামে তাকে নামকরণ করা হয়েছে'।[১]

দাজ্জালের বৈশিষ্ট্য :

১. দাজ্জাল খুরাসান হ'তে বের হবে।[২] ২. দাজ্জালের সাথে পানি ও আগুন থাকবে। তার আগুন হবে ঠাণ্ডা পানি এবং তার পানি হবে আগুন।[৩] ৩. দাজ্জালের ডান চোখ কানা হবে। যেন তা ফোলা আঙ্গুর।[৪] ৪. দাজ্জাল স্থূলকায়, লাল বর্ণের, কোঁকড়ানো চুল বিশিষ্ট হবে।[৫] ৫. দাজ্জালের দু'চোখের মাঝখানে কাফির শব্দটি লেখা থাকবে।[৬] ৬. দাজ্জাল মক্কা-মদীনাতে প্রবেশ করতে পারবে না।[৭] ৭. দাজ্জাল মধ্য বয়স্ক যুবক হবে। সে শাম ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্থানে আবির্ভূত হবে।[৮] ৮. সে চল্লিশ দিন বা চল্লিশ মাস বা চল্লিশ বছর অবস্থান করবে। এরপর আল্লাহ ঈসা (আঃ)-কে প্রেরণ করবেন। তিনি দাজ্জালকে হত্যা করবেন।[৯]

দাজ্জাল সম্পর্কে ভ্রান্ত আক্বীদা ও তা পর্যালোচনা :

অনেকেই দাজ্জালের দেহবিশিষ্ট 'ব্যক্তি' হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেন। তারা দাজ্জাল বলতে 'ইহুদী-খৃষ্টান সভ্যতা'কে উদ্দেশ্য করেন। সম্প্রতি মোহাম্মাদ বায়েজীদ খান লিখিত 'দাজ্জাল? ইহুদী-খৃস্টান সভ্যতা!' শিরোনামে একটি বই প্রচার করা হচ্ছে। বইটির মূল প্রতিপাদ্য হ'ল- ইহুদী-খৃষ্টান সভ্যতাই দাজ্জাল। সেখানে অনেক ভুল তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতিপয় তথ্য বিশ্লেষণ সহ নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

(১) '৪৭৬ বছর আগেই দাজ্জালের জন্ম হোয়েছে এবং সে তার শৈশব, কৈশোর পার হোয়ে বর্ত্তমানে যৌবনে আছে...'।[১০]

জবাব : কোন যঈফ বা জাল হাদীছেও দাজ্জালের বয়স সম্পর্কে বলা হয়নি। দাজ্জালের জন্ম তারিখ বা সন কোন হাদীছে বর্ণিত হয়নি।

(২) 'মহাশক্তিধর পাশ্চাত্য বস্তুবাদী সভ্যতাই হচ্ছে আল্লাহ্র রাসুল বর্ণিত সেই নির্দিষ্ট দাজ্জাল'।[১১]

জবাব : এটি মনগড়া ও কপোলকল্পিত দাবী। কোন নির্দিষ্ট সভ্যতাকে দাজ্জাল বলার দলীল নেই। এমনকি ইহুদী-খৃষ্টান সভ্যতাকে দাজ্জাল আখ্যায়িত করা স্রেফ মিথ্যাচার বৈ কিছুই নয়। কারণ হাদীছে দাজ্জালের দৈহিক বর্ণনা ও অবস্থানকাল বর্ণিত হয়েছে। অথচ হাদীছের বিরোধিতা করে ইহুদী-খৃষ্টান সভ্যতাকে দাজ্জাল বলা হচ্ছে। যার পক্ষে কোন আয়াত কিংবা ছহীহ বা হাসান হাদীছ নেই।

(৩) 'তেমনি অনেক সত্য হাদীছও সত্য হওয়া সত্ত্বেও এসনাদের অভাবে বাদ পোড়ে গেছে। কোন একটি বিষয়ে পূর্ণ ধারণা করার জন্য প্রয়োজন ঐ বিষয়টি সম্বন্ধে সহিহ, হাসান, দয়ীফ, এমন কি পরিত্যক্ত হাদীছও পর্যালোচনা করে একটি সম্যক ধারণা করা। তাতে ঐ বিষয়টি সম্বন্ধে একটি পূর্ণ চিত্র মনে ফুটে ওঠে। দাজ্জাল সম্বন্ধে আলোচনাতেও আমি এই নীতিই গ্রহণ করেছি, যদিও ভিত্তি অবশ্যই রয়েছে ছহিহ হাদীছগুলির ওপর'।[১২]

জবাব : এটি হাস্যকর ও অজ্ঞতাপ্রসুত দাবী। সত্য হাদীছ ইসনাদের (সনদের) অভাবে বাদ পড়ে গেছে মর্মে দাবী করার অর্থ হ'ল আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে হেফাযত করতে ব্যর্থ হয়েছেন (নাঊযুবিল্লাহ)। যঈফ, জাল, পরিত্যক্ত হাদীছ দ্বারা কোন বিষয়ের সম্যক ধারণা পেতে হবে, এটিও একটি বাতিল চিন্তাধারা। আমরা জানি যে, নবী করীম (ছাঃ) এবং ছাহাবাদের মধ্যে পরিত্যক্ত, বাতিল হাদীছ ছিল না। তাই বলে কি ছাহাবীগণ ইসলাম সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা অর্জন করেননি? তিনি যদিও ছহীহ হাদীছকে ভিত্তি করার দাবী করেছেন। কিন্তু স্বীয় দাবী মোতাবেক একটি ছহীহ হাদীছও পেশ করতে সক্ষম হননি।

(৪) 'কিন্তু তার সময়ের মানুষের শিক্ষার স্বল্পতার জন্য তাঁকে বাধ্য হোয়ে দাজ্জালকে রূপকভাবে বর্ণনা করতে হয়েছে'।[১৩]

পর্যালোচনা : (ক) মুহাম্মাদ (ছাঃ) দাজ্জালের বিষয়টি 'মাজাযী' বা রূপকভাবে বর্ণনা করেছেন বলে কোন দলীল নেই। (খ)

---

* সৈয়দপুর, নীলফামারী।

১. *ফাতহুল বারী ৬/৪৭২।*
২. *মুসনাদে আবী ইয়ালা হা/৩৪; তিরমিযী হা/২২৩৭; ইবনু মাজাহ হা/৪০৭২, সনদ ছহীহ।*
৩. *বুখারী হা/৭১৩০; মুসলিম হা/২৯৩৪।*
৪. *বুখারী হা/৭১২৩।*
৫. *বুখারী হা/৭১২৮।*
৬. *বুখারী হা/৭১৩১; মুসলিম হা/২৯৩৩।*
৭. *বুখারী হা/১৮৮১; মুসলিম হা/২৯৪৩।*
৮. *মুসলিম হা/২৯৩৭।*
৯. *মুসলিম হা/২৯৪০।*
১০. *দাজ্জাল? ইহুদী-খৃষ্টান সভ্যতা, পৃঃ ১, তওহীদ প্রকাশন।*
১১. *ঐ পৃঃ ৩।*
১২. *ঐ।*
১৩. *ঐ পৃঃ ৪।*

অত্র উক্তি দ্বারা তিনি ছাহাবীদেরকে স্বল্প শিক্ষিত বলে দাবী করেছেন, যা আদবের খেলাফ ও চরম ভ্রান্তিমূলক। কারণ শরী'আত সম্পর্কে ছাহাবীগণ সর্বাধিক অবহিত ছিলেন।

(৫) 'কিন্তু সে রূপক বর্ণনা আজ পরিষ্কারভাবে ধরা দিয়েছে, যদিও আমাদের প্রায়ান্ধ দৃষ্টির জন্য সে বর্ণনাও আমরা বুঝতে সক্ষম হোচ্ছি না'...।[১৪]

পর্যালোচনা : নবীর বাণীর মর্ম এতদিন গোপন ছিল (?)। আজ তার অন্তর্নিহিত মর্ম পরিষ্কার হয়েছে টাঙ্গাইলের একজন সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তির নিকটে (?)।* উক্ত দাবী একেবারেই হাস্যকর ও উদ্ভট দাবী। ঐ উক্তিতে সকল স্তরের মানুষদেরকে 'প্রায়ান্ধ' বলে তুচ্ছ করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছেন বায়েজীদ খান। যাদের মধ্যে ইমাম, মুহাদ্দিছ, মুফাসসির, ফক্বীহ সবাই শামিল। এটা মূলতঃ লেখকের অপরিপক্ক জ্ঞান ও অনুর্বর মস্তিষ্কের চিন্তা-ধারার ফসল।

(৬) 'আল্লাহর রসুল একে দাজ্জাল নামে অভিহিত কোরেছেন। কিন্তু এটা কোন নাম নয়, এটা একটা বর্ণনা, অর্থাৎ বিষয়টার বর্ণনা'।[১৫]

পর্যালোচনা : এটাও অজ্ঞতাসুলভ হাস্যকর দাবী। রাসূল (ছাঃ) দাজ্জাল নামের একজন ব্যক্তির কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। 'দাজ্জাল' কোন বর্ণনা নয়। বরং এটি ব্যক্তির নাম। কোন নাম আর বর্ণনা এক নয়।

'দাজ্জালের পরিচিতি' *(পৃঃ ২৯)* শিরোনামে লেখক কতগুলি হাদীছ এনেছেন। যেমন-

হাদীছ-১ : 'দাজ্জাল ইহুদী জাতির মধ্যে থেকে উত্থিত হবে এবং ইহুদী ও মুনাফেকরা তার অনুসারী হবে' *(পৃঃ ২৯)*।

পর্যালোচনা : তিনি এখানে ইহুদী ও মুনাফেক্বের কথা বলে সেটি রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি সম্বন্ধ করেছেন এবং মুসলিমের দলীল প্রদান করেছেন। অথচ ছহীহ মুসলিমে এমন কোন হাদীছ নেই। বরং يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِيْ أُمَّتِيْ 'আমার উম্মতের মধ্য হ'তে দাজ্জাল বের হবে' এমনটিই বলা হয়েছে।[১৬] অন্য হাদীছে এসেছে যে, 'ইহূদীগণ তার অনুসারী হবে'। কিন্তু ছহীহ মুসলিমের কোথাও 'দাজ্জাল ইহূদীর মধ্য হ'তে হবে' বলে কোন হাদীছ নেই। এভাবে তিনি হাদীছ বিকৃত করেছেন ও তথ্যসূত্র ভুল উল্লেখ করেছেন।

হাদীছ-২ : 'দাজ্জাল নিজেকে মানুষের রব, প্রভু বোলে ঘোষণা কোরবে এবং মানবজাতিকে বোলবে তাকে রব বলে স্বীকার কোরে নিতে' *(পৃঃ ৩০)*।

পর্যালোচনা : এ হাদীছটি বর্ণনা করার পর তিনি উদ্ভট কিছু ব্যাখ্যা প্রদান করে এটি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, পাশ্চাত্যের ইহুদী-খ্রীষ্টানই অত্র হাদীছে উদ্দেশ্য। তিনি কোন হাদীছের নম্বর বা অনুচ্ছেদ, অধ্যায় উল্লেখ করেননি। আরবী ইবারতও লিখেননি। স্রেফ 'বুখারী' লিখে দিয়েছেন। ছহীহুল বুখারীর দাজ্জাল বিষয়ক হাদীছগুলিতে অত্র উক্তি সম্বলিত কোন হাদীছ আমরা অবগত হ'তে পারিনি।[১৭]

হাদীছ-৩ : 'দাজ্জালের বাহনের দুই কানের দূরত্ব হবে সত্তর হাত' *(পৃঃ ৩১)*।

পর্যালোচনা : এখানে উদ্ধৃতি হিসাবে বায়হাক্বী ও মিশকাতের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। অত্র হাদীছটির সনদ ও মতন হ'ল-

مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِيْ عَتَّابِ الْمَدِيْنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِـيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَخْرُجُ الـدَّجَّالُ عَلَى حِمَارٍ أَقْمَرَ، مَا بَيْنَ أُذُنَيْهِ سَبْعُوْنَ بَاعًا-

'দাজ্জাল সাদা (সবুজ মিশ্রিত) রং-এর গাধায় চড়ে বের হবে। তার দু'কানের মাঝে সত্তর হাত (প্রসারিত দু'বাহু পরিমাণ) দূরত্ব থাকবে'।[১৮]

(১) শায়খ আলবানী (রহঃ) একে অত্যন্ত দুর্বল বলেছেন।[১৯]

(২) শায়েখ যুবায়ের আলী যাঈ বলেছেন, এটা আমি পাইনি। বায়হাক্বী একে 'আল-বা'ছু ওয়ান-নুশূর' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন (যা আমি পাইনি)। বুখারী একে আত-তারীখুল কাবীর গ্রন্থে (১/১৯৯) বর্ণনা করেছেন। তবে এর সনদ যঈফ।[২০]

গ্রহণযোগ্য হাদীছে বলা হয়েছে-

يَخْرُجُ الدَّجَّالُ عَلَى حِمَارٍ رِجْسٌ عَلَـى رِجْـسٍ 'দাজ্জাল একটি অপবিত্র গাধার উপর চড়ে বের হবে। নাপাকির উপর নাপাকি (যার পুরোটাই নাপাকিতে ভরপুর থাকবে)'।[২১]

হাদীছ-৪ : *'দাজ্জালের গতি হবে অতি দ্রুত। সে বায়ু তাড়িত মেঘের মত আকাশ দিয়ে উড়ে চোলবে' (পৃঃ ৩২)*।

পর্যালোচনা : তিনি নাওয়াস বিন সাম'আন (রাঃ)-এর বর্ণনায় মুসলিম ও তিরমিযীর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। মুসলিমে এমন কোন হাদীছ নেই। বরং মুসলিমে আছে, قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَـا إِسْرَاعُهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَكَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الـرِّيحُ، 'বাতাসের প্রবাহ মেঘমালাকে যেভাবে হাঁকিয়ে নিয়ে যায় তার গতি হবে তেমন'।[২২] অন্য হাদীছে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, إِنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ، عَيْنُهُ طَافِئَةٌ، كَأَنِّي أُشَبِّهُهُ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْـنِ قَطَـنٍ 'সে

১৪. ঐ, *পৃঃ ৪।*

* *তিনি গ্রামের স্কুল হ'তে পড়াশোনা শেষ করে করটিয়া সাদত কলেজ পড়াশোনা করেন। এরপরে তিনি কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে অধ্যয়ন করেন। এই হল লেখকের ইসলামী পড়াশোনা ও গবেষণার প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থা!।-লেখক।*

১৫. ঐ।

১৬. *ছহীহ মুসলিম হা/২৯৪০, 'ফিতনা ও ক্বিয়ামতের আলামত' অধ্যায়-৫২, অনুচ্ছেদ-২৩।*

১৭. *ছহীহুল বুখারী হা/৭১২২-৭১৩৪, ৬/৩৫৩-৩৫৭, 'কিতাবুল ফিতান'।*

১৮. *তাখরীজু আহাদীছিল মারফূ'আহ হা/১৭১; মিশকাত হা/৫৪৯৩; আত-তারীখুল কাবীর, ক্রমিক ৬১৩।*

১৯. *যঈফা হা/১৯৬৮।*

২০. *মিশকাতুল মাছাবীহ হা/৫৪৯৩, ৩/২৭৮।*

২১. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৩৭৫৩৬, সনদ হাসান।*

২২. *মুসলিম হা/২৯৩৭; তিরমিযী হা/২২৪০।*

হবে মধ্যবয়সী যুবক। তার চোখ হবে ফোলা আঙ্গুরের ন্যায়। যেন আমি তার মধ্যে আব্দুল উয্যা বিন ক্বাত্বান-এর সাদৃশ্য পাচ্ছি *(ঐ)*। এখানে দাজ্জালকে স্পষ্টভাবে মানুষ বলা হ'ল। তাকে মানুষের সাথে সাদৃশ্যও দেয়া হ'ল। এরপরও দাজ্জালকে মানুষ হিসাবে অস্বীকার করার কোন কারণ থাকতে পারে না।

হাদীছ-৫ : *'আল্লাহর রসুল বোলেছেন- দাজ্জালের আদেশে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হবে' (পৃঃ ৩৩)*।

তাহক্বীক্ব : এখানেও তিনি উপরোল্লিখিত নাওয়াস বিন সাম'আনের হাদীছটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এতে আছে, إِنَّــهُ شَابٌّ قَطَطٌ، عَيْنُهُ طَافِئَةٌ[২৩] এখানে স্পষ্টভবে বলা হয়েছে যে, দাজ্জাল একজন মধ্যবয়স্ক যুবক হবে যে চল্লিশ দিন থাকবে। অথচ এই কথাটিকে গোপন রেখে স্রেফ পানি বর্ষণের বিষয়টি তুলে ধরে তিনি ধোঁকা দিয়েছেন।

হাদীছ-৬ : *'দাজ্জালের কাছে রেযকের বিশাল ভাণ্ডার থাকবে। সেখান থেকে সে যাকে ইচ্ছা তাকে দেবে। যারা তার বিরোধিতা কোরবে তাদের সে ঐ ভাণ্ডার থেকে রেযক দেবে না। এইভাবে সে মোসলিমদের অত্যন্ত কষ্ট দিবে। যারা দাজ্জালকে অনুসরণ কোরবে তারা আরামে থাকবে আর যারা তা কোরবে না তারা কষ্টে থাকবে' (পৃঃ ৩৪)*।

পর্যালোচনা : এখানে তিনি বুখারী এবং মুসলিমের উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। ছহীহ বুখারীতে এই ভাষার কোন হাদীছ নেই। মুসলিমেও এমন সরাসরি উক্তি নেই যাকে নবীর কথা বলে চালানো যায়।

হাদীছ-৭ : *'দাজ্জালের ডান চোখ অন্ধ হবে' (পৃঃ ৩৫)*।

পর্যালোচনা : তিনি এখানে বুখারী ও মুসলিমের উদ্ধৃতি পেশ করেছেন।

(১) বুখারীতে আছে- নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'এরপর আমি তাকাতে থাকলাম, হঠাৎ দেখতে পেলাম, একজন ব্যক্তি স্থূলকায় লাল বর্ণের, কোঁকড়ানো চুল, এক চোখ অন্ধ, চোখটি যেন ফোলা আঙ্গুরের ন্যায়'।[২৪] অত্র হাদীছে রাসূল (ছাঃ) 'রাজুল' তথা 'পুরুষ মানুষ' শব্দটি উল্লেখ করেছেন। অতঃপর স্থূলকায়, লাল বর্ণ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। যা প্রমাণ করে যে দাজ্জাল নিঃসন্দেহে একজন মানুষ। এগুলিকে পরিহার করে নিজের মনগড়া দাবীর পক্ষে একরাশ মিথ্যচারকে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে লেখক হাদীছের খণ্ডিত অংশ উপস্থাপন করে বানোয়াট ব্যাখ্যার অবতারণা করেছেন।

(২) (ক) ছহীহ মুসলিমে আছে, 'আর আমি একজন পুরুষকে দেখলাম, লালবর্ণ...[২৫] হাদীছটির ইবারত-

وَرَأَيْتُ وَرَاءَهُ رَجُلًا أَحْمَرَ، جَعْدَ الرَّأْسِ، أَعْوَرَ الْعَيْنِ الْيُمْنَى، أَشْبَهُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ ابْنُ قَطَنٍ، فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ–

'আমি তার পিছনে একজন লালবর্ণের, ঘন-কেশের পুরুষ মানুষকে দেখলাম। যার একটি চোখ অন্ধ। আমি যাকে দেখেছি সে ইবনু ক্বাত্বান-এর ন্যায়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ কে? তারা বলল, মাসীহুদ দাজ্জাল'।[২৬]

(খ) মুসলিম (রহঃ) লিখেছেন, فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَــرُ، جَــسِيْمٌ، جَعْدُ الرَّأْسِ، أَعْوَرُالْعَيْنِ، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، قُلْتُ: مَــنْ هَذَا؟ قَالُوا: الدَّجَّالُ، 'হঠাৎ একজন লালবর্ণের, মোটা, ঘন-কেশের পুরুষ মানুষকে দেখলাম। যার একটি চোখ অন্ধ, চোখটি যেন ফোলা আঙ্গুরের ন্যায়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই ব্যক্তি কে? তারা বলল, মাসীহুদ দাজ্জাল'।[২৭]

(গ) ইমাম মুসলিম (রহঃ) হাদীছ বর্ণনা করেছেন, الــدَّجَّالُ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى، جُفَالُ الشَّعَرِ، مَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ، فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ 'দাজ্জালের বাম চোখ কানা ও ঘন চুলের অধিকারী হবে। তার সাথে জান্নাত ও জাহান্নাম থাকবে। তার জাহান্নামই হ'ল (প্রকৃত) জান্নাত এবং তার জান্নাত হ'ল (প্রকৃত) জাহান্নাম'।[২৮]

বুখারী ও মুসলিমের উপরোল্লিখিত চারটি হাদীছের মধ্যে দাজ্জালকে মানুষ বলে অভিহিত করা হয়েছে। এরপরও একে অস্বীকার করে 'ইহুদী-খ্রীষ্টান সভ্যতা'কে দাজ্জাল বলা অন্যায় ও জঘন্য মিথ্যাচার।

হাদীছ-৮ : *'আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক দাজ্জালের অনুসরণ কোরবে' (পৃঃ ৪৬)*।

পর্যালোচনা : তিনি দলীল হিসাবে 'শারহুস সুন্নাহ'র উদ্ধৃতি পেশ করেছেন। হাদীছটি হ'ল-

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَتْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا عَلَيْهِمُ السِّيجَانُ–

আবূ সাঈদ খুদরী বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার উম্মতের মধ্য হ'তে সত্তর হাযার লোক দাজ্জালকে অনুরণ করবে'।[২৯]

তাহক্বীক্ব : এ হাদীছটি অত্যন্ত যঈফ।

---

২৩. *মুসলিম হা/২৯৭০।*
২৪. *বুখারী হা/৭১২৮।*
২৫. *মুসলিম হা/১৬৯, 'মাসীহ ইবনে মারইয়াম ও মাসীহ দাজ্জালের বর্ণনা অনুচ্ছেদ' 'ঈমান অধ্যায়'।*
২৬ *মুসলিম হা/১৬৯।*
২৭. *মুসলিম হা/১৭১।*
২৮. *মুসলিম হা/২৯৩৪, 'দাজ্জালের উল্লেখ এবং তার বৈশিষ্ট্য' অনুচ্ছেদ, 'ফিতনা ও ক্বিয়ামতের আলামত সমূহ' অধ্যায়।*
২৯. *বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ হা/৪২৬৫; মিশকাত হা/৫৪৯০।*

(১) শায়েখ আলবানী (রহঃ) এটিকে যঈফ বলেছেন।[৩০] তিনি বলেন, ضعيف جداً بلفظ أمـــتي 'আমার উম্মত' শব্দ যোগে (এটি) অত্যন্ত দুর্বল। তিনি আরো বলেছেন, قلت: وهـــذا إسناد ضعيف جداً؛ أبو هارون اسمه: عمارة بن جُوَين، قال الحافظ في التقريب متروك، ومنهم من كذبـــه 'আমি বলেছি, সনদটি খুবই যঈফ। আবূ হারূণের নাম হ'ল উমারাহ বিন জুয়াইন। হাফেয ইবনে হাজার 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেছেন, তিনি মাতরূক। তিনি মিথ্যুকদের অন্যতম।[৩১]

(২) শায়েখ যুবায়ের আলী যাঈ (রহঃ) বলেছেন, 'এর সনদ খুবই দুর্বল। বাগাবী এটি শারহুস সুন্নাহ *(হা/৪২৬৫, ১৫/১২)* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এতে 'আবূ হারূন আল-আবদী' নামক মাতরূক রাবী রয়েছেন। যিনি মিথ্যার দোষে অভিযুক্ত। আর মুসলিমের হাদীছটি *(হা/২৯৪৪)*-এর বিরোধী'।[৩২]

(৩) মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেছেন, قِيلَ: فِـــي سَنَدِهِ أَبُو هَارُونَ وَهُـــوَ مَتْـــرُوكٌ 'বলা হয়েছে, এর সনদের মধ্যে আবূ হারূণ রয়েছেন। আর তিনি মাতরূক'।[৩৩] এটি ছহীহ মুসলিমের হাদীছের সরাসরি বিরোধী- আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেছেন, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ قَالَ: يَتْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ يَهُودِ أَصْبَهَانَ، سَبْعُونَ أَلْفًـــا عَلَـــيْهِمُ الطَّيَالِسَةُ 'ইস্পাহানের সত্তর হাযার ইহুদী দাজ্জালের অনুসরণ করবে। যাদের পরনে ত্বায়ালিসাহ (এক ধরনের পোষাক) থাকবে।[৩৪] অতএব সত্তর হাযার উম্মত তাকে অনুসরণ করবে- এটি ভ্রান্ত দাবী।

হাদীছ-৯ : *'দাজ্জালের শক্তি, প্রভাব ও প্রতিপত্তি পৃথিবীর সমস্ত মাটি ও পানি (ভূ-ভাগ ও সমুদ্র) আচ্ছন্ন কোরবে। সমস্ত পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ চামড়া দিয়ে জড়ানো একটি বস্তুর মত তার করায়ত্ত হবে' (পৃঃ ৪৮)*।

পর্যালোচনা : এমন কোন হাদীছ আমরা খুঁজে পাইনি। তবে একটি হাদীছ এর কাছাকাছি- وَإِنَّهُ سَيَظْهَرُ عَلَى الْأَرْضِ كُلِّهَا إِلاَّ الْحَرَمَ، وَبَيْتَ الْمَقْـــدِسِ 'আর অচিরেই দাজ্জাল হারাম ও বায়তুল মাক্বদেস ব্যতীত সমগ্র যমীনকে জয় করবে'।[৩৫] যা হাদীছে নেই তাকে রাসূলের প্রতি সম্বন্ধ করা হারাম। এটি জঘন্যতম মিথ্যাচার।

(১) আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে রয়েছে, يَخْـــرُجُ الدَّجَّالُ فَيَتَوَجَّهُ قِبَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 'দাজ্জাল বের হবে এবং সে একজন মুমিন ব্যক্তির প্রতি মনোনিবেশ করবে'।[৩৬] দাজ্জাল সেই লোকটিকে হত্যাও করবে। লেখকের দাবী মোতাবেক দাজ্জালের আবির্ভাবের ৪৭৬ বছর হয়ে গিয়েছে *(পৃঃ ১)*। তাহ'লে দাজ্জাল এই লোকটিকে এখনো হত্যা করল না কেন?

(২) বুখারীর অসংখ্য স্থানে 'মাসীহুদ দাজ্জাল' শব্দটি এসছে। তন্মধ্যে একটি হাদীছে এসেছে- وَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ، أَعْوَرِ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ 'আর একজন মধ্য বয়স্ক পুরুষ মানুষকে দেখলাম যার বাম চোখ কানা যেন তা ফোলা আঙ্গুরের ন্যায়'।[৩৭] অত্র হাদীছে স্পষ্টভাবে 'মাসীহুদ দাজ্জাল'কে পুরুষ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

(৩) মুসলিমের অসংখ্য স্থানেই 'মাসীহুদ দাজ্জাল' শব্দটি এসেছে। তবে বুখারীর উপরোক্ত হাদীছটি *(হা/৫৯০২)* ছহীহ মুসলিমেও আছে।[৩৮]

(৪) আবূদাঊদের একাধিক স্থানে 'মাসীহুদ দাজ্জাল' শব্দটি এসেছে। একটি হাদীছে এসেছে, إِنَّ مَسِيْحَ الدَّجَّالِ رَجُـــلٌ قَـــصِيْرٌ 'নিশ্চয়ই মাসীহ দাজ্জাল একজন খাটো মানুষ *(হা/৪৩২০)*। লেখকের উদ্ধৃত উবাদাহ বিন ছামেত বর্ণিত এই হাদীছেও একেবারেই স্পষ্ট ভাষায় দাজ্জালকে 'একজন খাটো মানুষ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

উপসংহার : দাজ্জালের বিষয়ে মুসলমানদেরকে ফিৎনায় ফেলা কিছু মানুষের উদ্দেশ্য ছিল। ফলে তারা এ বিষয়ে মিথ্যা প্রচারণা আরম্ভ করে। সাথে সাথে হাদীছের অপব্যাখ্যা করে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে অপপ্রয়াস চালায়। তাই তাদের খপ্পর থেকে বেঁচে থাকার জন্য মুসলমানদেরকে সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন।-আমীন!

---

৩০. *তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৫৪৯০।*
৩১. *যঈফাহ হা/৬০৮৮।*
৩২. *তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৫৪৯০, ৩/২৭৭।*
৩৩. *মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৮/৩৪৮১।*
৩৪. *মুসলিম হা/২৯৪৪।*
৩৫. *হাকেম, আল-মুসতাদরাক হা/১২৩০।*
৩৬. *মুসলিম হা/২৯৩৮।*
৩৭. *বুখারী হা/৫৯০২।*
৩৮. *হা/১৬৯, 'ঈমান অধ্যায়' অনুচ্ছেদ-৭৫।*

আপনার স্বর্ণালংকারটি ২২/২১ বা ১৮ ক্যারেট আছে কি..?
পরীক্ষার রিপোর্ট সহ খরিদ করে সমাজকে অপরাধ মুক্ত করুন।

আমরা আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু সাতক্ষীরাতে সর্ব প্রথম স্বর্ণের ক্যারেট মাপা মেশিন এনেছি। আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মেশিনে অলঙ্কারের সঠিক ক্যারেট জেনে খরিদ করুন।

সম্পূর্ণ হালাল ব্যবসা নীতি অনুসরণে আমরা সেবা দিয়ে থাকি

AL-BARAKA JEWELLERS-2
আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু

এখানে সকল প্রকার অলঙ্কার এক্স-রে করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়।

২/৫ নিউ মার্কেট, সাতক্ষীরা (প্রথম গেটের বাম হাতে ৫ নং দোকান) ফোন : ০৪৭১-৬২৫৪৪
মোবাইল : ০১৭১১-০১৮৫২৯, ০১৭১৬-১৮১৩৪৫
E-Mail: albarakajewellers2@gmail.com

বর্তমান পরিস্থিতিতে ইমামদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

*মূল (উর্দূ) : ড. রহমাতুল্লাহ সালাফী**

*অনুবাদ : তানযীলুর রহমান***

আজকের ফিৎনাপূর্ণ ও দুর্যোগময় সময়ে পৃথিবীর অবস্থা অত্যন্ত বিশৃঙ্খল। মানবতা আহাজারি করছে। ভয়-ভীতির এমন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে যে, জাতি চরমপন্থীদের থেকে বহু দূর-দূরান্তে আত্মরক্ষায় বাধ্য হচ্ছে। অন্যায়-অত্যাচার এবং চরমপন্থার সীমা এতদূর ছাড়িয়ে গেছে যে, ধর্ম ও রাজনীতি চরমপন্থার বলির পাঠা হচ্ছে। পৃথিবীতে যে জাতি নিরপরাধ, তাদেরকে রক্তপিপাসু ও অত্যাচারী আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। আর যারা অত্যাচারী ও ত্রাস সৃষ্টিকারী তারা নিজেদেরকে নিষ্পাপ এবং নিজেদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডকে আত্মরক্ষামূলক পদক্ষেপ হিসাবে বিশ্বাস করাতে সদা তৎপর রয়েছে। সমগ্র পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা ও ভয়-ভীতির এক আশ্চর্য পরিবেশ বিরাজমান। ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া সব জায়গায় অবস্থা ক্রমান্বয়ে খারাপের দিকে যাচ্ছে। বিশেষতঃ মুসলিম বিশ্বে (সিরিয়া ও ইরাক) ইসলামের নামে হিংস্র খেলা চলছে। কোথাও আইএস বা ইসলামিক স্টেটের অন্তরালে যুলুম-নির্যাতন ও বর্বরতা প্রদর্শন করা হচ্ছে। আবার কোথাও শী'আ ইযমের প্রসারের জন্য আলেমদেরকে হত্যা, মসজিদগুলিকে ধ্বংস এবং মন্দির ও গীর্জাগুলিকে আবাদ করা হচ্ছে। এই দুই ধারার বিপরীতে ইউরোপ ও আমেরিকা আরেক রকম চরমপন্থার মহোৎসব চালাচ্ছে। এদের সকলের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ইসলামকে ধ্বংস করা এবং মুসলমানদেরকে খতম করা।

বর্তমান যুগে মুসলমানরা যেমন বৈদেশিক বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন, তেমনি অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও অগণিত সামাজিক অনাচারে নিমজ্জিত ও পরিবেষ্টিত রয়েছে। মদ্যপান, জুয়াখেলা, অশ্লীলতা, বিলাসিতা, ব্যভিচার ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। বিয়ে-শাদীতে তিলক ও যৌতুকের মত হিন্দুয়ানী প্রথাকে লজ্জাজনক মনে করা হয় না। শিরক-বিদ'আত ও কুসংস্কারের বন্যা প্রবাহকে থামানোর নাম নেয় না। মোটকথা মুসলিম জাতি সবদিক থেকেই মুছীবত, দুঃখ ও বিপদের সম্মুখীন। তাদেরকে এসব ফিৎনা থেকে মুক্তি দেয়া অত্যন্ত যরূরী। শুধুমাত্র আলেম, সম্মানিত ইমাম ও মহান সংস্কারকগণই এই প্রয়োজন পূরণ করতে পারেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর জাতির সংস্কারের দায়িত্ব অর্পণ করে তাদেরকে বড় মর্যাদায় অভিসিক্ত করেছেন এবং তাদের অধিকার রক্ষা করা ও তাদের আনুগত্য করাকে আবশ্যক করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর ও তোমাদের মধ্যকার আমীরের আনুগত্য কর' *(নিসা ৪/৫৯)*।

প্রকাশ থাকে যে, শারঈ বিষয়ে হকপন্থী আলেম-ওলামা, ফকীহ ও সম্মানিত ইমামদের অনুসরণ করতে হয়। তারা সৎ কাজ করার ও তা প্রচারের এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার যে আদেশ দিবেন, তার অনুসরণ ও আনুগত্য করতে হবে। ব্যক্তি ও সমাজ সংশোধনে যে পদক্ষেপই তারা গ্রহণ করবেন তার অনুসরণ আবশ্যক হবে। কেননা এটা তাদের অধিকার। তবে হ্যাঁ, তারা যদি আল্লাহ্র অবাধ্যতার হুকুম দেন তাহ'লে তাদের অনুসরণ করা যাবে না। কেননা আল্লাহ্র অবাধ্যতায় তাদের আনুগত্যের অধিকারই আল্লাহ দেননি। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَ طَاعَةَ فِى مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوفِ 'পাপের কাজে কোন আনুগত্য নেই। আনুগত্য কেবল ভাল কাজে'।[১]

ইসলামের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে জানা যায় যে, সমাজ সংস্কারে আলেম-ওলামা এবং মসজিদের ইমামগণ কার্যকর ভূমিকা পালন করেছেন। প্রত্যেক যুগে ধর্ম ও জাতির সংস্কারকগণ সমাজকে দুঃখ-বেদনা ও বিপদ থেকে মুক্ত করে তাদেরকে সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন।

বর্তমান অবস্থা যখন ওলট-পালট ও অস্থির, মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে হত্যা ও হামলা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে, হররোজ বোমা বিস্ফোরণ ও আত্মঘাতী হামলা চলছে, এসব বিস্ফোরণের ফলে নিরাপরাধ মানুষ নিহত হচ্ছে, সম্পদ বিনষ্ট হচ্ছে, সরকারী ও বেসরকারী ধন-সম্পদ নষ্ট করা হচ্ছে, গোঁড়ামি, সংকীর্ণতা ও অসহিষ্ণুতার বিষাক্ত পরিবেশ বিরাজ করেছে সর্বত্র। এমন নাযুক পরিস্থিতিতে আলেম-ওলামা, ইমাম, ধর্ম ও জাতির সংস্কারকদের দায়িত্ব হ'ল- জাতি ও সমাজ সংশোধনের কাজ আজ থেকেই শুরু করা। সেজন্য যেসব পদক্ষেপ নেয়া দরকার তা গ্রহণ করা। কেননা শান্তি ও নিরাপত্তা ছাড়া সুখী সমাজ গঠন অসম্ভব। যেখানে শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করবে, সেখানে জান, মাল, মান-সম্মান নিরাপদে থাকবে। আর যেখানে বিশৃঙ্খলা, প্রোপাগাণ্ডা, অনিয়ম ও ভয়-ভীতি বিদ্যমান থাকবে সেখানে ফরয ও হক আদায়ও নিয়মানুযায়ী সম্পাদিত হবে না। বরং সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় জান-মাল ও পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন থাকবে। নিরাপত্তার গুরুত্ব, বড়ত্ব ও উপকারিতার প্রেক্ষাপটে হযরত ইবরাহীম (আঃ) এই সারগর্ভ দো'আ করেছিলেন- رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا 'হে আমার পালনকর্তা! আপনি এই স্থানকে শান্তির নগরীতে পরিণত করে দিন' *(বাক্বারাহ ২/১২৬)*। আল্লাহ তা'আলা এই শহরে এমন শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, আজ গোটা পৃথিবীতে সঊদী শাসন ব্যবস্থাকে উদাহরণ হিসাবে পেশ করা হয়ে থাকে।

* *কাঠিহার, বিহার, ভারত।*
** *শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১. *বুখারী হা/৭২৫৭; মুসলিম হা/১৮৪০।*

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! মুসলমানদের আমলগত ত্রুটি, উশৃঙ্খল চিন্তা-ভাবনা এবং নৈতিক দেওলিয়াপনা দূর করা সময়ের সবচেয়ে বড় দাবী। এজন্য মসজিদের ইমাম এবং দ্বীন ও ঈমানের পাহারাদারদেরকে কর্মসূচী নির্ধারণ করে সামনে অগ্রসর হ'তে হবে এবং তদনুযায়ী আক্বীদা ও আমল সংশোধন করতে হবে। নিম্নে কতগুলি পয়েন্ট উল্লেখ করা হচ্ছে, যার আলোকে ইমামগণ বর্তমান সময়ের চাহিদা পূরণ ও নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে পারে।

(১) ব্যক্তি ও সমাজের আমল ও আক্বীদা সংশোধনের জন্য ব্যক্তিগত ও সামাজিক সবদিক থেকেই জোরালো প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ, দাওয়াত ও তাবলীগ, জুম'আর খুৎবা, দরসে কুরআন, দরসে হাদীছ, মাসিক, পাক্ষিক অথবা সাপ্তাহিক দাওয়াতী কর্মসূচীর মাধ্যমে লোকজনকে সংশোধন করতে হবে। নেশা বন্দের আন্দোলন চালিয়ে মানুষদেরকে নেশার কুফল ও ধ্বংসকারিতা সম্পর্কে জানাতে হবে। যৌতুক ও তিলকের মত রসম-রেওয়াজকে নির্মূল করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং বলতে হবে যে, ইসলামে যৌতুক দেওয়া ও নেওয়া হারাম। নবীর সুন্নাত, রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ এবং ছাহাবায়ে কেরামের কর্মপদ্ধতিতে কোথাও এর কোন প্রমাণ নেই।

(২) নেশাখোর, যৌতুক লোভী এবং অন্যান্য অপরাধে জড়িত ব্যক্তিদেরকে নিবৃত্ত করার জন্য সমাজের মণ্ডল ও সরদারদের সাথে সম্মিলিতভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে হবে যে, এমন লোকদের বিবাহ-শাদী, বিপদ-মুছীবতে আমরা সহযোগিতা করতে পারব না। কারণ আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ 'তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে একে অপরকে সাহায্য করো না' *(মায়েদাহ ৫/২)*।

যখন অপরাধীদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করা হবে তখন তারা সংশোধন হবে ইনশাআল্লাহ। কিন্তু সমাজপতিরা যদি তাদের সাথে এরূপ আচরণ না করে বরং তাদের সাথে একাকার হয়ে যায়, তাহ'লে নিম্নোক্ত হাদীছটি পুনরায় পড়া এবং চিন্তা-ভাবনা করা উচিত যে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সামনে তারা কি জবাব দিবে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ 'নেতা বা প্রধান হচ্ছেন দায়িত্বশীল। (ক্বিয়ামতের দিন) তিনি স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন'।[২]

(৩) মসজিদের ইমামগণ যেমন জাতির আমলগত সংস্কারের যিম্মাদার, তেমনি আক্বীদাগত সংস্কার ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করারও পুরাপুরি দায়িত্বশীল। বাতিল আক্বীদা ও মতবাদকে খণ্ডন করা এবং ভ্রান্ত চিন্তাধারার মূলোৎপাটন করা তাদের প্রধান দায়িত্ব। যদি আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ পরিপন্থী কোন আওয়ায উঠে অথবা রাসূল (ছাঃ)-এর রিসালাতের অবমাননা করা হয়, ছাহাবায়ে কেরামকে গালি দেয়া হয়, তাহ'লে এই ধরনের ভ্রান্ত চিন্তাধারা সম্পর্কে জাতিকে অবগত করা ইমামদের কর্তব্য।

বর্তমানে শী'আ ও খুমীনী ইযম বেগবান। ইরাক, ইরান, সিরিয়া ও বাহরাইনের শাসকশ্রেণী শী'আ আদর্শের বাহক। তাদের পক্ষ থেকে ইসলাম, কুরআন মাজীদ এবং হাদীছে নববীর বিরুদ্ধে আন্দোলন চালানো হচ্ছে। সাধারণভাবে ছাহাবায়ে কেরামসহ শায়খায়ন (আবুবকর ও ওমর) ও মা আয়েশা ছিদ্দীক্বা (রাঃ)-কে গালি-গালাজ করা হচ্ছে এবং সঊদী শাসকদের বিরুদ্ধে ইহূদীদের সাথে ষড়যন্ত্র করে পরিবেশ খারাপ করার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। হারামাইনের পবিত্রতাকে নষ্ট করার অশুভ প্রচেষ্টা চলছে। মিনায় সংঘটিত দুঃখজনক ও বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটানোর পর এটা বুঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যে, সঊদী শাসন ব্যবস্থায় মুসলমান, হাজী ও যিয়ারতকারীদের শান্তি-নিরাপত্তা নেই। এজন্য তাদের পরিবর্তে শী'আদেরকে হারামাইনের সেবা করার সুযোগ দেওয়া উচিত। এমন ভয়াল ষড়যন্ত্র এবং ফিৎনাপূর্ণ বক্তৃতা ও দর্শনের মোকাবেলা করা সকল মুসলমানের দায়িত্ব। এ বিষয়ে চেতনা সৃষ্টি করা সম্মানিত ইমামদের কর্তব্য। তারা জুম'আর খুৎবার মাধ্যমে শী'আ আক্বীদা এবং ইসলামের সাথে তাদের শত্রুতা সম্পর্কে লোকদেরকে অবগত করবেন। কেননা অনেক মুসলমান এমনটা মনে করে যে, সুন্নী মুসলমান একটি দল আর শী'আ অন্য আরেকটি দল। ব্যাস এতটুকুই। অথচ একথা ঠিক নয়। ইসলামের সাথে শী'আদের কোন সম্পর্ক নেই। শী'আরা রাসূল (ছাঃ)-এর পরিবারের প্রতি ভালবাসার নামে একটি ইহূদী ও সাবায়ী দল। যাকে আব্দুল্লাহ বিন সাবা নামক এক ইহূদী গঠন করে হযরত ওছমান ও আলী (রাঃ)-কে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল এবং মুসলমানদের মাঝে মতভেদ সৃষ্টি করে উম্মতের শৃঙ্খলা বিনষ্ট করেছিল। এরপর পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন সময়ে সুন্নী মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাদেরকে ধ্বংস করেছিল। হাজরে আসওয়াদকে চুরি করে পবিত্র মক্কায় ফিৎনা-ফাসাদ প্রসারের অপচেষ্টা করেছিল। আজও ঐরূপ ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করার সম্ভাব্য সকল চেষ্টাই তারা করে যাচ্ছে। যরূরী হ'ল যে, মিম্বর-মিহরাবের শোভা ইমাম, দাঈ, দ্বীন ও ঈমানের প্রহরীগণ তাদের মুখোশ উন্মোচন করবে এবং বর্ণনা করবে যে, শী'আ ও শী'আ তোষণকারী সরকার ইসলাম বিরোধী। তাদের আক্বীদাসমূহও বাতিল *(বিস্তারিত দেখুন : আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর রচিত 'আশ-শী'আ ওয়াস সুন্নাহ')*।

আসলে তারা কুরআন মাজীদকে বিকৃত ও বাতিল মনে করে। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ 'আমরাই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমরাই এর সংরক্ষণকারী' *(হিজর ৯)*। তারা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে রাসূল মানে না। অথচ আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ

২. *বুখারী হা/৮৯৩।*

شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ‘আমি তোমাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি’ *(আহযাব ৩৩/৪৫)*।

তারা ছাহাবায়ে কেরামকে গালি দেয়। অথচ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِى ‘তোমরা আমার ছাহাবীদের গালি দিবে না’।[৩] বিশেষ করে হযরত আবুবকর (রাঃ), ওমর (রাঃ) এবং মা আয়েশা (রাঃ)-কে গালি-গালাজ করে। যা কুরআন মজীদ খণ্ডন করেছে। এক্ষণে তাদের প্রত্যুত্তর দেয়ার দায়িত্ব শুধুমাত্র ইমামদের।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! বর্তমানে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে চরমপন্থা একটি বড় ফিৎনা রূপে আবির্ভূত হয়েছে। কিছু পথভ্রষ্ট মুসলমান আত্মহত্যার মাধ্যমে ভীতি সঞ্চারকে বৈধ ও উত্তম কাজ মনে করছে এবং তরুণ ও যুবকদেরকে ভুলিয়ে এর ক্রীড়নকে পরিণত করছে। যখন তাদের পক্ষ থেকে চরমপন্থী কার্যক্রম পরিচালিত হয়, তখন তাদেরকে দমন করার নামে আমেরিকা ও ইউরোপের পক্ষ থেকে বৈশ্বিক সন্ত্রাস শুরু হয়ে যায়। যার দরুন সম্পদ ধ্বংস হয়, নিরপরাধ লোকজন মারা যায়, নিষ্পাপ শিশু, নারী ও বৃদ্ধরা বলির পাঠা হয়। উল্লিখিত দু’ধরনের চরমপন্থা ও সন্ত্রাস সম্পর্কে জাতিকে সতর্ক করা এখন সময়ের দাবী এবং ইমামদের দায়িত্ব। চরমপন্থা চরমপন্থাই, যা ইসলামে হারাম। অনুরূপভাবে আত্মহত্যাও হারাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُوَ فِى نَارِ جَهَنَّمَ، يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَسَمُّهُ فِى يَدِهِ، يَتَحَسَّاهُ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ ، فَحَدِيدَتُهُ فِى يَدِهِ، يَجَأُ بِهَا فِى بَطْنِهِ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا–

‘যে ব্যক্তি কোন পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে সে জাহান্নামের আগুনে পুড়বে। আর চিরকাল সে জাহান্নামের ভিতর ঐভাবে লাফিয়ে পড়তে থাকবে। আর যে ব্যক্তি বিষপানে আত্মহত্যা করবে তার বিষ জাহান্নামে তার হাতে থাকবে। চিরকাল সে জাহান্নামের মধ্যে তা পান করতে থাকবে। আর যে লোহার আঘাতে আত্মহত্যা করবে সে জাহান্নামে উক্ত অস্ত্র হাতে নিয়ে স্বীয় পেটে বিদ্ধ করতে থাকবে এবং চিরস্থায়ীভাবে তথায় থাকবে’।[৪]

এই হাদীছ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আত্মঘাতী হামলা হারাম। আত্মহত্যাকারী জাহান্নামে থাকবে। এভাবে তার কর্মকাণ্ড ভয়-ভীতি সৃষ্টিকারী এবং রক্তারক্তি ছাড়া কিছুই নয়। ভীতি সঞ্চারের মাধ্যমে অন্যায়ভাবে কারো রক্ত ঝরানোও হারাম। যেমন আল্লাহ তা‘আলার বাণী, مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ‘যে কেউ জীবনের বদলে জীবন অথবা জনপদে অনর্থ সৃষ্টি করা ব্যতীত কাউকে হত্যা করে, সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করে। আর যে ব্যক্তি কারো জীবন রক্ষা করে, সে যেন সকল মানুষের জীবন রক্ষা করে’ *(মায়েদাহ ৫/৩২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِى شَهْرِكُمْ هَذَا فِى بَلَدِكُمْ هَذَا ‘নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ত ও সম্পদ তোমাদের জন্য হারাম। যেমন এই (আরাফার) দিন, এই মাস (যিলহজ্জ) ও এই শহর (মক্কা) তোমাদের জন্য হারাম’।[৫] মুসলমানের রক্ত যেমন সম্মানিত, তেমনি তার সম্পদও সম্মানিত। আত্মঘাতী হামলা ও বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে ধ্বংসলীলা চালানো অবৈধ ও হারাম।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আজ ‘আইএস’-এর মাধ্যমে ইসলামিক স্টেট কায়েম করার ছুতোয় চরমপন্থী কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। মানুষের সামনে তাদের স্বরূপ তুলে ধরা আলেম, মসজিদের ইমাম ও খতীবদের মৌলিক দায়িত্ব। কেননা অনেক মুসলমান পদভ্রষ্ট হয়ে তাদের দলে চলে যাচ্ছে এবং ইসলামের বদনামের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এমতপরিস্থিতিতে জুম‘আর খুৎবা, ওয়ায-নছীহত এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের মাধ্যমে লোকদেরকে সচেতন করা যরূরী। নতুবা আল-কায়েদার বাহানায় একবার ইরাক ও আফগানিস্তান ধ্বংস হয়েছে। আর এখন ‘আইএস’-এর বাহানায় মুসলিম বিশ্ব বরবাদ হবে।

আসলে ‘আইএস’ একটা খারেজী ও ইহূদী সংগঠন। যার প্রতিষ্ঠাতা ইহূদী বংশোদ্ভূত আবুবকর বাগদাদী। যিনি স্বীয় নাম ইলিয়ট শামউন পরিবর্তন করে আবুবকর বাগদাদী রেখেছেন এবং নিজেকে ‘আমীরুল মুমিনীন’ আখ্যা দিয়েছেন। আর নির্দ্বিধায় মানুষ হত্যা শুরু করে দিয়েছেন। যার কারণে তার বর্বর খুনোখুনি যেন চিৎকার দিয়ে বলছে যে, ইসলামের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তো মানবতাকে ধ্বংস করার জন্য এসেছি। আর যদি সে ইহূদী না হয়ে থাকে তাহ’লে খারেজী সম্প্রদায়ের সরদার। যে ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ ‘তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমন তীর শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়’।[৬]

তারা আকার-আকৃতিতে মুসলমান মনে হবে, ছালাত আদায় করবে, কুরআন তেলাওয়াত করবে। কিন্তু তাদের অবস্থা এমন হবে যে, তারা পৃথিবীতে সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি হবে। যাই হোক না কেন, তাদের ভয়াবহতা সম্পর্কে জাতি ও দেশবাসীকে অবহিত করা এখন সময়ের অনিবার্য দাবী। আর এ কাজ ইমাম ও আলেমগণ যেভাবে করতে পারবেন, অন্য

৩. *বুখারী হা/৩৬৭৩।*
৪. *বুখারী হা/৫৭৭৮।*
৫. *মুসলিম হা/১২১৮।*
৬. *বুখারী হা/৩৩৪৪।*

Contents

কেউ তা করতে পারবে না। এজন্য লেখনী, আলোচনা, খুৎবা, সাংবাদিকতা এবং অন্যান্য মিডিয়ার মাধ্যমে মানুষজনকে বলতে হবে যে, ইসলাম এই ধরনের ভীতিকর ও চরমপন্থী কার্যক্রমকে আগাগোড়াই অপসন্দ করে এবং মুসলমানদেরকে তা থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দেয়।

(৪) বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে ধর্ম ও জাতিকে অবহিত করার জন্য কনফারেন্স, সেমিনার ও কনভেনশনের আয়োজন করে সেখানে বড় বড় আলেম, গবেষক ও জাতির শিক্ষিত ব্যক্তিদেরকে আহ্বান করা যায়। সেখানে স্পর্শকাতর বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হলে তাতে কাঙ্ক্ষিত উপকার হবে।

আমাদের পূর্বসূরী আলেম-ওলামা ও ইমামগণ দেশের স্বাধীনতায় যে অবদান রেখেছেন এবং যে আত্মত্যাগ করেছেন, তা বিরল। শত শত বরং লাখো আহলেহাদীছকে সে সময় হত্যা করা হয়েছে। যেমনটা ড. তারা চাঁদ এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বলেছেন। আজও আহলেহাদীছ কমিউনিটি ও মসজিদের ইমামগণ দেশের উন্নতি ও অগ্রগতিতে অনুরূপ অবদান রাখতে ও খিদমত আঞ্জাম দিতে প্রস্তুত রয়েছে।

শেষ কথা হ'ল দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বর্তমান পরিস্থিতির প্রতিটি মুহূর্তের খবর রাখা এবং তা সমর্থন অথবা প্রত্যাখ্যান করা ইমামদের দায়িত্ব। এজন্য ইমামদেরকে শারঈ জ্ঞানে অভিজ্ঞ হওয়ার সাথে সাথে বৈশ্বিক উন্নয়ন, বিবর্তন, আন্দোলন ও সংগঠন সমূহ সম্পর্কে জানা অত্যন্ত যরূরী (*ঈষৎ সংক্ষেপায়িত ও পরিমার্জিত*)।

[সৌজন্যে : পাক্ষিক তারজুমান, দিল্লী, ৩৬ বর্ষ, ২১তম সংখ্যা, ১-১৫ই নভেম্বর ২০১৬, পৃঃ ১৪-১৭]

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রাহীম
রাজশাহী শুধু শিক্ষা নগরী বা রেশম নগরীই নয়, স্যুট তৈরীর জন্যও প্রসিদ্ধ।
দীর্ঘ ৪১ বছর ধরে দক্ষতা ও সুনামের সাথে আপনাদের পাশে
এম এন টেইলার্স
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
৬৮, ৭৩ ও ৭৪ নং নিউমার্কেট (২য় তলা), রাজশাহী। ফোন- (০৭২১) ৭৭৫৭৭৫
তাবলীগী ইজতেমা'১৭ সফল হোক
'শিক্ষা যেমন মানুষকে স্বাবলম্বী করে, তেমনি সুন্দর পোষাক ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করে'।

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৭ সফল হোক
মেসার্স রহমান ইলেক্ট্রিক এন্ড ইলেক্ট্রনিক্স

সকল প্রকার ইলেক্ট্রিক, ইলেকট্রনিক্স ও গৃহ সামগ্রীর পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মেট্রোপলিটন মার্কেট, স্টেশন রোড, রাজশাহী।
ফোন : ৭৭০৫৪৭, ০১৭১১-৮৬৫৯৪৯।

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৭ সফল হোক
tbp
দি বেঙ্গল প্রেস
THE BENGAL PRESS
কম্পিউটার কম্পোজ
গ্রাফিক্স ডিজাইন
অফসেট প্রিন্ট
প্রকাশনা
রাণীবাজার, ঘোড়ামারা, রাজশাহী
ফোন: ০৭২১-৭৭৪৬১২, মোবাইল: ০১৭১২ ৬৫৪৮৫৫

Contents

এপ্রিল ফুল্‌স

আত-তাহরীক ডেস্ক

মুসলমানদের স্পেন বিজয় একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। স্পেন বিজয়ের পূর্বমুহূর্তে সেখানে উইতিজা নামক এক রাজা রাজত্ব করত। হঠাৎ উইতিজাকে সিংহাসনচ্যুত করে রডারিক সিংহাসন অধিকার করে। রডারিক ছিল অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী ও অত্যাচারী ব্যক্তি। সে সম্রাট উইতিজাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

অতঃপর রডারিকের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর প্রতি। সে প্রথমে আক্রমণ করে স্পেনের দক্ষিণাঞ্চলের সিউটা দ্বীপের স্বাধীন রাজা কাউন্ট জুলিয়ানকে। জুলিয়ান প্রথমে পরাজিত হয়ে রাজ্য ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। পরবর্তীতে জুলিয়ান সিউটা ও আলজিসিরাসের গভর্ণরের দায়িত্ব পালন করতে থাকে। ইউরোপের সমসাময়িক নিয়ম ছিল যে, প্রদেশের গভর্ণর অথবা সামন্তরাজাদের পুত্র-কন্যাকে কেন্দ্রীয় রাজ দরবারে প্রেরণ করা। সম্ভবতঃ এর দু'টি কারণ ছিল। গভর্ণর অথবা সামন্তরাজাগণ যেন সহজেই বিদ্রোহ ঘোষণা করতে না পারে। অন্য কারণটি ছিল, রাজকীয় পরিবেশে আদব-কায়দা, সৈন্য-পরিচালনা ও রাজনীতি সর্ম্পকে সঠিক জ্ঞান ও ধারণা অর্জন করা। তাই কাউন্ট জুলিয়ান তার অত্যন্ত সুন্দরী কন্যা ফ্লোরিন্ডাকে রাজধানী টলেডোতে প্রেরণ করে। রাজধানীতে অবস্থানকালে রাজা রডারিক ফ্লোরিন্ডার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে পড়ে। জুলিয়ান তনয়ার প্রতি সে কামনার হাত প্রসারিত করে। এই আচরণ ছিল যেমন গুরুতর তেমনি মর্যাদাহানিকর। এই অপমানজনক ঘটনার বিবরণ দিয়ে ফ্লোরিন্ডা গোপনে তার পিতার নিকট সংবাদ পাঠায়। এমনিতেই কাউন্ট জুলিয়ানের সঙ্গে রাজার সম্পর্ক ভাল ছিল না। রাজ্য হারানোর বেদনার সঙ্গে যুক্ত হ'ল কন্যার অবমাননা। প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য এবং রডারিক নামক নরপশুর হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য জুলিয়ান মূসা ইবনু নুসাইরকে স্পেন আক্রমণের সাদর আমন্ত্রণ জানান। সেনাপতি মূসা বিন নুসাইর প্রথমে পরীক্ষামূলক অভিযানের জন্য তারিফ বিন মালিককে চারশ' পদাতিক এবং একশ' অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে স্পেনের আলজিসিরাসে প্রেরণ করেন। তারিফ সেখানে সফল অভিযান চালান। তারিফের এই অভিযানের সংবাদ পেয়ে মূসা বিন নুসাইরের সহকারী সেনাধ্যক্ষ তারিক ইবনু যিয়াদ সাত হাযার সৈন্য সমন্বয়ে গঠিত এক মুজাহিদ বাহিনী অতি সফলতার সাথে ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর সংযোগকারী প্রণালিটি অতিক্রম করে ৯২ হিজরীর রজব অথবা শা'বান মোতাবেক ৭১১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল অথবা মে মাসে স্পেন ভূখণ্ডে অবতরণ করেন। যে পাহাড়ের পাদদেশে তারিক অবতরণ করেছিলেন তার নামকরণ করা হয় 'জাবালুত তারিক' (Gibralter)।

এ সংবাদ স্পেনের শাসনকর্তা রডারিকের কর্ণগোচর হওয়া মাত্র তিনি যথাসাধ্য প্রস্তুতি নিলেন আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য। অন্যদিকে সেনাপতি তারিকও তাঁর অভিযানকে স্পেনের মূল ভূখণ্ডের দিকে পরিচালনা করলে সেনাধ্যক্ষ মূসা পাঁচ হাযার সৈন্য প্রেরণ করেন। সর্বমোট ১২০০০ সৈন্যসহ সেনাপতি তারিক অগ্রসর হন। ১৯ জুলাই ৭১১ খ্রীষ্টাব্দে মুসলিম বাহিনী এবং গথিক রাজা রডারিকের নিয়মিত বাহিনীর মধ্যে ওয়াদী লাজু নামক স্থানে এক তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে গথিক বাহিনী ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পলায়ন করে। হাযার হাযার গথিক সৈন্য মৃত্যুবরণ করে। রডারিক উপায়ান্তর না দেখে পলায়ন করতে গিয়ে নদীবক্ষে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ হারান। তারিক আরো অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি মুসলিম বাহিনীকে উদ্দেশ্য করে এই ভাষণ দেন যে, 'তোমাদের সম্মুখে শত্রুদল এবং পিছনে বিশাল বারিধি। তাই আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, যে কোন পরিস্থিতিতে ধৈর্যধারণ ও অবিচল থাকা এবং আল্লাহ্‌র সাথে কৃত ওয়াদা বাস্তবায়ন করা ব্যতীত তোমাদের বিকল্প কোন পথ নেই'। সৈনিকগণও সেনাপতির ভাষণের জবাব দেয়, জয় না হওয়া পর্যন্ত আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব। কারণ আমরা সত্য প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

মুসলিম সৈনিকদের প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে গথিক রাজ্যের একটির পর একটি শহরের পতন হ'তে থাকে। ৭১১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরে মুসলমানরা কর্ডোভা জয় করেন। মুসলমানরা স্পেন জয় করার পর প্রথমে সেভিল (Seville)-কে রাজধানী হিসাবে ঘোষণা করেন। কিন্তু সুলায়মান ইবনু আব্দিল মালিকের যুগে স্পেনের গভর্ণর সামাহ বিন মালেক খাওলানী রাজধানী সেভিল থেকে কর্ডোভায় স্থানান্তরিত করেন। এরপর এই কর্ডোভা শতাব্দীর পর শতাব্দী স্পেনের রাজধানী হিসাবে থেকে যায়। এভাবে পযার্য়ক্রমে বৃহত্তর স্পেন মুসলমানদের নেতৃত্বে চলে আসে। ইসলামী শাসনের শাশ্বত সৌন্দর্য ও ন্যায়বিচারে মুগ্ধ হয়ে হাযার হাযার মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। সাথে সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও শিল্প-সভ্যতার ক্ষেত্রে বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হ'তে থাকে।

এদিকে ইউরোপীয় খ্রীষ্টান রাজাদের চক্ষুশূলের কারণ হয় মুসলমানদের এই অগ্রগতি। ফলে ইউরোপীয় মাটি থেকে মুসলিম শাসনের উচ্ছেদ চিন্তায় তারা ব্যাকুল হয়ে উঠে। অতঃপর আরগুনের ফার্ডিন্যান্ড এবং কাস্তালিয়ার পর্তুগীজ রাণী ইসাবেলা এই দু'জনই চরম মুসলিম বিদ্বেষী খ্রীষ্টান নেতা পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তাঁরা সর্বাত্মক শক্তি প্রয়োগ করে মুসলমানদের উপর আঘাত হানার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। তারা মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগ খুঁজতে থাকে। এমন এক মুহূর্তে ১৪৮৩ সালে আবুল হাসানের পুত্র আবু আব্দিল্লাহ বোয়াবদিল খ্রীষ্টান শহর লুসানা আক্রমণ করে পরাজিত ও বন্দী হন। তখন ফার্ডিন্যান্ড বন্দী বোয়াবদিলকে গ্রানাডা ধ্বংসের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। একদল সৈন্য দিয়ে বোয়াবদিলকে প্রেরণ করে তাঁরই পিতৃব্য আল-জাগালের বিরুদ্ধে। বিশ্বাসঘাতক বোয়াবদিল ফার্ডিন্যান্ডের ধূর্তামি বুঝতে পারেননি এবং নিজেদের পতন নিজেদের দ্বারাই সংঘটিত হবে এ কথা তখন তার মনে জাগেনি। খ্রীষ্টানরাও উপযুক্ত মওকা পেয়ে তাদের লক্ষ্যবস্তুর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে পরিকল্পনা কার্যকর করতে থাকে। বোয়াবদিল গ্রানাডা আক্রমণ করলে আল-জাগাল উপায়ন্তর না দেখে মুসলিম শক্তিকে টিকিয়ে রাখার মানসেই বোয়াবদিলকে প্রস্তাব দেন যে, গ্রানাডা তারা যুক্তভাবে শাসন করবেন এবং সাধারণ শত্রুদের মোকাবেলার জন্য লড়াই করতে থাকবেন। কিন্তু আল-জাগালের দেয়া এ প্রস্তাব অযোগ্য ও হতভাগ্য বোয়াবদিল প্রত্যাখ্যান করেন। শুরু হয় উভয়ের মাঝে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ।

ফার্ডিন্যান্ড ও রাণী ইসাবেলা মুসলমানদের এই আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করে গ্রাম-গঞ্জের নিরীহ মুসলিম নারী-পুরুষকে হত্যা করে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিতে দিতে ছুটে আসে শহরের দিকে। অতঃপর রাজধানী গ্রানাডা অবরোধ করে। এতক্ষণে টনক নড়ে মুসলিম সেনাবাহিনীর। তারা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে। তাতে ভড়কে যায় সম্মিলিত কাপুরুষ খ্রীষ্টান বাহিনী। সম্মুখ যুদ্ধে নির্ঘাত পরাজয় বুঝতে পেরে তারা ভিন্ন পথ অবলম্বন করে। তারা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয় শহরের বাইরের সকল শস্য খামার এবং বিশেষ করে শহরের খাদ্য সরবরাহের প্রধান উৎস 'ভেগা' উপত্যকা। ফলে অচিরেই দুর্ভিক্ষ নেমে আসে শহরে। খাদ্যাভাবে সেখানে হাহাকার দেখা দেয়। এই সুযোগে প্রতারক খ্রীষ্টান রাজা ফার্ডিন্যান্ড ঘোষণা করে, 'মুসলমানেরা যদি শহরের প্রধান ফটক

খুলে দেয় এবং নিরস্ত্র অবস্থায় মসজিদে আশ্রয় নেয়, তাহ'লে তাদেরকে বিনা রক্তপাতে মুক্তি দেয়া হবে। আর যারা খ্রীষ্টান জাহাজগুলোতে আশ্রয় নিবে, তাদেরকে অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রে পাঠিয়ে দেয়া হবে। অন্যথা আমার হাতে তোমাদেরকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে'।

দুর্ভিক্ষতাড়িত অসহায় নারী-পুরুষ ও মা'ছুম বাচ্চাদের কচি মুখের দিকে তাকিয়ে মুসলিম নেতৃবৃন্দ সেদিন খ্রীষ্টান নেতাদের মিথ্যা আশ্বাসে বিশ্বাস স্থাপন করে শহরের প্রধান ফটক খুলে দেন ও সবাইকে নিয়ে আল্লাহ্র ঘর মসজিদে আশ্রয় নেন। কেউবা জাহাজগুলোতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু শহরে ঢুকে খ্রীষ্টান বাহিনী নিরস্ত্র মুসলমানদেরকে মসজিদে আটকিয়ে বাহির থেকে প্রতিটি মসজিদে তালা লাগিয়ে দেয়। অতঃপর নরপশুরা একযোগে সকল মসজিদে আগুন লাগিয়ে দিয়ে বর্বর উল্লাসে ফেটে পড়ে। আর জাহাজগুলোকে মাঝ দরিয়ায় ডুবিয়ে দেয়া। কেউ উইপোকার মত আগুনে পুড়ে ভস্ম হয়ে গেল, কারো হ'ল সলিল সমাধি। প্রজ্বলিত অগ্নিশিখায় দগ্ধীভূত ৭ লক্ষাধিক অসহায় মুসলিম নারী-পুরুষ ও শিশুদের আর্তচিৎকারে গ্রানাডার আকাশ-বাতাস যখন ভারী ও শোকাতুর হয়ে উঠেছিল, তখন হিংস্রতার নগ্নমূর্তি ফার্ডিন্যান্ড আনন্দের আতিশয্যে স্ত্রী ইসাবেলাকে জড়িয়ে ধরে ক্রূর হাসি হেসে বলতে থাকে, Oh! Muslim! How fool you are! 'হায় মুসলমান! তোমরা কত বোকা'।

যেদিন এই হৃদয় বিদারক, মর্মান্তিক ও লোমহর্ষক ঘটনা ঘটেছিল, সে দিনটি ছিল ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল। সেদিন থেকেই খ্রীষ্টান জগৎ প্রতি বছর ১লা এপ্রিল সাড়ম্বরে পালন করে আসছে April fools Day তথা 'এপ্রিলের বোকা দিবস' হিসাবে। মুসলমানদের বোকা বানানোর এই নিষ্ঠুর ধোঁকাবাজিকে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে সমগ্র ইউরোপে প্রতিবছর ১লা এপ্রিল 'এপ্রিল ফুল' দিবস হিসাবে পালিত হয়।

পৃথিবীর ইতিহাসে ঠাণ্ডা মাথার এই নিষ্ঠুর প্রতারণা ও লোমহর্ষক নির্মম হত্যাকাণ্ডের আর কোন নযীর নেই। কিন্তু এত বড় ট্রাজেডীর পরেও আজ পর্যন্ত খ্রীষ্টান বিশ্ব কখনোই অপরাধ বোধ করেনি। বরং উল্টা তারা গত ১৯৯৩ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে গ্রানাডা বিজয়ের পাঁচশ' বর্ষপূর্তি উপলক্ষে স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের বিশ্ব নেতৃবৃন্দ আড়ম্বরপূর্ণ এক সভায় মিলিত হয়ে নতুন করে শপথ গ্রহণ করে একচ্ছত্র খ্রীষ্টীয় বিশ্ব প্রতিষ্ঠার। বিশ্বব্যাপী মুসলিম জাগরণ প্রতিহত করার জন্য গড়ে তোলে 'হলি মেরী ফাণ্ড'। বিশ্বের বিভিন্ন খ্রীষ্টান রাষ্ট্র উক্ত ফাণ্ডে নিয়মিত চাঁদা জমা করে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য বিশ্বব্যাপী গড়ে তুলেছে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নেটওয়ার্ক। আজ এই জঘন্য উৎসব আমাদের মুসলমানদের জাতীয় জীবনেও প্রবেশ করেছে। প্রতি বছর ইংরেজী মাসের ১লা এপ্রিল ভোরে উঠেই একে অপরকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানানোর ন্যক্কারজনক কাজে শরীক হয়ে বেশ আনন্দ উপভোগ করে থাকে ছেলে থেকে শুরু করে বুড়ো পর্যন্ত অনেকে। লক্ষ্য করা যায়, গ্রামে-গঞ্জে-শহরে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত এমনকি সর্বোচ্চ শিক্ষিত জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই একে অপরকে নানাভাবে বিভিন্ন কৌশলে বোকা বানিয়ে আনন্দ পায়। শ্রেণীকক্ষের টেবিল-চেয়ার উল্টিয়ে, কলমের নিব সরিয়ে ইত্যাদি বিবিধ কৌশলে শিক্ষকদের বোকা বানানো হয়। আর শিক্ষক কিংবা শিক্ষিকারাও একটু মুচকি হাসির মাধ্যমে খুব সহজেই তা বরণ করে নেন। এ দিনটিতে মানুষকে বোকা বানানোর জন্য প্রতারণা, ধোঁকাবাজি, ছলনা ও মিথ্যা বলার মাধ্যমে নিজেকে চালাক প্রমাণ করার মানসে একশ্রেণীর মানুষকে খুব তৎপর দেখা যায়। তারা ধোঁকার এই নাটক রচনা করে প্রচুর কৌতুকও উপভোগ করে থাকে। এই নির্মম কৌতুকের কারণে প্রত্যেক বছর কত যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে, তার কোন ইয়ত্তা নেই।

১লা এপ্রিলের ঐতিহাসিক ঐ হৃদয়বিদারক ঘটনায় কার না গা শিউরে উঠে, কার না হৃদয় কেঁদে উঠে। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া নেই, নেই কোন ভাবনা। ১লা এপ্রিলের ঘটনা স্মরণ করে মুসলমানরা সতর্ক হবে, শিক্ষা নিবে এমন কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বরং এর উল্টো প্রভাবই বিরাজ করছে। ১লা এপ্রিল অনেক মুসলিম অমুসলিমদের হাতে হাত মিলিয়ে বিজাতীয় আনন্দ-উল্লাসে মেতে উঠে। খ্রীষ্টান সংগঠন এ দিনে যখন বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, তখন মুসলমানেরাও তাতে অংশ নেয়। মুসলিম সমাজের জন্য এর চেয়ে দুঃখ ও লজ্জার কারণ আর কি হ'তে পারে? মুসলমানরা কেন 'এপ্রিল ফুল' দিবস পালন করবে? তারা কি ইতিহাস জানে না? যদি ইতিহাস না জেনে পালন করা হয়, তাহ'লে বলতে হবে, আমরা আসলেই বোকা। কারণ না যেনে কেন একটা দিবস পালন করব? আর যদি ইতিহাস জেনেই পালন করা হয়, তাহ'লে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আমাদের মত অনুভূতিহীন অসচেতন জাতি গোটা বিশ্বে দ্বিতীয়টি নেই।

দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও যখন এরূপ বোকা বানানোর সংস্কৃতি চোখে পড়ে, তখন লজ্জায় বিস্মিত হ'তে হয়। কারণ উচ্চ ডিগ্রী অন্বেষণকারী শিক্ষিত সমাজ কেন গোলক ধাঁধায় পড়বে? এসব শিক্ষিতজনদের নিকট থেকে এই দেশ ও জাতি কোন্ সংস্কৃতি শিক্ষা লাভ করবে? ১লা এপ্রিল আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, আমাদের পূর্বপুরুষদের ৭৮০ বছরের গৌরবোজ্বল স্পেনে মুসলিম সভ্যতার ইতিহাসের কথা, খ্রীষ্টানদের প্রতারণার শিকার ৭ লক্ষাধিক মুসলিম ভাই-বোনদের সর্বশেষ আর্তচিৎকারের কথা, খ্রীষ্টানদের মুসলিম বিদ্বেষী মিশনের কথা, মুসলিম নিধনের মর্মান্তিক ইতিহাসের কথা।

আজো ইতিহাসের সেই কালপিট ইহুদী-খ্রীষ্টান জগতের নির্মম অত্যাচারের শিকার মুসলিম জাতি ও মুসলিম বিশ্ব। তাদেরই হিংস্র ছোবলে প্রতিনিয়ত হাযার হাযার মুসলমানের জীবনের যবনিকাপাত ঘটছে। তাদেরই ষড়যন্ত্রে অশান্তির দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলছে ইরাকে, আফগানিস্তানে, কাশ্মীরে; ফিলিস্তীনের মানুষ সদা-সবর্দা রণক্ষেত্রে বসবাস করছে। তাদের রক্তলোলুপ জিহ্বা এখন ইরানের দিকে প্রসারিত। মুসলিম বিশ্বের অন্যতম পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র পাকিস্তানে চলছে ড্রোন হামলা। দেশে দেশে পাঠাচ্ছে তারা সাহয্যের নামে তাদের এনজিও সমূহকে। পশ্চিমা দর্শন চালান করে একদিকে তারা ভাইয়ে ভাইয়ে হিংসা-হানাহানির রাজনীতি চালু করেছে, অন্যদিকে মানবাধিকার রক্ষা ও সন্ত্রাস দমনের নামে মুসলিম দেশ সমূহে যুদ্ধ চাপিয়ে দিচ্ছে। এদেরই পোষ্য একশ্রেণীর মিডিয়ায় তথ্য সন্ত্রাস করে আমাদেরকে ভুলেভরা ইতিহাস শিক্ষা দিচ্ছে। এসব থেকে জাতিকে বাঁচাতে জাতির সঠিক ইতিহাস তাদেরকে জানানো অতি যরূরী। প্রয়োজন তাদেরকে সজাগ ও সচেতন করা। বিজাতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও তাদের ষড়যন্ত্রকে অনুধাবন করে মুসলমানরা যেন নিজেদের আদর্শের দিকে ফিরে আসতে পারে সেজন্য যথাযথ চেষ্টা করতে হবে।

পরিশেষে বলব, সবকিছু সুস্পষ্ট হওয়ার পরও আমরা আর কতকাল বোকা হয়ে থাকব? অতএব আসুন! গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে না দিয়ে প্রথমে জানতে হবে, ১লা এপ্রিল কি? অতঃপর বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুসরণ পরিত্যাগ করে আমরা আমাদের হারানো সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হই। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

তাতারদের আদ্যোপান্ত

*মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম**

(৪র্থ কিস্তি)

বাগদাদে তাতার বাহিনী :

তাতার বাহিনী একের পর এক শহর দখল করতে থাকে এবং ধ্বংসলীলা চালাতে থাকে। এরপর তারা জাযীরাহ, দিয়ারে বাকর, ত্বানযাহ, নাছীবীন, সিনজার, ইরবল, আ'রাবান ও মূছেল অতিক্রম করে মূ'নেসা গ্রামে প্রবেশ করে সেখানে ধ্বংসলীলা ও লুটতরাজ চালায়। অতঃপর তারা রোমের বিভিন্ন শহর দখল করে।[১] এভাবে একের পর এক শহর-বন্দর, নগর দখল করতে থাকে। অবশেষে থেমে যায় চেঙ্গীস খানের বিশ্ব জয়ের পাগলা ঘোড়া। মৃত্যুই তার দুরন্ত গতিকে রোধ করে দেয়। তিনি হিজরী ৬২৪ মোতাবেক ১২২৩ খৃষ্টাব্দে ৬০ বছর বয়সে অপরাজেয় অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।[২]

আজতাঈ-এর শাসনকাল :

চেঙ্গীস খানের মৃত্যুর পরে ক্ষমতায় আসে তারই সন্তান আজতাঈ। তার শাসনামলের উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে রয়েছে এশিয়া ও ইউরোপে ক্ষমতা বিস্তার, পিতার দখলকৃত এলাকা সমূহে শাসন সুদৃঢ়করণ ও ভারতবর্ষে তাদের রাজ্য বিস্তারে পথের কাঁটা জালালুদ্দীন শাহকে হত্যা করা ইত্যাদি। এক্ষেত্রে আজতাঈ পুরোপুরি সফল হন। জালালুদ্দীন শাহ তাদের হাতে নিহত না হ'লেও তিনি তাদের ভয়ে আকরাদ পাহাড়ে[৩] পলায়ন করলে জনৈক কৃষকের হাতে মৃত্যুবরণ করেন। আজতাঈ ৬৩৯ হিজরী, ১২৪১ খৃষ্টাব্দে অত্যধিক মদ্যপান করার কারণে মারা যান।[৪]

কেউক-এর শাসনকাল :

আজতাঈ মারা গেলে শাসনভার গ্রহণ করে তার পুত্র কেউক। কেউক রাজ্য বিস্তারে তেমন মনোযোগী হননি। তার শাসনামলে তেমন মুসলিম নির্যাতনও হয়নি। একটি ঘটনা থেকে জানা যায় যে, তিনি একবার খৃষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে এক মুনাযারায় উপস্থিত হয়ে মুসলমানদের ছালাত আদায় দেখে খুশি হন এবং তাদেরকে নিরাপদে বাড়ি ফিরে যেতে সহায়তা করেন। তিনি ৬৪৬ হিজরী মোতাবেক ১২৪৮ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[৫]

মানজু-র শাসনামল :

কেউকের শাসনকালে প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে বিভিন্ন রাজ্যে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে। এমন সময় শাসনভার গ্রহণ করেন মানজু খান। তিনি ক্ষমতায় আরোহণ করেই কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমন করেন। চীন শাসনের দায়িত্ব দেন তারই ভাই কোবীলাঈ খানকে। মানজু খান মাত্র দু'বছরে রাষ্ট্রীয় শৃংখলা সুসংহত করেন। তিনি ৬৫৫ হিজরী মোতাবেক ১২৫৭ খৃষ্টাব্দে মারা যান।[৬]

কোবীলাঈ খান-এর শাসন ও হালাকু খানের আবির্ভাব :

মানজু খানের মৃত্যুর পর কোবীলাঈ খান শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি 'মহান খানে' (الخان الاعظم) পরিণত হন। তিনি পারস্য, শাম ও এশিয়ার শাসনকার্যের দায়িত্ব দেন হালাকু খানকে। তার হাতেই বাগদাদের পতন ঘটে। হালাকু খান অত্র অঞ্চলের দায়িত্ব পেয়ে রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। তিনি মুসলমানদের এক অঞ্চল দখলের জন্য সুকৌশলে অন্য মুসলিম এলাকার সহযোগিতা নিতে থাকেন। মুসলিম রাষ্ট্র নেতারা নিজেদের নিরাপত্তার কথা ভেবে হালাকু খানকে সহযোগিতা করতে থাকে। কিন্তু স্বার্থসিদ্ধির পর পরবর্তীতে হালাকু খান ঐ মুসলিম নেতাকে আক্রমণ করতে ভুল করেন না। তিনি ইরানের রাষ্ট্র নেতাদের থেকে সহযোগিতা চেয়ে পত্র লিখলেন এ মর্মে যে, 'আমরা ইসমাঈলীয়দের দুর্গ ধ্বংস করতে, এই দলটিকে হত্যা করতে ও দুনিয়া থেকে তাদের অস্তিত্ব মুছে দিতে মহান নেতার (الخان الاعظم) নির্দেশে এসেছি। যদি তোমরা তোমাদের লোকজন, ধনভাণ্ডার ও যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে আমাদের কাছে আগমন কর, তাহ'লে আমি তোমাদেরকে নিজ ভূমিতে নিরাপদে বসবাসের, ঘর-বাড়ি ও সৈন্য-সামন্ত নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকার ওয়াদা দিচ্ছি। কিন্তু তোমরা এর বিরোধিতা করলে আমি আল্লাহ্র সাহায্যে অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে তোমাদের ভূমিতে গমন করব। এরপর তোমাদের পূর্বের অনুগ্রহের দিকে না তাকিয়ে তোমাদের দেশকে ধ্বংস করে দিব'।[৭] এই পত্র পেয়ে মুসলমানরা উপঢৌকন নিয়ে বের হ'ল। ইরাক, খোরাসান, আযারবায়জান, জর্জিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে দূতগণ উপঢৌকনসহ হালাকু খানকে অভ্যর্থনা জানাল। হালাকু খান আনন্দিত হয়ে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে জায়হূন নদী পাড়ি দিয়ে তূস শহরের একটি বাগানে অবতরণ করলেন। এখান থেকেই তিনি ইসমাঈলীয় শাসকদের দুর্গে হামলা করেন। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর ইসমাঈলীয় মুসলমানেরা পরাজিত হ'ল তাদের নেতা রোকনুদ্দীন খোরশাহ প্রথমে বন্দি হন এবং পরে তাকে হত্যা করা হয়।

হালাকু খান ইসমাঈলীয়দের পরাজিত করে তার যুদ্ধ পরিচালনার কেন্দ্র হামাদানে ফিরে যান। অতঃপর তিনি আব্বাসীয় খলীফা মুসতা'ছিম বিল্লাহকে তিরস্কার করে পত্র লিখেন। কারণ তিনি হালাকু খানকে সাহায্য করেননি। এরপর হালাকু খান খলীফার নিকট দু'টি বিষয়ে আবেদন করলেন-

১. বাগদাদের সকল দুর্গ ধ্বংস, শহর রক্ষা পরিখা ভরাট এবং রাষ্ট্র ক্ষমতা তার ছেলের হাতে অর্পণ করতে হবে।

২. তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে বেরিয়ে আসা অর্থ বা পত্র নিয়ে মন্ত্রী সোলায়মান শাহ ও দোয়ায়দারকে হালাকু খানের নিকটে পাঠাতে হবে।

---

* *নিয়ামতপুর, নওগাঁ।*

১. *আল-কামিল ১০/৪৪৮-৪৫৪।*

২. *Lane-pool, The Muhammadan Dynasties. p. 206-206; ড. হাসান ইবরাহীম হাসান, তারীখুল ইসলাম ৪/১৪০।*

৩. *সিরিয়ার লাযাকিয়া শহরের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে একটি পাহাড়ি অঞ্চল।*

৪. *তারীখুল ইসলাম, ৪/১৪৩-১৪৪।*

৫. *ঐ, ৪/১৪৫।*

৬. *ঐ, ৪/১৪৬।*

৭. *D'Ohsson histoire des mongols, Tome 111, p.137-138; তারীখুল ইসলাম ৪/১৪৬।*

হালাকু খান তার পত্রের শেষে লিখেন, খলীফা এই উপদেশ শুনলে তার ঈর্ষা থেকে বিরত থাকবেন। অন্যথা ইরান ও খোয়ারিযমের সৈন্যদের পরাস্তকারী মোগল সৈন্যদের সামনে পরাজয়ের জন্য নিজ সৈন্যদের পেশ করবেন।[৮]

খলীফার উত্তর :

পত্র পাওয়ার পর খলীফা মুসতা'ছিম বিল্লাহ জওয়াব লিখে শারফুদ্দীন ইবনুল জাওযীকে হালাকুর নিকট প্রেরণ করেন। তাতে তিনি লিখেন, 'আপনি নিজেকে গোটা বিশ্বের নেতা বানিয়ে ফেলেছেন। আর মনে করছেন যে আপনার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। কী করে আমার থেকে এমন কিছু কামনা করেন যা বাস্তবায়ন করতে পারবেন না? আপনার নিকটে কি মনে হয়েছে যে, আপনার মেধা, সৈন্যদের শক্তি ও আপনার বীরত্ব আকাশের তারকারাজিকে বন্দি করে ফেলবে? এরপর তিনি নিজ মর্যাদা বর্ণনা করে বলেন, আমার দু'লক্ষ অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত আছে। তারা আমার নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছে। প্রতিশোধের সময় আসলে তারা সাগরের পানি শুকিয়ে দিবে। সর্বশেষ তিনি লিখেন, আমার রাষ্ট্রের পরিখা ও দুর্গ নিয়ে চিন্তা কেন? উপত্যকার পথ ধরে চলুন এবং খোরাসানে ফিরে যান। আর আপনি যদি যুদ্ধ চান তাহ'লে আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়ার পর আপনি একটি মুহূর্তও আপত্তি জানাতে পারবেন না। যুদ্ধের সাধ মিটিয়ে দেওয়ার জন্য আমার হাযার হাযার অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য প্রস্তুত আছে।[৯]

খলীফার দূত সরকারী নিয়ম মাফিক কিছু উপঢৌকনসহ পত্র নিয়ে হালাকু খানের নিকট গমন করলে তিনি এসবকে কোন গুরুত্ব দিলেন না। বরং এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় তা ভেবে নিয়ে উত্তর লিখলেন। তাতে তিনি খলীফাকে হুমকি-ধমকি দিয়ে অনেক কথা লিখলেন। শেষে লিখলেন, আপনি আপনার পূর্বপুরুষদের নীতি বর্জন করেছেন। যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করুন এবং শক্তিশালী সৈন্যদের মুকাবেলা করার অপেক্ষায় থাকুন। শয়তান যদি তার যাবতীয় শক্তি আমার পদধ্বনির সামনে উপস্থাপন করে তবুও আমি আল্লাহ্র দয়ায় বিজয়ী হব।[১০]

খলীফার দূত ফিরে আসলে তিনি আবারো হুমকি দিয়ে পত্র লিখতে চাইলেন। কিন্তু তাঁর মন্ত্রী ইবনুল আলকামী ইঙ্গিত দিল যে, যুদ্ধে না গিয়ে মাল-সম্পদ দিয়ে তা বন্ধ করার ব্যবস্থা করাই শ্রেয় হবে। সে বলল, 'ধন-সম্পদ খরচ করে তা প্রতিহত করুন। কারণ ধনভাণ্ডার ও স্বর্ণ-রৌপ্য জমা করা হয় ইয্যত রক্ষা ও জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য। আমাদের জন্য আবশ্যক হবে এক হাযার বাহনে মূল্যবান সামগ্রী, এক হাযার মূল্যবান উট, এক হাযার আরাবীয় ঘোড়া, অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্র ও খাদ্য সামগ্রী পাঠিয়ে দেওয়া ও নিজের ওযর পেশ করা।[১১] খলীফা প্রথমে এরূপ ভীরুতাপূর্ণ মতের প্রতি ঝুঁকে পড়লেও পরে দোয়ায়দারে ছাগীর মুজাহিদুদ্দীন আয়বেক খলীফাকে এথেকে বাধা দেন। তিনি রাফেযী শী'আ মন্ত্রী ইবনুল আলকামীর সাথে বিদ্বেষ পোষণ করতেন। তিনি খলীফাকে লিখে পাঠান যে, ইবনুল আলকামী নিজ ও পরিবারের নিরাপত্তার জন্য কেবল এরূপ প্রস্তাব করেছে। এর দ্বারা সে আপনাকে মোগলদের হাতে তুলে দিতে চায়। তিনি খলীফাকে স্বঅবস্থানে থাকারও পরামর্শ দেন।[১২]

ঐতিহাসিক বর্ণনা : মোঙ্গল শাসক চেঙ্গীস খানের পৌত্র হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ আক্রমণ ও ধ্বংস ইতিহাসের এক হৃদয়বিদারক ঘটনা। তাতাররা চীনের মোঙ্গলিয়া থেকে শুরু করে খোয়ারিযম, বুখারা, সামারকান্দ, মারভ, রায়, হামদান, আযারবায়জান প্রভৃতি এলাকা একের পর এক দখল করে ধ্বংসলীলা চালাতে থাকে। খোরাসান ও খোয়ারিযমের পতন হ'লে তাতাররা ৬৫৬ হিজরী মোতাবেক ১২৫৬ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বাগদাদ অবরোধ করে। এ সময় বাগদাদের খলীফা ছিলেন আবু আহমাদ আব্দুল্লাহ আল-মুস্তা'ছিম বিল্লাহ (৬০৯-৬৫৬ হি.)। শায়খ কুতুবুদ্দীন বলেন, তিনি পিতা ও দাদার মত ধার্মিক এবং কুরআন-সুন্নাহর অনুসারী ছিলেন। তবে তিনি তাদের মত দৃঢ় প্রত্যয়ী ও সচেতন ছিলেন না। তিনি ছিলেন বাগদাদের সর্বশেষ খলীফা।[১৩] তাতারদের হাতে খলীফা মুস্তা'ছিম বিল্লাহ, তাঁর পরিবারসহ প্রায় দু'লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়। নিখোঁজ হয় বহু মানুষ। কিছু মানুষ পানিতে ডুবে মারা যায়। অসংখ্য মসজিদ-মাদ্রাসা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ও পাঠাগার ধ্বংস করে দেওয়া হয়।[১৪]

বাগদাদ পতনের কারণ :

ক. রাজনৈতিক কারণ :

চেঙ্গীস খানের আমলে তাতার ব্যবসায়ীদের হত্যা করা হয় বলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। এরই প্রেক্ষিতে ৬১৪ হিজরী সনে তাতার সৈন্যরা মুহাম্মাদ খোয়ারিযম শাহের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে। যাদের নেতৃত্বে ছিলেন তাতার নেতা চেঙ্গীস খান। এ যুদ্ধে মুসলমানগণ পরাজিত হন। তাতাররা বিশ থেকে সত্তর হাযার মুসলমানকে হত্যা করে।[১৫] এ যুদ্ধে জয় তাদের বিশ্ব জয়ের আকাঙ্ক্ষাকে ত্বরান্বিত করে। তাছাড়া পরবর্তীতে পারস্যের গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়কে দমন করার জন্য খলীফার নিকট সাহায্য চাওয়া হ'লে তিনি তাতে মৌন সম্মতি দিলেও সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেননি। ফলে হালাকু খান বাগদাদ আক্রমণের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেন।[১৬]

খ) ধর্মীয় কারণ

১. শী'আ- সুন্নী দ্বন্দ্ব

ইতিহাস নিন্দিত এ ঘটনার জন্য মূল দায়ী ব্যক্তি ছিল খলীফা মুস্তা'ছিম বিল্লাহর প্রধান মন্ত্রী গোঁড়া শী'আ রাফেযী ইবনু আলকামী। সে সর্বাস্থায় সুন্নীদের পতন কামনা করত। সে মুসলমানদের পতন ঘটাতে দীর্ঘ পরিকল্পণা নিয়ে অগ্রসর

৮. *রশীদুদ্দীন, জামি'উত তাওয়ারীখ ২/১/২৬৮; তারীখুল ইসলাম ৪/১৪৭।*
৯. *D'Ohsson, histoire des mongols, Tome 111, p.335; তারীখুল ইসলাম ৪/১৪৮।*
১০. *জামি'উত তাওয়ারীখ ২/১/২৬৯-২৭১; তারীখুল ইসলাম ৪/১৪৮।*
১১. *ঐ, ২/১/২৭১; তারীখুল ইসলাম ৪/১৪৮।*
১২. *জামি'উত তাওয়ারীখ ২/১/২৬৯-২৭১; তারীখুল ইসলাম ৪/১৪৮।*
১৩. *সুয়ূতী, তারীখুল খোলাফা ১/৩২৮, ৪০১।*
১৪. *আল-বিদায়াহ ১৩/২০২।*
১৫. *শারহু নাহজিল বালাগাহ ৮/২২-২৪; ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত-তারীখ ১০/৩৪১।*
১৬. *আল-বিদায়াহ ১৩/২০১।*

হ'তে থাকে। খলীফা মুস্তানসিরের আমলে যেখানে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা এক লক্ষেরও বেশী ছিল, সেখানে ইবনুল আলকামী সৈন্যের সংখ্যা কমাতে কমাতে দশ হাযারে নামিয়ে আনে। অতঃপর মুসলমানদের দুর্বলতার সার্বিক বিষয়ে লিখে পাঠায় হালাকু খানের কাছে। তাকে আহ্বান জানায় বাগদাদ আক্রমণের জন্য।[১৭] ইবনুল আলকামী তার বন্ধু ইরবিলের আমীর ইবনুছ ছালায়াকে এ মর্মে পত্র লিখে পাঠান যে, তিনি যেন হালাকু খানকে বাগদাদ আক্রমণের জন্য প্ররোচিত করেন এবং তার জন্য পথ সুগম করে দেন'।[১৮]

উল্লেখ্য যে, তাতাররা ৬৩৪ হিজরীতে ইরবিলে হামলা করেছিল এবং মিনজানীক তাক করে শহরের প্রাচীর ভেঙ্গে শহরে প্রবেশ করে হাযার হাযার মুসলমানকে হত্যা ও তাদের সন্তান ও স্ত্রীদের বন্দি করেছিল।[১৯] ইবনুল আলকামী হালাকুকে এও প্রস্তাব দেয় যে, যদি তিনি তাকে বাগদাদের নায়েব বানিয়ে দেয় তাহ'লে বাগদাদ দখল তাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে। মুছেলের শাসনকর্তা তাকে হালাকুর বাগদাদ দখলের ষড়যন্ত্রের কথা জানালেও সে খলীফাকে কিছুই অবহিত করেনি। অবশেষে সে স্বপরিবারে হালাকুর নিকট গিয়ে বাগদাদ আক্রমণের আহ্বান জানায় এবং নিজ ও পরিবারের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি নিয়ে ফিরে আসে।[২০] খলীফা ইবনুল আলকামীকে হালাকুর সাথে চুক্তি করতে পাঠালে সে ফিরে এসে খলীফাকে বলে, হালাকু খান আপনার ছেলে আবুবকরের সাথে তার মেয়ের বিয়ে সম্পন্ন করতে চান। আর আপনি তার আনুগত্যে থাকবেন যেমন আপনার পূর্ববর্তীরা ছিল। এজন্য মন্ত্রী পরিষদসহ আপনাকে যেতে হবে। ফলে খলীফা মন্ত্রী, আত্মীয় ও আলেম-ওলামাকে সাথে নিয়ে ছেলের বিয়ে সম্পন্ন করার জন্য হালাকু খানের নিকট গমন করেন। এ সুযোগে হালাকু খানের সৈন্যরা খলীফা ও তার সতের জন সঙ্গী ব্যতীত সকলকে হত্যা করে। পর্যায়ক্রমে দলে দলে জ্ঞানী-গুণীরা খলীফার সন্ধানে যেতে থাকে আর হালাকুর সৈন্যরা তাদের হত্যা করতে থাকে। এতে খলীফা মন্ত্রী ও আলেম শূন্য হয়ে একমাত্র ইবনুল আলকামী নির্ভর হয়ে পড়েন।[২১] হালাকু খান সুকৌশলে শী'আ মতাদর্শী নাছীরুদ্দীন তুসীকে তার মন্ত্রীর পদ প্রদান করে। ইবনুল আলকামী ও নাছীরুদ্দীন তুসী[২২] এই দু'মন্ত্রী এক সাথে পরামর্শ করে বাগদাদ ধ্বংসের যাবতীয় পরিকল্পনা সম্পন্ন করে। ইবনুল আলকামী এত হিংস্র হওয়ার পিছনে কারণ ছিল এই যে, বিগত বছরে শী'আ, রাফেযী ও আহলে সুন্নাতের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় যাতে রাফেযীদের কেন্দ্র কারাখ, রাফেযীদের অন্যান্য আবাসভূমি ও মন্ত্রীর আত্মীয়-স্বজনের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয়। এরপর থেকে মন্ত্রী হৃদয়ে প্রতিশোধের আগুন নিয়ে সুন্নীদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হ'তে থাকে।[২৩] বাগদাদ নগরীতে ৩৯৮ হিজরীতে শী'আ-সুন্নীদের মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষ হয়। এতে বহু লোক নিহত হয়।[২৪] আল্লামা রশীদ রেযা বলেন, বাগদাদের ইতিহাস পাঠ কর। যাতে রয়েছে তাতার অভিযানের বর্ণনা। যার কারণে পৃথিবীতে মুসলিম গৌরবের ভিত্তি বিনষ্ট হয়, মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। এর অন্যতম কারণ ছিল হানাফী-শাফেঈ মাযহাবের চরম দ্বন্দ্ব এবং খলীফার শী'আ মন্ত্রী ইবনুল আলকামী। এই মন্ত্রী সুন্নীদের নিধনকল্পে ৬৫৬ হিজরীতে ইসলামী খেলাফতের রাজধানী বাগদাদে তাতারদের ডেকে আনে। কিন্তু তাতাররা বাগদাদ নগরীকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করার পর শী'আ-সুন্নী সকলকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। ইবনুল আলকামীকে বিশ্বাস ঘাতকতার জন্য স্বয়ং হালাকু খান তিরস্কার করেছিলেন। এক সময় ইবনুল আলকামী অভিশপ্ত জীবনের দুশ্চিন্তায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়'।[২৫]

২. মাযহাবী দ্বন্দ্ব :

বাগদাদ আক্রমণের অন্যতম কারণ ছিল হানাফী ও শাফেঈ মাযহাবের দ্বন্দ্ব।[২৬] আল্লামা রশীদ রেযা, সূরা বাক্বারার ২০৮নং আয়াতের তাফসীরে রাসূল (ছাঃ)-এর নিম্নোক্ত হাদীছ *'সাবধান! আমার পর তোমরা বিপথগামী হয়ে একে অন্যের জীবননাশ কর না'*[২৭] এর ব্যাখ্যায় বলেন, অথচ আমরা এ দলীলগুলোকে পশ্চাতে ফেলে বিভক্ত হয়ে পড়েছি এবং দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছি। দ্বীনের বিষয়ে একে অপরকে সন্দেহ করছি। ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন মাযহাব গ্রহণ করেছি। প্রত্যেকে নিজ নিজ মাযহাবের প্রতি অন্ধ ভক্তি করছে। আর এজন্য সকল মুসলিম ভাইদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছে। সে মনে করছে দ্বীনকে সাহায্য করছে অথচ সে বিভেদ সৃষ্টি করে দ্বীনকে অপদস্ত করছে। সুন্নীরা শী'আদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, শী'আরা ইবাযিয়াদের সাথে সংঘাত করে। শাফেঈরা হানাফীদের বিরুদ্ধে তাতারদেরকে প্ররোচিত করে, হানাফীরা শাফেঈদের যিম্মী মনে করে, এরা খালাফদের মুক্বাল্লিদ ও সালাফদের অনুসারীদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে। ইবনুস সাম'আনী ৪৬২ হিজরীতে হানাফী মাযহাব ত্যাগ করে শাফেঈ মাযহাব অবলম্বন করলে এই দু'মাযহাবের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। এতে খোরাসান ও মারভ নগরী শ্মশানে পরিণত হয়।[২৮] ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন,

---

১৭. *আল-বিদায়াহ ১৩/২০২; সুয়ূতী, তারীখুল খোলাফা ১/৪০২।*
১৮. *তারীখে ইবনে খালদূন ৫/৫৪২; আল-বিদায়াহ ১৩/২০২; ইবনুল আমীদ, শাযারাতুয যাহাব ৫/২৭০; সুবকী, তাবাকাতে শাফেঈয়া ৮/২৬২।*
১৯. *আল-বিদায়াহ ১৩/১৪৫।*
২০. *আব্দুল হাই, শাযারাতুয যাহাব ৫/২৭০; যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১৬/৩৮৩; তাবাকাতে শাফেঈয়া ৮/২৬২।*
২১. *শাযারাতুয যাহাব ৫/২৭১; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১৬/৩৮৩; ইয়াফেঈ, মির'আতুল জিনান ৪/১০৫; সুয়ূতী, তারীখুল খোলাফা ১/৪০৩, ১/৩৩২।*
২২. *শী'আ ইমাম নাছীরুদ্দীন তূসী ৫৯৭ হিজরীতে ইরানের খোরাসান যেলার তূস নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে নীসাপুরে চলে যান। তিনি তাতারদের বিভিন্নভাবে সহায়তা করেন। ইসমাঈলীয় মুসলমানরা পরাজিত হ'লে এবং আলমূত দুর্গের পতন ঘটলে তিনি হালাকু খানের সঙ্গী হন। তিনি ইতিপূর্বে আলাউদ্দীন বিন জালালুদ্দীন খোয়ারিযমের মন্ত্রী ছিলেন। তার ইঙ্গিতেই খলীফা মুস্তা'ছিম বিল্লাহকে বস্তায় ভরে হত্যা করা হয় এবং তারই নির্দেশে বড় বড় আলেম, ফক্বীহ ও ন্যায়পরায়ণ বিচারকদের হত্যা করা হয় (শাযারাতুয যাহাব ৫/৩৪০; আল-বিদায়াহ ১৩/২০১)। তূসী শিরক, কুফর ও নাস্তিকতার অভিযোগে অভিযুক্ত (ইবনুল কাইয়িম, ইগাছাতুল লাহফান ২/২৬৩)। তিনি ৬৭২ হিজরীতে মারা যান (আল-বিদায়াহ ১৩/২১৫)।*
২৩. *আল-বিদায়াহ ১৩/২০১।*
২৪. *যাহাবী, দুওয়ালুল ইসলাম ১/১৮৬।*
২৫. *তাফসীরে মানার ৩/১০; সুয়ূতী, তারীখুল খোলাফা ১/৪০৪।*
২৬. *রশীদ রেযা, তাফসীরে মানার ৩/১০।*
২৭. *বুখারী হা/১২১; মিশকাত হা/২৬৫৯।*
২৮. *তাফসীরে মানার ৩/১৩, ২/২০৭।*

وَبِلَادُ الشَّرْقِ مِنْ أَسْبَابِ تَسْلِيطِ اللهِ التتر عَلَيْهَا كَثْرَةُ التَّفَرُّقِ وَالْفِتَنِ بَيْنَهُمْ فِي الْمَذَاهِبِ وَغَيْرِهَا-

'প্রাচ্যে মাযহাব ও অন্যান্য বিষয়ে তাদের পরস্পরের মধ্যে অধিক মতপার্থক্য ও ফিৎনার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাতারদের বিজয় দান করেন'।[২৯] প্রত্যেক মাযহাব একে অপরকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়। তূস শহরে হানাফীরা শাফেঈ মাযহাবের লোকদের প্রতি অতিষ্ট হয়ে হালাকু বাহিনীকে শাফেঈদের হত্যা করার জন্য আহ্বান করে। নিজেরাই হালাকু বাহিনীর জন্য শহরের দরজা খুলে দেয়। তাতাররা শহরে প্রবেশ করে শাফেঈদের হত্যার পাশাপাশি হানাফীদেরও রেহাই দেয়নি।[৩০] শায়খ আব্দুল ওয়াহ্হাব শা'রানী বলেন, হানাফী ও শাফেঈদের মধ্যে যাতে তর্ক-বিতর্ক ও মারামারি করার শারীরিক ক্ষমতা লোপ না পায় এজন্য উভয় মাযহাবের লোকেরা তাদের আলেমদের ফৎওয়া সূত্রে রামাযান মাসে ছিয়াম পালন করত না।[৩১]

তাতারদের বাগদাদে প্রবেশ :

খোরাসানের পতনের কারণে হালাকু খানের জন্য বাগদাদ অভিযানের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। হালাকু খান বাগদাদের দিকে দ্রুত ধাবিত হন। এ অভিযানে হালাকু খান সঙ্গে নেন মূছেলের শাসনকর্তা বদরুদ্দীন লুলু ও সাবেক ইসমাঈলী মন্ত্রী দার্শনিক নাছীরুদ্দীন তূসীকে। এদিকে মহিউদ্দীন ইবনুল খোয়ারিযমী খাদ্য, বাহন ও অর্থ দিয়ে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে লোক পাঠান। আবার মূছেলের সুলতানের পুত্র ছালেহ ইসমাঈলীও হালাকুর সঙ্গে যোগ দেন। সব মিলে দু'লক্ষ সৈন্য সাথে নিয়ে হালাকু খান বাগদাদের পথে রওয়ানা হন।[৩২] হালাকুর সৈন্যদল পূর্ব-পশ্চিম উভয় দিক দিয়ে বাগদাদের পথে রওয়ানা হয়। বাজুয়ানের নেতৃত্বে আরেক দল সৈন্য পশ্চিম দিক দিয়ে তিকরিতের পথ ধরে বাগদাদের দিকে অগ্রসর হয়। হালাকু বাহিনীর ভয়ে লোকেরা নারী ও সন্তানদের নিয়ে দুজাইল, ইসহাক, নাহরে মালাক ও নাহরে ঈসা ত্যাগ করে শহরে প্রবেশ করতে শুরু করে। তারা নদী পাড়ি দেওয়ার সময় যেন নিজেদেরকে পানিতে নিক্ষেপ করছিল। মাঝিরা লোকদের পারাপার করার সময় ভাড়া হিসাবে স্বর্ণের চুড়ি, বালা ও বহু দীনার লাভ করছিল। যখন হালাকু খানের ত্রিশ হাযার অশ্বারোহী সৈন্য দুজাইল নগরীতে প্রবেশ করল তখন খলীফা মুস্তা'ছিমের পক্ষ হ'তে তাদের প্রতিরোধের জন্য মুজাহিদুদ্দীন আয়বেক (দোওয়েদায়ে ছগীর নামে পরিচিত) ইযযুদ্দীন সামনে অগ্রসর হন। তিনি অল্প সংখক সৈন্য নিয়ে এক বিশাল বাহিনীর প্রতিরোধ করতে সক্ষম হন। কিন্তু চৌকস তাতার সৈন্যরা রাতে দজলা নদীর বাঁধ ভেঙ্গে দিলে মুসলিম সৈন্যরা দিশাহারা হয়ে পড়ে। এই সুযোগে তাতার সৈন্যরা মুসলিম সৈন্যদের কাউকে হত্যা ও কাউকে বন্দি করতে সক্ষম হয়। এ থেকে কেবল তারাই রক্ষা পায় যারা নদীতে ঝাঁপ দেয় বা যারা মরুভূমি হয়ে সিরিয়ায় পলায়ন করে। সেনাপতি ইযযুদ্দীন দোওয়ায়েদার কোন মতে আত্মরক্ষা করে বাগদাদে চলে যান। আর হালাকুর সেনাপতি বাজু তার সৈন্যদের নিয়ে শহরের পশ্চিম পাশ দিয়ে প্রবেশ করে মুহাযিত-তাজের সামনে অবস্থান নেয়। তার সৈন্যরা মুসলমানদের বাড়ি-ঘরে প্রবেশ করতে থাকে। অপরদিকে তাতার বাহিনী পূর্ব পাশ দিয়ে ৪ঠা মুহাররম ৬৫৬ হিজরী বাগদাদের প্রধান ফটকের সামনে অবস্থান গ্রহণ করে। খলীফার সৈন্যরা ১৯শে মুহাররম ৬৫৬ হিজরী পর্যন্ত প্রতিরোধের চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়। অতঃপর তাতাররা বাগদাদের প্রাচীর ভেঙ্গে তীব্র গতিতে শহরে প্রবেশ করে নাগরীকদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করে। লোকেরা ভয়ে বহুতল ভবন ও উঁচু মিনারে আশ্রয় গ্রহণ করে।[৩৩] হালাকু খান খলীফাকে অবিলম্বে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন। খলীফা এতে কর্ণপাত না করলে তাতাররা বাগদাদ নগরী অবরোধ করে। খলীফা যখন দেখলেন আত্মসমর্পণ ব্যতীত গত্যন্তর নেই তখন তিনি যুদ্ধ বন্ধ ও শান্তি চুক্তি সম্পাদনের জন্য শারফুদ্দীন ইবনুল জাওযীকে হালাকুর নিকটে পাঠান। কিন্তু হালাকু বাহিনী চুক্তির অঙ্গীকার করে মুসলমানদের ধোঁকা দেয়। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, ইবনুল আলকামী তার পরিবার-পরিজন ও সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে হালাকুর নিকট গমন করে। অতঃপর খলীফাকে হালাকুর কাছে যাওয়ার ইঙ্গিত করে এবং তার সাথে সাক্ষাৎ করে সন্ধি করার পরামর্শ দেয়। যাতে বলা হয় অর্ধেক জিযিয়া হালাকুর জন্য হবে ও অর্ধেক হবে খলীফার জন্য।[৩৪]

খলীফা মুস্তা'ছিম বিল্লাহ্র পুত্র আহমাদ, আব্দুর রহমান ও মুবারক এবং কাযী, ফক্বীহ, আলেম-ওলামা, ছূফী ও গণ্যমাণ্য ব্যক্তিসহ তিন হাযার অনুচরবর্গ জীবন রক্ষার জন্য আত্মসমর্পণ করতে হালাকু খানের নিকট যান। এই প্রতিনিধি দলটি যখন হালাকুর বাসস্থানের কাছে পৌঁছে তখন সতের জন ব্যক্তি ব্যতীত সকলকে হত্যা করা হয়। খলীফা হালাকুর নিকটে পৌঁছলে সে খলীফাকে বলল, আপনি মেযবান আর আমরা মেহমান। অতএব আপনি আমাদের উপযুক্ত মেহেনদারী করুন। খলীফা তার ধনভাণ্ডরের তালা খুলে তার মেহমানদারী করার নির্দেশ দিলেন। এতে তার জন্য ত্রিশ হাযার পোশাক, দশ হাযার দীনার এবং অগণিত মুনি-মুক্তা হালাকুর সামনে উপস্থাপন করা হ'ল। কিন্তু হালাকু এগুলোর প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ না করে খলীফাকে বললেন, এগুলো আমার দাস ও সৈন্যদের জন্য। এগুলোতো প্রকাশ্য সম্পদ। কিন্তু গচ্ছিত ও রক্ষিত সম্পদ কোথায়? সেগুলোর সন্ধান দিন। খলীফা লুক্কায়িত সম্পদের কথা বলে দিলে তারা তা খনন করে দেখল যে, হাউয লাল স্বর্ণে পরিপূর্ণ।[৩৫] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, হালাকু খান স্বয়ং খলীফার সাথে অতিশয় অপমান সূচক আচরণ করলেন। খলীফা লাঞ্ছিত, ভীত ও অপদস্ত অবস্থায় বাগদাদে

২৯. *ইবনু তায়মিয়া, মাজমূ' ফাতাওয়া ২২/২৫৪; আল-ফাতাওয়াল কুবরা ২/১০৯।*
৩০. *ইবনু আবীল হাদীদ, শারহু নাহজিল বালাগাহ ২/৪৯৩, ৮/২৩৭।*
৩১. *শা'রানী, কিতাবুল মীযান ১/৪৩।*
৩২. *শাযারাতুয যাহাব ৭/৪৬৮; আল-বিদায়াহ ১৩/২০০।*
৩৩. *তারীখে ইবনে খালদূন ৫/৬১২-৬১৩; ড. হাসান ইবরাহীম, তারীখুল ইসলাম ৪/১৫০-১৫১।*
৩৪. *আল-বিদায়াহ ১৩/২০১; তারীখে ইবনে খালদূন ৫/৬১৩; ড. হাসান ইবরাহীম, তারীখুল ইসলাম ৪/১৫০-১৫১।*
৩৫. *রশীদুদ্দীন, জামে'উত তাওয়ারীখ ২/২৯১-২৯২; আল-বিদায়াহ ১৩/২০১; যাহাবী, তারীখুল ইসলাম ৪৮/২৬০; যিরিকলী, আল- ই'লাম ৪/১৪০; ড. হাসান ইবরাহীম, তারীখুল ইসলাম ৪/১৫০-১৫১।*

ফিরে এলেন। খাজা নাছীরুদ্দীন তূসী ও খলীফার প্রধান মন্ত্রী ইবনুল আলকামীও খলীফার সাথে বাগদাদে ফিরে এলো। তাদের পরামর্শক্রমে খলীফা পুনরায় রাজকোষের সমুদয় স্বর্ণ, হীরক এবং মূল্যবান সামগ্রীসহ হালাকুর নিকট উপস্থিত হ'লেন। শী'আ মন্ত্রীদ্বয়ের ষড়যন্ত্র ও প্ররোচনার ফলে খলীফা মুস্তা'ছিমের শত অনুনয়-বিনয় ও অনুরোধ সত্ত্বেও হালাকু খান খলীফার সাথে চুক্তি করতে সম্মত হননি। হালাকু খান খলীফার সাথে সন্ধি করতে চাইলে ইবনুল আলকামী হালাকু খানকে বলে, আপনি খলীফার সাথে চুক্তি করবেন না। কারণ তিনি এক বা দু'বছরের মধ্যে চুক্তি ভঙ্গ করবেন। তিনি আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবেন। এভাবে ইবনুল আলকামী হালাকু খানকে খলীফার বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে থাকে।[৩৬] তারপর হালাকুখান খলীফাকে বললেন, বাগদাদবাসীকে নির্দেশ দেন যাতে তারা অস্ত্র রেখে দিয়ে বাগদাদের রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। খলীফা তাই করলেন। ফলে লোকেরা নিরাপত্তার আশায় অস্ত্র ফেলে লাইন ধরে রাস্তায় বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু এতেও বাগদাদ নগরী হালাকু খানের প্রমত্ত ধ্বংসযজ্ঞ হ'তে পরিত্রাণ পেল না। এসময় হালাকু তার সৈন্যদেরকে লাইনে থাকা নিরস্ত্র সাধারণ লোকদের হত্যা করার নির্দেশ দেন। হত্যাকাণ্ড শেষ হ'লে হালাকু খান বাগদাদ নগরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে খলীফা ও তার আত্মীয়-পরিজনসহ নগরীর অসংখ্য নর-নারীকে হত্যা করে। প্রাণভয়ে ভীত বাগদাদের অগণিত নারী-পুরুষের করুণ আর্তিকে উপেক্ষা করে মোঙ্গলবাহিনী বিভৎস হত্যাকাণ্ডের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। শুধু জীবননাশের মধ্য দিয়েই মোঙ্গলবাহিনীর অত্যাচার শেষ হয়নি, তাদের হাতে যুগ যুগ লালিত মুসলিম সাহিত্য-শিল্প ও সংস্কৃতিরও বিলুপ্তি ঘটে।

একদল লোক আত্মরক্ষার জন্য ঘরে প্রবেশ করে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলে তাতারবাহিনী তাদের কারো দরজা ভেঙ্গে এবং কারো দরজায় আগুন দিয়ে পুড়িয়ে বাড়ীতে প্রবেশ করে। অতঃপর গৃহবাসীকে পাকড়াও করে উঁচু ছাদের উপর নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। আর তাদের রক্ত ছাদ হ'তে নালার মত হয়ে নীচে গড়িয়ে পড়তে থাকে।[৩৭]

তাদের আক্রমণের প্রচণ্ডতায় মুসলিম জাতির গৌরবকীর্তি, মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্র বাগদাদ নগরী ধূলিস্যাৎ হয়ে যায়। এভাবে আরব্য রজনীর স্বপ্নপুরী বাগদাদ তার সর্বস্ব হারায়। চল্লিশ দিন ধরে হালাকু বাহিনী তাদের ধ্বংসলীলা অব্যাহত রাখে। তাদের নির্মম হত্যাকাণ্ড হ'তে নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ ও যুবক কেউ রেহাই পায়নি। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, মসজিদ, বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদরাসা কিছুই তাদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। কেবল ইহুদী-খৃষ্টান, শী'আ-রাফেযী ইবনুল আলকামীর বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণকারী ও কিছু ব্যবসায়ী যারা অর্থের নিরাপত্তা গ্রহণ করেছিল তারাই রক্ষা পেয়েছিল। তারা বহু অর্থ ব্যয় করে নিজেদের ও সম্পদের নিরাপত্তা লাভ করেছিল।[৩৮]

বাগদাদ ধ্বংসের বর্বরতা সম্পর্কে ব্রাউন বলেন, সম্ভবত কখনোই এত বড় ও সমৃদ্ধশালী একটি সভ্যতা এত দ্রুত অগ্নিশিখায় বিধ্বস্ত ও রক্তধারায় নিশ্চিহ্ন হয়নি'। মোঙ্গলদের নিষ্ঠুর আক্রমণে অসংখ্য মসজিদ, প্রাসাদ, অট্টালিকা প্রভৃতি নিশ্চিহ্ন হ'ল। কেবল মুষ্টিমেয় শিল্পী, চিত্রকর প্রভৃতি এই আক্রমণের কবল থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিল।[৩৯]

তাতার বাহিনীর চল্লিশ দিনের ধ্বংসলীলায় এক লাখ ষাট হাযার হ'তে প্রায় দু'লাখ নারী-পুরুষ নিহত হয়। এই সংখ্যা সলিল সমাধিতে মৃত ও পলায়ন করে নিখোঁজদের ব্যতীত।[৪০]

খলীফা ও তাঁর সন্তানদের শাহাদত বরণ :

খলীফা মুস্তা'ছিম বিল্লাহ্‌র যেমন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছিল তেমনি তিনি অদূরদর্শিতার পরিচয়ও দিয়েছিলেন। ফলে আল্লাহ তাঁর হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেন। একদা তাতাররা খলীফার বাসভবন চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছিল। তখন খলীফার সামনে এক তরুণী খেলছিল এবং তাঁকে আনন্দ দিচ্ছিল। এসময় তাতার সৈন্যের ছুড়া তীর খলীফার জানালা ভেদ করে উক্ত তরুণীকে বিদ্ধ করে। মেয়েটি খলীফার সামনে ব্যথায় কাতরাচ্ছিল। এতে তিনি অস্বস্তি বোধ করেন এবং প্রচণ্ড ভয় পান। তার সামনে তীরটি নিয়ে আসা হ'লে তিনি দেখেন যে, তাতে লিখা আছে- إِذَا أَرَادَ اللهُ إِنْفَاذَ قَضَائِهِ وَقَدَرِهِ سَلَبَ ذَوِي الْعُقُولِ عُقُولَهُمْ 'আল্লাহ যখন তাঁর ফায়ছালা ও নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে চান তখন জ্ঞানীদের বুদ্ধি-বিবেক ছিনিয়ে নেন। এরপর তিনি নিরাপত্তা বাড়াতে বলেন এবং খলীফার বাড়ি সৈন্য দ্বারা বেষ্টন করে রাখার নির্দেশ দেন'।[৪১]

খলীফা মুস্তা'ছিম বিল্লাহ বহু চেষ্টা করেও প্রাণ রক্ষা করতে পারেননি। ইসলাম বিদ্বেষী দুই শী'আ মন্ত্রীর উস্কানীর কারণে শেষ পর্যন্ত হালাকু খান খলীফার প্রাণ ভিক্ষা দিতেও রাযী হ'লেন না। ইসলাম জগতের খলীফাকে ১৪ই ছফর ৬৫৬ হিজরীতে নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর চার মাস। তাঁর খেলাফতকাল ছিল ১৫ বছর ৮ মাস।[৪২]

জামালুদ্দীন সুলায়মান বিন রতলায়ন বলেন, আমার পিতা বর্ণনা করেন যে, খলীফার সাথে হালাকু খানের ইরাকের অর্ধেক রাজ্য প্রদানের শর্তে চুক্তি প্রায় হয়ে গিয়েছিল। এমন সময় ইবনুল আলকামী হালাকুকে ইশারা করে বলল, বরং তাঁকে হত্যা করার মধ্যে কল্যাণ রয়েছে। অন্যথা পুরো ইরাক আপনার করতলগত হবে না।[৪৩] হিংস্র তাতাররা খলীফাকে বস্তায় ভরে লাথি মারতে মারতে হত্যা করে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তাকে চটের বস্তায় ভরে কুঠার দ্বারা টুকরা টুকরা করে হত্যা করে। তাঁর সাথে তার বড় ছেলে আবুল আব্বাস আহমাদ ও

৩৬. *আল-বিদায়াহ ১৩/২০১; দুওয়ালুল ইসলাম ২/১১২; শাযারাতুয যাহাব ৫/২৭১।*
৩৭. *আল-বিদায়াহ ১৩/২০২।*
৩৮. *ঐ, ১৩/২০২।*
৩৯. *Browne, Literary History of Persia 2/461-462।*
৪০. *আল-বিদায়াহ ১৩/২০২; হাসান ইবরাহীম, তারীখুল ইসলাম ৪/১৫৩।*
৪১. *আল-বিদায়াহ ১৩/২০০, ১৩/২৩৩।*
৪২. *ঐ, ১৩/২০২।*
৪৩. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ২৩/১৮৩।*

মেঝো ছেলে আব্দুর রহমানকেও হত্যা করা হয়। আর ছোট ছেলে মুবরারক ও তাদের তিন বোন খাদীজা, মরিয়ম ও ফাতিমাকে বন্দী করে দাসে পরিণত করে। এছাড়া হাযার হাযার কুমারী নারীকে বন্দি করে প্রকাশ্যে তাদের ধর্ষণ করা হয়। এমনকি খলীফার স্ত্রীকেও ধর্ষণ করা হয় বলে বর্ণিত আছে।[৪৪]

খলীফাকে হত্যা সম্পর্কে ইবনু খালদূন (রহঃ) বলেন, তাদের ধারণামতে বস্তায় ভরে হত্যার কারণ হ'ল- যাতে রক্ত মাটিতে না পতিত হয়।[৪৫] কারণ তারা জানত যে, রক্ত মাটিতে পতিত হ'লে তাদের উপর আল্লাহ্র গযব নাযিল হ'তে পারে। হালাকু খান প্রথমে খলীফাকে সরাসরি হত্যার নির্দেশ দিলে তাকে বলা হয়, যদি তাঁর রক্ত মাটিতে গড়িয়ে পড়ে তাহ'লে দুনিয়া অন্ধকার হয়ে যাবে এবং আপনার রাজত্ব ধ্বংসের কারণ হবে। কারণ তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর বংশধর এবং পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্র খলীফা। তখন ইসলামের শত্রু মানবরূপী শয়তান নাছীরুদ্দীন তূসী দাঁড়িয়ে বলল, তাঁকে এমনভাবে হত্যা করা হৌক যাতে রক্ত প্রবাহিত না হয়। ফলে তাকে বস্তায় ভরে লাথি মারতে মারতে হত্যা করা হয়। তাঁকে হত্যার জন্য আনা হ'লে তিনি এমন চিৎকার দেন যে বাগদাদের আকাশ প্রকম্পিত হয়ে উঠে। খলীফাকে যখন তাতার বাহিনী তাবুতে অবরোধ করে রেখেছিল তখন তিনি মধুর স্বরে কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন।[৪৬]

ভয়াবহতা :

হালাকু বাহিনী চল্লিশ দিনে যে ধ্বংসলীলা ও হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল তা বর্ণনাতীত। তারা তাদের সহযোগী মুসলমানদের রেহাই দেয়নি। তাতাররা রামাযান মাসে মুসলমানদেরকে শূকরের গোশত ও মদ্যপান করতে বাধ্য করে।[৪৭]

এরবলের শাসক ইবনুছ ছালায়া যে হালাকুকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেছিল তাকেও হালাকু হত্যা করে।[৪৮] এছাড়া শায়খ ইবনুল জাওযী, তার তিন সন্তান আব্দুল্লাহ, আব্দুর রহমান, আব্দুল করীম, মুজাহিদুদ্দীন দোওয়ায়দায়ে ছগীর আয়বেক, শিহাবুদ্দীন সুলায়মান শাহ, ছাদরুদ্দীন আলী বিন নাইয়ার সহ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অসংখ্য আলেম-ওলামা, হাফেযে কুরআন, বক্তা ও ইমামদের হত্যা করা হয়।[৪৯] প্রত্যক্ষদর্শী জামালুদ্দীন সুলায়মান বিন রতলায়ন বলেন, খলীফার সাথে যে ১৭ জন লোককে হালাকুর দরবারে উপস্থিত করা হয় তাদের মধ্যে আমার পিতাও ছিলেন। অন্যান্য সকলকে হত্যা করে। খলীফাকে একটি তাঁবুতে রাখা হয় এবং বাকী ১৭ জনকে অন্য একটি তাঁবুতে রাখা হয়। আমার পিতা বলেন, খলীফা প্রতি রাতে আমাদের কাছে এসে বলতেন, তোমরা আমার জন্য দো'আ কর। একদিন খলীফার তাঁবুতে একটি পাখি বসলে হালাকু তাঁকে তলব করে জিজ্ঞেস করেন এই পাখি কীসের? এটি আপনাকে কি বলল? অতঃপর তাদের মধ্যে বহুক্ষণ আলাপচারিতা চলল। এরপর তাঁকে ও তাঁর বড় ছেলে আবুবকরকে লাথি মারতে শুরু করল। অবশেষে তারা মারা গেলেন। আর ঐ ১৭ জনকে ছেড়ে দিয়ে তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করা হ'ল, এতে তাদের দু'জন নিহত হ'ল। অন্যরা নিজেদের বাড়ি ফিরে এসে দেখল জনশূন্য বিরানভূমি। আমি আমার সঙ্গীহীন পিতার নিকট এসে দেখলাম, তিনি তার বন্ধুদের মধ্যে পড়ে আছেন। তাদের কেউ আমাকে চিনতে পারল না। তারা আমাকে বলল, আপনি কাকে চান? আমি বললাম, ফখরুদ্দীন বিন রতলায়নকে চাই। আমি তাকে চিনে ফেলেছিলাম। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তার থেকে কি চাও? আমি বললাম, আমি তার সন্তান। তিনি আমার দিকে তাকালেন। আমাকে চিনতে পেরে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। আমার নিকট তখন কিছু খাদ্য ছিল তা তাদের মধ্যে বিতরণ করে দিলাম।[৫০]

একজন লোক খলীফার প্রাসাদে প্রবেশ করে আব্বাসের বংশধরগণকে আহ্বান করে সমবেত করল। অতঃপর তাদের সকলকে কবরস্থানে নিয়ে গিয়ে ছাগলের মত যবেহ করে হত্যা করল।[৫১] মাসের পর মাস মসজিদসমূহ বন্ধ থাকে। জুম'আ ও জামা'আতে ছালাত আদায় বন্ধ হয়ে যায়। এরই মধ্যে ইবনুল আলকামী বাগদাদের মাদরাসা, মসজিদ ও পাঠশালাগুলো বন্ধ করে দিয়ে শী'আ রাফেযীদের দর্শণীয় স্থানগুলো উন্মুক্ত করে দেয়। সে রাফেযী মতাদর্শ প্রচার ও প্রসার করার জন্য মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পণা করে। কিন্তু আল্লাহ তার এহেন ঘৃণ্য আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করতে দেননি। কয়েক মাসের মধ্যেই তার মৃত্যু ঘটে।[৫২]

ছয় শতাব্দী ধরে বাগদাদে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে অমূল্য ভাণ্ডার সঞ্চিত হয়েছিল নিষ্ঠুর তাতাররা এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্তই দজলার পানিতে ফেলে তা নিঃশেষ করে দেয়। ইবনু কাছীর (রহঃ) ও অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ বলেন, অদৃষ্টে যা ঘটার ছিল যখন তা ঘটে শেষ হ'ল তখন ইসলাম জগতের কেন্দ্র বাগদাদ নগরী পরিণত হয় ধ্বংসস্তূপে। খুব অল্প লোকই সেখানে দেখা যেত। পথে ঘাটে লাশগুলো টিলার মতো পড়েছিল। বৃষ্টির কারণে লাশগুলো পঁচে আকাশ-বাতাশ দুর্গন্ধযুক্ত হয়েছিল। বায়ু দূষিত হয়ে লাশের দুর্গন্ধ সিরিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। বায়ু দূষণের ফলে অসংখ্য প্রাণী মারা যায়। লোকদের মধ্যে প্লেগ ও মহামারীর মতো বিভিন্ন রোগ ছড়িয়ে পড়ে।[৫৩]

এই ধ্বংসলীলার পর যখন বাগদাদে নিরাপত্তার ঘোষণা দেওয়া হয়। তখন আত্মরক্ষার্থে বাঙ্কার, নির্জনভূমি ও কবরের ভিতর যারা আশ্রয় নিয়েছিল তারা বের হয়ে আসে। ক্ষুধার কারণে লোকদের অবস্থা কঙ্কালসার হয়েছিল। যখন তাদেরকে

৪৪. *আল-বিদায়াহ ১৩/২০২; তারীখে ইবনু খালদূন ৫/৫৪৩; তারীখুল খোলাফা ১/৪০৪; শাযারাতুয যাহাব ৭/৪৬৯; তাজউদ্দীন বিন আলী আস-সুবকী, ত্বাবাকাতে শাফেঈয়া ৮/২৭১।*
৪৫. *তারীখে ইবনে খালদূন ৫/৬১৩, ৩/৬৬৩।*
৪৬. *ত্বাবাকাতে শাফেঈয়া ৮/২৭১; আল-বিদায়াহ ১৩/২০৩।*
৪৭. *ত্বাবাকাতে শাফেঈয়া ৮/২৭১।*
৪৮. *ত্বাবাকাতে শাফেঈয়া ৮/২৭১।*
৪৯. *আল-বিদায়াহ ১৩/২০৩।*
৫০. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ২৩/১৮৩।*
৫১. *আল-বিদায়াহ ১৩/২০৩।*
৫২. *আল-বিদায়াহ ১৩/২০৩; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ২৩/১৮৩।*
৫৩. *আল-বিদায়াহ ১৩/২০৩; ত্বাবাকাতে শাফেঈয়া ৮/২৭১ ইবনুল কূত্বী, আল-হাওয়াদিছুল জামে'আতু ফী আ'য়ানিল মিয়াতিস সাবে'আ, পৃষ্ঠা ৩৩০-৩৩১; তারীখুল ইসলাম ৪/১৫২।*

কবর থেকে বের করা হ'ল তখন তারা একে অপরকে অস্বীকার করল। বাবা তার ছেলেকে এবং ভাই তার ভাইকে চিনতে পারছিল না। ভয়াবহ বিপদে ভীতবিহ্বল হয়ে পড়ল।[৫৪]

ইসলামের ইতিহাসে বাগদাদ ধ্বংসের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। সেই ভয়ংকর ধ্বংসলীলা মুসলিম রাজ্যসমূহ এবং পরোক্ষভাবে সমগ্র দুনিয়ার অগ্রগতিকে রুদ্ধ করে দিয়েছিল।

ইবনু খালদূন বলেন, মুসলমানদের ভাণ্ডারে থাকা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু কিতাব দজলা নদীতে নিক্ষেপ করা হয়। আর তারা এ ঘটনা এজন্য ঘটায় যে, তাদের ধারণা মতে মুসলমানেরা মাদায়েন বিজয়ের সময় পারসিকদের গ্রন্থসমূহকে এভাবেই নষ্ট করেছিল।[৫৫] তিনদিন ধরে শহরের পথে পথে রক্তের স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল এবং টাইগ্রিস নদীর পানি মাইলের পর মাইল রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল। ইবনু খালদূনের মতে, তাতারদের আক্রমণের ফলে এক লক্ষ ষাট হাযার লোক প্রাণ হারায়। মতান্তরে দু'লক্ষ অধিবাসীদের মধ্যে এক লক্ষ ষাট হাযার লোক মারা যায়।[৫৬] কারো মতে আশি হাযার বা এক লক্ষ আশি হাযার মুসলিমকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।[৫৭]

এই আক্রমণের ফলে বাগদাদ মোঙ্গলদের অধিকারভুক্ত হয় এবং মুসলিম বিশ্ব তিন বছরের জন্য খলীফা শূন্য হয়ে পড়ে। এই আক্রমণের তাণ্ডবে অসংখ্য নর-নারী আত্মাহুতি দেয়। পৃথিবীর বিশেষত মুসলমানদের ওপর যেসব বিরাট বিপর্যয় ও ভয়াবহ ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয়েছিল তন্মধ্যে তাতারদের আক্রমণ অন্যতম। বাগদাদ পতনের ফলে আব্বাসীয় শাসনের অবসান ঘটে। অবসান ঘটে ইসলামী খেলাফতের, যার ছায়াতলে ইসলামী বিশ্ব পরিচালিত হয়ে আসছিল।[৫৮]

বাগদাদ আক্রমণের ফলে বহু ঐতিহাসিক স্থাপনা, প্রাসাদ ও মসজিদ, মাদরাসা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অসংখ্য বই-পুস্তক বিনষ্ট হয় এবং বহু প্রখ্যাত পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিক নিহত হন। এভাবে মুসলিম বিশ্বের স্বপ্নরাজ্য বাগদাদে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সংস্কৃতির যে দীপশিখা প্রজ্বলিত হয়েছিল তা মুহূর্তে নির্বাপিত হয়। তৎকালীন বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও শিক্ষা-সংস্কৃতির শীর্ষ কেন্দ্র বাগদাদ ধ্বংসের ফলে শুধু মুসলিম বিশ্বের নয়, বরং সারাবিশ্বের অগ্রগতিও ব্যাহত হয়েছিল।

পৃথিবীর ইতিহাসে যত ধ্বংসলীলা চালানো হয়েছে, বাগদাদ ধ্বংস তার সব কিছুকে ছাড়িয়ে যাবে। বাগদাদ ধ্বংসকে কেন্দ্র করে বহু কবিতা ও শোকগাঁথা রচিত হয়েছে। অনেক ঐতিহাসিক স্বতন্ত্র ইতিহাস গ্রন্থ লিখেছেন। কিন্তু এই ভয়াবহতার বর্ণনা দিয়ে কেউ পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারেননি। বাদশা বখতে নছর বায়তুল মাক্বদাস ধ্বংস ও তার অধিবাসী বানী ইসরাঈলদের হত্যা করেছিল। কিন্তু বাগদাদ ধ্বংসের সাথে তার তুলনা হবে না। দাজ্জাল পৃথিবীতে এসে মানুষ হত্যা করবে। কিন্তু তার অনুসারীদের রেহাই দিবে। পক্ষান্তরে তাতার এমন রক্তপিপাসু জাতি ছিল যারা নারী-পুরুষ, শিশু সবাইকে হত্যা করেছে। এমনকি গর্ভবতী নারীদের গর্ভপাত ঘটিয়ে ভ্রূণকেও হত্যা করেছে। বিশ্ব হয়ত ইয়াজূজ-মা'জূজ ব্যতীত কারো দ্বারা এরূপ হত্যাকাণ্ড কখনো দেখবে না।[৫৯]

অনেক ঐতিহাসিক তাদের ধ্বংসযজ্ঞকে ইয়াজূজ-মা'জূজের ধ্বংসলীলার সাথে তুলনা করেছেন। তাতাররা এমন এক জাতি ছিল যারা সূর্যের পূজা করত। তারা কুকুর-শূকরসহ সকল প্রাণীর গোশত খেত। তাদের বৈবাহিক কোন ভিত্তি ছিল না। ফলে নারী-পুরুষ যে যাকে ইচ্ছা ভোগ করত। সন্তানদের কোন পরিচয় ছিল না।[৬০] এ কারণে হয়ত তারা এত হিংস্র ছিল। তাদের নারী সৈন্যরাও শত শত মানুষকে হত্যা করত। তাদের যুদ্ধ কৌশল দেখে লোকেরা তাদেরকে পুরুষ মনে করত।[৬১] তাই পরিশেষে বলব, শী'আ-সুন্নী ও মাযহাবী মতপার্থক্য ভুলে গিয়ে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হ'তে হবে। ক্ষমতার মোহে পড়ে দলাদলি না করে হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে সচেষ্ট হ'তে হবে। অন্যথা ইসলাম তথা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ বিদ্বেষীরা এমন হামলা করবে যে, হালাকু বাহিনীর মতো হানাফী-শাফেঈ, মালেকী-হাম্বলীসহ হকপন্থী জামা'আতকেও ধ্বংস করে দিবে। তাই আসুন, আমরা বাগদাদ ধ্বংসের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপন করি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন-আমীন!

[চলবে]

---

৫৪. *আল-বিদায়াহ ১৩/২০৩।*
৫৫. *তারীখে ইবনে খালদূন ৫/৬১৩।*
৫৬. *ত্বাবাকাতে শাফেঈয়া ৮/২৭১; তারীখে ইবনে খালদূন ৫/৬১৩।*
৫৭. *আল-বিদায়াহ ১৩/২০২।*
৫৮. *শাযারাতুয যাহাব ৭/৪৭০; তারীখুল ইসলাম ৪/১৫৩।*
৫৯. *ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত-তারীখ ১০/৩৩৩।*
৬০. *ঐ, ১০/৩৩৫।*
৬১. *ঐ, ১০/৩৪৮।*

নূর গার্মেন্টস এন্ড টেইলার্স

আত-তাহরীক-এর বিশেষ সংখ্যা উপলক্ষে আন্তরিক শুভেচ্ছা

প্রথম শাখা : ২১২-২১৩ আর.ডি.এ মার্কেট, সাহেব বাজার, রাজশাহী।

দ্বিতীয় শাখা : ১০-১১ ভূঁইয়া শপিং সেন্টার (২য় তলা) আর.ডি.এ মার্কেট রোড, রাজশাহী।

তৃতীয় তলা : ২৭১, ২৭২ আরডিএ মার্কেট, রাজশাহী।

প্রোঃ আব্দুল জব্বার

মোবা : ০১৯১১-৯৭১৪৩২; ০১৭১৬-৬৯৫০৯৯।

ন্যাশনাল লাইব্রেরী

কেজি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বি.এম, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ডাঃ যাকির নায়েকের বই সহ সকল প্রকার কুরআন শরীফ ও ধর্মীয় গ্রন্থ পাওয়া যায়।

মোবাইল: ০১৬৭০-৬১৯৯০৬, ০১১৯৭-১১৭৯২৮, ০১৭৪৫-০০৩৩৩১।

সমবায় মার্কেটের পূর্ব পার্শ্বে, সাহেব বাজার, রাজশাহী।

মেডিকেল : ৭৭৪৩৩৫, ফায়ার সার্ভিস : ৭৭৪২২৪, রাজপাড়া থানা : ৭৭৬০৮০, বিদ্যুৎ (অভিযোগ) : ৭৭৩৪২২, দারুস সালাম : ৭৭৪৪৩৯, বোয়ালিয়া থানা : ৭৭৪৩০২।

Contents

সাক্ষাৎকার

মুহতারাম আমীরে জামা'আত

*[১৯৯১ সালে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কর্তৃক আয়োজিত '২য় জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমা' সম্পর্কে মাসিক **আত-তাহরীক**-এর সম্পাদক মণ্ডলীর মাননীয় সভাপতি ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবে**'র এই স্মৃতিচারণমূলক সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন আত-তাহরীক-এর গবেষণা সহকারী নূরুল ইসলাম]*

আত-তাহরীক : ১৯৯১ সালের ২৫ ও ২৬শে এপ্রিল রাজশাহী কেন্দ্রীয় মারকাযে অনুষ্ঠিত ২য় তাবলীগী ইজতেমার আয়োজনের প্রেক্ষাপট কি ছিল?

আমীরে জামা'আত : ১৯৮৯ সালের ২রা জুলাই আব্দুল মতীন সালাফীকে বহিষ্কারের পর ২১শে জুলাই যখন 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাথে 'জমঈয়তে আহলেহাদীস' সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করে এবং একই বছর ২৮শে ডিসেম্বর 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র বিপরীতে 'জমঈয়ত শুব্বানে আহলেহাদীস' গঠন করে, সেই সাথে 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারী সহ কয়েকজনকে যখন বিভিন্ন টোপ দিয়ে টেনে নেওয়া হয়, তখন ঐক্যের সকল আশা তিরোহিত হয়। এ সময় রাজশাহী মহানগরীর বর্ষিয়ান আহলেহাদীছ ব্যক্তিত্ব অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুছ ছামাদ ছাহেব (রাজশাহীর সাবেক মেয়র খায়রুযযামান লিটনের দাদা) যিনি নিজেকে জমঈয়ত সভাপতির মুরব্বী বলতেন, তিনি একবার শেষ চেষ্টা করতে চাইলেন। আমরা রাযী হ'লাম। ডক্টর ছাহেব রাণীবাজার এলেন। সেখান থেকে ম্যাজিস্ট্রেট ছাহেবের বাসায় আসার কথা। আমি ও সালাফী ছাহেব ওনার বাসায় গেলাম। কিন্তু উনি এলেন না। ১৯৯০ সালের মার্চের এই সর্বশেষ চেষ্টায় ব্যর্থতার ফলে সবাই যখন নিরাশ হয়ে গেলেন, তখন আমি ও সালাফী ছাহেব[১] সরাসরি ঢাকায় তাঁর বাসায় গিয়ে শেষ চেষ্টা করলাম। কিন্তু পরদিন আমাদের শুনতে হ'ল 'জমঈয়ত ভাঙার ষড়যন্ত্রকারীরা রাতের অন্ধকারে এসে আত্মসমর্পণ করেছে'। অতঃপর মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি ও তাঁর সাথীগণের সফর চলল পাবনা ও রাজশাহী সহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিতে। সর্বত্র 'যুবসংঘে'র বিরুদ্ধে জনমত উত্তপ্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। তখন আমরা মিটিং ডেকে তাঁকে ছাড়াই রাজশাহীতে 'যুবসংঘে'র '২য় জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমা' অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নিলাম। কেননা শুরু থেকে মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা এবং ১৯৮০ সালের ৫ ও ৬ই এপ্রিল তাঁরই সভাপতিত্বে ঢাকার 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন হলে' ও 'ঢাকা যেলা ক্রীড়া সমিতি মিলনায়তনে' দু'দিন ব্যাপী ১ম জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর ১৯৮৯-এর ১৭ই ফেব্রুয়ারী তিনিই রাজশাহীতে আমাদের তখনকার মারকায রাণীবাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করিয়েছিলেন। মূলতঃ 'যুবসংঘ' সর্বদা জমঈয়তের সহযোগী হিসাবে কাজ করত। কখনোই নিজেদেরকে পৃথক ভাবেনি। কিন্তু প্রেক্ষাপট সেদিকেই গড়িয়ে গেল।

২য় জাতীয় সম্মেলনের উল্লেখযোগ্য দিক সমূহ ছিল নিম্নরূপ :

(১) বর্তমান মারকাযের পূর্ব পার্শ্বের এক তলা বিল্ডিংয়ের দক্ষিণ পার্শ্বে খোলা ময়দানে ইজতেমার প্যাণ্ডেল করা হয়। যেখানে এখন 'ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট' হয়েছে। মুছল্লীদের ওযূ-গোসলের জন্য দক্ষিণ পার্শ্বের বড় পুকুরের চার ধারে বাঁশের লম্বা ঘাট বানানো হয়। এখন সে পুকুর ভরাট করে সেখানে রাজশাহী বিআরটিএ-র অফিস হয়েছে। ইজতেমা প্যাণ্ডেল মাদরাসার দক্ষিণ দেওয়াল থেকে পুকুর পাড় পর্যন্ত দীর্ঘ ছিল। তখন রাজশাহী-ঢাকা বর্তমান বাইপাস মহাসড়ক নির্মিত হয়নি। (২) এই সম্মেলনেই সর্বপ্রথম শফীকুল[২] 'জাগরে যুবক নওজোয়ান' গানটি গায়। যার লেখক ছিল 'যুবসংঘে'র ঝিনা (রাজশাহী) এলাকার 'কর্মী' যীনাত আলী (বর্তমানে মৃত)। সেদিন শফীকুলের গাওয়া উক্ত গান মানুষকে পাগল করে ফেলে। গানের শেষে যখন সে 'আল্লাহ সহায় মেহেরবান' বলে দরায কণ্ঠে লম্বা টান দেয়, তখন সবাই যেন দুনিয়ার আকর্ষণ ভুলে অদৃশ্য জগতে পাড়ি জমায়। সেদিন সে ভুল করে 'ভক্ত পীর' বলার মধ্যে তার কণ্ঠে যে জোশ ছিল, 'ভণ্ড' বললে সে জোশ আসে না। ফলে ওভাবেই রেখে দিই। যদিও সবাই জেনেছিল যে, ওটার সঠিক উচ্চারণ হবে 'ভণ্ড পীর'।[৩] এরপরে আমরা নাম পাল্টে গানের বদলে 'জাগরণী' করলাম। আর শিল্পী গোষ্ঠীর নাম দেই 'আল-হেরা'। উদ্দেশ্য মানুষকে হেরার জ্যোতিতে জাগিয়ে তোলা।

(৩) ইজতেমার মাস ছয়েক পূর্বে শীতকালে মাদরাসার নিজস্ব জালসা করা হয় পূর্ব পার্শ্বের ময়দানে। সেখানে প্রধান বক্তা ছিলেন তখনকার নামকরা বক্তা খুলনার মাওলানা আব্দুর রঊফ। সেই সাথে ছিলেন আমাদের ছহীহ বুখারীর উস্তাদ ও 'আহলেহাদীছ তাবলীগে ইসলামে'র আমীর মাওলানা হাবীবুল্লাহ খান রহমানী। আর ছিলেন জমঈয়তে আহলেহাদীসের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী রাজশাহী শ্যামপুরের এডভোকেট আয়নুদ্দীন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, বয়স্ক শ্রোতা ছিল সর্বসাকুল্যে ৫০ জন। অথচ সেখানেই যখন 'যুবসংঘে'র জাতীয় সম্মেলন ডাকা হ'ল, তখন মাদরাসা ময়দান বাদ দিয়ে দক্ষিণ পার্শ্বের খোলা ময়দানে সম্ভবতঃ ১৫০×১৭৫ বর্গ ফুটের প্যাণ্ডেল করা হয়। যা কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ছাপিয়ে যায়। সংগঠনের বরকত ছিল এটি। যা রাজশাহীবাসী প্রথম টের পান। এর আগে

১. আব্দুছ ছামাদ সালাফী (রাজশাহী)। যিনি তখন সঊদী মাবঊছ ছিলেন এবং 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও সুধী পরিষদের সদস্য ছিলেন। একই সময়ে তিনি মাদরাসার প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন।

২. শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট, বর্তমানে মৃত)। এর প্রকৃত নাম ছিল শফীউল আলম। পাল্টে করা হয় শফীকুল ইসলাম। তাকে সহ 'যুবসংঘে'র 'কর্মী' জাহাঙ্গীর আলম ও আব্দুল মান্নান (সাতক্ষীরা)-কে নিয়ে এসময় 'আল-হেরা' শিল্পী গোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

৩. যদিও 'জাগরণী' বইয়ে 'ভণ্ড'ই লেখা হয়েছে।

১৯৮০ সালে ঢাকায় আহূত ১ম জাতীয় সম্মেলনে একইভাবে ঢল নেমেছিল সারা দেশ থেকে। যে ঢল আজও অব্যাহত আছে আল্লাহ্র বিশেষ রহমতে। *ফালিল্লাহিল হাম্দ।*

আত-তাহরীক : বর্তমানে আমাদের এত প্রচার-প্রসার সত্ত্বেও যেভাবে প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে ঝামেলা পোহাতে হয়, সেসময় এরূপ ছিল কি?

আমীরে জামা'আত : সে সময় প্রশাসনিক এত বাধা ছিল না। বলতেকি অনুমতিও লাগত না। বিশেষ সময়ে বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া।

আত-তাহরীক : প্রথমবারের মত রাজশাহীতে এরূপ ইজতেমায় অংশগ্রহণ করতে পেরে সাধারণ মানুষ ও আহলেহাদীছদের অভিব্যক্তি ও উদ্দীপনা কেমন ছিল?

আমীরে জামা'আত : নতুনের চমক থাকা স্বাভাবিক। তবে দু'টি বিষয়ের প্রতি মানুষের আগ্রহ ছিল লক্ষণীয়। (১) 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র নামে রাজশাহীতে এটাই ছিল প্রথম জাতীয় সম্মেলন। এই নাম ও এই নামে জাতীয় সম্মেলন দু'টিই ছিল রীতিমত দুঃসাহসিক। কারণ 'সাপ্তাহিক আরাফাতে'র অবিরত ধারায় অপপ্রচার এবং বিরোধী নেতাদের প্রকাশ্য দম্ভ ও হিংসাত্মক তৎপরতাকে নীরবে হযম করে সর্বদা পজেটিভ দাওয়াতের মাধ্যমে এই সম্মেলন অনুষ্ঠান সাধারণ আহলেহাদীছদের মধ্যে যেমন ঔৎসুক্য সৃষ্টি করেছিল, তেমনি সাধারণ জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল। ইতিপূর্বে মাদরাসার জালসায় শ্রোতাসংকট ও করুণ অবস্থা দেখে আমরা খানিকটা নিরাশ হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু সাংগঠনিক সম্মেলনে বিভিন্ন যেলা থেকে গাড়ী রিজার্ভ করে কর্মীদের দলে দলে আগমন ও মানুষের বিপুল উৎসাহ দেখে আমাদের নৈরাশ্য কেটে যায় ও নতুন আশায় বুক বাঁধি। বলা চলে যে, ২য় জাতীয় সম্মেলনে এটাই ছিল আমাদের বড় পাওয়া। *ফালিল্লাহিল হাম্দ।*

আত-তাহরীক : সম্মেলনের কোন এক ফাঁকে শহরে বিশাল মিছিল হয়েছিল, সে ব্যাপারে কিছু জানতে চাই।

আমীরে জামা'আত : সম্মেলনের ২য় দিন বাদ আছর 'পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দেশে ইসলামী আইন ও শাসন' কায়েমের দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদানের জন্য রাজশাহীর যেলা প্রশাসক কার্যালয়ে যাওয়ার প্রোগ্রাম ছিল। মিছিল রওয়ানা হওয়ার পর জানতে পারলাম যে, মিছিলের উপর এসপি ছাহেবের নিষেধাজ্ঞা এসেছে। তখন আমরা সামনে থেকে মিছিলের নেতৃত্ব দিলাম। পুলিশ ভাইদের বললাম, আমরা মিছিল করছি। আপনারা দেখুন আইন-শৃংখলা বিরোধী কোন কাজ হয় কি-না। তারা বুঝলেন এবং আমাদের সাথেই চললেন।

সেদিনের একটি ঘটনা আজও ভুলতে পারি না। হাতেমখাঁ ছোট মসজিদের সেক্রেটারী ফযলুর রহমান ভাই (বর্তমানে মৃত) নওদাপাড়া বাজার পর্যন্ত এসে তার পায়ের নলায় বিরাট ফোঁড়া দেখিয়ে ওযর পেশ করলেন। আমি বললাম, আপনি রিকশা নিয়ে বাসায় চলে যান। এরপর ভিড়ে আর তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি। নওদাপাড়া মারকায থেকে সাহেববাজার জিরো পয়েন্টে গিয়ে পথসভা সেরে কোর্ট পর্যন্ত ৮ কিলোমিটারের অধিক রাস্তা হেঁটে যথারীতি স্মারকলিপি দিয়ে ফিরে এসে আমরা মাদরাসা ময়দানে মাগরিব পড়লাম। ছালাত শেষে আমি বক্তৃতার জন্য দাঁড়িয়ে দেখি ফযলু ভাই এবং হাতেমখাঁর আসাদুযযামান ও আব্দুর রাযযাক ভাই (মামা-ভাগিনা) সামনেই বসা। বললাম, কি ব্যাপার! আপনাকে তো ছুটি দিয়েছিলাম। বললেন, জীবনে প্রথম আহলেহাদীছের মিছিল। তাই যত কষ্টই হৌক আমি এই সুযোগ হারাতে চাইনি'। দেখলাম, ফোঁড়া ফেটে রক্তে তার পাজামার একপাশের নীচের অংশ ভিজে গেছে।

আরেকটি ঘটনা ভুলতে পারি না- 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র পরপর দু' সেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি আবুবকর (ঝিনাইদহ পরে মেহেরপুর) আমাদের না বলেই সম্মেলনের ১ম দিন দুপুরের ট্রেন ধরে বাড়ী চলে গেল। দুঃখিত হ'লাম। কিন্তু সান্ত্বনা ছিল যে, আল্লাহ যাকে কবুল না করেন, বান্দা চাইলেও তাকে ধরে রাখতে পারে না। হ্যাঁ সে আর কখনোই ফেরেনি। বিরোধী পক্ষের টোপ গিলে সে সংগঠন ত্যাগ করে 'শুব্বান' নেতা হয় (বর্তমানে মৃত)।

আত-তাহরীক : ইজতেমার টুকরো স্মৃতি ও শিক্ষণীয় ঘটনাবলী আরও কিছু জানতে চাই।

আমীরে জামা'আত : বেদনা ও আনন্দের অনেক স্মৃতিই আছে। বেদনাগুলি বাদ দিয়ে কেবল কিছু আনন্দের স্মৃতি বলছি : (১) হড়গ্রামের অধ্যাপক আব্দুর রাযযাক ছাহেবের নানা সুলতান মুহাম্মাদ মানছূর, যাকে আমরাও নানা বলতাম, সেদিন প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে আমাদের ভাষণ শুনেছিলেন। যেটি পরে 'দাওয়াত ও জিহাদ' নামে বই আকারে প্রকাশিত হয়, তিনি মন্তব্য করেছিলেন, জ্বর ও মাথা ব্যথা নিয়ে ইজতেমায় বসেছিলাম। কিন্তু বুঝতে পারলাম না কিভাবে দেড় ঘণ্টার ভাষণ শেষ হ'ল। আহলেহাদীছের এই গৌরবময় ইতিহাস আমি জীবনে কখনো শুনিনি। (২) ঐদিন শফীকুলের গান শুনে সর্বপ্রথম আনন্দে চিৎকার দিয়ে লাফিয়ে উঠেছিল বগুড়ার বর্তমান সভাপতি আব্দুর রহীম। সাথে অন্যেরাও। শ্লোগানে শ্লোগানে মুখর হয়ে উঠেছিল সেদিন পুরা ইজতেমা ময়দান। ঐ স্মৃতি আর কখনোই ফিরে আসবে না। (৩) ঐদিন সাতক্ষীরার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব দেছারুদ্দীন মুহুরী মঞ্চে বসে এক দৃষ্টে ভাষণ শুনেছিলেন। পরে এত বেশী আবেগ প্রকাশ করেছিলেন, যা বলতে সংকোচ বোধ হয় (বর্তমানে মৃত)। (৪) ম্যাজিষ্ট্রেট আব্দুছ ছামাদ সেদিন বলেছিলেন, রাজশাহী শহরে ও নওদাপাড়ায় এযাবৎ এরূপ ভাষণ ও সম্মেলন কখনো হয়নি। তিনি প্রাণ ভরে 'যুবসংঘে'র জন্য দো'আ করেন। তিনি এসময় ১৯৪৯ সালে নওদাপাড়ায় অনুষ্ঠিত মাওলানা কাফী ছাহেবের সম্মেলনের কথাও স্মরণ করেন। (৫) ইজতেমার প্রত্যেক বক্তা ও ওলামায়ে কেরাম এবং শ্রোতাবৃন্দ সেদিন যে কেমন খুশী হয়েছিলেন, তা ভাষায় প্রকাশ করার মত ক্ষমতা আমাদের নেই। সবাই যেন এরূপ একটি মহাসম্মেলনের জন্য যুগ যুগ ধরে অপেক্ষা করছিলেন। মৃত আহলেহাদীছ জামা'আত সেদিন যেন প্রাণ ফিরে পেয়েছিল। আল্লাহ তুমি হকপন্থীদের এই প্রাণস্রোত অব্যাহত রাখ।- আমীন!

ঝিলাম-নীলামের দেশে

আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব[১]

(মার্চ'১৬ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

নীলাম রোড ধরে গাড়ি এগিয়ে চলল আযাদ কাশ্মীরের উত্তরের ভূখণ্ড নীলাম ভ্যালির পথে। ১৪৪ কি.মি. দৈর্ঘ্য ঘন সবুজ বনানী ঘেরা এই পাহাড়ী উপত্যকা নৈসর্গিক সৌন্দর্যের জন্য পৃথিবীখ্যাত। এটি আযাদ কাশ্মীরের বৃহত্তম অংশও বটে। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে মসৃণ পীচঢালা সর্পিল রাস্তা। যাত্রা শুরুর খানিক পর নীচে পাহাড়ের সঙ্গমস্থলে পানির রেখা দেখে টের পেলাম এটাই নীলাম নদী। এর সরু লিকলিকে অবয়বে তেমন আকর্ষণ নেই। স্রোত সামান্যই। পাহাড়ী নদী হিসেবে যেন ঠিক মানানসই নয়। তবুও তিরতির গতিতে খুব শান্তভাবে মহাকালের অগ্রযাত্রায় শামিল হয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে অজানার পানে।

নদী-পাহাড়ের লুকোচুরি খেলা দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি। পাহাড়গাত্রে খানিক পর পর গ্রাম ও ফসলের ক্ষেত দেখা যায়। ছবির মত যেন থরে থরে সাজানো। কখনও বরফাবৃত পর্বতের প্রায় শীর্ষদেশেও দেখা যায় পাকা রঙিন বাড়ী। এত উঁচুতে নাগরিক সুযোগ-সুবিধাবিচ্ছিন্ন মানুষগুলো কিভাবে যিন্দেগী অতিবাহিত করে তা ভেবে অবাক হই। পথিমধ্যে নির্মানাধীন 'নীলাম-ঝিলাম হাইড্রো পাওয়ার প্লান্টে'র কাছাকাছি পৌঁছতেই হঠাৎ তল্লাশী চৌকির মুখোমুখি হ'লাম। কেননা আর কিছুদূর গেলেই 'লাইন অফ কন্ট্রোল' তথা আযাদ কাশ্মীর এবং ইণ্ডিয়ান কাশ্মীরের মধ্যবর্তী সীমান্তরেখা (কার্যত তা আন্তর্জাতিক সীমান্ত হিসাবে স্বীকৃত নয়)। সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িগুলিতে রুটিনমাফিক যাত্রীদের আইডি কার্ড চেক করা হচ্ছে। মনে হ'ল এই দফায় বোধহয় আর ছাড়া পাব না। ড্রাইভার হেলাল ভাই বললেন, 'ওরা না বললে আপনি আইডি কার্ড বের করবেন না'। আমাদের গাড়ির সামনে এসে এক সৈনিক আইডি কার্ড বের করতে বলল। সবাই বের করে দেখালো। আমি পকেটে হাত রাখলাম। তবে কার্ড বের করার আগেই 'কো-ই ফরেনার তো নেহি?'-বলেই উত্তরের অপেক্ষা না করে গাড়ী ছাড়ার ইঙ্গিত দিল। হেলাল ভাই এই রাস্তায় নিয়মিত যাতায়াত করেন বলে সৈনিকদের কাছে পরিচিত। সে কারণেই বোধহয় এ যাত্রায়ও সহজে উৎরে গেলাম আলহামদুলিল্লাহ।

পাওয়ার প্লান্টে নীলাম নদীর পানি আটকিয়ে বিশাল কর্মযজ্ঞ চলমান। এটি নির্মিত হ'লে অত্র অঞ্চলের বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান অনেকটাই সম্ভব হবে। সেখানে কিছু সময় ঘুরে দেখা হ'ল। তারপর আবার যাত্রা। পথ এগোনোর সাথে সাথে নীলাম নদীর আয়তন বাড়তে থাকে আর পানিও গাঢ় নীলবরণ ধারণ করে নামের স্বার্থকতা ফুটিয়ে তুলতে থাকে। উঁচু পাহাড়ী পথে যেতে অনেক নীচে নীলাম নদীর দুই পার্শ্বে নজরকাড়া প্রশস্ত উপত্যকা দৃষ্টিগোচর হয়। হেলাল ভাই সোৎসাহে অঙ্গুলী নির্দেশ করে দেখালেন 'লাইন অফ কন্ট্রোল'। চক্রাকারে পাহাড়ের পিছন থেকে বেরিয়ে এসে নীলাম নদীর তীর ঘেঁষে অগ্রসর হয়েছে এখান থেকে। গাড়ী থেমে যায়। নদীর দু'পাশেই গ্রাম আর স্কুল। একদিকে উড়ছে পাকিস্তানী পতাকা, অপরদিকে ভারতীয় পতাকা। নদীর ওপর পারাপারের জন্য একটা ছোট্ট ব্রীজ। উমায়ের ভাই জানালেন সপ্তাহে প্রতি বৃহস্পতিবার উভয়দেশের সীমান্তরক্ষীদের উপস্থিতিতে স্থানীয় গ্রামবাসীদের জন্য পরস্পরের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৪৭ সাল থেকে বিগত ৭০ বছর ধরে জীবন এখানে বিভক্ত হয়ে গেছে বিদ্যুতায়িত কাঁটাতার, থার্মাল ইমেজিং ডিভাইস, এলার্ম আর ল্যাণ্ডমাইনের কঠোর প্রহরায়। আজও পর্যন্ত সেই বিভক্তির দংশনে নীল কাশ্মীর। গণভোটের দাবী উপেক্ষা করে আজও পর্যন্ত তাদেরকে বন্দী রাখা হয়েছে পরাধীনতার শৃংখলে। তবে স্বাধীনতার আকাংখা তাদের কখনই স্তিমিত হয়নি। আভ্যন্তরীণ নানা থাকা সত্ত্বেও কাশ্মীরীরা স্বাধীনতার দাবীতে অটল। কিন্তু তাদের কেউ চায় পাকিস্তানের সাথে মিলে যেতে, যা ভারতের স্বার্থবিরুদ্ধ। আবার কেউ চায় পাকিস্তান বা ভারত কারও হস্তক্ষেপ ছাড়াই তাদের ভাষায় 'খোদ মোখতার' রাষ্ট্র বা স্বতন্ত্র বৃহত্তর কাশ্মীর রাষ্ট্র, যা পাকিস্তান ও ভারত উভয়েরই স্বার্থবিরুদ্ধ। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হবে, তা আশা করা অতীব দুরূহ।

এরই মাঝে একদিকে ভারত শাসিত কাশ্মীরে প্রতিনিয়ত রক্ত ঝরছে, অপরদিকে পাকিস্তান কাশ্মীরীদের পক্ষে ঘরে-বাইরে জোর প্রচারণা অব্যাহত রেখেছে। প্রতিবছর ২৪ শে অক্টোবর 'কাশ্মীর দিবস' এবং ৫ই ফেব্রুয়ারী 'কাশ্মীর সংহতি দিবস' পাকিস্তানে খুব সাড়ম্বরে পালিত হয় সরকারীভাবে। ইসলামাবাদ, রাওয়ালপিণ্ডির রাস্তায় রাস্তায় দেখেছি ভারত সরকারের যুলুম নির্যাতনের বিরুদ্ধে হাযারও ফেস্টুন ও প্লাকার্ড ছেয়ে যায়। ভারত ও পাকিস্তানের পারস্পরিক বিরোধের প্রধান ইস্যু হ'ল কাশ্মীর। কাশ্মীরকে কেন্দ্র করেই উভয় দেশের রাজনৈতিক ও সামরিক নীতি নির্ধারিত হয়। তবে মাক্বূযা (অধিকৃত) এবং আযাদ উভয় কাশ্মীরের মানুষের সাথে কথা বলে দেখেছি, স্বাধীনতার স্বপ্ন তাদের মাঝে সজীব থাকলেও ভিতরে ভিতরে তারা ভারতের মত পাকিস্তানের ব্যাপারেও ভীষণ হতাশ। তাদের বড় অংশের ধারণা পাকিস্তানও কেবল আপন স্বার্থই দেখছে। তাদের মতে, পাকিস্তানের উচিৎ কেবল আলোচনার টেবিলে পড়ে না থেকে আরও শক্ত পদক্ষেপ নেওয়া। এর অর্থ সামরিক পদক্ষেপ ছাড়া এর কোন সমাধান দেখছেন না তারা। আযাদ কাশ্মীরের সাবেক প্রধানমন্ত্রী সরদার আতীক আহমাদ খানের মুখেও একই কথা শুনেছি উন্মুক্ত সমাবেশে।

আমরা সীমান্তরেখা বরাবর সড়কপথ ধরে এগিয়ে যাই। আরও প্রায় ঘন্টাখানেক যাত্রার পর 'আট মোকাম' নামক স্থানে পৌঁছি। বেশ বড় বাজার। স্থানীয় এক হোটেলে দুপুরের খাবার খেলাম। তারপর নীচে নীলামের বরফনিঃসৃত হিমশীতল পানিতে নেমে এলাম। রবি ঠাকুর তাঁর 'বলাকা' কবিতায় নীলামের সহোদর ঝিলামের বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন বেশ গুরুগম্ভীর রহস্য করে। আজ তাঁর সাথে মিলিয়ে নীলামের রহস্য ভেদে বড় আগ্রহ জাগে। কবির ভাষায়- 'সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা/ আঁধারে মলিন হল-- যেন খাপে-ঢাকা বাঁকা তলোয়ার/দিনের ভাটার শেষে রাত্রির জোয়ার/এল তার ভেসে-আসা তারাফুল নিয়ে কালো জলে/ অন্ধকার গিরিতটতলে/ দেওদার তরু সারে সারে/ মনে হল সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে/ বলিতে না পারে স্পষ্ট করি/অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি।

১. *এম.এস. (হাদীছ), ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি ইসলামাবাদ, পাকিস্তান।*

'সন্ধ্যারাগে'র অস্তিত্ব তখনও দৃশ্যমান না হলেও দুপুর গড়ানো মেঘলা দিনে নীলামের গায়ে বাঁকা তলোয়ারের অস্তিত্ব যথার্থই আবিষ্কার করি। বরফঢাকা গিরিতটে তুষারভারে আনত পাইন আর ওক গাছের বনানীতে নেমে আসা ঘন আঁধারপুঞ্জে কোন এক অব্যক্ত ধ্বনি শোনার জন্য ঠিকই কান পেতে রাখি। প্রকৃতিতে মিশে যাওয়ার এই বিহ্বল তন্ময়তার সাথে পৃথিবীর আর কোন অনুভূতির তুলনা আমার জানা নেই। সেকারণেই বোধহয় হৃদয়ের প্রতিটি তন্ত্রীতে সেই অসীমের মাঝে আশ্রয় খুঁজে ফেরার অব্যাহত তাড়না ঘুরে ফেরে সবসময়, কারণে-অকারণে। সেই তাড়না উপেক্ষার কোন উপায় যেন নেই।

ঘন্টাখানেক সেখানে কাটিয়ে আবার ফিরতি পথ ধরি। আগে 'আরাং কেল' পর্যন্ত যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। তবে জানা গেল বরফপাতের কারণে ওদিকে রাস্তা বন্ধ আছে। ফেরার পথে আবারও সীমান্তের দু'পারের মানুষের জীবনাচার দেখি। একই অঞ্চল, একই ধর্ম, একই প্রকৃতির মানুষ। অথচ কত অমিল, কত বিভক্তি। উভয়পার্শ্বে ছোট ছোট চৌকিতে সীমান্ত প্রহরীদের অস্ত্র তাক করা একে অপরের প্রতি। এভাবেই বুঝি এগিয়ে চলেছে মানব সভ্যতার ইতিহাস। পরস্পরে বিভক্তি, শত্রুতা, ঘৃণা, জিঘাংসা যেখানে কেবল ধ্বংসের বার্তা বহন করে না; মানুষকে বাঁচিয়েও রাখে ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়ে, ভিন্ন ভিন্ন জাতিসত্তায়।

সন্ধ্যার পর মুযাফফরাবাদ পৌঁছে আমরা সোজা মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ, আযাদ কাশ্মীরের আমীর শায়খ শিহাবুদ্দীন মাদানী (১৯৫৮-২০১৫)-এর বাড়িতে উপস্থিত হই।[২] উনি তখন বাসাতেই ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ রক্তচাপ ওঠার কারণে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ফলে তখন আর সাক্ষাৎ হ'ল না। তাঁর বাসার বৈঠকখানাতে এশার ছালাত পর্যন্ত সময় কাটালাম। এ সময় শায়খের ছোটভাই হাফীযুর রহমান, জম্মু কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্টের নেতা এবং বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী জনাব বাশারাত নূরী সহ স্থানীয় বেশ কয়েকজন ভাই আমাদেরকে সময় দিলেন এবং কাশ্মীরের সমসাময়িক রাজনীতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করলেন। শায়খের বাসার কাছেই স্থাপিত আহলেহাদীছ মসজিদ 'জামে মসজিদে আহলেহাদীছ আয়েশা ছিদ্দীকা'য় এশার ছালাত আদায়ের পর আমরা উমায়ের ভাইয়ের বাসায় ফিরে এলাম।

পরদিন সকালে নাশতার পর আমরা পাঁচ তারকা হোটেল পার্ল কন্টিনেন্টালের নিকটে 'আপার সাত্তার' এলাকায় প্রতিষ্ঠিত জামে'আ মুহাম্মাদিয়া সালাফিইয়াহ মাদরাসায় উপস্থিত হ'লাম। আয়তনে বেশ বড় মাদরাসাটি। সুরম্য কাঠামোয় আভিজাত্যের ছাপ লক্ষ্যণীয়। আযাদ কাশ্মীরে এটিই সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত কোন আহলেহাদীছ মাদরাসা।

শায়খ শিহাবুদ্দীন কামরায় ঢুকতেই সহাস্যে সালাম দিলেন। দু'চার কথা বলতেই বুঝে ফেললাম খুব বন্ধুপরায়ণ দিলদরায় মানুষ তিনি। কোন আঁড় রেখে কথা বলেন না। প্রয়োজনীয় গাম্ভীর্য বজায় রাখারও কোন চেষ্টা নেই। একদম সহজ-সরল সবকিছু। এক নিমিষেই আলাপ জমিয়ে তোলার মত মানুষ। বাংলাদেশ থেকে একবার প্রফেসর শামসুল আলম স্যার এসেছিলেন তাঁর অফিসে, সে কথা স্মরণ করে বেশকিছু কথা বললেন। তবে জমঈয়তের সাংগঠনিক কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চাইলে বেশ হতাশার চিহ্ন ফুটে উঠল তাঁর চেহারায়। যেন নিজের ব্যর্থতাই স্বীকার করতে চাইলেন। সরকারী ওলামা কাউন্সিলের সভাপতির দায়িত্ব এবং সরকারী পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজে প্রফেসর হিসাবে পাঠদানের ব্যস্ততার কারণে সার্বিকভাবে সংগঠন পরিচালনায় তেমন সময় দিতে পারেন না বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন।

এই মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তাঁর পিতা মাওলানা ইউনুস আছারী (মৃ. ২০০৪ইং)। তিনি ছিলেন মাওলানা দাউদ গযনভীর একান্ত শাগরেদ। তাঁর পূর্বপুরুষগণ সাইয়েদ আহমাদ ব্রেলভীর সাথী ছিলেন এবং বালাকোটসহ জিহাদ আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মাওলানা আছারী পূর্বসূরীদের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আযাদ কাশ্মীরে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রসারে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং আযাদ কাশ্মীরের সাবেক প্রধানমন্ত্রী সরদার আব্দুল কাইয়ূম খান (১৯২৪-২০১৫ইং)-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সেই সূত্রে তিনি দীর্ঘদিন সরকারী ওলামা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ছিলেন। একই ধারাবাহিকতায় তাঁর সন্তান সরদার আতীক আহমাদ খান যখন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন তখন শিহাবুদ্দীন মাদানীকে ওলামা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মনোনীত করেন। ১৯৭১ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত মাওলানা ইউনুস আছারী একাধারে মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ কাশ্মীরের আমীর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তারও পূর্বে ১৯৫২ সালে তিনি সর্বপ্রথম এই মাদরাসার ভিত্তি স্থাপন করেন শহরের মদীনা মার্কেটে। পরে ১৯৯৫ সালে এটি আপার সাত্তারে বর্তমান ভবনে স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে ছাত্রসংখ্যা ১৫০ জন এবং শিক্ষক ১৭ জন। হিফয থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ক্লাস 'আলামিয়াহ' স্তর পর্যন্ত পড়ানো হয়।

তিনি জানালেন, বর্তমানে মুযাফফরাবাদ শহরে প্রায় ২০টি আহলেহাদীছ মসজিদ রয়েছে এবং পুরো আযাদ কাশ্মীরে অনধিক ১৫০টি। মাদরাসা রয়েছে অনুরূপভাবে ১৫/২০টি।

কাশ্মীর সমস্যার সমাধান সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি নিরুত্তাপ ভাবে জবাব দিলেন যে, সামরিক পদক্ষেপ ছাড়া আর কোন সমাধান তাঁর জানা নেই। তবে যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন কাশ্মীরের স্বাধীনতার দাবী থেকে কখনই পিছু হটা যাবে না।

প্রায় দু'ঘন্টা সেখানে কাটানোর পর শায়খের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাসস্ট্যাণ্ডে চলে আসলাম। পথিমধ্যে শহরের মাঝে ঝিলাম ও নীলাম নদীর মিলনস্থল দেখার জন্য থামলাম। শহর জুড়ে এই দুই নদীর শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে আছে। ঝিলামের কিনারা ধরে পূর্বমুখী যে রাস্তাটি চলে গেছে তার সম্মুখে সাইনপোস্টে লেখা শ্রীনগর (ভারত শাসিত কাশ্মীরের রাজধানী) ১৭০ কি.মি.। বেশ অবাক হলাম এই ভেবে যে, এমন যুদ্ধংদেহী অবস্থানে থেকেও উভয় কাশ্মীরের মাঝে সড়ক যোগাযোগ রয়েছে! পরে জানলাম ২০০৫ সাল থেকে এই যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে প্রতি সপ্তাহে একটি করে যাত্রীবাহী বাস যাতায়াত করে উভয় রাজধানীর মধ্যে।

বাসস্ট্যাণ্ড থেকে উমায়ের ভাই আমাদেরকে ইসলামাবাদগামী গাড়ীতে উঠিয়ে দিলেন। একরাশ মুগ্ধতা আর অপ্রত্যাশিত কাশ্মীর ভ্রমণ নিরাপদে সমাপ্তির তৃপ্তি নিয়ে আমরা ইসলামাবাদ ফিরে এলাম। *ফালিল্লাহিল হামদ।*

---

২. *২০১৫ সালের ২৫ নভেম্বর তিনি ৫৭ বছর বয়সে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মাসিক আত-তাহরীক (১৯ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জানুয়ারী ২০১৬)।*

Contents

অমর বাণী

১. ইমাম আওযাঈ (রহঃ) বলেন, إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَقُوْلُ قَلِيْلاً وَيَعمَلُ كَثِيْراً، وَإِنَّ الْمُنَافِقَ يَتَكَلَّمُ كَثِيْراً وَيَعْمَلُ قَلِيْلاً 'মুমিন কথা কম বলে, আমল বেশী করে। আর মুনাফিক কথা বেশী বলে, আমল কম করে' *(যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৬/৫৫৩)*। তিনি আরও বলেন, مَا وَعَظَ رَجُلٌ قَوْمًا لَا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ إِلَّا زِلَّتْ عَنْهُ الْقُلُوبُ كَمَا زَلَّ الْمَاءُ عَنِ الصَّفَا 'কোন ব্যক্তি যখন স্বীয় কওমকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য ছাড়াই সদুপদেশ দেয়, তখন তার থেকে মানুষের অন্তর সরে যায়, যেমনভাবে মসৃণ পাথরের ওপর থেকে পানি পড়ে যায়' *(হিলইয়াতুল আওলিয়া ৬/১৪১)*।

২. ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, لَا يَحْصُلُ الْإِخْلَاصُ إِلَّا بَعْدَ الزُّهْدِ وَلَا زُهْدَ إِلَّا بِتَقْوَى وَالتَّقْوَى مُتَابَعَةُ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ 'দুনিয়াবিমুখতা ব্যতীত ইখলাছ অর্জিত হয় না। আর আল্লাহভীরুতা ব্যতীত দুনিয়াবিমুখতা হাছিল হয় না। আর আল্লাহভীরুতা হ'ল শরী'আতের আদেশ-নিষেধসমূহের অনুসরণ' *(মাজমূ' ফাতাওয়া ১/৯৪)*।

৩. ইমাম শা'বী (রহঃ) বলেন, عَلَيْكَ بِالصِّدْقِ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ يَضُرُّكَ، فَإِنَّهُ يَنْفَعُكَ. وَاجْتَنِبِ الْكِذْبَ فِي مَوْضِعٍ تَرَى أَنَّهُ يَنْفَعُكَ، فَإِنَّهُ يَضُرُّكَ– 'তুমি সত্যবাদী হও, কেননা সত্য তোমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে মনে করলেও মূলতঃ তা তোমার উপকারই করবে। আর তুমি মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকো, কেননা মিথ্যা তোমাকে উপকৃত করবে মনে করলেও প্রকৃতপক্ষে তা তোমার ক্ষতিই করবে' *(জাহেয, আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, ২/১৩৯)*।

৪. ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, الْقُلُوبُ الصَّادِقَةُ وَالْأَدْعِيَةُ الصَّالِحَةُ هِيَ الْعَسْكَرُ الَّذِي لَا يُغْلَبُ 'সত্যবাদী আত্মা এবং মানুষের উত্তম দো'আ এমন সেনাবাহিনী, যা কখনোই পরাজিত হয় না' *(মাজমূ' ফাতাওয়া ২৮/৬৪৪)*।

৫. ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন,

الْجِهَاد نَوْعَيْنِ جِهَاد بِالْيَدِ والسنان وَهَذَا المشارك فِيهِ كثير وَالثَّانِي الْجِهَاد بِالْحجَّةِ وَالْبَيَان وَهَذَا جِهَاد الْخَاصَّة من اتِّبَاع الرُّسُل وَهُوَ جِهَاد الائمة وَهُوَ افضل الجهادين لعظم منفعَته وَشدَّة مُؤْنَته وَكَثْرَة اعدائه–

'জিহাদ দুই প্রকার। (১) হাত ও অস্ত্রের দ্বারা জিহাদ, যেখানে বহু সাথী পাওয়া যায়। (২) দলীল ও বক্তব্যের মাধ্যমে জিহাদ, এটা নবী-রাসূলদের অনুগামীদের জিহাদ এবং প্রথমটি রাষ্ট্রনেতাদের জিহাদ। উভয় প্রকার জিহাদের মধ্যে দ্বিতীয়টিই অধিকতর উত্তম, এর উপকারিতার আধিক্য, দুর্লভতা এবং শত্রুর সংখ্যাধিক্যের কারণে' *(মিফতাহু দারিস সা'আদাহ ১/৭০)*।

৬. ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, الْحَقُّ مَنْصُوْرٌ وَمُمْتَحَنٌ فَلاَ تَعْجَبْ فَهَذِي سُنَّةُ الرحمنِ 'হক সর্বদাই বিজয়ী ও পরীক্ষার সম্মুখীন। সুতরাং আল্লাহ্র এই দু'টি চিরন্তন রীতির ব্যাপারে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নেই' *(আল-কাছীদাতুন নূনীইয়াহ ২/১৪)*।

৭. ফুযায়েল বিন আয়ায (রহঃ) বলেন, لَوْ أَنَّ لِي دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً، مَا جَعَلْتُهَا إِلاَّ فِي إِمَامٍ، فَصَلاَحُ الإِمَامِ صَلاَحُ البِلاَدِ وَالعِبَادِ 'আমার যদি কবুলযোগ্য কোন দো'আ থাকত, তবে তা আমি কেবল রাষ্ট্রপ্রধানের জন্যই নির্ধারণ করতাম। কেননা রাষ্ট্রপ্রধানের কল্যাণের মাঝে দেশ ও জনগণের কল্যাণ নিহিত থাকে' *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/১০৪)*।

৮. আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন, مَنِ اسْتَخَفَّ بِالعُلَمَاءِ، ذَهَبَتْ آخِرَتُهُ، وَمَنِ اسْتَخَفَّ بِالأُمَرَاءِ، ذَهَبَتْ دُنْيَاهُ، وَمَنِ اسْتَخَفَّ بِالإِخْوَانِ، ذَهَبَتْ مُرُوءَتُهُ 'যে ব্যক্তি আলেমদের মানহানি করে, তার আখেরাত চলে যায়। যে নেতাদের মানহানি করে, তার দুনিয়া চলে যায়। আর যে তার ভাইদের মানহানি করে, তার আত্মসম্মানবোধ চলে যায়' *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১৫/৪২৫)*।

৯. ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেন, إِذَا أَخْطَأَ إِمَامٌ فِي اجْتِهَادِهِ لاَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ ننسَى مَحَاسِنهُ وَنُغطِي معَارِفه بَلْ نستغفرُ لَهُ وَنَعْتَذِرُ عَنْهُ 'ইজতিহাদের ক্ষেত্রে কোন ইমাম যখন ভুল করেন, তখন তার উত্তম কর্মগুলি ভুলে যাওয়া এবং তাঁর জ্ঞানবত্তাকে ঢেকে রাখা উচিৎ নয়। বরং আমরা তাঁর জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করব এবং তার পক্ষ থেকে ওযর পেশ করব' *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১৩/৩৫৯)*।

১০. হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, مِنْ عَلَامَةِ إِعْرَاضِ اللهِ تَعَالَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَجْعَلَ شُغْلَهُ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ 'বান্দা থেকে আল্লাহ্র মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার নিদর্শন হ'ল, অনর্থক কাজে তার ব্যস্ততা বেড়ে যাওয়া' *(জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম ১/২৯৪)*।

১১. হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, كُلُّ يَوْمٍ لَا يُعْصَى اللهُ فِيهِ فَهُوَ عِيدٌ، فَالْيَوْمُ الَّذِي يَقْطَعُهُ الْمُؤْمِنُ فِي طَاعَةِ مَوْلَاهُ وَذِكْرِهِ وَشُكْرِهِ فَهُوَ لَهُ عِيدٌ 'প্রত্যেক ঐ দিন মুমিনের জন্য ঈদের দিন, যেদিন সে আল্লাহ্র অবাধ্য হয় না (অর্থাৎ কোন পাপ করে না)। ঐ দিনটি মুমিনের জন্য ঈদের দিন, যেদিনটি সে প্রভুর আনুগত্যে, তাঁর স্মরণে এবং তাঁর প্রতি শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যমে অতিবাহিত করে' *(ইবনু রজব, লাতায়েফুল মা'আরেফ ২৭৮ পৃ.)*।

সংকলনে : আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব
পিএইচ.ডি. গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

মৃত্যুর ভয়

প্রত্যেক জীবকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'আমরা তোমার পূর্বেও কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি। অতএব তোমার মৃত্যু হ'লে তারা কি চিরঞ্জীব হয়ে থাকবে? জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর আমরা তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমাদের কাছেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে' *(আম্বিয়া ২১/৩৪-৩৫)*। তিনি আরো বলেন, 'যে মৃত্যু হ'তে তোমরা পলায়ন করছ তা অবশ্যই তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে। তারপর তোমাদেরকে অদৃশ্য ও দৃশ্য সম্পর্কে পরিজ্ঞাত আল্লাহ্র কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে' *(জুমু'আ ৬২/৮)*। সুতরাং সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করলেও মৃত্যু কাউকে ছাড় দিবে না' *(নিসা ৪/৭৮)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, মৃত্যু সত্য, জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য' *(মুত্তাফাক আলাইহ্, মিশকাত হা/১২১১)*। নবী-রাসূল ও রাজা-বাদশাহ সকলকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। মৃত্যু থেকে কেউ রেহাই পাবে না। মৃত্যুশয্যায় শায়িত হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে দেখতে আসা ছাহাবীগণ বললেন, আমরা কি আপনার জন্য ডাক্তার আনব না? জওয়াবে তিনি বললেন, তিনি আমাকে দেখেছেন। ছাহাবীগণ বললেন, তিনি আপনাকে কি বলেছেন? জবাবে আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) বললেন, তিনি (আল্লাহ) বলেছেন যে, আমি যা চাই তাই করি' *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। এই মৃত্যু সম্পর্কেই নিম্নের হাদীছ-

ইবনু শামাসা আল-মাহরী (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একদা আমর ইবনুল আছ (রাঃ)-এর মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে দেখতে গেলাম। তখন তিনি অনেকক্ষণ যাবত কাঁদলেন এবং মুখমণ্ডল দেয়ালের দিকে ফিরিয়ে নিলেন। তাঁর পুত্র তাঁকে রাসূল (ছাঃ) প্রদত্ত বিভিন্ন সুসংবাদের উল্লেখ পূর্বক সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আব্বা! রাসূল (ছাঃ) কি আপনাকে অমুক সুসংবাদ দেননি? রাসূল (ছাঃ) কি আপনাকে অমুক সুসংবাদ দেননি? রাবী বলেন, তখন তিনি পুত্রের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, আমার সর্বোৎকৃষ্ট পাথেয় হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' এ কালিমার সাক্ষ্য দেয়া। আর আমি অতিক্রম করেছি আমার জীবনের তিনটি পর্যায়। এক সময় তো আমি এমন ছিলাম যে, রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণে আমার চেয়ে কঠোরতর আর কেউই ছিল না। আমি যদি রাসূল (ছাঃ)-কে কবযায় পেতাম তাকে হত্যা করতাম, এ ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় ভাবনা। যদি সে অবস্থায় আমার মৃত্যু হ'ত, তবে নিশ্চিত আমাকে জাহান্নামে যেতে হ'ত। এরপর আল্লাহ যখন আমার অন্তরে ইসলামের অনুরাগ সৃষ্টি করে দিলেন, তখন আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে উপস্থিত হয়ে অনুরোধ জানালাম যে, আপনার ডান হাত বাড়িয়ে দিন, আমি বায়'আত করতে চাই। রাসূল (ছাঃ) তাঁর ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন, তখন আমি আমার হাত টেনে নিলাম। রাসূল (ছাঃ)-বললেন, আমর! কি ব্যাপার? আমি বললাম, পূর্বেই আমি শর্ত করে নিতে চাই। রাসূল (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, কি শর্ত করবে? আমি উত্তরে বললাম, আল্লাহ যেন আমার সব গোনাহ মাফ করে দেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমর! তুমি কি জানো না যে, ইসলাম পূর্বের সকল পাপ মিটিয়ে দেয়। হিজরত পূর্বেকৃত গোনাহসমূহ মিটিয়ে দেয় এবং হজ্জও পূর্বের সকল গোনাহ মিটিয়ে দেয়। আমর (রাঃ) বলেন, এ পর্যায়ে আমার অন্তরে রাসূল (ছাঃ) অপেক্ষা অধিক প্রিয় আর কেউ ছিল না। আমার চোখে তিনি অপেক্ষা মহান আর কেউ ছিল না। অপরিসীম শ্রদ্ধার কারণে আমি তার প্রতি চোখ ভরে তাকাতেও পারতাম না। আজ যদি আমাকে তাঁর দেহ আকৃতির বর্ণনা করতে বলা হয়, তবে আমার পক্ষে তা সম্ভব হয়ে উঠবে না। কারণ চোখভরে আমি কখনোই তাঁর প্রতি তাকাতে পারিনি। ঐ অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু হ'ত তবে অবশ্যই আমি জান্নাতী হওয়ার আশাবাদী থাকতাম। পরবর্তীকালে আমরা নানা বিষয়ের সাথে জড়িয়ে পড়েছি, তাই জানি না, এতে আমার অবস্থান কোথায়? সুতরাং আমি যখন মারা যাব, তখন যেন কোন বিলাপকারীরা অথবা আগুন যেন আমার জানাযার সাথে না থাকে। আমাকে যখন দাফন করবে তখন আমার উপর আস্তে আস্তে মাটি ফেলবে এবং দাফন সেরে একটি উট যবাই করে তার গোশত বণ্টন করতে যে সময় লাগে, ততক্ষণ আমার কবরের পাশে অবস্থান করবে। যেন তোমাদের উপস্থিতির কারণে আমি আতঙ্কমুক্ত অবস্থায় চিন্তা করতে পারি যে, আমার প্রতিপালকের দূতের কি জবাব দেব' *(মুসলিম হা/১২১; ছহীহ আত-তারগীব হা/১০৯৭; মিশকাত হা/২৮)*।

প্রত্যেক মানুষের মাঝে মৃত্যুর ভয় থাকা যরূরী। কারণ মৃত্যুর ভয় মানুষকে সকল অন্যায় থেকে বাঁচাতে পারে। এজন্য আমাদেরকে বেশী বেশী মৃত্যুকে ভয় করতে হবে। আল্লাহ আমাদের মৃত্যুর ভয়ে সকল পাপ থেকে রক্ষা করুন-আমীন!

** উম্মে হাবীবা*
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।।

হোটেল এশিয়া
(আবাসিক)
(০৭২১) ৭৭৩৭২১ ০১৭১২-৪৩৯০২১
HOTEL ASIA
(RESIDENTIAL)
0721-773721 01712-439021
* মনোরম পরিবেশ
* রুচিসম্মত আবাসিক সুবিধা
* গাড়ি পার্কিং-এর সু-ব্যবস্থা
ইয়াসিন সুপার মার্কেট, ষ্টেশন রোড, গোরহাঙ্গা, রাজশাহী।

Contents

স্ট্রোক : কারণ ও প্রতিকার

স্ট্রোক একটি যরূরী স্বাস্থ্যগত সমস্যা। স্ট্রোকের দ্রুত চিকিৎসা হওয়া অতি যরূরী। কারণ দ্রুত চিকিৎসা করা হ'লে মস্তিষ্কের ক্ষতি এবং স্ট্রোক সংক্রান্ত অন্যান্য জটিলতা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

স্ট্রোক কি :

মস্তিষ্কের কোন অংশে রক্ত সরবরাহ বাধাপ্রাপ্ত হ'লে বা বন্ধ হ'লে মস্তিষ্কের কলাগুলো অক্সিজেন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদান পায় না ফলে স্ট্রোক হয়। স্ট্রোকের কিছুক্ষণের মধ্যেই মস্তিষ্কের কোষগুলো মরতে শুরু করে।

স্ট্রোক হওয়ার কারণ :

স্ট্রোক হওয়ার প্রধান কারণ হ'ল মস্তিষ্কের রক্তের সরবরাহে সমস্যা। যেমন- ক. ইসেকমিক স্ট্রোক (Ischemic Stroke) মস্তিষ্কে রক্তের সরবরাহ কম হ'লে। খ. হেমোরেজিক স্ট্রোক (Hemorrhagic Stroke) মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হ'লে।

স্ট্রোকের ধরন :

স্ট্রোক প্রধানত দুই ধরনের হয়। যেমন :

১. ইসেকমিক স্ট্রোক (Ischemic Stroke) ২. হেমোরেজিক স্ট্রোক (Hemorrhagic Stroke)। এছাড়া আরো এক ধরনের স্ট্রোক রয়েছে যাকে বলা হয়, ট্রানজিয়েন্ট ইসেকমিক অ্যাটাক (Transient Ischemic Attack)।

যাদের স্ট্রোকের ঝুঁকি বেশী :

যাদের পরিবারে স্ট্রোক, হার্ট এ্যাটাক অথবা টিআইএ (TIA) হওয়ার ইতিহাস আছে, ৫৫ বছর বা এর বেশী বয়সীদের, যাদের উচ্চ রক্তচাপ আছে, যাদের বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস আছে, যারা অতিরিক্ত মোটা, যাদের হৃদপিণ্ডের বিভিন্ন অসুখ যেমন- হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া (Heart failure) হৃদপিণ্ডের ত্রুটি (Heart defect) হৃদপিণ্ডের সংক্রমণ (Heart Infection), হৃদপিণ্ডের অস্বাভাবিক স্পন্দন ইত্যাদির সমস্যা আছে, যাদের আগে একবার স্ট্রোক অথবা টিআইএ হয়েছে, যারা জন্মনিয়ন্ত্রণ ঔষধ সেবন করেন অথবা অন্যান্য হরমোন থেরাপি নেন, যারা ধূমপান ও মাদক সেবন করেন।

স্ট্রোকে সৃষ্ট জটিলতা :

স্ট্রোকের কারণে নিম্নোক্ত জটিলতাগুলো দেখা দেয় : প্যারালাইসিস অথবা মাংসপেশী অবশ হয়ে যাওয়া, খাবার গিলতে এবং কথা বলতে সমস্যা বা কথা বলতে না পারা, স্মৃতি শক্তি লোপ পাওয়া এবং কোন কিছু বুঝতে পারার ক্ষেত্রে সমস্যা হওয়া ও শরীরের বিভিন্ন অংশে ব্যথা করা ইত্যাদি।

স্ট্রোক বোঝার উপায় :

স্ট্রোক হ'লে সাধারণতঃ যেসব লক্ষণ ও উপসর্গ দেখা যায় : হাঁটতে বা চলাফেরা করতে এবং ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে সমস্যা হয় এবং মাথা ঝিমঝিম করে কথা জড়িয়ে যায় এবং অস্পষ্ট শোনায়। শরীরের একপাশ দুর্বল, অসাড় ও প্যারালাইজড হয়ে যায়। চোখে কোন কিছু অস্পষ্ট, অন্ধকার ও দুইটি দেখা যায়। অস্বাভাবিক মাথা ব্যথার সাথে ঘাড় ব্যথা, মুখ ব্যথা, দুই চোখের মধ্যখানে ব্যথা ও বমি হয়।

চিকিৎসা নেওয়ার সময় :

উপরোক্ত লক্ষণ ও উপসর্গগুলো দেখা দেয়ার সাথে সাথে ডাক্তার দেখাতে হবে। এছাড়া নিম্নের উপসর্গগুলো দেখা দিলে যরূরী অবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শ্বাস নেয়া বন্ধ হয়ে গেলে মুখ থেকে মুখে শ্বাস দিতে হবে। বমি হ'লে মাথা একদিকে কাত করতে হবে। আক্রান্ত ব্যক্তিকে কিছু খাওয়ানো বা পান করানো যাবে না।

চিকিৎসার স্থান :

যেলা সদর হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষায়িত সরকারী/বেসরকারী হাসপাতাল।

প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা :

শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, কারোটিড আল্ট্রাসাউন্ড (Carotid Ultrasound), কম্পিউটারাইজড টমোগ্রাফী (Computerized Tomography), ম্যাগনেটিক রিজোন্যান্স ইমেজিং (Magnetic resonance imaging), ইকোকারডিওগ্রাফী (Echocardiograph).

চিকিৎসার ধরণ :

স্ট্রোকের ধরন, মাত্রা এবং রুগীর বয়সের উপর এর চিকিৎসা নির্ভর করে। ইসেকমিক স্ট্রোক (Ischemic Stroke)-এর ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক চিকিৎসার মধ্যে রয়েছে- রুগীকে রক্ত জমাট না হওয়ার ঔষধ সেবন করানো। স্ট্রোকের পরপরই রুগীকে এসপিরিন সেবন করানো। এটি পুনরায় স্ট্রোক হওয়ার ঝুঁকি কমায়। শল্য চিকিৎসা প্রভৃতি।

স্ট্রোক প্রতিরোধে করণীয় :

স্ট্রোক প্রতিরোধের সবচেয়ে ভাল উপায় হ'ল স্ট্রোকের ঝুঁকি সম্পর্কে জানা এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন পদ্ধতি মেনে চলা। এই স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন পদ্ধতি হ'ল:

(১) উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা (২) কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখা (৩) বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা (৪) দেহের সঠিক ওযন বজায় রাখা (৫) নিয়মিত ব্যায়াম করা (৬) মানসিক চাপমুক্ত থাকা (৭) ধূমপান থেকে বিরত থাকা (৮) মাদক ও নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকা (৯) সুষম খাদ্য গ্রহণ করা। বিশেষ করে শাকসব্জী, দুধ, ছোট মাছ, সামুদ্রিক মাছ, ভূষি সমৃদ্ধ খাবার যেমন- ঢেকী ছাঁটা চালের ভাত, শুটকী মাছ ইত্যাদি খাওয়া।

HOTEL MUKTA
INTERNATIONAL (RESIDENTIAL)
(A trusted home with a family touch)

ADDRESS
Ganakpara, Shaheb Bazar (In front of T&T), Rajshahi-6100. Phone : 880-721-771100, 771200 Mobile : 01711-302322 Email: admin@hotelmukta.com.bd website: hotelmukta.com.bd
তাবলীগী ইজতেমা ২০১৭ সফল হৌক

Contents

কবিতা

ইসলামের কার্বন কপি

মুহাম্মাদ মোমতায আলী খান
ঝিনা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

ইসলামের কার্বন কপি আহলেহাদীছ আন্দোলন,
অজ্ঞতার অন্ধকারে অহি-র পথ প্রদর্শন।
কোন মতের নাম নয়, এটি একটি সরল পথের নাম,
দুনিয়া নয় জান্নাত পিয়াসীদের মাকছূদে মাকাম।
কথা, কলম, সংগঠন দিয়ে করে হকের লড়াই,
হুকুমত নয়, তাওহীদ কায়েমে জীবন বিলায়।
সবখানে রয়েছে তাদের বিশ্ব পরিচয়,
কোথাও লা-মাযহাবী, কোথাও মুহাম্মাদী, কোথাও সালাফী কয়।
গদীর লোভে নোটের কাছে এরা হয় না বিক্রয়,
ঈমান আমল করে না বরবাদ ভোট ভিক্ষুক নয়।
উচ্ছিষ্ট মতবাদের আজ ভেজাল রাজনীতি,
নীতি শুধু কথায় থাকে আড়ালে উদর প্রীতি।
মাথা গণনার তন্ত্রে, পণ্ডিতের চেয়ে যদি অধিক থাকে গাধা,
ব্যস! ওটাই হ'ল গণতন্ত্র আর থাকে না বাধা।
এ কেমন বিষবৃক্ষ, ফল খেয়ে মরি হায়,
পাসের গাধা মুচকি হাসে, ফেলের পণ্ডিত মরে লজ্জায়।
পাস-ফেলের এই জুয়া খেলা চলবে কত দিন,
মানব তৈরী ভোট বিধানে নেতা ক্ষমতাসীন।
এভাবেই চলে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের অবাধ ছিনতাই,
মানুষের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা পায় কুফরী পন্থায়।
তাই অশান্তির কারবালা আমাদেরই কর্মফল,
নিয়ত দোষে আমল নষ্ট পরিণাম নিস্ফল।
জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই সময়ে আমরা আছি পিছিয়ে,
ইজতিহাদের দরজা খুলে যেতে হবে এগিয়ে।
শিরক-বিদ'আতের জঞ্জাল করতে হবে পরিস্কার,
তাক্বলীদের কঠিন পর্দা ঝুলবেনা সামনে আর।
বদলে যাবে অহি-র আলোয় রসম-রেওয়াজের পরিবেশ,
নির্ভেজাল আক্বীদায় উঠবে গড়ে সুখী সোনার বাংলাদেশ।
সেই চেতনার মহা নিনাদে আসুক আবার জাগরণ,
ইসলামের কার্বন কপি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'।

আত-তাহরীক

আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

আত-তাহরীক, আত-তাহরীক, আত-তাহরীক
পরশে তোমার আলোকে ভরিল ধরণীর সর্বদিক।
পথহারা পান্থকে দেখালে সুপথ জ্ঞানের প্রদীপ জ্বেলে,
আঁধার পেরিয়ে সুরুজ উঠিল পূবাকাশের কোলে।
সহস্র বাধা-প্রতিবন্ধকতায় তুমি যে কর্মবীর,
বুক পেতে নিলে বিরোধীদের ছোড়া সুতীক্ষ্ণ অজস্র তীর।
সম্পাদক সমীপে আমরা জানাই শত শত স্বাগতম,
কুরআন-হাদীছ আর জ্ঞান-বিজ্ঞানে সবার শ্রেষ্ঠতম।
আত-তাহরীক পরিবারে আছেন যারা সবাইকে ধন্যবাদ,
এতটুকু মোরা সহিবনা মোটে তাদের নিন্দাবাদ।
কুরআন-হাদীছের আলোতে গড়িলে সাহিত্যের সম্ভার,
প্রশ্নোত্তরে ভেঙ্গে গেলো ভুল ভাঙিল রুদ্ধ দ্বার।
তোমার বুকেতে পেল যে স্থান ছোট সোনামণির দল,
সম্মুখে চলিতে দু'পায়ে দলিতে তারা পেল মনোবল।
আমরা লেখক আমরা পাঠক তোমাকে সালাম জানাই,
চলার পথেতে বিঘ্ন কাটাতে মোরা সদা সাথে রই।
থামিবে না যান সম্মুখে চলিবে থামিবে না মোটে আর
তীক্ষ্ণ হ'তেও সুতীক্ষ্ণ করো তোমার এ ক্ষুরধার।
হৃদি মন ঢালি আল্লাহ্র কাছে করুণা যাচঞা করি,
আত-তাহরীককে আরো বল দাও, দাও তব করুণা বারি।

তাবলীগী ইজতেমা

মুহাম্মাদ ইসমাঈল হোসাইন
ধূরইল, মোহনপুর, রাজশাহী।

ইসলামের পথে ডাকে তাবলীগী ইজতেমায়
সকল পথ ছেড়ে সবে অহি-র পথে আয়
এসো সবে ইজতেমাতে যাই।
সবাই যাচ্ছে একই সাথে নওদাপাড়া রাজশাহীতে
শুনবে সবে হকের বাণী আমল করবে সেই মতে।
সবার মুখে গুঞ্জরিত তাবলীগী ইজতেমার ধ্বনি
সবাই বলছে আমরা কেবল কুরআন-হাদীছ মানি।
কুরআন-হাদীছ ভিত্তিক কথা শুনতে যদি চাও
নওদাপাড়ার তাবলীগী ইজতেমায় দলে দলে যাও।
লক্ষ মানুষ আসে সেথা নিতে দ্বীনের দীক্ষা
কুরআন-হাদীছ মানার তরে করবে সেসব শিক্ষা।
দু'দিন ব্যাপী ইজতেমাতে নামে জনতার ঢল
উপচে পড়ে জনসাধারণে ইজতেমা প্যান্ডেল।
উদ্দেশ্য সবার এখানে আসায় পাবে হেথা হক
সবার কাছে তাই কামনা ইজতেমা সফল হৌক।

হে আত-তাহরীক

মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ
নলত্রী, পানিহার, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

হে আত-তাহরীক! তুমি কথা বল অতি সুন্দর
তোমায় পড়ে মুগ্ধ আমার অন্তর।
তুমি স্বেচ্ছায় ধরার মাঝে জ্বালালে স্নিগ্ধ আলো
তোমায় পড়ে বহু মানুষ ন্যায়ের পথে এলো।
হে আত-তাহরীক! তুমি বল কুরআন-হাদীছের কথা
তুমি সত্য, তুমি নির্ভীক তুমি জ্ঞানের রাস্তা।
হে আত-তাহরীক! তুমি জাগালে এ ধরার মানুষকে
তুমি আলোর দিশা জ্ঞানের শিখা জাগালে ঘুমন্তকে।
হে আত-তাহরীক! তুমি বইয়ে দিলে সত্যের পবন
তোমার ছোঁয়ায় মানব সমাজ পেল নতুন জীবন।
তিমির পথে তুমি মোদের দেখিয়ে দিলে আলো
তোমায় পড়ে গড়ছি জীবন পথ পেয়েছি ভালো।
কুসংস্কারের দখল ছিল বিশ্ব-ভূবন মাঝে
শত পত্রিকার মাঝে দেখি তোমার ঝংকার বাজে।
ঝংকার দিয়ে কুসংস্কার করলে বিশ্ব ছাড়া
মুক্তির পথ খুঁজে পাবে তোমায় পড়বে যারা।
আত-তাহরীক সফল হৌক, হৌক অগ্রগামী
এই দো'আ মোর কবুল কর হে অন্তর্যামী!

***

Contents

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (জান্নাত)-এর সঠিক উত্তর

১. আবৃত করা, উদ্যান ইত্যাদি।
২. আল্লাহ তা'আলা অবগত।
৩. জান্নাত ১টি।
৪. জান্নাতের স্তর ১০০টি।
৫. সর্বোচ্চ স্তর 'অসীলা'।
৬. অষ্টালিকা স্বর্ণ নির্মিত।
৭. তাঁবুর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ৬০ বর্গমাইল করে।
৮. জান্নাতে পানি, মধু, দুধ ও শরাবের নদী রয়েছে।
৯. জান্নাতুল ফিরদাউস।
১০. সাইহান ও জায়হান (সিরিয়া), ফুরাত (ইরাক) ও নীলনদ (মিশর)।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)-এর সঠিক উত্তর

১. ১৯২১, ১ম ভাইস চ্যান্সেলর পি. জে. হার্টস।
২. ১৯৫৩, ১ম ভিসি ড. আই. এইচ. জুবেরী।
৩. ১৯৬১, ১ম ভিসি ড. ওছমান গণী।
৪. ১৯৬২, ১ম ভিসি ড. এম. এ. রশীদ।
৫. ১৯৬৬, ১ম ভিসি ড. আযীযুর রহমান মল্লিক।
৬. ১৯৭০, ১ম ভিসি অধ্যাপক আলী আহসান।
৭. ১৯৮০, ১ম ভিসি ড. মমতাযুদ্দীন চৌধুরী।
৮. ১৯৯১, ১ম ভিসি ড. ছদরুদ্দীন আহমাদ চৌধুরী।
৯. ১৯৯১, ১ম ভিসি ড. গোলাম রহমান।
১০. ১৯৯২, ১ম ভিসি ড. এম শমসের আলী

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (জান্নাত)

১. জান্নাতের সর্ববৃহৎ নদীর নাম কি?
২. কাওছারের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ কত?
৩. কাওছারের বৈশিষ্ট্য কি?
৪. কাওছারের পাত্রের সংখ্যা কত?
৫. জান্নাতের ঝর্ণার প্রকারগুলি কি?
৬. জান্নাতে কি কি ফল গাছের কথা উল্লিখিত হয়েছে?
৭. সিদরাতুল মুন্তাহা কি?
৮. জান্নাতের মাটি কিসের?
৯. জান্নাতী বৃক্ষের কাণ্ড কিসের?
১০. জান্নাতবাসীর বস্ত্রাদি কি থেকে তৈরী হবে?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)

১. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল কত ও ১ম ভাইস চ্যান্সেলর কে?
২. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল কত ও ১ম ভাইস চ্যান্সেলর কে?
৩. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল কত ও ১ম ভাইস চ্যান্সেলর কে?
৪. শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর প্রতিষ্ঠাকাল কত ও ১ম ভাইস চ্যান্সেলর কে?
৫. পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল কত ও ১ম ভাইস চ্যান্সেলর কে?
৬. হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল কত ও ১ম ভাইস চ্যান্সেলর কে?
৭. মাওলানা আব্দুল হামীদ খান ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল কত ও ১ম ভাইস চ্যান্সেলর কে?
৮. চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল কত ও ১ম ভাইস চ্যান্সেলর কে?
৯. ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল কত ও ১ম ভাইস চ্যান্সেলর কে?
১০. রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল কত ও ১ম ভাইস চ্যান্সেলর কে?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বংশাল, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

সন্তোষপুর, শাহমখদুম, রাজশাহী ৭ ফেব্রুয়ারী '১৭ মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর সন্তোষপুর পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন অত্র মসজিদের ইমাম আমীনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি তামান্না খাতুন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আব্দুল্লাহ।

এসো করি পণ

মুহাম্মাদ নাজমুস সা'আদাত
পাটকেলঘাটা, সাতক্ষীরা।

প্রকৃত মানুষ গঠনে এসো করি আন্দোলন
অহি-র বিধান কায়েম করতে এসো করি সংগঠন।
বিশুদ্ধ আক্বীদা গড়তে এসো হই সোচ্চার
ইসলামী পরিবার গড়তে এসো করি অঙ্গীকার।
শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়বো তাই করেছি পণ,
ইসলামী বিধান করবই বাস্তবায়ন।
সোনামণি সংগঠন করব গঠন,
শিশু নিরাপত্তা করব বাস্তবায়ন।
রাসূলের আদর্শে গড়ব জীবন,
ঘটাবো মোরা তার আদর্শের প্রতিফলন।
সৎ চরিত্রবান জাতি করব গঠন,
ইসলামী অনুশাসন করব প্রতিপালন।
অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবো রুখে,
সমাজে মোরা থাকব শান্তি সুখে।

বিশাল বেকারী এন্ড কনফেকশনারী

প্রস্তুতকারক, বিক্রেতা ও সরবরাহকারী

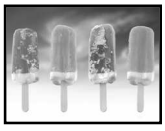

ঠিকানা

সাহেব বাজার, রাজশাহী। ফোন: ০৭২১-৮৬০০২২ (অফিস) ০৭২১-৭৭১৬৭০ (শো-রুম) মোবা: ০১৭১৬-৫০৪৩৯৭, ০১৭১১-৩৪৯৩২৮

বি:দ্রঃ আমাদের কোথাও কোন শাখা নেই।

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৭ সফল হৌক

স্বদেশ

দেশের প্রথম ভিক্ষুকমুক্ত যেলা ঘোষণা

পুরো যেলাকে কি করে ভিক্ষুকমুক্ত করা যায়, তা-ই ছিল ধ্যানজ্ঞান। সেই চেষ্টা সফল হওয়ার পথে। শিগগির নড়াইলকে আনুষ্ঠানিক ভাবে দেশের প্রথম ভিক্ষুকমুক্ত যেলা ঘোষণা করা হবে। কিন্তু এ কাজ যিনি রাতদিন খেটে করলেন, সেই অতিরিক্ত যেলা প্রশাসক মুহাম্মাদ ছিদ্দীকুর রহমানকে স্থানীয় লোকজন ডাকে 'ভিক্ষুক স্যার' বলে।

যেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, জরিপের মাধ্যমে যেলায় মোট ৭৯৮ জন ভিক্ষুক সনাক্ত করা হয়। অতঃপর গরু, ছাগল, ওযন পরিমাপক যন্ত্র, সেলাই মেশিন, হাঁস, মুরগী, ভ্যান বিতরণ, ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য দোকান, উৎসাহ বোনাস ও আবর্তক ঋণ; বয়স্ক, বিধবা, প্রতিবন্ধী ও মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান; জিআরসহ ১০ টাকা কেজি দরের চালের সুবিধার আওতায় আনা প্রভৃতি কার্যক্রমের মাধ্যমে ভিক্ষুকদের স্বাবলম্বী করে তোলার চেষ্টা করা হয়। প্রতিজন ভিক্ষুকের বিপরীতে এলাকার এককেটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে তদারকির দায়িত্ব দেওয়া হয়। গঠিত হয় ইউনিয়ন, উপযেলা, যেলা বাস্তবায়ন ও পুনর্বাসন কমিটি। এক্ষেত্রে শিক্ষক, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সহকারী, চৌকিদারসহ সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ের চাকরিজীবীরা স্বেচ্ছাশ্রমে পুনর্বাসিত ভিক্ষুকদের তদারকি করেন। সবমিলিয়ে মাত্র ১০ মাসে নড়াইল আজ ভিক্ষুকমুক্ত যেলায় পরিণত হয়েছে।

নড়াইলের কালনা ফেরিঘাটের পুনর্বাসিত ও বর্তমানে বাদাম, চানাচুর ইত্যাদির বিক্রেতা অন্ধ ফারূক (৫২) বললেন, প্রথম দিকে ভিক্ষুক স্যারের ওপর খুব রাগ হ'ত। আমার বিনা পুঁজির ব্যবসা যেন উনার সহ্য হ'ল না। পুঁজি দিলেন। উৎসাহিত করলেন। পরে দেখলাম নিজে কাজ করে খাওয়ার মধ্যে যে আনন্দ তা ভিক্ষা করে পাওয়া যায় না। এখন আর ছেলে-মেয়েদের কেউ ভিখারীর সন্তান বলবে না। বলবে ব্যবসায়ী ফারুকের সন্তান। আমি খুব সুখে আছি'।

মহৎ এই কর্মটির স্বপ্নদ্রষ্টা ছিদ্দীকুর রহমান বলেন, 'আগামী দুই বছরের মধ্যে দেশের সব ভিক্ষুক যাতে দারিদ্রসীমার ওপরে উঠতে পারে, নড়াইল যেন এর রোল মডেল হিসাবে আবির্ভূত হ'তে পারে, সে লক্ষ্যেই আমরা কাজ করে যাচ্ছি। উল্লেখ্য, এর আগে তিনি ২০১৪ সালে নীলফামারীর কিশোরগঞ্জ উপযেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) থাকাকালে উপযেলাটিকে ভিক্ষুকমুক্ত করেন।

[সরকারী দায়িত্বশীলগণ যদি সবাই এরূপ সৎ ও উদ্যমী হ'তেন, তাহ'লে কতইনা ভাল হ'ত! আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একাজ করলে তিনি অশেষ নেকীর হকদার হবেন ইনশাআল্লাহ (স.স.)]

রোহিঙ্গাদের কক্সবাজার থেকে নোয়াখালীর হাতিয়ায় সরিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের কক্সবাজারের উখিয়া থেকে সরিয়ে নোয়াখালীর হাতিয়ায় পুনর্বাসনের নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। সম্প্রতি এ কথা জানান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম। এছাড়া আগামী তিন মাসের মধ্যে রোহিঙ্গাদের বিস্তারিত তথ্য নিয়ে একটি ডাটাবেজ তৈরী করা হবে বলেও জানান তিনি।

গত তিন দশক ধরেই মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের কূটনীতিক পর্যায়ে অন্যতম সংকটের নাম রোহিঙ্গা ইস্যু। এ দীর্ঘ সময় প্রতিবেশী দেশটি থেকে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে কয়েক লাখ রোহিঙ্গা। এছাড়া গত কয়েক মাসেই আশ্রয় নিয়েছে প্রায় ৬৭ হাযার রোহিঙ্গা।

এ ব্যাপারে প্রতিমন্ত্রী বলেন, হাতিয়ার ঠেঙ্গারচরে জমি উপযোগী করে আস্তে আস্তে তাদেরকে সেখানে সরিয়ে নেয়া হবে।

নোয়াখালীর হাতিয়া উপযেলায় সাগরবেষ্টিত ১১ বছর আগে জেগে ওঠে নিঝুম দ্বীপ ও সন্দীপের নিকটবর্তী এই দ্বীপটি। তবে সেখানে কোন ঘর নেই, মোবাইল নেটওয়ার্ক নেই, লোকজনও নেই। বর্ষা মৌসুমে জায়গাটি বেশীর ভাগ সময় বন্যার পানিতে ভেসে যায়। ফলে দ্বীপটি কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণ। ঘূর্ণিঝড় ও বন্যাপ্রবণ। বর্ষা মৌসুমে দেশের অন্যান্য স্থানের তুলনায় সেখানে দ্বিগুণ বৃষ্টি হয়ে থাকে। জনশূন্য এলাকাটি কর্দমাক্ত। এ ছাড়া জলদস্যুদের উৎপাত তো রয়েছেই। সেকারণ রোহিঙ্গাদের সাময়িকভাবে ঠেঙ্গারচরে আশ্রয় দেওয়ার বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনাকে বাস্তবসম্মত নয় বলে সমালোচনা করা হয়েছে বিভিন্ন গণমাধ্যমে।

[এই ফালতু সিদ্ধান্ত বাতিল করুন। বরং তাদেরকে তাদের দেশে সসম্মানে ফেরৎ পাঠানোর ব্যবস্থা করুন (স.স.)]

দেশের প্রতিটি আইনই ত্রুটিপূর্ণ -প্রধান বিচারপতি

প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা বলেছেন, দেশের প্রতিটি আইনই ত্রুটিপূর্ণ। ফলে বিচার করতে গেলে বিচারকরা খেই হারিয়ে ফেলেন। আর সে কারণেই মামলার জট বাড়ছে। তিনি বলেন, বিচার বিভাগের যে দায়িত্ব-কর্তব্য, তাতে হস্তক্ষেপ না করা হ'লে আজ এত মামলার জট থাকতো না। তাই আইনের সঙ্গে যারা জড়িত, তারা যদি সামান্য বিচ্যুত হন, তাহ'লে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। গত ৯ই ফেব্রুয়ারী'১৭ বৃহস্পতিবার মৌলভীবাজার পৌর জনমিলন কেন্দ্রে যেলা আইনজীবী সমিতির বার্ষিক নৈশভোজ উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি উপরোক্ত মন্তব্য করেন *[মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন (স.স.)]*।

সুপ্রীম কোর্ট প্রাঙ্গণের মূর্তিটি মূর্তি নয়, ভাস্কর্য

-এ্যাটর্নি জেনারেল

রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা সরকারী এ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম আপামর ইসলামী জনগণের হৃদয়ের দাবীকে পরোয়া না করে সুপ্রীম কোর্টের সামনে সম্প্রতি নির্মিত গ্রীক দেবী মূর্তির পক্ষে সাফাই গেয়ে গত ৬ই ফেব্রুয়ারী'১৭ বলেছেন, 'এটা তো মূর্তি না, এটা তো স্কাল্পচার (ভাস্কর্য)। আর এখানে দেখানো হয়েছে তিনটা জিনিস। একটা হলো দাঁড়িপাল্লা, ন্যায়বিচারের একটা সূচক। আর হাতে একটা তলোয়ার। দণ্ড বা শাস্তির সূচক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে তলোয়ার। তৃতীয়তঃ চোখটা বাঁধা। অর্থাৎ একদম নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই বিচারের নিরপেক্ষতা তুলে ধরা হয় এই স্কাল্পচার দিয়েই'।

[শিক্ষিত মানুষ যে কেমন অন্ধ হয়, তার অন্যতম প্রমাণ আমাদের মাননীয় প্রধান আইন কর্মকর্তা। তিনি জাজ্বল্যমান একটা নারী মূর্তিকে ভাস্কর্য বলে আইন সিদ্ধ করতে চাচ্ছেন। দিল্লী হাইকোর্ট সহ উপমহাদেশের কোন আদালতেই এইরূপ নারী মূর্তি নেই। তাহ'লে কিসের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁরা একাজ করলেন? মুখে গণতন্ত্রের বড়াই করেন। অথচ গণবিরোধী কথা বলতে মুখে বাঁধে না। 'বিশিষ্ট নাগরিক' নামে কয়েকজন নাস্তিক ও বস্তুবাদীকে নিয়ে দেশ নয়। এটি ১৭ কোটি মুসলমানের দেশ। অতএব জনগণের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙার আগেই মূর্তি হটান (স.স.)]

জাতীয় আযান প্রতিযোগিতায় রাজশাহীর নাদীম মাহমূদের সাফল্য

গত ২৯শে জানুয়ারী 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক আয়োজিত 'জাতীয় শিশু-কিশোর প্রতিযোগিতা ২০১৫-এ রাজশাহী রাণীবাজার মাদরাসা ইশা'আতুল ইসলাম আস-সালাফিইয়াহ্র নবম শ্রেণীর ছাত্র নাদীম মাহমূদ 'আযান' বিষয়ে ১ম স্থান অধিকার করেছে। সে পবা থানার শিতলাই এলাকার বাথানবাড়ী গ্রামের মৃত মুক্তি মুহাম্মাদ ও আক্তারা বেগমের জ্যেষ্ঠ সন্তান। সে সকলের দো'আপ্রার্থী। উল্লেখ্য, অত্র প্রতিযোগিতায় বিভাগীয় পর্যায়ে অত্র মাদরাসার আরও তিনজন ছাত্র কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে।

[আমরা কৃতি শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং তাদের উজ্জল ভবিষ্যতের জন্য দো'আ করছি (স.স.)।

Contents

বিদেশ

ক্যাথলিক চার্চে যৌন নিপীড়নের শিকার ৪৪৪০ শিশু

অস্ট্রেলিয়ার চার্চগুলোর যাজকদের বিরুদ্ধে বিপুল পরিমাণ শিশুকে যৌন নির্যাতন করার প্রমাণ মিলেছে। গত ছয় দশকে শিশুকামী যাজকদের হাতে দেশটিতে প্রায় ৪ হাযার ৪৪০ জন শিশু যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছে। সম্প্রতি এ বিষয়টি তদন্তের জন্য সরকারীভাবে গঠিত রয়্যাল কমিশন এ তথ্য প্রকাশ করেছে। এছাড়া এসব ঘটনায় ১৮৮০ জন যাজক জড়িত ছিলেন বলে জানিয়েছে কমিশন। প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশটির মোট ক্যাথলিক যাজকদের সাত শতাংশই শিশু যৌন নিপীড়নের সঙ্গে জড়িত।

কাউন্সিলের প্রধান নির্বাহী ফ্রান্সিস সুলিভান রয়্যাল কমিশনকে বলেছেন, 'শিশুদের ওপর যৌন নিপীড়নের যে সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে তা ভয়াবহ ও পীড়াদায়ক। এসব ঘটনায় ক্যাথলিক হিসাবে লজ্জায় আমাদের মাথা হেট হয়ে গেছে'।

[এদের বিয়ে করতে বাধ্য করুন। অহেতুক ধর্মের নামে চিরকুমার থাকার ভণ্ডং বাদ দিন। অথবা প্রকাশ্যে ইসলাম কবুল করুন (স.স.)]

পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক সম্পদের মালিক ৮ জন

পুঁজিবাদের আগ্রাসনে বিশ্বে দিনদিন বেড়েই চলেছে ধনীদের সম্পদ। আর দরিদ্ররা ক্রমশ গরীব হচ্ছে। আন্তর্জাতিক দাতব্য সংস্থা অক্সফামের তথ্য মতে, বিশ্বের শীর্ষ ৮ জন ধনীর কাছে যে পরিমাণ সম্পদ আছে, তা প্রায় পৃথিবীর অর্ধেক সম্পদ। ধনীদের এই তালিকায় থাকাদের মধ্যে ৫ জনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। তবে এদের একটি বড় অংশই তথ্য-প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার। সবচেয়ে ধনী এই আট জনের মধ্যে রয়েছেন মাইক্রোসফটের বিল গেটস (যুক্তরাষ্ট্র) (৭৫ বিলিয়ন ডলার), আমানচিও ওরতেগা (স্পেন) (৬৭ বিলিয়ন ডলার), শেয়ার ব্যবসায়ী ওয়ারেন বাফেট (যুক্তরাষ্ট্র) (৬১ বিলিয়ন ডলার)। ব্যবসায়ী কার্লোস স্লিম (মেক্সিকো) (৫০ বিলিয়ন ডলার)। ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান আমাজনের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান জেফ বেজস (যুক্তরাষ্ট্র) (৪৫ বিলিয়ন ডলার)। ফেসবুকের প্রধান নির্বাহী মার্ক জাকারবার্গ (যুক্তরাষ্ট্র) (৪৫ বিলিয়ন ডলার)। সফটওয়্যার কোম্পানী ওরাকলের প্রধান নির্বাহী ল্যারি এলিসন (যুক্তরাষ্ট্র) (৪৪ বিলিয়ন ডলার)। মাইকেল ব্লুমবার্গ (যুক্তরাষ্ট্র) (৪০ বিলিয়ন ডলার)।

দাতব্য সংস্থাটির মতে, শীর্ষ এই আট জনের হাতে যত সম্পদ রয়েছে তার পরিমাণ বিশ্বের ৩৬০ কোটি দরিদ্র মানুষের সম্পদের সমান।

[এরাই গণতন্ত্রের মুখোশে পৃথিবীর রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছে। অতএব গণতন্ত্র নয়, ইসলামী শাসনই কেবল অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার কায়েম করতে পারে। এদের উদ্বৃত্ত সম্পদ অবশ্যই আল্লাহ্র পথে ব্যয়িত হ'তে হবে। আর তখনই কেবল তা দরিদ্র মানুষের কাছে ফিরে আসবে (স.স.)]

বিশ্বের গভীরতম ও স্বচ্ছতম বরফ জমাট বৈকাল হ্রদ

শীতকালে বরফাচ্ছাদিত লেকের অবস্থা কি রকম হ'তে পারে, সে অনুভূতি কেউ নিতে চাইলে তাকে চলে যেতে হবে রাশিয়ার বৈকাল হ্রদ দেখতে। প্রতিবছর প্রবল ঠাণ্ডায় বরফ জমে যাওয়া সাইবেরিয়ার এই লেক পৃথিবীর প্রাচীনতম ও গভীরতম। ৬০০ কিলোমিটার দীর্ঘ বৈকাল লেক শীতকালে দেড় থেকে দুই মিটার পর্যন্ত মোটা বরফের চাদরে ঢেকে যায়। কিন্তু সেই বরফের স্তর এতটাই স্বচ্ছ যে, এর নিচের সবকিছুই একেবারে পরিষ্কার দেখা যায়। হ্রদের গভীরে খেলা করা মাছ, সবুজ পাথর, হ্রদের নিচে জন্মানো জলজ গাছ সবই খালি চোখে স্পষ্টভাবে দেখা যায়। লেকের নিচে ৪০ মিটার পর্যন্ত দৃষ্টি অনায়াসে চলে যায়।

এত স্বচ্ছ হ'লেও লেকের ওপরে পড়া বরফের চাদর কিন্তু যথেষ্ট শক্তপোক্ত। ১৫ টনের ভারী গাড়ি অনায়াসে চলে যেতে পারে এর ওপর দিয়ে। ১৬৪২ মিটার গভীর বৈকাল হ্রদ পৃথিবীর বৃহত্তম টাটকা পানির উৎস্য। শীতকালে পড়া এই বরফের চাদর মে মাস পর্যন্ত থাকে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য বৈকাল হ্রদ ও তার জীবজগৎ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গরু অক্সিজেন গ্রহণ করে ও অক্সিজেনই ত্যাগ করে!

ভারতের রাজস্থানের শিক্ষামন্ত্রী 'বাসুদেব দেবনানী' বলেছেন, গরুই একমাত্র প্রাণী যেটি বায়ুমণ্ডল থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে ও অক্সিজেনই ত্যাগ করে। শুধু তাই নয়, এ বিষয়ের বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব অনুধাবনের বিষয়ে জোর দেয়ার আহ্বান জানান তিনি। রাজস্থানের শিক্ষা বিভাগের প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দেবনানী রাজস্থানের হিঙ্গোনিয়া গরু পুনর্বাসন কেন্দ্রে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর মতে গরুর কাছাকাছি থাকলে সর্দি-কাশির মত রোগ অনায়াসে সেরে যাবে। গরুর গোবরে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন বি। তরুণদের গরু সুরক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়েও তিনি আহ্বান জানান।

তবে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি বিষয়ক সংস্থা ২০০৬ সালের এক প্রতিবেদনে বলেছিল, গরুসহ গবাদি পশু ১৮ শতাংশ গ্রীন হাউজ গ্যাসের জন্য দায়ী। যা বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি করছে। এর পরিমাণ গাড়ি, বিমান এবং সব ধরনের যানবাহনের সম্মিলিত উদগীরণের চেয়েও বেশী। প্রসঙ্গত, ভারতে গরুকে হিন্দু ধর্মীয় কারণে পবিত্র প্রাণী হিসেবে বিবেচিত হয় এবং নরেন্দ্র মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পরে এটি রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। সংঘ পরিবার সংশ্লিষ্ট গরু সংরক্ষণবাদীরা গরুর গোশত ভক্ষণ ও সংরক্ষণের সন্দেহে হতাহতের মতো ঘটনা ঘটিয়েছে।

[পাগল আর কাকে বলে? আল্লাহ এসব জাত পাগলদের হাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করুন! (স.স.)]

আরেকটি যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে বিশ্ব : মিখাইল গর্বাচেভ

আরেকটি যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে বিশ্ব-এমনটাই জানিয়েছেন সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভ। টাইম ম্যাগাজিনের লেখা এক কলামে তিনি এ মন্তব্য করেন। সেখানে তিনি আরো বলেন, বর্তমানে কোন সমস্যাই রাজনীতিকে সামরিকীকরণের মতো গভীর নয়। চারদিকে যেন যুদ্ধাস্ত্র বাড়ানোর প্রতিযোগিতা চলছে। রাশিয়া ও ন্যাটো বাহিনী যেন যুদ্ধের প্রস্তুতি স্বরূপ তাদের অস্ত্রের বহর সাজিয়ে রেখেছে।

তিনি লিখেন, দেশগুলো তাদের নির্ধারিত বাজেট দিয়ে মানুষের প্রয়োজনীয় সামাজিক চাহিদাগুলোই পূরণ করতে পারছে না, অথচ তাদের অস্ত্র ভাণ্ডারগুলো ফুলে ফেঁপে উঠছে। অত্যাধুনিক অস্ত্র কিনতে সহজেই অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে। অথচ শুধু একটি সাবমেরিনই যে কোন একটি উপমহাদেশের অর্ধেক শেষ করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

তিনি মনে করেন, রাজনীতিবিদরা ও সামরিক নেতারা আজ অনেক বেশি যুদ্ধভাবাপন্ন। তাদের প্রতিরক্ষা তত্ত্বগুলোও ভয়ংকর। সব কিছু দেখে মনে হচ্ছে যেন বিশ্ব কোন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

[এজন্য ট্রাম্পের মত উন্মাদের হাতে থাকা একটা বোতাম টেপাই যথেষ্ট। আল্লাহ তুমি পৃথিবীকে রক্ষা কর! (স.স.)]

Contents

মুসলিম জাহান

অভিবাসী গ্রহণে প্রথম তুরস্ক, দ্বিতীয় পাকিস্তান

অভিবাসী গ্রহণে বিশ্বে প্রথম স্থানে রয়েছে তুরস্ক। আর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে পাকিস্তান। জাতিসংঘের উদ্বাস্তু বিষয়ক হাইকমিশনার এ পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছেন। পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, তুরস্কে বাস করছে ৩১ লাখ উদ্বাস্তু, আর পাকিস্তানে রয়েছে ১৬ লাখ উদ্বাস্তু। তৃতীয় স্থানে থাকা লেবাননে রয়েছে ১১ লাখ উদ্বাস্তু। এরপর ধারাবাহিকভাবে ইরানে ৯ লাখ ৭৯ হাযার ৪০০ জন, ইথিওপিয়ায় ৭ লাখ ৩৭ হাযার ১০০ জন, জর্ডানে ৬ লাখ ৬৪ হাযার ১০০ জন, লিবিয়ায় ৫ লাখ ৫২ হাযার ৪০০, চাদে ৪ লাখ ২০ হাযার, সুদানে ৩ লাখ ৫৬ হাযার ৪৭ জন, জার্মানিতে ৩ লাখ ১৬ হাযার ১১৫ জন, ফ্রান্সে ২ লাখ এবং অস্ট্রিয়ায় ১ লাখ ৫৩ হাযার ১১৯ জন অভিবাসী রয়েছে।

[আল্লাহ্‌র এই পৃথিবীতে প্রত্যেকটি মানুষই স্বাধীন। তারা প্রত্যেকে আল্লাহ্‌র যমীনের অধিবাসী। তারা কেউ অভিবাসী নয়। অথচ গণতন্ত্রের মুখোশধারী বস্তুবাদী নেতাদের পাশবিক হামলায় সর্বত্র মানবতা বিধ্বস্ত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। আল্লাহ তুমি যালেমদের পাকড়াও কর (স.স.)]

কমিউনিস্ট নিষ্পেষণে সোভিয়েত রাশিয়ায় কুরআনের শিক্ষা জীবিত রাখার অনন্য কাহিনী

কম্যুনিজমের কঠিন দিনগুলোতেও ধর্মদ্রোহিতার নিগড়ে আবদ্ধ রাশিয়ার মানুষের মাঝে সেখানকার ওলামায়ে কেরাম কিভাবে কুরআন সংরক্ষণ এবং তার প্রশিক্ষণ দিতেন, সম্প্রতি তার এক প্রেরণাদায়ক বিবরণ উঠে এসেছে ৯৫ বছর বয়সী এক রাশিয়ান মুসলিম বৃদ্ধের যবানীতে। রাশিয়ান মুসলমানদের উপর কম্যুনিস্ট নির্যাতনের শুরুকালে তার বয়স ছিল ২৫ বছর। তিনি বলেন,

'আমরা আমাদের বাসাগুলো বেশ বড় করে তৈরী করতাম এবং চারদিকের কক্ষগুলোর ঠিক মাঝখানে একটি ছোট খোলা জায়গা থাকত। এই খোলা জায়গা বা হলটির চারপাশে সাউন্ড-প্রুফ কিছু ছোট ছোট চেম্বার তৈরী করা হ'ত। হলের একটি গোপন দরজা থাকতো যা দিয়ে এইসব চেম্বারে যাতায়াত করা হ'ত। এই দরজাটি ছিল মূলত একটি শো-কেস, যেখানে আমরা মদ ও অন্যান্য পানীয় সাজিয়ে রাখতাম। এছাড়া এই গোপন দরজার আশেপাশে আমরা লেনিনের ছবি, টেলিভিশন এবং এধরনের আরও কিছু দৃষ্টিকটু জিনিস সাজিয়ে রাখতাম।

যখনই বাসা-বাড়ী সার্চ করবার জন্য পুলিশ আসতো, তারা সেখানে সন্দেহ করবার মত কিছুই দেখতে পেত না। মদের বোতল ও ছবিগুলো দেখে ভেবে নিত যে এই লোকদের আদর্শ ঠিকই আছে। তারা ঘুর্ণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারেনি যে, ঐ মদের শো-কেসের পেছনে মাত্র কয়েক হাত ভিতরেই শিশুরা কুরআন শিখছে। আমরা প্রায় ছয় মাস এইসব গোপন চেম্বারে থাকতাম এবং কুরআন শিক্ষা সম্পন্ন করতাম। এর পাশাপাশি ছহীহ বুখারীও পড়ানো হ'ত। বদ্ধ ঐ চেম্বারগুলোতে কম্যুনিস্ট রাশিয়ার কালো দূষিত হাওয়া আসা যাওয়া করত ঠিকই, কিন্তু এর মাঝেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শিক্ষাগুলো তিলাওয়াত এবং মুখস্থ করে নেয়া হ'ত'।

[শত্রুসঙ্কুল পরিবেশে দূরদর্শী ও মুত্তাকী এইসব ওলামায়ে কেরামের কঠিন আত্মত্যাগ এবং নিষ্ঠার জন্য আল্লাহ তাদের সর্বোত্তম বিনিময় দান করুন। চরম প্রতিকূলতার মধ্যেও ইসলাম ও ইসলামী জ্ঞানার্জনে আগ্রহী মানুষের জন্য তাদের এই অবদান যুগ যুগ ধরে অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে (স.স.)]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

আঙুলের ছোঁয়ায় চার্জ হবে ফোন

স্মার্টফোনে প্রতিদিন চার্জ দেওয়ার সমস্যা সমাধানে বিজ্ঞানীরা এবার এমন প্রযুক্তি আবিষ্কার করতে চলেছেন যে, একটি মাত্র আঙুলের স্পর্শে চার্জ হয়ে যাবে স্মার্টফোন। মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটির গবেষকরা অনেকদিন ধরেই গবেষণা চালাচ্ছেন এমন একটি ডিভাইস তৈরীর লক্ষ্যে, যা মানুষের শরীরের নড়াচড়া কিংবা স্পর্শ থেকে এনার্জি তৈরি করতে সক্ষম। এবার তারা আশার আলো দেখতে পেয়েছেন। তারা তৈরী করেছেন ন্যানোজেনারেটর নামের একটি ডিভাইস, যা মানুষের হাতের নড়াচড়া থেকে এনার্জি উৎপাদন করতে পারে। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, পরীক্ষাগারে শুধুমাত্র মানুষের হাতের স্পর্শের সাহায্যে উৎপন্ন শক্তি দিয়ে ২০টি এলইডি লাইট জ্বালানো, একটি এলসিডি টাচস্ক্রিন এবং একটি ফ্লেক্সিবল কি-বোর্ড নিয়ন্ত্রণ করার মতো কাজ করা গিয়েছে। কোনরকম ব্যাটারির সাহায্য ছাড়াই এই কাজ করা সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

গবেষকদলের সদস্য প্রফেসর নেলসন সেপালভেদা বলেন, আমরা হিউম্যান মোশনের মাধ্যমে এনার্জি তৈরীর উপযোগী ছোট আকারের ডিভাইস তৈরীর পথে। এমন দিন বেশি দূরে নয়, যখন মানুষকে সপ্তাহে এক বার কিংবা হয়তো মাসে এক বার নিজের মোবাইল চার্জ করালেও চলবে। কারণ মোবাইল টাচ করলেই তাদের মোবাইল চার্জ হ'তে থাকবে।

স্বল্প খরচে সমুদ্রের পানি পানযোগ্য করে চমকে দিল ভারতীয় বংশোদ্ভূত কিশোর!

দিন দিন পৃথিবী থেকে কমছে পানযোগ্য পানির পরিমাণ। ক্রমবর্ধমান পানির চাহিদা মেটাতে এখন একমাত্র উপায় সাগরের লোনা পানিকে পানযোগ্য করে তোলা। কিন্তু তাতে খরচের পরিমাণ অনেক। তবে সম্প্রতি স্বল্প খরচে সমুদ্রের পানি থেকে বিশুদ্ধ পানি নিষ্কাশনের সহজ উপায় বের করে ফেলেছে চৈতন্য করমচেদু নামে ভারতীয় বংশোদ্ভূত এক মার্কিন কিশোর। উচ্চমাত্রার শোষণ ক্ষমতা সম্পন্ন পলিমার ব্যবহার করে কাজটি সম্ভব করেছে সে। দ্য জেস্যুইট হাই স্কুলের ছাত্র চৈতন্য জানায়, পৃথিবীর ৭০ ভাগই পানি আর সেই পানির বেশিরভাগই সামুদ্রিক পানি। কিন্তু নোনা পানিকে পানযোগ্যে পরিণত করা অত্যন্ত কঠিন। তাই একটি উচ্চমাত্রার শোষণক্ষমতা সম্পনন পলিমারের ব্যবহার করে খুব কম খরচে সমুদ্রের জলকে বিশুদ্ধ পানীয় জলে পরিণত করার উপায় বের করে ফেলেছে সে।

জেস্যুইট হাই স্কুলের জীববিদ্যার শিক্ষক লারা শামিহে বলেন, চৈতন্য সম্পূর্ণ অন্যভাবে বিষয়টি নিয়ে ভেবেছে। বিজ্ঞানীরা চৈতন্যের গবেষণা নিয়ে ইতিমধ্যে ভাবতে শুরু করে দিয়েছেন। ইন্টেলের আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান মেলায় ইন্টারন্যাশনাল গ্লোবাল ডেভেলপমেন্টের দশ হাযার মার্কিন ডলার পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন সংস্থাও চৈতন্যের গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার জন্য আর্থিক পুরস্কারের ঘোষণা করেছে।

[আমরাও তাকে স্বাগত জানাচ্ছি। আল্লাহ এমনি করে তার বান্দাদের মাধ্যমে তার নে'মত সমূহ প্রকাশ করে থাকেন। আমরা প্রাণভরে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি (স.স.)]

Contents

সংগঠন সংবাদ

যেলা সম্মেলন ॥ জয়পুরহাট

জান্নাতের পথ বেছে নিন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

কোমরগ্রাম-পূর্বপাড়া, জয়পুরহাট ২০শে জানুয়ারী'১৭ শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জয়পুরহাট যেলার উদ্যোগে কোমরগ্রাম-পূর্বপাড়া মাঠে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** জনগণের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আল্লাহপাক একদল মানুষকে জান্নাতের জন্য ও একদল মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এজন্য তিনি জান্নাত ও জাহান্নামের দু'টি রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন। আর সে পথ হ'ল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথ। অতএব সমাজের অসন্তুষ্টির বিনিময়ে হ'লেও যেকোন মূল্যে আমাদেরকে সে পথেই ফিরে যেতে হবে। তিনি বলেন, সমাজের উল্টা স্রোতকে ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে ফিরিয়ে আনার জন্য আখেরাত পিয়াসী ঈমানদারগণের জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টার কোন বিকল্প নেই। উক্ত প্রচেষ্টায় সাথী হওয়ার জন্য তিনি সকলকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর চলন্ত কাফেলায় শরীক হওয়ার আহ্বান জানান।

উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব, প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন সদর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আল-আমীন।

উল্লেখ্য যে, মুহতারাম আমীরে জামা'আত এদিন নওদাপাড়া মারকায থেকে বাদ আছর সফরসঙ্গীদের নিয়ে জয়পুরহাট রওয়ানা হন এবং রাত পৌনে ৮-টায় সভাস্থলে পৌঁছেন। বাকীগণ বিভিন্নভাবে জুম'আর আগেই সেখানে পৌঁছে যান।

যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র পূর্ব ব্যবস্থাপনা মতে এদিন যেলার বিভিন্ন স্থানে ১১টি মসজিদে কেন্দ্রীয় মেহমানগণ জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। যেমন (১) শহরের আরামনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ- অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম (মেহেরপুর), (২) কোমরগ্রাম-পূর্বপাড়া বড় জামে মসজিদ- ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (৩) দাশড়া-মালিগাড়ী, অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম (রাজশাহী), (৪) কোমরগ্রাম-পশ্চিমপাড়া, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার (কুষ্টিয়া), (৫) চকবিলা, জামালগঞ্জ-তরীকুয্যামান, শূরা সদস্য (মেহেরপুর), (৬) সরদার পাড়া, জামালগঞ্জ- আলহাজ্জ হাসানুল্লাহ (মেহেরপুর), (৭) পলিকাদোয়া মহিলা মাদরাসা জামে মসজিদ- হাবীবুল্লাহ (সিরাজগঞ্জ), (৮) বুড়াইল ফাযিল মাদরাসা জামে মসজিদ-শামীম আহমাদ (সভাপতি, সিরাজগঞ্জ যেলা 'যুবসংঘ'), (৯) ঘোনাপাড়া- মুহাম্মাদ ওয়াসীম (সেক্রেটারী, সরাজগঞ্জ যেলা 'যুবসংঘ'), (১০) পলিকাদোয়া-পূর্বপাড়া- আবুল কালাম (কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক, 'যুবসংঘ'), (১১) মামূদপুর-সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব (ঢাকা)।

সম্মেলনে পৃথক প্যাণ্ডেলে মহিলা শ্রোতা সহ বিপুল লোক সমাগম হয়। পার্শ্ববর্তী দুই নওগাঁ, দুই দিনাজপুর, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা-পশ্চিম, রংপুর ও বগুড়া সহ মোট ১০টি সাংগঠনিক যেলা থেকে রিজার্ভ গাড়ী সমূহ নিয়ে কর্মীরা সম্মেলনে যোগদান করেন।

সুধী সমাবেশ ও আলোচনা সভা

বাগেরহাট ২৫শে জানুয়ারী বুধবার : অদ্য বাদ যোহর বাগেরহাট সদর থানাধীন আল-মারকাযুল ইসলামী কালদিয়া জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বাগেরহাট যেলার উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি সরদার আশরাফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক গোলাম মোক্তাদির, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক দুররুল হুদা ও কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক আব্দুল হামীদ প্রমুখ। একই দিন বাদ এশা যেলা 'আন্দোলন'-এর দায়িত্বশীলদের নিয়ে বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সকলকে আরো দায়িত্ব সচেতনতার সাথে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়।

সোহাগদল, পিরোজপুর ২৬শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর পিরোজপুর যেলার স্বরূপকাঠি থানাধীন সোহাগদল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পিরোজপুর যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল হামীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক দুররুল হুদা প্রমুখ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা রেযাউল করীম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক শহীদুল আলম বাহাদুর, প্রচার সম্পাদক মাহবূব আলম ও কাউখালী থানার দায়িত্বশীল দেলাওয়ার হোসাইন প্রমুখ।

উযীরপুর, বরিশাল ২৭শে জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় বরিশাল যেলার উযীরপুর থানাধীন দক্ষিণ মাদারসী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বরিশাল-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ইবরাহীম কাওছার সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, সাহিত্য ও সাংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক

অধ্যাপক দুররুল হুদা ও কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক আব্দুল হামীদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব মুস্তাফীযুর রহমান।

যুবসংঘ

কর্মী সমাবেশ ও কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা

শাসনগাছা, কুমিল্লা ৩রা ফেব্রুয়ারী শুক্রবার : অদ্য সকাল সাড়ে ৯-টায় কুমিল্লা শহরের শাসনগাছাস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী কমপ্লেক্সে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুমিল্লা যেলার উদ্যোগে এক কর্মী সমাবেশ ও ২০১৭ সালে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাওয়া কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইউসুফ আহাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার, কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন ও যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক আতীকুর রহমান সরকার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ।

প্রবাসী সংবাদ

কর্মী সম্মেলন ২০১৬

রিয়াদ, সঊদী আরব, ২৭শে জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ রিয়াদের 'শিফা' এলাকায় অবস্থিত আল-নাজদ কমিউনিটি সেন্টারে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সঊদী আরব শাখা ও বাদীয়া ইসলামিক সেন্টারের উদ্যোগে এক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সঊদী আরব শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে 'সমাজ সংস্কারে আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর ভূমিকা' বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন সঊদী আরব শাখা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আখতার মাদানী। অতঃপর ২০১৭ সালে কর্মীদের জন্য করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা ব্যাখ্যা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল বারী। এছাড়া তিনি শাখা সমূহের রিপোর্ট পেশ ও পর্যালোচনা এবং সাংগঠনিক অগ্রগতি সম্পর্কে পরামর্শ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। সবশেষে সভাপতির ভাষণে জনাব মুশফিকুর রহমান 'সাংগঠনিক জীবনে আনুগত্যের গুরুত্ব' সম্পর্কে তথ্যবহুল আলোচনা পেশ করেন। রিয়াদ সহ সঊদী আরবের বিভিন্ন যেলা ও এলাকার দায়িত্বশীলগণ, কর্মী ও বিশিষ্ট সুধী মণ্ডলীসহ প্রায় ২৭৫ জন উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলনে উপস্থিত কর্মীদেরকে চারটি গ্রুপে ভাগ করে 'আন্দোলনে'র কর্মী সিলেবাসের সূরা ছফ, পাঁচটি হাদীছ, পরিচিতি, সমাজ বিপ্লবের ধারা ও গঠনতন্ত্রের উপরে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রুপ ভিত্তিক এ প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল হাই। এছাড়া পৃথিবীর প্রসিদ্ধ ক্বারীগণের তেলাওয়াত ও বক্তাগণের আলোচনা স্পীকারে শুনিয়ে তাদের নাম জানতে চাওয়া হয়। এ প্রতিযোগিতাটি ছিল বেশ আকর্ষণীয় ও শিক্ষণীয়।

সেমিনার

রিয়াদ, সঊদী আরব ৩০শে ডিসেম্বর'১৬ শুক্রবার : অদ্য রাত ৮-টায় রিয়াদের ওল্ড ইন্ডাষ্ট্রিয়াল এরিয়ায় অবস্থিত ইসলামিক সেন্টার মিলনায়তনে মাসিক আত-তাহরীক পাঠক ফোরাম, রিয়াদ শাখার উদ্যোগে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। পাঠক ফোরাম, রিয়াদ শাখার সভাপতি মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে 'আল-ঈমান বিল্লাহ' (আল্লাহ্র প্রতি ঈমান) বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন সঊদী আরব শাখা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি ও আল-খাবরা (আল-ক্বাছীম) ইসলামিক সেন্টারের দাঈ মুহাম্মাদ আখতার মাদানী। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সঊদী আরব শাখা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক ও রিয়াদস্থ আযীযিয়া ইসলামিক সেন্টারের দাঈ আবদুল বারী। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন মাসিক আত-তাহরীক পাঠক ফোরাম, রিয়াদ শাখার সহ-সভাপতি ও রিয়াদস্থ আল-ইয়ামামাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার মুহাম্মাদ জুনায়েদ মুনীর। সেমিনারে বাংলাদেশী কমিউনিটির বিশিষ্ট আলেম, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, ও ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার প্রায় ১৫০ জন সুধী উপস্থিত ছিলেন।

মৃত্যু সংবাদ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বাগমারা উপযেলাধীন সমসপুর শাখার সভাপতি ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীমের পিতা মুহাম্মাদ ইলিয়াস (৭০) গত ৩১শে জানুয়ারী '১৭ মঙ্গলবার সন্ধ্যা সোয়া ৬-টায় নিজ বাড়ীতে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র, ২ কন্যা, আত্মীয়-স্বজন ও বহু গুণগ্রাহী রেখে যান। পরদিন সকাল ১০-টা ২০ মিনিটে সমসপুর হাফেযিয়া ও ফুরকানিয়া মাদরাসা ময়দানে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযা ছালাতে ইমামতি করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। জানাযা শেষে পারিবারিক গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। জানাযায় আরও উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী, রাজশাহী কলেজ শাখার সভাপতি রাকীবুল ইসলাম 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম, যয়নুল আবেদীন, হাবীবুর রহমান এবং আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফীসহ কয়েকজন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী। এছাড়াও যেলা, উপযেলা ও এলাকা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও সোনামণি'র বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলগণ এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ জানাযায় উপস্থিত ছিলেন।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।- সম্পাদক]

Contents

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/২০১) : 'হায়াতুন্নবী' সম্পর্কিত বিশুদ্ধ আক্বীদা ও শিরকী আক্বীদা কি কি?

-ফেরদৌস মাহমূদ
সপুরা, রাজশাহী।

উত্তর : 'হায়াতুন্নবী' সম্পর্কিত বিশুদ্ধ আক্বীদা হ'ল, রাসূল (ছাঃ) সহ সকল নবী মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁদের রূহ 'আলমে বারযাখে' জীবিত আছে। যা দুনিয়াবী জীবন থেকে পৃথক। যে জগত সম্পর্কে আল্লাহ ব্যতীত কেউ অবগত নন *(আলবানী, ছহীহাহ হা/৬২১-এর আলোচনা)*। আল্লাহ বলেন, 'আর তাদের (মৃতদের) সামনে পর্দা থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত' *(মুমিনূন ২৩/১০০)*। আর উক্ত পর্দা ভেদ করে দুনিয়াবী জীবনের সাথে সম্পর্ক করা কোন মৃতের পক্ষে সম্ভব নয়।

অতঃপর এ বিষয়ে শিরকী আক্বীদা হ'ল, রাসূল (ছাঃ) কবরে দুনিয়াবী জীবনের ন্যায় বেঁচে আছেন এবং তিনি মানুষের প্রার্থনা শোনেন ও ভাল-মন্দ করেন বলে ধারণা করা।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, কেউ আমাকে সালাম দিলে আল্লাহ তা'আলা আমার দেহে রূহ ফেরত দেন। অতঃপর আমি উক্ত সালামের উত্তর দেই *(আবুদাঊদ হা/২০৪১; মিশকাত হা/৯২৫; ছহীহাহ হা/২২৬৬)*। ছহীহ বুখারীর ভাষ্যকার হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, لِأَنَّهُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَإِنْ كَانَ حَيًّا فَهِيَ حَيَاةٌ أُخْرَوِيَّةٌ لاَ تُشْبِهُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا 'রাসূল (ছাঃ) মৃত্যুর পরে যদিও জীবিত আছেন, তবুও সেটি পরকালীন জীবন। দুনিয়াবী জীবনের সাথে যা সামঞ্জস্যশীল নয়'। নবীগণ তাদের প্রভুর নিকটে জীবিত আছেন শহীদদের ন্যায় *(ফাৎহুল বারী হা/৪০৪২-এর ব্যাখ্যা, ৭/৩৪৯ পৃ.)*। অতএব বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে বারযাখী জীবনের অন্তর্ভুক্ত। যেখানে মানুষের হায়াত বা মউত বলে কিছু নেই। তাই রূহ ফেরত দেওয়ার অর্থ তাঁকে অবহিত করানো এবং তিনি তা বুঝতে পারেন। আর সেটাই হ'ল তাঁর উত্তর দেওয়া' *(মির'আত হা/৯৩১-এর ব্যাখ্যা, ৪/২৬২-৭৪)*।

অতএব তিনি শুনছেন এরূপ ধারণায় তাঁর কবরের পাশে গিয়ে দরূদ পাঠ করা সুস্পষ্টভাবে শিরক। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই তুমি শুনাতে পারো না কোন মৃত ব্যক্তিকে' *(নামল ২৭/৮০)*। আর 'তুমি শুনাতে পারো না কোন কবরবাসীকে' *(ফাত্বির ৩৫/২২)*। এছাড়া 'যে ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর কবরে গিয়ে দরূদ পাঠ করবে, তিনি তার জন্য সাক্ষী হবেন ও সুফারিশকারী হবেন', 'যে ব্যক্তি আমার কবর যেয়ারত করবে, তার জন্য আমার শাফা'আত ওয়াজিব হবে', 'আমি তার জন্য ক্বিয়ামতের দিন সাক্ষী হব' ইত্যাদি মর্মে যেসব হাদীছ বলা হয়ে থাকে, সবগুলিই জাল *(আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৭, ২০৩, ১০২১; ইরওয়াউল গালীল হা/১১২৭-২৮ প্রভৃতি)*।

প্রশ্ন (২/২০২) : জনৈক তালাক প্রাপ্তা মহিলার আরেকজন পুরুষের সাথে বিবাহ হয়েছে। মহিলাটির আগে থেকে একটি মেয়ে এবং পুরুষটির একটি ছেলে রয়েছে। উভয়ের মাঝে বিবাহ জায়েয হবে কি?

-আরিফ খান, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

উত্তর : যেহেতু তারা উভয়ে এক মায়ের ও এক পিতার সন্তান নয়, সেহেতু তাদের বিবাহ বৈধ। আল্লাহ বলেন, 'এদের ব্যতীত তোমাদের জন্য সকল নারী হালাল করা হয়েছে এই শর্তে যে, তোমরা তাদেরকে মালের বিনিময়ে কামনা করবে বিবাহের উদ্দেশ্যে, ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে নয়' *(নিসা ৪/২৪)*।

প্রশ্ন (৩/২০৩) : জামা'আতে ছালাতরত অবস্থায় মুক্তাদী স্বীয় ভুলের কারণে সহো সিজদা দিতে পারবে কি?

-মুফাছছিল হুসাইন
বড়লেখা, মৌলভীবাজার।

উত্তর : এমতাবস্থায় সহো সিজদা দিতে হবে না। কারণ জামা'আতে ছালাতরত অবস্থায় ইমামের অনুসরণ করা অপরিহার্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ইমাম নিযুক্ত করা হয় অনুসরণের জন্য' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৩৯)*। আত্বা, ইবরাহীম নাখঈ, মাকহূল, যুহরী, হাম্মাদ, ক্বাতাদা প্রমুখ তাবেঈগণ বলেন, মুক্তাদীর জন্য কোন সহো সিজদা নেই *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৪৫৬০-৪৫৬২; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৩৫০৭)*। আলবানী, উছায়মীন প্রমুখ ওলামায়ে কেরামও এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। তবে মুক্তাদী মাসবূক হ'লে এবং বাকী ছালাতে ভুল করলে সহো সিজদা দিবে *(ইরওয়া ২/১৩২; শারহুল মুমতে' ২/৩২০; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৭/১৩৮)*।

প্রশ্ন (৪/২০৪) : বিবাহের সময় পরিস্থিতির কারণে দুই লাখ টাকা মোহরানায় রাযী হই। কিন্তু তা পরিশোধ করা আমার জন্য অতি কষ্টকর। স্ত্রী সর্বদা বলে, পঞ্চাশ হাযার টাকা পেলেই আমি খুশী। এক্ষণে আমার করণীয় কি? পুরো পাওনা না দিয়ে মারা গেলে কি আমি গোনাহগার হব?

-তা'লীমুল হক, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : স্ত্রী স্বেচ্ছায় সম্মতি দিলে মোহরানার পরিমাণ কমানো যায়। এমনকি সে চাইলে তার মোহরানার অর্থ স্বামীকে ভোগ করতে দিতে পারে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহরানা ফরয হিসাবে প্রদান কর। তবে তারা যদি তা থেকে খুশী মনে তোমাদের কিছু দেয়, তাহ'লে তা তোমরা সন্তুষ্টচিত্তে স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর' *(নিসা ৫/৪)*। তবে এ সুযোগে তাকে বঞ্চিত করার কুমতলব থাকলে গোনাহগার হ'তে হবে। কারণ আল্লাহ মানুষের মনের খবর রাখেন *(আলে ইমরান ৩/১১৯)*।

প্রশ্ন (৫/২০৫) : আমি একজন সালাফী। ভারতে বহু সালাফী আলেম বিভিন্ন মাসআলায় একেকজনের একেক মত। সাধারণ মানুষ বলে, স্থানীয় আলেমদের অনুসরণ করতে। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-আলম, শিলচর, আসাম, ভারত।

উত্তর : স্থানীয় আলেমদের অনুসরণ করা অপরিহার্য নয়। তবে কোন বিষয়ে উভয় পক্ষের দলীল যদি ছহীহ হয়, সেক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে প্রচলিত ছহীহ আমলকে অগ্রাধিকার দেওয়াই উত্তম হবে। আর ফৎওয়া গ্রহণের ক্ষেত্রে সকল স্তরের মানুষের জন্য যরূরী হ'ল, দলীল জেনে নেওয়া। ছাহাবীগণ একটি বিষয়ে একাধিক ছাহাবীর কাছে জানতেন *(আবুদাঊদ হা/৪৬৯৯, ৩৬৪১ প্রভৃতি, মিশকাত হা/১১৫, ২১২)* এবং পরস্পরের নিকট দলীলও চাইতেন *(তিরমিযী হা/৩০০০ প্রভৃতি, মিশকাত হা/৩৫৫৪)*। তবে দলীল বুঝার ক্ষমতা না থাকলে যিনি যিদ ও হঠকারিতা থেকে মুক্ত এবং যিনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী ফৎওয়া দেন, সেরূপ যোগ্য ও আল্লাহভীরু আলেমের নিকট থেকে ফৎওয়া গ্রহণ করতে হবে *(নাহল ১৬/৪৩-৪৪)*। এরপরেও কোন আলেম যদি ইচ্ছাকৃতভাবে দলীলবিহীন ফৎওয়া দেন, তাহ'লে তার দায়িত্ব তার উপরেই *(আবুদাঊদ হা/৩৬৫৭ প্রভৃতি, মিশকাত হা/২৪২)*।

প্রশ্ন (৬/২০৬) : একটি মেয়ে একটি ছেলের সাথে পালিয়ে বিবাহ করে সংসার করছে। পিতা মেয়েকে ত্যাজ্য করেছে। উক্ত বিবাহ ও ত্যাজ্যকরণ সঠিক হয়েছে কি? এক্ষণে পিতার করণীয় সম্পর্কে শরী'আতের নির্দেশনা কি?

-সাইফুযযামান, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর : বৈধ অভিভাবকের অনুমতি ও দু'জন ন্যায়বান সাক্ষী ছাড়া সম্পন্ন হওয়ায় উক্ত বিবাহ বাতিল *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪০৭৫; আবুদাঊদ হা/২০৮৩ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৩১৩১)*। তবে এজন্য সন্তানকে ত্যাজ্য করার কোন বিধান শরী'আতে নেই। কোন পিতা এরূপ করে থাকলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এরূপ করলে পিতা-মাতা রক্ত সম্পর্ক ছিন্নকারী কবীরা গোনাহগার হিসাবে গণ্য হবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'রক্ত সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(বুখারী হা/৫৯৮৪; মুসলিম হা/২৫৫৬; মিশকাত হা/৪৯২২)*। এক্ষণে এরূপ ক্ষেত্রে যদি উভয়ের মাঝে দ্বীনী ও চারিত্রিক সমতা থাকে, তাহ'লে স্বেচ্ছায় অনুমতি দিয়ে উভয়কে তওবা করিয়ে নতুনভাবে বিবাহের ব্যবস্থা করতে হবে। তাহ'লে ব্যভিচারের কঠিন গুনাহ থেকে উভয়েই মুক্তি পাবে। তবে তা না থাকলে সন্তানের মাঝে ঈমানী চেতনা সৃষ্টি করে তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে।

প্রশ্ন (৭/২০৭) : মহান আল্লাহ বিচারের মাঠে বান্দাদের সব পাপ ক্ষমা করবেন যদি শিরক না থাকে। তাহ'লে কি তিনি বান্দার সাথে সম্পর্কিত গোনাহও মাফ করবেন?

-নাসীফুল মুশফিক, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : শিরকের গুনাহ আল্লাহ্‌র সাথে সংশ্লিষ্ট। অতএব ব্যক্তি অনুতপ্ত হয়ে তওবা করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু বান্দার হক বান্দার সাথে সংশ্লিষ্ট, যা বান্দা ক্ষমা না করলে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তার নিজস্ব তওবা এক্ষেত্রে কোন কাজে আসবে না *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : রিয়াযুছ ছালেহীন 'তওবা' অনুচ্ছেদ-২-এর আলোচনা)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, শহীদদের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয় তার ঋণ ব্যতীত *(মুসলিম হা/১৮৮৬; মিশকাত হা/২৯১২)*। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, ঋণ বলে এখানে বান্দার সকল প্রকারের অধিকারের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে *(নববী, শরহ মুসলিম ১৩/২৯, হা/১৮৮৫-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, মাযলূমের হক কেবলমাত্র তওবা দ্বারা পূরণ হয় না।... বরং তওবা তখনই পূর্ণতা পাবে, যখন সে যুলুমের প্রতিদান মাযলূমকে বুঝিয়ে দিবে। যদি সে দুনিয়াতে তা পূরণ না করে, তবে আখেরাতে তাকে তা পূরণ করতে হবে ...*(মাজমূ' ফাতাওয়া ১৮/১৮৭-১৮৯)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে নিঃস্ব সেই ব্যক্তি, যে দুনিয়া থেকে ছালাত-ছিয়াম-যাকাত ইত্যাদি আদায় করে আসবে। সাথে ঐসব লোকেরাও আসবে, যাদের কাউকে সে গালি দিয়েছে, কারু উপরে অপবাদ দিয়েছে, কারু মাল গ্রাস করেছে, কাউকে হত্যা করেছে বা কাউকে প্রহার করেছে। তখন ঐসব পাওনাদারকে ঐ ব্যক্তির নেকী থেকে পরিশোধ করা হবে। এভাবে পরিশোধ করতে করতে যদি তার নেকী শেষ হয়ে যায়, তখন ঐসব লোকদের পাপসমূহ এই ব্যক্তির উপর চাপানো হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে' *(মুসলিম হা/২৫৮১; মিশকাত হা/৫১২৭)*।

প্রশ্ন (৮/২০৮) : ছালাতের সময় জামার হাতা গুটিয়ে রাখায় কোন বাধা আছে কি?

-আরীফ, কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তর : ছালাত অবস্থায় পুরুষের জন্য জামার হাতা সমূহ বা কাপড় গুটিয়ে রাখা উচিত নয়। বরং খোলামেলা ছেড়ে দিতে হবে *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৮৮৭, 'সিজদা ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ-১৪; ছিফাতু ছালাতিন্নবী পৃ. ১২৫)*।

প্রশ্ন (৯/২০৯) : মহিলাদের জামা'আতে মহিলা ইমাম ক্বিরা'আত ও আমীন সশব্দে পড়তে পারবে কি?

-মাযহারুল ইসলাম
শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তর : পারবে। তবে কোন গায়ের মাহরাম পুরুষ তা শ্রবণের সম্ভাবনা থাকলে নিম্নস্বরে ক্বিরাআত করবে *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩৪৩ পৃ.)*। কারণ মহিলাদের কণ্ঠস্বরও পর্দার অন্তর্ভুক্ত *(আহযাব ৩৩/৩২; বুখারী হা/১২০৩; মুসলিম হা/৪২২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নারী জাতি লজ্জার বস্তু' *(তিরমিযী হা/১১৭৩; মিশকাত হা/৩১০৯)*। তার কণ্ঠস্বরটাও লজ্জার অন্তর্ভুক্ত। সেকারণেই তাকে উচ্চকণ্ঠে আযান দিতে নিষেধ করা হয়েছে। লোকমা মুখে না বলে হাতের পিঠে হাত মারতে বলা হয়েছে *(বুখারী হা/১২০৩; মুসলিম হা/৪২২; মিশকাত হা/৯৮৮; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৫৩ পৃ.)*।

Contents

প্রশ্ন (১০/২১০) : আগুনে পোড়ানো গোশত খাওয়া যাবে কি? এতে শরী'আতে কোন নিষেধাজ্ঞা আছে কি?

-ইমামুল হোসাইন, দোহার, কাতার।

উত্তর : শারঈ পন্থায় পশু যবহ করার পর যেকোন উপায়ে খাদ্যোপযোগী করে তা খাওয়া যাবে। পুড়িয়ে খাওয়ার ব্যাপারে শরী'আতে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। বরং এটাই প্রমাণিত যে, রাসূল (ছাঃ) দুম্বার পোড়ানো পাঁজরের হাড্ডি খেয়েছেন *(আহমাদ হা/২৬৬৬৪; তিরমিযী হা/১৮২৯; মিশকাত হা/৩২৫)*।

প্রশ্ন (১১/২১১) : অমুসলিমদের আয়োজিত ধর্মীয় মেলায় স্টল দিয়ে কিছু বিক্রি করা যাবে কি?

-সোহেল রাণা, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর : যাবে না। কারণ যেসব স্থানে শিরক-বিদ'আত ও শরী'আত বিরোধী কার্যকলাপ হয় সেখানে যাওয়া, বেচা-কেনা ও ব্যবসা করা এবং সহযোগিতা করা গুনাহের কাজ। আল্লাহ বলেন, 'নেকী ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে কাউকে সাহায্য করো না' *(মায়েদাহ ৫/২)*।

প্রশ্ন (১২/২১২) : ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার কিছু পূর্বেই আমাকে গাড়িতে চাকুরীস্থলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'তে হয়। বাসায় ফজর পড়লে ওয়াক্ত হয় না আবার গাড়িতে পড়লে বার বার দিক পরিবর্তন হয়। এক্ষণে ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে আমার করণীয় কি?

-নাঈম, সিঙ্গাপুর।

উত্তর : সফররত অবস্থায় ছালাতের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে এবং যানবাহন থেকে নামার কোন সুযোগ না থাকলে যানবাহনেই প্রবল ধারণার ভিত্তিতে ক্বিবলামুখী হয়ে ছালাত আদায় করবে। নইলে যেকোন দিকে ফিরে ছালাত আদায় করবে *(বাক্বারাহ ২/২৩৮; বুখারী হা/৪৫৩৫, ইবনু মাজাহ হা/১০২০; বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৪০ পৃ.)*।

প্রশ্ন (১৩/২১৩) : আমি ছালাত আদায়ের সময় আমার বাচ্চা আমার সামনে গিয়ে বসে থাকে। ফলে সিজদা করার সময় হাত দিয়ে সরিয়ে সিজদা করতে হয়। এতে আমার ছালাত হবে কি?

-সাইফুল্লাহ, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ।

উত্তর : ছালাত হয়ে যাবে। আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে লোকদের ইমামতি করতে দেখেছি, অথচ তখন আবুল 'আছের কন্যা উমামা (অর্থাৎ নাতনী) তাঁর কাঁধের উপর ছিল। তিনি যখন রুকূ করতেন তাকে নামিয়ে দিতেন, আর যখন সিজদা হ'তে মাথা তুলতেন পুনরায় উঠিয়ে নিতেন *(বুখারী হা/৫৯৯৬; মুসলিম হা/৫৪৩; মিশকাত হা/৯৮৪)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, একদা রাসূল (ছাঃ) হাসান বা হোসাইন (রাঃ)-কে কোলে নিয়ে ছালাতে আসেন এবং তাকে পাশে রেখে ছালাত শুরু করেন। অতঃপর ছালাতের মধ্যে একটি সিজদা এত লম্বা করেন যে, একজন ছাহাবী কোন অঘটন ঘটেছে কি-না তা দেখতে মাথা উঁচু করে দেখেন যে, হাসান বা হোসাইন (রাঃ) রাসূলের পিঠের উপরে চড়ে রয়েছে। অতঃপর সালাম ফিরানোর পর এত লম্বা সময় সিজদায় থাকার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমার নাতি আমার উপর চড়েছিল। তাই আমি তাড়াহুড়া করতে অপসন্দ করলাম। যাতে তার খাহেশ পুরণ হয়ে যায় (অর্থাৎ সে নেমে যায়) *(নাসাঈ হা/১১৪১)*। তবে এতে যেন ছালাতের খুশূ-খুযূ' বিনষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

প্রশ্ন (১৪/২১৪) : কোন মুছল্লী জেহরী ছালাতের কিছু অংশ পাওয়ার পর বাকী অংশে সরবে না নীরবে ক্বিরাআত করবে?

-একরামুল হক, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তর : এমতাবস্থায় মাসবূক মুছল্লী বাকী ছালাতে নীরবে অথবা নীচু স্বরে ক্বিরাআত করবেন *(আবুদাঊদ হা/১৩৩২; ছহীহাহ হা/১৬০৩)*।

প্রশ্ন (১৫/২১৫) : মহিলারা কয়জন পুরুষের সামনে বিনা পর্দায় যেতে পারে?

-আব্দুল্লাহ বিন যহীর
আবুধাবী, আরব আমিরাত।

উত্তর : কেবল মাহরাম পুরুষদের সামনে যেতে পারবেন। এ বিষয়ে সূরা নূর ৩১ আয়াতে ১০ জন পুরুষের কথা বলা হয়েছে, যাদের সাথে নারী সাধারণ পোষাকে সাক্ষাৎ করতে পারে। যেমন স্বামী, পিতা (দাদা-নানা, চাচা-মামা), শ্বশুর (জামাতা), পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা (বৈপিত্রেয় বা বৈমাত্রেয়), ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগিনীপুত্র, কামনাহীন পুরুষ এবং নারী-অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ শিশু'। এতদ্ব্যতীত দুগ্ধসম্পর্কীয় ভাই ও অন্যান্যগণ রক্তসম্পর্কীয় ভাই ও অন্যান্যগণের ন্যায় *(বুখারী হা/২৬৪৫, ৫১০৩)*। তবে সকলে হারাম হ'লেও তাদের সাথে ব্যবহারে তারতম্য থাকবে। যেমন স্বামী, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা এবং অন্যান্যগণ সমান নয়।

প্রশ্ন (১৬/২১৬) : শিশুদের ছোট বয়সে রোগ হওয়ার পূর্বেই প্রতিষেধক হিসাবে যেসব টিকা দেওয়া হয় এগুলি কি জায়েয? এটা কি তাওয়াক্কুল বিরোধী নয়?

-তা'লীমুল হক, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : এগুলি তাওয়াক্কুল বিরোধী নয়। বরং চিকিৎসা নেওয়াই শরী'আতের নির্দেশ। তবে ঔষধ বা ডাক্তারকে আরোগ্যদানকারী মনে করলে শিরক হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা চিকিৎসা করাও। তবে হারাম বস্তু দিয়ে করো না' *(আহমাদ হা/১২৬১৮; ছহীহুল জামে' হা/১৭৫৪; মিশকাত হা/৪৫৩৮)*। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি সকালে ৭টি আজওয়া খেজুর খাবে, সেদিন বিষ এবং জাদু তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪১৯০)*। এ হাদীছ প্রমাণ করে যে, রোগ আসার পূর্বেই প্রতিষেধক নেওয়া যাবে *(আব্দুল্লাহ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৬/২১)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ এমন কোন রোগ নাযিল করেননি যার প্রতিষেধক সৃষ্টি করেননি। যারা এবিষয়ে জ্ঞান অর্জন করার তারা করল। আর যারা অজ্ঞ থাকার তারা অজ্ঞই থাকল

(আহমাদ হা/৩৫৭৮; ছহীহাহ হা/৪৫১, ১৬৫০)। তিনি আরো বললেন, 'প্রত্যেক রোগের ঔষধ রয়েছে। যখন সেটা পৌঁছে যায়, তখন সে রোগমুক্ত হয় আল্লাহ্র হুকুমে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫১৫)*। তাই যাবতীয় কল্যাণ বা অকল্যাণ সংঘটিত হয় আল্লাহ্র হুকুমে। এরূপ আক্বীদা পোষণ করে যাবতীয় হালাল চিকিৎসা বা প্রতিষেধক গ্রহণে শরী'আতে কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন (১৭/২১৭) : একাধিক মহিলা ও পুরুষের জানাযার ছালাত একত্রে আদায় করা যাবে কি?

-লুৎফর রহমান, র‍্যাব-৫, রাজশাহী।

উত্তর : একাধিক নারী ও পুরুষের একই সাথে জানাযার ছালাত আদায় করায় কোন বাধা নেই। এক্ষেত্রে পুরুষের লাশ ইমামের কাছাকাছি সম্মুখে রাখবে। তারপর মহিলার লাশ রাখবে। ইবনু ওমর (রাঃ) একই সাথে নয়জন নারী-পুরুষের জানাযার ছালাত আদায় করেন এবং নারীদের ক্বিবলার দিকে ও পুরুষদের ইমামের সামনে তার কাছাকাছি স্থানে রাখেন। এই জানাযায় ইবনু আব্বাস, আবু সাঈদ, আবু হুরায়রা ও আবু ক্বাতাদাহ উপস্থিত ছিলেন। এবিষয়ে জিজ্ঞেস করা হ'লে তারা বলেন, এটি সুন্নাত *(নাসাঈ হা/১৯৭৮; আছার ছহীহাহ হা/ ৪৪১; আহকামুল জানায়েয ১/১০৩, সনদ ছহীহ; বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল পৃঃ ২১৫)*।

প্রশ্ন (১৮/২১৮) : ছালাতে উভয় তাশাহহুদেই কি আঙ্গুল নাড়াতে হবে?

-তোফাযযল হোসাইন
ইসলামপুর, জামালপুর।

উত্তর : উভয় তাশাহহুদেই আঙ্গুল নাড়ানো সুন্নাত। এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীছসমূহে প্রথম বা শেষ তাশাহহুদ বলে পৃথক করা হয়নি। বরং উভয় তাশাহহুদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে *(আবুদাঊদ হা/৯৮৮, ৯৯০; নাসাঈ হা/১২৭৫; মিশকাত হা/৯১২)*।

প্রশ্ন (১৯/২১৯) : টয়লেটের মধ্যে ওযূ করার পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা যাবে কি?

-ইঞ্জিনিয়ার আমজাদ, মির্জাপুর, রাজশাহী।

উত্তর : ওযূর পূর্বে সর্বাবস্থায় বিসমিল্লাহ পাঠ করবে। এটি পাঠ করা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত *(তিরমিযী হা/২৫ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৪০২; ফাতাওয়া লাজনাহ দায়েমাহ ৫/৯৪; শারহুল মুমতে' ১/১৬০)*। এছাড়া টয়লেটের ভিতরে যেকোন দো'আ পাঠে বাধা নেই *(মুসলিম হা/৩৭৩; মিশকাত হা/৪৫৬)*। কেবল পেশাব-পায়খানারত অবস্থায় দো'আ সহ সকল প্রকার যিকির থেকে বিরত থাকবে *(বুখারী হা/৩৩৭; মুসলিম হা/৩৬৯; মিশকাত হা/৫৩৫)*।

প্রশ্ন (২০/২২০) : কুরবানীর চামড়া বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ মসজিদের উন্নয়নে কাজে লাগানো যাবে কি?

-আরশাদ আলী
মুজিবনগর, মেহেরপুর।

উত্তর : কুরবানীর চামড়া মসজিদের উন্নয়নে লাগানো যাবে না। কারণ সূরা তওবাহর ৬০ আয়াতে যাকাতের যে ৮টি খাত উল্লেখ করা হয়েছে, মসজিদ তার অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রশ্ন (২১/২২১) : সমাজে কিছু যুবক রয়েছে, যারা শিক্ষিত হ'লেও বেকার হওয়ায় বিবাহ করতে পারে না। অভিভাবকরাও এ ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন। চরম ফেতনার যুগে এই শ্রেণীর পাপে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে। এদের জন্য করণীয় কি?

-মুহাম্মাদ হাবীব
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তর : দারিদ্র্য বিবাহের জন্য বাধা নয়। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন আছে, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও ... তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে স্বচ্ছল করে দিবেন' *(নূর ২৪/৩২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহ স্বীয় কর্তব্য হিসাবে নির্ধারণ করেছেন, তাদের একজন হ'ল, বিবাহে ইচ্ছুক ব্যক্তি যে বিবাহের মাধ্যমে পবিত্র জীবন যাপন করতে চায় *(তিরমিযী হা/১৬৫৫ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৩০৮৯)*। এমতাবস্থায় বিষয়টি সরাসরি বা যে কোন মাধ্যমে অভিভাবককে জানাতে হবে বা বুঝাতে হবে। নেক নিয়ত থাকলে অবশ্যই অভিভাবক বিষয়টি বুঝবেন। এছাড়া ছেলেদের জন্য বিবাহের ক্ষেত্রে অভিভাবকের অনুমতি আবশ্যক নয়। তাই অভিভাবকের উদাসীনতায় সে নিজেই এ ব্যাপারে অগ্রগামী হ'তে পারে *(বিস্তারিত 'তালাক ও তাহলীল' বই দ্রঃ)*।

প্রশ্ন (২২/২২২) : বর্ণিত আছে যে, খলীফা থাকাকালীন সময়ে ওমর (রাঃ) সন্তানদের জন্য ঈদের কাপড় ক্রয় করতে না পেরে বায়তুল মাল-এর প্রধান আবু ওবায়দা (রাঃ)-কে তার এক মাসের অগ্রিম বেতন দেয়ার জন্য চিঠি পাঠান। পত্র পেয়ে তিনি অশ্রুসিক্ত হ'লেও উত্তর লিখলেন যে, অগ্রিম বেতন বরাদ্দের জন্য দু'টি বিষয় বিবেচনা করতে হবে। প্রথমতঃ আগামী মাস পর্যন্ত আপনি বেঁচে থাকবেন কি-না? দ্বিতীয়তঃ বেঁচে থাকলেও মুসলমানেরা আপনাকে খিলাফতের দায়িত্বে বহাল রাখবে কি-না? উত্তর পাঠ করে ওমর (রাঃ) এত বেশী ক্রন্দন করেন যে তাঁর দাড়ি ভিজে গেল। তিনি আবু ওবায়দার জন্য আল্লাহ্র নিকটে রহমত ও হায়াত বৃদ্ধির জন্য দো'আ করলেন। ফলে আর ঈদের কাপড়ও কেনা হ'ল না। এ ঘটনার সত্যতা আছে কি?

-নাছিরুদ্দীন, মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : ঘটনাটি শিক্ষণীয় ও বহুল প্রচলিত হ'লেও শুদ্ধ বা অশুদ্ধ কোন সূত্রে এটি পাওয়া যায়নি। তাছাড়া এটি ওমর (রাঃ)-এর আত্মসম্মানের বরখেলাফ।

প্রশ্ন (২৩/২২৩) : নিজ মায়ের সৎ খালাকে বিবাহ করা যাবে কি?

-ইশতিয়াক্ব, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : না। কারণ মায়ের সৎ খালা তার আপন খালার ন্যায়। কারণ হাদীছে এসেছে, اَلْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ 'খালা মায়ের মর্যাদা সম্পন্ন' *(বুখারী হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/৩৩৭৭)*। অতএব নানী হিসাবে তিনি মাহরাম পর্যায়ভুক্ত *(নিসা ৪/২৩; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৭৫)*।

প্রশ্ন (২৪/২২৪) : এ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এর ৫০ মিটার দূরত্বে বড় জামে মসজিদ রয়েছে। এক্ষণে ১০-১৫ জন নিয়ে বিল্ডিংয়ের নীচ তলায় স্থায়ীভাবে ওয়াক্তিয়া জামা'আতের ব্যবস্থা করা ঠিক হবে কি?

-মাহফূয, জেদ্দা, সঊদী আরব।

উত্তর : এমতাবস্থায় জামে মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করাই কর্তব্য। কেননা জামা'আত যত বড় হবে, মুছল্লীদের নেকী তত বেশী হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, জামা'আতে মুছল্লী যত বেশী হবে, আল্লাহ্র নিকটে তা তত বেশী প্রিয়তর হবে' *(আবুদাঊদ হা/৫৫৪, মিশকাত হা/১০৬৬)*। তিনি বলেন, ছালাতের নেকী অর্জনের ব্যাপারে ঐ ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা নেকীর ভাগিদার, যে অধিক দূর থেকে আগমনকারী *(বুখারী হা/৬৫১, মিশকাত হা/৬৯৯)*। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি উত্তম রূপে ওযূ করে একমাত্র ছালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে আসবে, তার প্রতি পদক্ষেপে মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় এবং একটি করে পাপ মোচন করা হয় ও একটি করে নেকী লেখা হয় *(মুসলিম হা/৬৪৯, ৬৫৪; মিশকাত হা/৭০২, ১০৭২)*।

তবে বিশেষ প্রয়োজনে ওয়াক্তিয়া জামা'আতের ব্যবস্থা করা যায় *(আবুদাঊদ হা/৪৫৫; মিশকাত হা/৭১৭)*। তবে সেখানে নিয়মিত আযান ও ছালাত হওয়া যরূরী *(মুসলিম হা/৬৫৪; মিশকাত হা/১০৭২)*।

প্রশ্ন (২৫/২২৫) : লোকমান কে ছিলেন? তার নামে সূরা নাযিল হওয়ার কারণ কি?

-হুমায়ূন কবীর, সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তর : লোকমান অত্যন্ত উঁচুদরের একজন জ্ঞানী মানুষ ছিলেন। সুফিয়ান ছওরী ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে, ক্বাতাদাহ জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে এবং সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব সহ অধিকাংশ সালাফের মতে তিনি নবী নন; বরং তিনি একজন সৎ বান্দা ছিলেন। যে আছার দ্বারা তাঁর নবী হওয়া প্রমাণিত হয় তা যঈফ *(ইবনে কাছীর, তাফসীর সূরা লোকমান ৩১/১২ আয়াত)*। লোকমানকে আল্লাহ বিশেষ 'হিকমত' দান করেছিলেন *(লোকমান ৩১/১২)*। যেমন খিযিরকে বিশেষ 'ইল্ম' দান করেছিলেন *(কাহফ ১৮/৬৫)*। তাঁর জ্ঞানপূর্ণ উপদেশসমূহ কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং তার নামে একটি সূরা নাযিল হয়েছে। এর কারণ হ'ল এখানে লোকমান কর্তৃক তাঁর সন্তানকে প্রদত্ত মানবজাতির জন্য শিক্ষণীয় কিছু উপদেশ ও অছিয়ত সম্পর্কিত ঘটনার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। যেমনভাবে বাক্বারাহ, কাহফ, আলে ইমরান, ইসরা প্রভৃতি সূরার নামকরণ অনেকসময় ঘটনার প্রেক্ষিতে হয়েছে। তার পিতা-মাতা, বংশ পরিচয়, প্রজ্ঞা ইত্যাদি ব্যাপারে অনেক ঘটনা বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে। তবে সেগুলি প্রমাণিত নয়।

প্রশ্ন (২৬/২২৬) : কবর থেকে বরকত গ্রহণ করা যদি শিরক হয়, তাহ'লে ইমাম বুখারী রাসূল (ছাঃ)-এর কবরের পাশে বসে বুখারীর তরজমাতুল বাব রচনার কারণ কি?

-মীযান, ফরিদপুর।

উত্তর : ইমাম বুখারী (রহঃ) ছহীহ বুখারীর তরজমাতুল বাব রচনার সময় রাসূল (ছাঃ)-এর কবরের দ্বারা বরকত গ্রহণ করেছেন ইমাম বুখারী একথা বলেননি। বরং তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর কবর এবং তাঁর মিম্বারের মাঝে মসজিদে বসে তরজমাতুল বাব রচনা করেছিলেন এবং প্রতিটি তরজমাতুল বাব রচনার পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করেছিলেন *(ফাৎহুল বারী ১/৪৮৯; নববী, তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত ১/১০১)*। হাদীছে রাসূল (ছাঃ)-এর বাসগৃহ এবং তাঁর মিম্বরের মাঝের স্থানটিকে জান্নাতের বাগিচাসমূহের একটি বাগিচা বলে অভিহিত করা হয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৯৪)*। তাই তিনি সেই জান্নাতের বাগিচায় বসে ছহীহ বুখারীর তরজমাতুল বাব রচনা করেছেন এবং তা কবুল হওয়ার জন্য আল্লাহ্র নিকট দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে প্রার্থনা করেছেন। এতে কবর থেকে বরকত হাছিল করা প্রমাণ হয় না।

প্রশ্ন (২৭/২২৭) : তাফসীর মাহফিলে জনৈক মুফতী বললেন, কোন আলেম কবরের পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে ৪০ দিনের কবরের আযাব মাফ হয়। এ বক্তব্য কি ঠিক?

-ফযলুল হক, নাটোর।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সম্পূর্ণ বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। তবে আলেম হোক বা সাধারণ মুমিন হোক কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে কবরবাসীর জন্য দো'আ করলে মৃত মুমিন ব্যক্তি উপকৃত হবেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৬৪ 'জানাযা' অধ্যায় 'কবর যিয়ারত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (২৮/২২৮) : সামান্য পরিমাণে সোনা রয়েছে এরূপ হাতঘড়ি পুরুষদের জন্য ব্যবহার করা যাবে কি?

-মাযহারুল ইসলাম, সিঙ্গাপুর।

উত্তর : স্বর্ণ কম হৌক বা বেশী হৌক পুরুষের জন্য ব্যবহার করা হারাম। তাই এরূপ ঘড়ি পুরুষদের জন্য ব্যবহার করা যাবে না। রাসূল (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তির হাতে একটি স্বর্ণের আংটি দেখতে পেয়ে সেটি খুলে ফেলে দেন এবং বলেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ আগুনের টুকরা সংগ্রহ করে তার হাতে রাখে'। পরে রাসূল (ছাঃ) প্রস্থান করলে লোকটিকে বলা হ'ল, তোমার আংটিটি তুলে নাও এবং এর দ্বারা ফায়দা লাভ কর। সে বলল, না। আল্লাহ্র শপথ! আমি কখনো ওটা নেব না। রাসূল (ছাঃ) তো ওটা ফেলে দিয়েছেন *(মুসলিম হা/২০৯০; মিশকাত হা/৪৩৮৫)*। তিনি আরো বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'স্বর্ণ ও রেশমী কাপড় আমার উম্মতের নারীদের জন্য হালাল করা হয়েছে এবং পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৫৯৫, আবুদাঊদ হা/৪০৫৭, মিশকাত হা/৪৩৯৪)*।

প্রশ্ন (২৯/২২৯) : প্রতিবাদের নামে রাস্তার উপর কষ্টদায়ক বস্তু যেমন ময়লা-আবর্জনা ফেলে রাখা, গাছ কেটে ফেলে রাখা, গর্ত করা, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা ইত্যাদি জায়েয হবে কি?

-শফীকুল ইসলাম
জামিরা, পুঠিয়া, রাজশাহী।

Contents

উত্তর : এগুলি জায়েয নয়। বরং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ এবং অন্যতম ছাদাক্বাহ *(বুখারী হা/২৬৩১, ২৯৮৯; মিশকাত হা/৫)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে চলার সময় রাস্তায় একটি কাঁটাযুক্ত ডাল দেখতে পেয়ে তা সরিয়ে ফেলল। আল্লাহ তা'আলা তার এ কাজ সাদরে কবুল করলেন ও তার গুনাহ মাফ করে দিলেন *(বুখারী হা/৬৫২; মুসলিম হা/১৯১৪)*। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাস্তার উপর পড়ে থাকা একটি গাছের ডালের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বলল, আল্লাহর কসম! আমি এটিকে মুসলিমদের পথ থেকে অবশ্যই সরিয়ে দেব; যাতে এটি তাদের কষ্ট না দেয়। সুতরাং তাকে (এর কারণে) জান্নাতে প্রবেশ করানো হ'ল *(মুসলিম হা/১৯১৪ (১২৮))*। তিনি আরও বলেন, তোমরা অভিশপ্ত দু'টি কাজ থেকে দূরে থাক। ছাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, সে কাজ দু'টি কি? তিনি বললেন, মানুষের চলাচলের রাস্তায় অথবা তাদের (বিশ্রাম নেয়ার) ছায়ায় প্রস্রাব বা পায়খানা করা *(মুসলিম হা/২৬৯; আহমাদ হা/৮৮৪০)*। অতএব প্রতিবাদের নামে রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা কবীরা গোনাহ।

প্রশ্ন (৩০/২৩০) : আমি একটি হিন্দু ছাত্রকে প্রাইভেট পড়াই। আমার বন্ধু হিন্দু ধর্ম বিষয়টি এবং আমি বাকি বিষয়গুলি পাঠদান করি। এরূপ করা জায়েয হবে কি?

-রঊফুল ইসলাম রাসেল
কালিয়াকৈর, গাযীপুর।

উত্তর : ছাত্র যে ধর্মেরই হৌক না কেন তাকে পাঠ্য বই পড়ানোতে কোন গুনাহ হবে না। আর বৈধ যেকোন কাজের বিনিময়ে মজুরী নেওয়া যাবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১৫/৯৬)*। তবে কাউকে হিন্দু ধর্মে উদ্বুদ্ধ করা জায়েয হবে না।

প্রশ্ন (৩১/২৩১) : স্বপ্নদোষ হ'লে পুরো পোষাক ও বিছানা পরিষ্কার করতে হবে কি? না কেবল নাপাকী লাগা স্থানটি ধুয়ে ফেললেই যথেষ্ট হবে?

-সোহেল রাণা, পবা, রাজশাহী।

উত্তর : কেবল অপবিত্র স্থানটুকু পরিষ্কার করলেই যথেষ্ট হবে। পুরো পোশাক বা পুরো বিছানা ধোয়ার কোন প্রয়োজন নেই। একবার এক ব্যক্তি আয়েশা (রাঃ)-এর মেহমান হ'ল। অতঃপর সকালে সে তার কাপড় ধুতে লাগল। তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, তুমি যদি (কাপড়ে) তা (বীর্য) দেখতে পাও, তবে তোমার জন্য শুধু সে জায়গাটা ধুয়ে ফেলাই যথেষ্ট হবে। আর যদি তা না দেখ, তবে তার আশেপাশে পানি ছিটিয়ে দিবে। আমি রাসূল (ছাঃ)-এর কাপড় থেকে তা নখ দিয়ে ভাল করে খুঁচে ফেলতাম। অতঃপর তিনি তা পরে ছালাত আদায় করতেন *(মুসলিম হা/২৮৮, আবুদাঊদ হা/৩৭১)*।

প্রশ্ন (৩২/২৩২) : তাফসীরে ইবনে আব্বাস কতটুকু ছহীহ? উক্ত তাফসীর যদি ছহীহ ও সকলের জন্য যথেষ্ট হয় তাহ'লে অন্যান্য তাফসীর গ্রন্থের প্রয়োজন কি?

-সাইফুল ইসলাম, লাকসাম, কুমিল্লা।

উত্তর : ইবনু আব্বাস (রাঃ) তাফসীর বা অন্য কোন গ্রন্থ রচনা করে যাননি। 'তাফসীর ইবনু আব্বাস' নামে যে তাফসীর গ্রন্থ প্রচলিত রয়েছে তা পরবর্তীতে রচিত। তাই তাঁর প্রতি এই তাফসীর গ্রন্থটি সম্বন্ধিত করা যাবে না।

ইবনু আব্বাসের তাফসীর হিসাবে একটি তাফসীর রচনা করেছেন মূসা বিন আব্দুর রহমান। তার ব্যাপারে ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, সে মিথ্যুকদের অন্তর্ভুক্ত। ইবনু আদী বলেন, সে মুনকিরুল হাদীছ। ইবনু হিব্বান বলেন, সে দাজ্জাল ও হাদীছ জালকারী। সে ইবনু আব্বাস থেকে আতা হয়ে ইবনু জুরাইজের সূত্রে মুক্বাতিল ও কালবীর বক্তব্য জমা করে ইবনু আব্বাসের নামে একটি তাফসীর রচনা করে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ১/২৫৯)*।

'তানবীরুল মিক্বয়াস মিন তাফসীরে ইবনে আব্বাস' নামে আরেকটি তাফসীর রয়েছে। যে ব্যাপারে মুহাম্মাদ হোসাইন যাহাবী (১৯১৫-১৯৭৭ ইং) বলেন, বৃহদায়তন এই তাফসীরটি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। যা 'তানবীরুল মিকয়াস মিন তাফসীরে ইবনে আব্বাস' নামে মিসর থেকে অনেকবার প্রকাশিত হয়েছে। যা আবু তাহের মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব ফিরোযাবাদী শাফেঈ জমা করেছেন...। তিনি বলেন, কিন্তু এটা ইবনু আব্বাসের দিকে সম্পর্কিত করা ঠিক নয়। বরং ফিরোযাবাদী এটি জমা করেছেন এবং ইচ্ছাকৃতভাবে ইবনু আব্বাসের দিকে বাজে বর্ণনা সমূহ সম্পর্কিত করেছেন। সূত্রটি হ'ল- ইবনু আব্বাস থেকে আবু ছালেহ, তার থেকে কালবী, তার থেকে মুহাম্মাদ বিন মারওয়ান সুদ্দী *(আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরূন ২/২৬)*।

এর মধ্যে মুহাম্মাদ বিন মারওয়ান 'মিথ্যাবাদী' হিসাবে অভিযুক্ত, কালবী প্রসিদ্ধ হাদীছ জালকারী, আর আবু ছালেহ ইবনু আব্বাসের সাক্ষাৎ লাভ করেননি *(যাহাবী, মীযানুল ই'তেদাল ৪/৩২; ৩/৫৫৭-৫৫৯)*।

আল্লামা সুয়ূতীও এব্যাপারে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন *(আল-ইৎক্বান ফি উলূমিল কুরআন ২/৪৯৭-৪৯৮)*। তবে বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থ থেকে কেবলমাত্র বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত ইবনু আব্বাসের তাফসীরসমূহ জমা করে বেশ কিছু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। যেমন- আব্দুল আযীয হুমাইদীর 'তাফসীর ইবনু আব্বাস ওয়া মারবিয়াতুহূ ফিত তাফসীর মিন কুতুবিস সুন্নাহ' এবং আদম মুহাম্মাদ আলীর 'ইবনু আব্বাস ওয়া মানহাজুহূ ফিত তাফসীর'। জানা আবশ্যক যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর তাফসীরই যথেষ্ট নয়। বরং অন্যান্য ছাহাবী ও তাবেঈগণ থেকে এবং পরবর্তী বিদ্বানগণ থেকে তাফসীর বর্ণিত হয়েছে। কেননা আল্লাহ সব জ্ঞান একজনের নিকট সীমাবদ্ধ রাখেননি।

প্রশ্ন (৩৩/২৩৩) : চাকুরী বা অন্য কোন কাজে সুফারিশকারী ব্যক্তিকে গিফ্‌ট বা উপঢৌকন দেওয়া যাবে কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, সিঙ্গাপুর।

Contents

উত্তর : প্রশ্নে উল্লেখিত কারণে গিফ্‌ট বা উপঢৌকন প্রদান করা নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি কারু জন্য সুফারিশ করল, অতঃপর এর বিনিময়ে তাকে কোন বস্তু প্রদান করা হ'লে সে তা গ্রহণ করল, ঐ ব্যক্তি একটি বড় ধরনের সূদ গ্রহণ করল' *(আবুদাঊদ হা/৩৫৪১; মিশকাত হা/৩৭৫৭ সনদ হাসান, 'ইমারত' অধ্যায়; ছহীহুল জামে হা/৬৩১৬)*।

জানা আবশ্যক যে, বৈধ কাজে সুফারিশকারী ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকটে পুরস্কৃত হবেন। যেমন রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِشْفَعُوْا تُؤْجَرُوْا 'তোমরা অপরের জন্য সুফারিশ কর, পুরস্কৃত হবে' *(আবুদাঊদ হা/৫১৩২)*।

প্রশ্ন (৩৪/২৩৪) : পৃথিবী ছাড়া অন্য গ্রহে জীবনের কোন অস্তিত্ব আছে কি? এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীছে কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় কি?

-শহীদ হাসান, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তর : পৃথিবী ছাড়াও অন্যত্র জীবনের অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব নয়। আল্লাহ বলেন, 'আসমান ও যমীনে যত প্রাণী আছে, সবই আল্লাহকে সিজদা করে এবং ফেরেশতাগণ। আর তারা অহংকার করে না' *(নাহল ১৪/৪৯)*। উক্ত আয়াত থেকে অনুমতি হয় যে, আসমানে ফেরেশতা ছাড়াও অন্য সৃষ্টি রয়েছে। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

প্রশ্ন (৩৫/২৩৫) : আমাদের মসজিদের ইমাম ছাহেব গত তিন বছর যাবৎ সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। কিন্তু এবছর বার্ষিক মাহফিলে তার নির্বাচিত প্রধান বক্তা অসুস্থতার কারণে বক্তব্য দিতে ব্যর্থ হওয়ার ফলে মাহফিল পণ্ড হয়ে যায়। এতে মুছল্লীরা তাকে আর ইমামতির দায়িত্বে রাখতে চায়না। এক্ষণে এই সামান্য কারণে ইমাম ছাহেবকে বরখাস্ত করা জায়েয হবে কি?

-তাবীবুর রহমান সরদার
আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।

উত্তর : এরূপ কারণে ইমাম ছাহেবকে বরখাস্ত করা জায়েয হবে না। বরং স্পষ্ট যুলুম হবে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এখানে ইমাম ছাহেব দোষী নন। আর আল্লাহ বলেন, 'প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী হবে। কেউ কারু পাপের বোঝা বহন করবে না' *(আন'আম ৬/১৬৪)*। এ ব্যাপারে ইমাম ছাহেব যদি গোপনে কোন কিছু অন্যায় করে থাকেন, তার জন্য তিনি আল্লাহ্‌র নিকটে দায়ী হবেন। কিন্তু অপর ভাইয়ের প্রতি সন্দেহ করা ও তার দোষ খুঁজে বের করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয় *(হুজুরাত ৪৯/১২)*।

প্রশ্ন (৩৬/২৩৬) : বিবাহের পূর্বে দেনমোহর নিয়ে অভিভাবকের সাথে পাত্রের বনিবনা না হওয়ায় বিবাহ ভেঙ্গে যায়। পরে তারা পালিয়ে গিয়ে কাযী অফিসের মাধ্যমে বিবাহ করে। কিছুদিন পর যুবকটি তাকে তিন মাসে তিন তালাক দেয়। এক্ষণে তারা পুনরায় সংসার করতে ইচ্ছুক। তাদের জন্য করণীয় কি?

-আবু তাহের খান, ভালুকা, ময়মনসিংহ।

উত্তর : বর্ণনা অনুযায়ী উক্ত বিবাহ সঠিক হয়নি। সেকারণ তালাক প্রযোজ্য হবে না। কেননা কন্যার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ বৈধ নয় *(ইবনু মাজাহ হা/১৮৭৯; মিশকাত হা/৩১৩১, ৩১৩৭)*। অতএব যতদিন তারা বসবাস করেছে, ততদিন তারা ব্যভিচারে লিপ্ত ছিল। এক্ষণে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে চাইলে প্রথমে অনুতপ্ত হৃদয়ে তওবা করবে। অতঃপর অভিভাবকের অনুমতি সাপেক্ষে শরী'আসম্মতভাবে বিবাহের সার্বিক কার্যাবলী সম্পন্ন করবে।

মা'কিল বিন ইয়াসার (রাঃ)-এর বোনকে তার স্বামী তালাক দেওয়ার পর ইদ্দত শেষ হ'লে তার নিকটে আবার বিবাহের প্রস্তাব পাঠায়। কিন্তু মা'কিল তাতে অমত করে। এসময় আয়াত নাযিল হয়- 'আর যখন তোমরা স্ত্রীদের (রাজ'ঈ) তালাক দাও। অতঃপর তাদের ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যায়। তখন তারা উভয়ে যদি ন্যায়ানুগভাবে পরস্পরে সম্মত হয়, সে অবস্থায় স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের বিয়ে করতে চাইলে তোমরা তাদের বাধা দিয়ো না' *(বাক্বারাহ ২/২৩২; বুখারী হা/৫৩৩১)*। উক্ত ঘটনার মাধ্যমে বিবাহের ক্ষেত্রে একদিকে অভিভাবকের অনুমতির গুরুত্ব, অন্যদিকে পাত্রীর পসন্দ মেনে নেওয়ারও গুরুত্ব ফুটে উঠেছে।

প্রশ্ন (৩৭/২৩৭) : আমার পিতা সূদী ব্যাংকে চাকুরী করেন। মৃত্যুর পর তার রেখে যাওয়া সম্পদের অংশীদার হওয়া আমার জন্য জায়েয হবে কি?

-মেহেদী হাসান, ডিমলা, নীলফামারী।

উত্তর : সূদী ব্যাংকসহ যেকোন সূদী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর কারণে উপার্জিত সম্পদ কেবল উপার্জনকারীর জন্য হারাম। উপার্জনকারীর ওয়ারিছ হিসাবে বৈধ পন্থায় গ্রহণকারী এ জন্য দায়ী হবে না *(উছায়মীন, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ৫৭ আয়াত ১/১৯৮)*। অতএব পিতার মৃত্যুর পর ওয়ারিছরা তার উত্তরাধিকারী হবে। তবে কোন উত্তরাধিকারী যদি ইচ্ছাকৃতভাবে অধিক সম্পদ লাভের আশায় উপার্জনকারীকে তার জীবদ্দশায় এথেকে বাধা না দেয়, তবে সে গুনাহগার হবে।

এছাড়া সম্পদের মৌলিকত্ব যদি হারাম হয় এবং তা জানা যায়, তাহ'লে তা গ্রহণ করা ও ভোগ করা বৈধ হবে না। যেমন চুরি ও লুণ্ঠন কৃত সম্পদ *(উছায়মীন, লিকাউল বাবিল মাফতূহ ১৩/১৮৮; মাজমূ' ফাতাওয়া বিন বায ১৯/১৯৬; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ২৬/৩৩২)*।

প্রশ্ন (৩৮/২৩৮) : পুরুষের জন্য হোয়াইট গোল্ড-এর আংটি, ঘড়ি বা অন্য কোন অলংকার ব্যবহার করায় কোন বাধা আছে কি?

-মীযানুর রহমান, সিলেট।

উত্তর : হোয়াইট গোল্ড বা সিটি গোল্ড যে নামকরণই করা হৌক না কেন যদি তাতে স্বর্ণের কোন অংশ থাকে, তাহ'লে পুরুষদের জন্য তা ব্যবহার করা হারাম। যদি না থাকে তাহ'লে জায়েয *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৭৬/২৪, ২৪/৬১)*। তবে বাজারে প্রচলিত হোয়াইট গোল্ড অলংকারগুলি বিভিন্ন

Contents

ক্যারেটের সোনার সাথে অন্য ধাতু মিশিয়ে তৈরী করা হয় বলে জানা যায়, যা নিঃসন্দেহে পুরুষের জন্য হারাম।

প্রশ্ন (৩৯/২৩৯) : 'তাওহীদ' নামে আমাদের এখানে একটি দল কুরআন পড়িয়ে, ইমামতি করে, সরকারী চাকুরী করে বেতন নেওয়া হারাম বলে। একথার কোন সত্যতা আছে কি?

-মশীউর রহমান, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : উক্ত দলের বক্তব্য ভিত্তিহীন। ইমামতি বা কুরআন শিক্ষাদান সহ যেকোন বৈধ কাজের জন্য কাউকে নিয়োগ করা হ'লে, তার কাজের বিনিময়ে সম্মানজনক রূযীর ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষকে করতে হবে। যেমন রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যাকে আমরা কোন দায়িত্বে নিয়োগ করি আমরা তার রুযীর ব্যবস্থা করে থাকি' *(আবূদাঊদ হা/৩৫৮৮; মিশকত হা/৩৭৪৮; ছহীহুল জামে' হা/৬০২৩)*। তবে পারিশ্রমিক নিয়ে বাক-বিতণ্ডা করা, মনকষাকষি করা ইত্যাদি থেকে দূরে থাকা এরূপ দায়িত্বশীলদের জন্য আবশ্যক। আর সরকারী হৌক বা বেসরকারী হৌক বৈধ কর্মের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণে কোন বাধা নেই। যেন সরকারী প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা, অফিস ম্যানেজমেন্ট সহ বৈধ সকল কাজ। সরকার যদি অন্যায় কোন উৎস থেকে পারিশ্রমিক দেয়, সেজন্য সরকার দায়ী হবে। পক্ষান্তরে ব্যাংক, বীমা এনজিও সহ শরী'আতবিরোধী কারবারই যেসব প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য, সেখানে চাকুরী করা জায়েয হবে না। চাই তা সরকারী হৌক বা বেসরকারী হৌক।

প্রশ্ন (৪০/২৪০) : কাশফ কি? যেকোন বুযর্গের কাশফ হওয়া সম্ভব কি? ফাযায়েল-এর কিতাবগুলিতে যেসব কাশফের বর্ণনা আছে তার সত্যতা আছে কি?

-সাইফুল ইসলাম, খিলক্ষেত, ঢাকা।

উত্তর : কাশ্‌ফ অর্থ উন্মুক্ত করা। আল্লাহ কর্তৃক তার কোন বান্দার নিকট অহী মারফত এমন কিছুর জ্ঞান প্রকাশ করা, যা অন্যের নিকট অপ্রকাশিত। আর এটি কেবল নবী-রাসূলগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য *(জুরজানী, কিতাবুত তা'রিফাত ৩৪ পৃঃ)*। তবে কখনও কখনও রীতি বহির্ভূতভাবে অন্য কারু নিকটে প্রকাশিত হ'তে পারে বা অলৌকিক কিছু ঘটতে পারে। যেমন ছাহাবীগণ থেকে হয়েছে। এটাকে 'কারামত' বলা হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাকে এর দ্বারা সম্মানিত করেন। যেমন ওমর (রাঃ) প্রায় ১ মাস দূরত্বে থাকা সৈন্যদলের অবস্থান সম্পর্কে অনুধাবন করে তাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছিলেন *(মিশকাত হা/৫৯৫৪, সনদ হাসান; ছহীহাহ হা/১১১০-এর আলোচনা)*।

আর এরূপ কোন মুমিন থেকেও প্রকাশিত হ'তে পারে। তবে কারামাত বা ইলহাম শরী'আতের কোন দলীল নয় এবং আল্লাহর অলী হওয়ার কোন প্রমাণ নয়। বস্তুতঃ মুসলমানদের জন্য অনুসরণীয় হ'ল কুরআন ও সুন্নাহ। অন্য কিছু নয় *(আব্দুর রহমান, আল-ফিকরুছ ছুফী ফী যূইল কিতাবে ওয়াস সুন্নাহ ১/১৪৬; ত্বাবাকাতুছ ছুফী ১/৭৬)*। আর কাশফের কোন আইনী বা শারঈ ভিত্তি নেই।

তারেক আর্ট

১। ডিজাইন ব্যানার প্রিন্ট ২। পিভিসি প্রিন্ট
৩। প্যানাফ্লেক্স প্রিন্ট ৪। লাইটিং বোর্ড প্রিন্ট
৫। ভিনাইল ষ্টিকার প্রিন্ট ৬। রিফলেকটিভ ষ্টিকার প্রিন্ট

তারেক আর্ট এন্ড ডিজিটাল প্রিন্ট

ঠিকানা
নিউ মার্কেট রোড গোরহাঙ্গা মসজিদ সংলগ্ন (উত্তর পার্শ্বে), রাজশাহী।
০১৭১২-৯৯২২২৩
E-mail : tarekartbd@gmail.com

আলো ইলেকট্রিক ডেকোরেটর

এখানে যে কোন অনুষ্ঠানের জন্য গেইট, প্যাণ্ডেল, মাইক, লাইটিং, ডেকোরেটর দ্রব্যাদি ভাড়া পাওয়া যায় এবং সর্বপ্রকার খাবার সরবরাহ করা হয়।

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৭ সফল হোক

রাণীবাজার (ভাংড়িপট্টির সন্নিকটে) রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-১১৭০৬৮

নূরুল ইসলাম ডেকোরেটর

এখানে বিবাহ, ওয়ালীমা, ইফতার মাহফিল, ওয়ায মাহফিল সহ যে কোন অনুষ্ঠানের জন্য গেইট, প্যাণ্ডেল, লাইটিং ও ডেকোরেটর দ্রব্যাদি ভাড়া পাওয়া যায়।

সযত্ন ও আন্তরিক সেবাই আমাদের ব্রত

প্রোঃ মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম
নওহাটা, পবা, রাজশাহী।
মোবাইল ০১৮২৭-৫০০৫৯৪।